মূল্য ২॥০ টাকা

পতিতার সিদ্ধি

উপন্যাস

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

প্রণীত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মাঘ—১৩৩০

মূল্য ২৷৷০ টাকা
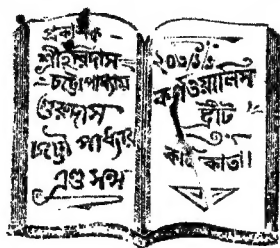
প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা

অনেক বাড়ীর দরজায় বেশ ভূষা করিয়া অনেক হতভাগিনীকে যেমন দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, এ বাড়ীটা সেরূপ নয়। সেখানে তখন একটীও প্রাণী ছিল না, বাড়ীর দ্বারটাও রুদ্ধ ছিল। তথাপি সঙ্কোচের সহিত রাখু সেখানে দাঁড়াইল। সে বাড়ীর সম্মুখের একটি বাড়ীর দোতালায় তখন গান-বাজনা চলিতেছিল। নিরুপায়ে দাঁড়াইয়া রাখু গান শুনিতে লাগিল।

রাখুর একটু তালবোধ—একটু সুরবোধও ছিল। বিষ্ণুপুরের নিকটে একটি গ্রামে তাহার জন্ম। বিষ্ণুপুরকে গান বাজনার একরূপ জন্মস্থান বলিলে বেশী বলা হয় না। সাধারণ লোকেরও সেখানে সুর-তালে অল্পবিস্তর দখল আছে। রাখুরও সেইরূপ ছিল। সে বিষ্ণুপুরে দুই চারি জন ভালো কালোয়াতের গান ও বাজনা শুনিয়াছে। নিজেও গানের—বিশেষতঃ বাজনার একটু আধটু চেষ্টা করিয়াছে। রাখু নিজেকে না বলুক, সেখানকার অনেকেই তাহাকে একজন ভাল "বাজিয়ে" বলিত। বাজাইতে বাজাইতে অনেক মুগ্ধ শ্রোতার মুখ হইতে সে অনেক প্রকারের প্রশংসা ধ্বনি শুনিয়াছে।

নিরুপায়ে অর্থাৎ চলিয়া যাইবার উপায় ছিল না বলিয়া রাখু গান শুনিতেছিল। কেন না গায়িকার না ছিল সুর-বোধ,—বাদকের না ছিল তাল-বোধ। মাঝে হইতে কতকগুলা অপ্রকৃতিস্থের অনর্থক উচ্চ বাহবা শব্দ 'সঙ্গত'টাকে আরও যেন বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল।

দাঁড়াইয়া ক্রমে সে বিরক্ত হইতে লাগিল, কিন্তু ছাতির অভাবে তাহার স্থানত্যাগ ঘটিতেছিল না। রাখু মনে করিল—একবার ঝড়ের নিবৃত্তি হইলেই এ কুৎসিত স্থানটা ছাড়িয়া যাই।

ঝড় তো কমিল না বরং খানিকটা বৃষ্টি মাথায় করিয়া সে একটু গর্জনের সঙ্গেই ছুটিয়া আসিল। রাখুর যাওয়াটা কিছুক্ষণের জন্য

স্থগিত হইল বটে, কিন্তু ঝড়বৃষ্টির শব্দের ভিতরে গান-বাজনা যে ডুবিয়া গেল, তাহাতে সে আপনাকে অনেকটা সুখী বোধ করিল। তাহার গলা ধাক্কার অপমানের চেয়ে সুর-লয়ের অপমানটা বেশী যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইতেছিল।

সহসা সেই শব্দরাশি ভেদ করিয়া একটি সূক্ষ্ম সুর তাহার কানে আসিয়া লাগিল। শুনিবা মাত্র সে যেন চমকিয়া উঠিল। তাই ত! বিষ্ণুপুরের বড় বড় মজলিসে বড় গায়কের কণ্ঠ হইতেও ত এত মিষ্ট সুর বাহির হইতে সে কখন শুনে নাই। সত্য সত্যই আসল সুরটা কি এত মিষ্ট, না ঝড় জলের শব্দ নিজের ভিতরে গানটাকে মিশাইয়া সুরটাকে এত মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে? রাখু উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

যে বাড়ীর বারান্দায় সে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই উপরের একটি ঘর হইতে সুর উঠিয়াছিল। উঠিয়া কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ রহিল না। কি একটা গানের একটা কলিমাত্র গাহিয়া গায়িকা চুপ করিল। গান শুনিবামাত্র সেটা যে নারী-কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে, এটা রাখুর বুঝিতে বাকী ছিল না। গানের সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি তালে তালে সঞ্চালিত পরস্পরে আহত তার অঙ্গুলি দু'টি গায়িকাকে দেখিবার জন্য যেন প্ররোচিত করিতেছিল। শুধু সরম আর অবস্থার বিপর্যয় তাহাকে সেইখানেই দাঁড় করাইয়া রাখিল। কিছুক্ষণ একভাবে দাঁড়াইয়া রাখু গানটার পুনরাবৃত্তির প্রত্যাশা করিল। সেই একটা কলি গান শুনিয়াই সে বুঝিয়াছিল—গায়িকার কণ্ঠস্বর শুধু মধুর নয়, তাহার তাল-বোধও যথেষ্ট আছে। হায়, এ গানটা যদি এ কুৎসিত স্থানে না হইয়া বিষ্ণুপুরে কোন আসরে হইত, আর স্ত্রীলোকের না হইয়া কোন পুরুষের কণ্ঠ হইতে বাহির হইত, রাখু তাহা হইলে মনের সাধে সঙ্গত করিয়া তাহার বাজনার শক্তিটা সার্থক করিয়া লইত।

থাকা দেখা তাহার অভ্যাস আছে। সে পা টিপি টিপি ভিতরে ঢুকিল--দরজা বন্ধ করিল না।

উপরে গিয়াই দিদিমণিকে দেখা দিয়াই সে খলখল হাসিল। হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল—"বাবু।"

"কই?"

"দেখবে এস,– চোরটির মত পথের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।"

ইতিমধ্যে বারান্দার সম্মুখে গ্যাসের আলোটা একটা বাতাসের ধাক্কায় নিবিয়া গিয়াছে। দূরের আলো মাখান রশ্মির সম্পাতে স্থানটাকে যেন বেশী অন্ধকারে ঢাকিয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গলিটায় হাঁটু প্রমাণ জল। বাবু দেখিল তাহার দেশের একটা যেন মুখর 'খাড়া' অবস্থাৎ তাহার সম্মুখে একটা বিশাল 'ডাঙ্গা'র জল আনিয়া তাহার চলিবার পথ রোধ করিয়াছে।

তাহার শীঘ্র শীঘ্র বাসায় ফিরিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। পরের আশ্রয়ে থাকা। ফিরিতে রাত্রি হইলে সে রাত্রির মত তাহার উপবাসের সম্ভাবনা। উপবাসের কথা মনে উঠিতেই সঙ্গে সঙ্গে দরোয়ানের রুক্ষ কথাটা তাহার মনে পুনরুদিত হইল। আজ কি কুক্ষণে সে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল।

তখন হইতেই তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। বৃষ্টি থামিবার অপেক্ষা আর তাহার চলিল না। দুই দিন পূর্ব্বে তাহার সর্দ্দিজ্বর হইয়াছিল। বৃষ্টিতে ভিজিলে অসুখ ফিরিয়া আসিতে পারে আসুক, এ বৃষ্টি যে রাত্রির মধ্যে থামিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? বৃষ্টি একটু থামিবার মত হইয়াছিল, আবার বাড়িল। মেঘ নীরব হইবার মুখে আবার দ্বিগুণ গর্জ্জনে ছুটিয়া আসিল। আসুক, যেমন করিয়া হোক, যত শীঘ্র পারে,—তাহাকে বাসায় ফিরিতেই হইবে। ব্যাকুলতার

বারান্দা ছাড়িয়া রাস্তায় যেমন সে পা দিবার উপক্রম করিয়াছে, অমনি তাহার পশ্চাতে জানুদেশে কোন একখানি সুকোমল চরণের স্পর্শানুভূতি হইল। একটু সভয় চমকে মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে তাহার দক্ষিণ কর্ণ দুটি করাঙ্গুলিতে সংলগ্ন হইল। চরণ বেশী কোমল, কি কর বেশী কোমল—এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই রাখু বুঝিল—উপরের ঘরের যে কথার মিষ্টতায় সে ক্ষণপূর্ব্বে মুগ্ধ হইয়াছিল, সেই স্বর মৃদু হাসিতে মিশ্রিত হইয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণরন্ধ্রে খাম্বাজের মধুরতায় তরঙ্গ চালিতেছে।

"মৎলবটা কি ?"

"বাছা, তুমি লোক ভুল করেছ।"

রমণী রাখুর কাণ হইতে হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার ভুল করাটা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। ওরূপ জল-ঝড়ে তাহার ঘরে আসিবার জন্য যে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মাথায় ছাতি না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার পোষাকটা কোন মতে রাখুর মত হওয়া উচিত ছিল না। রাখুর পরিধানে একখানি অপরিসর অর্দ্ধমলিন বস্ত্র, গায়ে একখানি অর্দ্ধমলিন চাদর, তাহাতে দুর্গন্ধ না থাকুক, কিন্তু যে গন্ধ অমন ঝড় বৃষ্টিতেও আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না,—তাহার কণামাত্রও সে চাদরের কোন অংশে কোন কালে ভুলেও সংলগ্ন হয় নাই।

একটা তীব্র বাক্যে রমণীর এই অন্যায় ভুলের প্রতিবাদ করা রাখুর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল। কেননা রমণী হাত ছাড়িবামাত্র সে একটা তীব্র মধুর গন্ধ অনুভব করিল। কর্ণ হইতে রমণীর হাত সরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাখু কাণটায় একবার হাত দিল। হাতটা অন্যমনস্কে নাকের কাছ দিয়া যাইবার সময় সে বুঝিল—তাহার অঙ্গুলিতেই সেই মধুর গন্ধ লাগিয়া গিয়াছে।

অন্ধকারটা সে জায়গায় প্রগাঢ়। এখনও পর্য্যন্ত কেহ কারও মুখ দেখিতে পায় নাই— সে যার কথামাত্র শুনিতেছে।

"তাইত মশাই, বড়ই অন্যায় করলুম—আমি আপনাকে আমার একজন বন্ধু মনে করেছিলুম।"

"তাতে কি হয়েছে, তুমি তো আর জেনে করনি, বাছা!"

"আপনি কি?"

"ব্রাহ্মণ।"

ঠিক এমনি সময় একখানা মেঘ আর একখানা মেঘের উপর পড়িয়া দুইখানা প্রকাণ্ড জাহাজের সংঘর্ষণের মত মুহূর্ত্তের জন্য বিরাট অগ্নিশিখা ও প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে অন্ধকার-সাগরে ডুবিয়া গেল। বিদ্যুতে রাখুর চক্ষু যদি ঝলসিয়া না যাইত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত যে, সেই মুহূর্ত্তের আলোকে তাহার মুখ দেখিয়া বজ্রাহতার মত মেয়েটা খানিকটা পিছাইয়া দেয়ালের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

রাখু তাহার মুখটা দেখিতে দেখিতে যেন দেখিতে পাইল না। তাহার কপোল ও গণ্ডে কেয়ারী করা চুলের এমন একটা ঘন-বিন্যস্ত আবরণ! সে শুধু দেখিল—ছবিতে আঁকার মত ছোট একখানি মুখ! তথাপি দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকেও লুকাইয়া একটা বদ্ধ শ্বাস ঝড়ের বাতাসের সঙ্গে শব্দ মিলাইয়া দ্রুতবেগে রাখুর নাসিকা-রন্ধ্র-পথ দিয়া চলিয়া গেল।

এ ভাবটা রাখুর কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। বাসায় ফিরিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা বিশেষ ভাবেই ফিরিয়া আসিল। মেয়েটাও কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক। সে চলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া রাখু আবার কাতর-নেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া দাঁড়াইল। নিষ্ঠুর আকাশ আজ রাখুকে বাসায় কিছুতেই যাইতে দিবে না বলিয়াই যেন আপনার শূন্য উদর সাগর-

প্রমাণ জলে পূর্ণ করিয়া ধারায় ধারায় উদ্গার তুলিতে লাগিল। আর একবার চলিবার উদ্যোগ করিতে গিয়া প্রাণের আবেগে সে আপনাকে শুনাইতে বলিয়া উঠিল—

"আরে ম'ল—বৃষ্টি যে বেড়ে গেল! নাঃ! দেবতা আজ আমাকে যেতে দিলে না দেখছি!"

স্ত্রীলোকটার এইবারে নির্ব্বাকত্ব ঘুচিল। কিসের জন্য যেন রাখুর সঙ্গে আলাপ করিতে সাহসী হইল। জিজ্ঞাসা করিল—

"এই দুর্য্যোগে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ?"

এর উত্তরের পরিবর্ত্তে রাখু তাহার নগ্ন পদতলে করস্পর্শ অনুভব করিল। অনুভূতি কি মধুর! রাখু বলিল—

"বাছা, তুমি নিশ্চিন্ত হও; আমি কিছু মনে করি নি।"

"কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"যাচ্ছিলুম না—এক জায়গায় গিয়েছিলুম। সেখান থেকে বাসায় ফিরছিলুম। যখন বেরিয়েছিলুম তখন ঝড় ছিল না। পথে ঝড়ে পড়েছি—এখানে একটু আশ্রয় পেয়ে দাঁড়িয়েছি।"

"এখন কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"বৃষ্টি থামবার লক্ষণ দেখছি না, সেই জন্য বাসায় যাচ্ছি।"

"ভিজতে ভিজতে?"

"কি করব, ছাতি নেই।"

"কোথায় বাসা?"

"কুমোরটুলী।"

"ওমা, সে যে অনেক দূর!"

এই সময় বাতাসটা ঘুরিয়া খানিকটা জলের ছিটা লইয়া যে স্থানে

উভয়ে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল, সেস্থান আক্রমণ করিল। মেয়েটি বলিল- "দোরের ভিতর আসুন, নইলে এখুনি আপনার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে যাবে।"

"নাইতে চলেছি—ভেজাব ভয় করলে চলবে কেন?"

"তাকি হয়?"

এই বলিয়াই রমণী ডাকিল—

"বিশু।"

হিন্দুস্থানী ভৃত্য বিশু বাহিরে আসিয়াই বলিল—

"কি, মা?"

"একখানা গাড়ী নিযে আয়, কুমোরটুলী যাবে।"

রাখু বলিল—

"কি, আমার জন্য?"

"ভাড়া আমি দেব।"

"তা বুঝেছি, কিন্তু দিয়ে লাভ নেই। আমাকে ভিজতেই হবে। সেখানে আমার বাসা সেখানে গাড়ী যায় না।"

চাকর জিজ্ঞাসা করিল—

"কি করব, মা?"

"গাড়ী আনবি।"

"যে বৃষ্টি পড়ছে, বহুত ভাড়া হাঁকবে।"

"যা চায় তাইতেই আনবি।"

ভৃত্য একটা ছাতি আনিতে আবার বাড়ীব ভিতরে প্রবেশ করিল। আবার এক ঝাপটা। রমণী রাখুকে আবার ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিল।

"বাড়ীর ভেতরে যাবার জন্য জেদ করছি না। এই দোরের পাশেই

বসবার স্থান আছে। আপনাকে যাতে ভিজতে না হয়, তার ও ব্যবস্থা করব—ছাতি দেব। আসুন।”

বলিয়াই আবার বাড়ীর দিকে সে মুখ করিয়া ডাকিল—

“ঝি!”

চাকর দোরের ভিতর দিক হইতে ডাকিল—

“ঝি, মা ডাকছে।”

বলিয়াই সে বাহিরে আসিয়া ছাতা খুলিয়া পথের জল-স্রোতে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল।

রমণী দেখিল, রাখু ও দেখিল—তাহার জানু পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়াছে। দূরের সেই ক্ষীণ আলোকে রাস্তার জলটা একরূপ দেখা যাইতেছিল। এখন আবার আর একটা ঝটকা বাতাসে সেটা ও নিবিয়া গেল।

৩

এখন আবার এ উহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল, ভাল করিয়া দেখা কাহারও ভাগ্যে ঘটিতেছিল না। রাখু শুধু বিদ্যুৎ-ঝলকে স্ত্রীলোকটার নাকে বোধ হয় যেনত ড়িৎ-বিন্দুর মত একটা কি জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল। আর হাতনাড়ার সময় একটা মধুর শব্দও তাহার কানে বাজিয়াছিল। রমণী রাখুর পোষাক-পরিচ্ছদটা বিদ্যুতের ক্ষুদ্র চমকে কতকটা দেখিয়া লইয়াছে। কিন্তু যেটা না দেখিবার জন্য সে এমন একটা বিষম অপরাধ করিল এবং তড়িতের সাহায্যে একবার মাত্র দেখিয়াই দেয়ালে টলিয়া

পড়িল, রাখুর সেই মুখ, বিদ্যুৎ অসংখ্য চিকমিকিতেও আর তাহাকে দেখিতে দিল না। এখন আবার দুজনেই ঘনান্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে।

কেহ কাহাকে আর দেখিবার চেষ্টা না করিয়াই এইবার তাহারা কথা কহিতেছে। বুঝি পরস্পরের কথার আকর্ষণে যে যার স্থানে নিবদ্ধবৎ দাঁড়াইয়া আছে।

"তাইত ঠাকুর! এ দুর্য্যোগে আপনি কেমন করে' যাবেন?"

"দুর্য্যোগ তো খুবই দেখছি, তবু আমাকে যেতে হবে।"

"যেতেই হবে?"

"যেতেই হবে।—নইলে সারা রাত উপবাসী থাকতে হবে।"

"উপবাসী থাকতে হবে কেন?"

"আমাকে নিজ হাতে পাক করতে হয়।"

"রেঁধে দেবার লোক নেই?"

"এখানে নেই, দেশে আছে।"

"স্ত্রী?"

"না।"

"আপনি কি বিবাহ করেন নাই?"

রাখু চুপ করিয়া রহিল। মেয়েটা তাহার আবছায়ার পার্শ্বে আসিয়া বলিল—

"বুঝেছি;—আপনার স্ত্রী মারা গেছে।"

রাখু এ কথারও কোন উত্তর দিল না।

"জিজ্ঞাসা করে' আপনার মনে দেখছি বড় কষ্ট দিলুম।"

এ কথাতেও রাখু হাঁ কি না কোন কথা কহিল না।

ঠিক এমনি সময়ে একদিক থেকে একটা বড় রকমের ঝাপটা

আসিল—অপর দিক থেকে আসিল ঝি। ঝিও অন্ধকারে অন্ধকারে আসিয়াছিল। আসিতে বোধ হয় দেহের কোন স্থানে সামান্য কিছু আঘাত পাইয়াছিল, সেইটাকে একটু বড় করিয়া সে গোটা দুই আর্ত্ত কথার সঙ্গে "পোড়া" দেবতাকেও গোটা দুই মিষ্ট কথা শুনাইয়া দিল।

তাহাকে আর কোন কথা কহিতে না দিয়া মেয়েটা কহিল—

"শীগ্‌গির ভেলভেটের আসনখানা নিয়ে আয়। উপরে অরগ্যানের উপরে বোধ হয় আছে। না থাকে, খুঁজে আন।"

ঝি একবার মুখ বাহির করিয়া উভয়কে দেখিল, অথবা দেখিবার চেষ্টা করিল। কিছু দেখিতে পাক আর নাই পাক, এটা সে নিশ্চয় বুঝিল—তাহার দিদিমণি যাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, সে বাবু নয়। একটু চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল,—

"আলো আনব না ?"

"দরকার নেই, তুই আসন আন।"

"পোড়া দেবতার উৎপাতে আলো আনবার কি ছাই যো আছে ?" বলিয়াই ঝি চলিয়া গেল।

রাখু বলিল—

"আসন কেন ?"

"আপনার জন্য।"

"কিছু প্রয়োজন ছিল না। আমি এখানে বেশ আছি।"

"আপনি থাকতে পারেন, আমি ত নই। আমার সমস্ত কাপড় জলের ছাটে ভিজে গেল।"

"কেন বাছা তুমি দাড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছ ঘরে যাও না কেন।"

"যেতে পারছি কই ?"

"আমার জন্য তোমার চিন্তা করতে হবে না বাছা। তুমি যাও। এ রকম ভেজা আমার অভ্যাস আছে।"

"আপনি ছেলে মানুষ বুড়োর মতন আমাকে অমন বাছা বাছা করচেন কেন?"

রাখু এ কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না। আর একটা প্রবল ঝটকা একটু বেশী রকমের জলের উচ্ছ্বাস লইয়া স্থানটাকে আক্রমণ করিল। জলে ভিজা অভ্যাসের গর্ব্ব করিয়াও রাখুকে একটু পিছাইতে হইল। পিছাইতে গিয়া রমণীর গায়ে তাহার গা ঠেকিল। সঙ্কোচের সহিত সরিতে গিয়া রাখু দেখিল রমণীর হাতে তাহার হাতটা বাঁধিয়া গিয়াছে। আলোক থাকিলে রাখু দেখিতে পাইত—সে হাতখানা এমন জোরে কাঁপিতেছে যে তাহার হাত ও সে কম্পনের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া তাহার হৃদয়ে শিহরণ আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

"আসুন।—"

বলিয়াই মেয়েটা রাখুকে একটু আকর্ষণ করিল। রাখু দেখিল মেয়েটা ক্রমে ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু বলপ্রয়োগে তাহার হাত হইতে হাতটা টানিয়া লইতে তাহার সাহস হইল না। পাছে স্ত্রীলোকটা দুঃখিত হয়।

রাখু বলিল—

"বেশ চল। একটু না বসলে তুমি যখন তুষ্ট হবে না, তখন একটু বসি।"

রাখুর সম্মতিতে যেন কত আশ্বস্ত হইয়া করের বাঁধনটা একটু দৃঢ় করিয়া সে বলিল—

"চল। আ আমার মরণ, কি বল্লুম—চলুন। আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। ওটা অভ্যাস দোষে বলেছি।"

"বলেছ তাতে আর কি হয়েছে। চল।"

৪

যে জ্যৈষ্ঠ মাসের যে দিনের ঝড়ে সাত শত পুরী যাত্রীকে লইয়া সেন্ট লরেন্স জাহাজ সাগর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল, এ সেই ১২৯৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের সেই দিন—১২ই জ্যৈষ্ঠ। সমস্ত দিনটা আবশ মেঘলা করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা ঝড় যে আসিতেছে ইহা সহরের কেহই বুঝিতে পারে নাই। জাহাজের অভিজ্ঞ কাপ্তেনও বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং পাড়াগাঁয়ে মূর্খ রাখন না বুঝায় কাহারও বিস্মিত হইবার কিছুই ছিল না। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঝড়ের ভাব কেহই বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস বাড়িতেছিল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই কালবৈশাখীর মত দেখিতে দেখিতে বায়ুর বেগ প্রবল হইয়া উঠিল। যে সময় মেয়েটা রাখুর হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন ঝড় মূর্ত্তি ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াই রমণী ঝিকে ডাকিল উত্তর পাইল না। যথাসম্ভব উচ্চে কণ্ঠে আর একবার ডাকিল উত্তর পাইল না। তখন চলিবার পথের পার্শ্বে সিমেণ্ট করা উঁচু ধাপের উপর নিজের অঞ্চলটা পাতিয়া বলিল—

"আপাততঃ এইটার উপরে ব'স।"

অন্ধকারে মেঝের উপর হাত দিয়া রাখু দেখিল এবং জিজ্ঞাসা করিল—

"এটা কি ?"

"ব'স, তার পর বলছি।"

অন্ধকারেই মেয়েটা বুঝিতে পারিল, রাখু বসিতে ইতস্ততঃ করিতেছে সে শপথ করিয়া রাখুকে অভয় দিল। "তুমি" বলা ছাড়িয়া আবার "আপনি" বলিতে আরম্ভ করিল।

বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাখু বুঝিল, তাহার দুই হাত একেবারে গন্ধে ভরিয়া গিয়াছে।

"একি তুমি আঁচল পেতে দিয়েছ।"

মেয়েটা কোন উত্তর দিল না। এই সময় ঝি নীচে আসিয়া বলিল—

"দিদিমণি আসন তো পেলুন না!"

"থাক্ দরকার নেই। তুই মাসীর ঘরে গিয়ে একবার দেখে আয় জানলাগুলো ঠিক বন্ধ আছে কি না।"—আর রাখুর উদ্দেশ্যে সে বলিল—

"আপনার কি তামাক খাওয়া হয়?"

তামাক খাই না, একথা রাখু বলিতে পারিল না। বাল্যকাল হইতেই তামাক খাওয়ায় সে বিশেষ ভাবেই অভ্যস্ত ছিল। বহুক্ষণ ধূমপান করিতে না পাইয়া তাহার পেট ফুলিতেছিল। কিন্তু হুঁকা সম্বন্ধে তাহার দেশের যে বিষম আচার-নিষ্ঠা সে কলিকাতায় সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, আজও পর্য্যন্ত তাহার তাহা পরিত্যাগের প্রয়োজন হয় নাই। বাসায় তাহার নিজের একটী খেলো হুকা ছিল, সে সেইটিতে তামাক খাইত। সেটি কাহাকেও সে দিত না, অথবা কাহারও হুকাতে সে তামাক খাইত না। অল্পদিন মাত্র সে কলিকাতায় আসিয়াছে আর আসিয়াছে সে ঠাকুরের কাজ করিতে। ব্যবসায়ের খাতিরেও তাহার আচার রক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল। পতিতার গৃহে তামাক খাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। সে বলিল—

"থাক আর কাজ নেই।"

"নূতন হুঁকো আছে, আজও পর্য্যন্ত কেউ তা'তে মুখ দেয় নি। যা ঝি, সোফার পাশের বৈঠকে যে গড়গড়াটা আছে, গঙ্গাজলে ফিরিয়ে বিষ্ণুপুরে তামাক সেজে নিয়ে আয়।"

আসল কথা—ঝিকে স্থানান্তরিত করাই তাহার উদ্দেশ্য, পাছে অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাদের নির্জ্জনালাপ সে শুনিতে পায়।

ঝি গেল না। সত্য সত্যই সে একটু আড়ালে দাঁড়াইল। ব্যাপারটা তাহার কাছে কিছু নূতন মত ঠেকিতেছে। রাখু বলিল—

"কেন ওকে মিছামিছি কষ্ট দেবে, তামাক আমি খাব না।"

"আমার কথা আপনি কি মিছে মনে করলেন? বল্‌লে হয়ত আপনার বিশ্বাস না হ'তে পাবে, সবে মাত্র আজ আমি এ বাড়ীতে বাস কর্‌তে এসেছি। আমার ঘরটি ছাড়া আর সব ঘর এখনও খালি পড়ে আছে।"

"অবিশ্বাস করিনি,—এখনি আমাকে উঠতে হবে!"

অন্তরাল হইতে ঝি বলিয়া উঠিল—

"কেন বাবু, দিদিমণি যখন থাকতে বলছে তখন থাক না। আমাদের 'বাবু বোধ হয় আজ আর আসতে পারবেন না।"

"আ মর্ এখনও তুই দাঁড়িয়ে আছিস্?"

বলিয়াই মেয়েটা ঝিকে আরও দুটা রাগের কথা শুনাইয়া তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগের আদেশ করিল।

ঝি বলিল—

"হাত ধরে" বাবুকে ঘরেই নিয়ে এস না দিদিমণি, ভূত পেত্নীর মত অন্ধকারে বসে ফিসফিস করছ কেন? বাবু আজ আর আসবে না এলে তিনি এতক্ষণ আস্‌তেন।"

"তুই কি আমার কথা শুনবিনি ?"

"আর যদিই আসেন, তোমার মাসীর ঘরে তো কেউ নেই, আমি ওকে সেই ঘরে লুকিয়ে রাখবো এখন।"

"আ ম'ল, তুই ত অতি নচ্ছার।"

"নচ্ছার ত বটি, নইলে তোমার ঘরে চাকরী করতে আসব কেন ?"

রাগের ভরে এইবারে ঝি সত্য সত্যই চলিয়া গেল।

"বাবু" কথা শুনিবামাত্র রাখু বিশেষ ভীত হইয়া পড়িল। সে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

"আর না, আমি চললুম।"

তাহার ওঠা বুঝিতে পারিয়া মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইল এবং রাখু দ্বারের দিকে দুই পা যাইতে না যাইতে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

"ব্যস্ত হচ্চেন কেন, থাকতে না চান, দুর্য্যোগটা একটু কমলে যাবেন।"

"এ দুর্য্যোগ আর ছাড়বে না।"

"বেশ, গাড়ী আসবার অপেক্ষা করুন।"

"গাড়ী যদি না পাওয়া যায় ?"

রাখুর কথা শেষ হইতে না হইতে বিশু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সে গাড়ী পায় নাই। গাড়ীর আড্ডায় একখানিও গাড়ী ছিল না— আস্তাবল হইতেও কেহ গাড়ী লইয়া আসিতে চাহিল না। সে এমন একটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের সংবাদ দিল, যেটা তাহারা দুইজনে ভিতর হইতে বুঝিতে পারে নাই। এর উপর আবার বিশুর কথায় বুঝা গেল, গাড়ী পাইলেও সে গলির ভিতর গাড়ী আসিবার উপায় নাই। রাস্তায় স্থানে স্থানে এক কোমর জল হইয়াছে, পথের সমস্ত আলোই প্রায় নিবিয়া গিয়াছে। এমন অন্ধকার যে বিশুবই সে বাড়ীতে ফিরিতে

তিনবার আছাড় খাইতে হইয়াছে ও বাড়ীর দরজা ঠিক করিতে দু'তিন বাড়ীর দরজায় ঘা দিতে হইয়াছে !

"আর কেন, হাত ছাড় ।"

মেয়েটা হাত ছাড়িল না, কোন উত্তরও দিল না। রাখু আবার হাত ছাড়িবার অনুরোধ করিল। অনুরোধের ফলে রাখু দেখিল—দুই হাতে তাহার মণিবন্ধ বাঁধা পড়িয়াছে। রাখু এবারে নিজের হাত মৃদু আকর্ষণ করিল।

"হাত টানছ কেন ? আমি তোমাকে ছাড়তে পারি না। এরূপ দুর্দ্দিনে কেউ শত্রুকেও ঘর থেকে যেতে দেয় না। কুকুর বেড়ালকেও বাড়ীর বার করে না।

"দোহাই, আমি গরীব ব্রাহ্মণ।"

"সে তোমাকে বলতে হবে কেন—আমি দেখামাত্র বুঝেছি।"

"আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি ?"

"কিছু না, অপরাধ করেছি আমি।"

আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, পারিল না। বলিতে বলিতে কথা জড়াইয়া মধ্যপথে রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন সে রাখুর হাত ছাড়িয়া দুই হাতে তাহার পা ধরিল। রাখু এবারে আপনাকে যথার্থই বিপন্ন বোধ করিল। ঘটনাটা যেন ক্রমে তাহার বোধের অতীত হইয়া যাইতেছে। তবে চরণ আকর্ষণ করিয়াই সে বলিল—

"বেশ, আসনখানা নিয়ে এস, আমি এইখানেই বসি।"

"আমি যাই আসন আনতে, আর আপনি যান পালিয়ে।"

যথার্থই রাখুর মনে পলাইবার ইচ্ছাটা জাগিয়াছিল। মনটা নারীর অন্ধকার-ভেদী দৃষ্টির কাছে ধরা পড়িয়াছে। তাহার ক না দিতে পারিয়া রাখু তাহাকে পা ছাড়িয়া উঠিতে অনুরোধ ক

"বলুন—'থাকবো'।"

"পা ছেড়ে দাও।"

"বলুন—'থাকবো'।"

"না বললে ছাড়বে না ?"

"না।"

"এই এমনি ভাবে বসে থাকবে ?"

"কাজেই। আপনাকে যা' বলবার তাতো আগেই বলেছি। আপনি একবার বলুন—"থাকবো', তাহ'লে এ হাত দিয়ে আপনার পবিত্র দেহ আর স্পর্শ করব না।"

পবিত্রতার অভিমান লইয়াই রাখু এতক্ষণ প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল। পতিতার মুখ হইতে সে কথা শুনিয়াই রাখুর মন আর্দ্র [illegible]। দুর্ব্বলতা কখন কোন রন্ধ্র দিয়া মানুষের চিত্তে প্রবেশ করে, তাঁহা মানুষ কদাচ বুঝিতে সমর্থ। বুঝিতে পারিলে মানুষকে দেবতা হইবার জন্য বেশী পরিশ্রম করিতে হইত না। কত সময় কত মানুষ আপনাকে দেবতা নিশ্চয় করিয়া কার্য্যতঃ দানবতার সহিত সখ্য করিয়াছে।

রাখুর কথার সুর নরম হইল, কিন্তু ভয়টা ত তাহার এখনও দূর হয় নাই; যদি রাত্রে মেয়েটার 'বাবু' আসিয়া পড়ে! কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই সে তাহার পায়ের উপর উষ্ণ অশ্রুর স্পর্শানুভব করিল। মেয়েটার হাতখানা নিজ হাতে ধরিয়া সে তাহাকে উঠাইতে উঠাইতে বলিল—

"উঠ, অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। ঝড় বৃষ্টি না থামলে আমি যাব না। কিন্তু—।"

"কিন্তু কি বল ?"

"যদি তোমার বাবু আসেন, তিনি এখানে আমাকে দেখে যদি কিছু মনে করেন ?"

"আজ এখানে আর কেউ আসবে না, তা আপনি থাকুন আর নাই থাকুন ।"

"তুমি কেমন করে' জানলে ?"

"আমি আসতে দেব না ।"

বলিয়াই মেয়েটা বিশুকে দরজা বন্ধ করতে আদেশ দিল। আর বলিল—"যদি ইনি যেতে চান ত দরজা খুলে দিবি, নইলে বাইরে থেকে যে কেউ আসুক—খবরদার কাউকেও দরজা খুলে দিবিনি ।"

এমনি সময়ে পথের অপর পার্শ্বের একখানি বাড়ীর বারান্দা হইতে কে একটা স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল—

"ও ফুল, ফুল ! ও চারুবিবি !"

ঝড়ের শব্দকেও ভেদ করিয়া সে শব্দ তাহাদের কাণে বাজিল। চাকরটা বলিয়া উঠিল—

"মা, তোমাকে ডাকছে।"

"শুন্‌তে পেয়েছি। তুই দরজা বন্ধ করে দে। সাড়া দেবার দরকার নেই।"

ভৃত্য দ্বার রুদ্ধ করিল। রাখু জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার নাম—চারু ?"

"না।"

"বিশু তা হ'লে ওকথা বললে কেন ?"

"বিশু বুঝতে পারেনি।"

"না, তোমারই নাম—চারু।"

"তবে—চারু।"

৫

এখন তাহাকে চারুই বলিব। তা সে 'বালা'ই হোক কি 'শীলা'ই হোক কি 'লতা'ই হোক। অন্ধকারে অন্ধকারেই চারু রাখুকে লইয়া চলিল, অন্ধকাবে অন্ধকারেই তাহাকে উপরে তুলিল,—সে যেন আজি আলোক দেখিতে ভয় পাইতেছে, অথবা অন্ধকারে আলোক দেখিতেছে। রাখু কিন্তু আর অন্ধকার পছন্দ করিতেছে না। বহুক্ষণ কোন কিছু দেখিতে না পাইয়া সে যেন দৃষ্টিহীন হইবার মত হইয়াছে। সে মনে করিতেছিল—তামাক আনিতে না বলিয়া ঝিটাকে এখন একটা আলো [illegible]নিতে বলা চারুর উচিত ছিল।

হাত তার স্কন্ধের নির্ম্মম কোমলতায়—যাক্, অন্ধকার আজ রাখুকে সমস্ত লজ্জা হইতে রক্ষা করিতেছে। যাই হোক প্রথমে চারুর হাত, পরে চারুর কাঁধ ধরিয়া সে উপরে উঠিল।

বারান্দায় পা দিতেই সে দেখিতে পাইল, একটা ঘরের ভিতরের দীপ্ত আলোকে বাড়ীর উপরের অনেকটা স্থান যথেষ্ট আলোকিত হইয়াছে। দেখিয়া তাহার বোধ হইল, বাড়ীখানি ছোট হইলেও দেখিতে ঠিক নূতনের মত। আর একটু দেখিতেই সে বুঝিল, বাড়ী শুধু নূতন নয়, সুন্দরও বটে। বাঁকুড়ার পল্লীবাসী,—শুধু ঐটুকু অনুভূতিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

এইবার সে পূর্ব্বোক্ত ঘরেই স্থান পাইবে মনে করিল। সেইটে .ন করাই তখন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। যেহেতু একমাত্র সেই ঘরটাতেই আলো ছিল। ঘরটা ছিল তাহার উঠিবার পথের ডান দিকে।

চারু কিন্তু তাহাকে সেদিকে লইয়া গেল না। বাম দিকের বারান্দায় চলিতে অনুরোধ করিল। ইচ্ছাটা সেরূপ না থাকিলেও রাখু তাহার অনুসরণ করিল। একটা অন্ধকারময় ঘরের দ্বারের কাছে তাহাকে লইয়া চারু বলিল—

"এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।"

বলিয়াই দু' একপদ চলিতেই সে একেবারে অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করিয়া রাখুর চক্ষু তাহার অনুসরণ করিল। একটু পরেই সে দেখিল, সম্মুখের সেই আলোকিত ঘরের দ্বার-মুখে কালো জল ভেদ করা পদ্মের মত কেবলমাত্র মুহূর্ত্তের জন্য চারুর মুখখানি ভাসিয়া উঠিয়াছে। সে মুখের শুধু সে একপ্রান্ত মাত্র দেখিতে পাইল। একখানি ছোট মুখের যেন পল্লবে ঢাকা একাংশ—তথাপি রাখুর হঠাৎ চিত্তটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কি একটা ভয়,—রাখু মনে মনে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিল। তাহার মনে হইল, একটু সাহসের সহিত বাহিরের ঝড়ে ঝাঁপ দেওয়াই তাহার উচিত ছিল। তাহা হইলে এতক্ষণ সে বাসায় পৌঁছিতে পারিত।

কিন্তু এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। সে থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, ঝড়ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। রাখুর বস্ত্র অনেকটা সিক্ত হইয়াছিল, তাহার গাও শীত শীত করিতেছিল, তথাপি চারুর ফিরিবার অপেক্ষায় সে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটা তাহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

অতি শীঘ্র চারুর ফিরিবারই সে প্রত্যাশা করিতেছিল, কিন্তু মেয়েটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আর যে বাহির হইতে চাহেনা। রাখু অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল বৃষ্টির উচ্ছ্বাস খাইতেছিল। কাপড় চাদর এবারে ভালরূপই ভিজিল, বস্ত্রপ্রান্ত হইতে

লাগিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে স্থির ছিল, এইবারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শীতে কাঁপিয়া উঠিল। অগত্যা তাহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে হইল।

সেখানে তাহাব দেহের কম্পনটা নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু চিত্তটা তাহার সহসা বিষম আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। আবার সে নারায়ণ স্মরণ করিতে গিয়া বুঝিল, সে সায়ংসন্ধ্যা কবিতে ভুলিয়াছে। কিন্তু যেরূপ স্থানে অদৃষ্ট দোষে আজ সে পড়িয়াছে, সেখানে আহ্নিকের সরঞ্জাম—মনে করাও বে-আদবী। আঙুলে পৈতা জড়াইয়া সে গায়ত্রী জপিতে আবন্ত করিল, কিন্তু তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা অনামিকাব গোটা দুই পর্ব্ব অতিক্রম করিল মাত্র। সেইখানে সে তাহাকে লুকাইয়া নিশ্চিন্তের মত বসিযা রহিল। ইতিমধ্যে তাহার মন চারুর সেই এখনো না দেখা ঘরখানি হইতে আরম্ভ করিয়া নানাদেশে পর্য্যটন করিতে চলিয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়ার একটি ক্ষুদ্র পল্লীর একখানি ছোট 'মেটে' বাড়ীব সম্মুখে রাখুকে দাঁড় করাইয়া যখন তাহার মন তাহার চোখের কোণে এক বিন্দু অশ্রুর প্রতিষ্ঠা করিতেছিল, তখন ঘরের বাহির হইতে ঝিয়ের কথা এক অনুপলে চারুর বাড়ীর সেই আঁধার-ভরা ঘরে আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিল।

"কই গো ঠাকুর মশাই কোথায় আপনি ?"

"এই যে ঘরের মধ্যে আছি।"

বলিয়াই রাখু আবার জপ কার্য্য আরম্ভ করিল। একহাতে একটা পিলসুজ, অন্যহাতে একটা ধুচুনীর ভিতরে দীপ লইয়া ঝি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আর কোন কথা না বলিয়া একটা কোণে, বাতাসে না নিবিয়া যায়, পিলসুজটি বসাইয়া তাহার উপরে প্রদীপটা বসাইল। সেটা মিটিমিটি জ্বলিতেছিল, তথাপি তাহারই আলোকে রাখু দেখিল—ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে, কিন্তু তাহাতে আসবাব পত্র কিছুই নাই; এমন

কি বসিতে হইলে মেঝে ভিন্ন সেখানে একখানা ক্ষুদ্র আসন পর্য্যন্ত ছিল না। ঘরের সেরূপ অবস্থা দেখিয়া রাখু একটু বিরক্তি বোধ করিল। সেই বিকাল হইতে দাঁড়াইয়া সে এতই ক্লান্ত হইয়াছিল যে, আর তাহার না বসিলে চলে না। ঈষৎ বিরক্তির সহিতই সে বলিল—

"মেঝেতেই বসব না কি ?"

ঝি বলিয়া উঠিল—

"না না, তাকি হয় ? দিদিমণি আপনার বিশ্রামের সব আয়োজন করে আনছেন।"

তাহার কথা শেষ না হইতেই চারু একটা গালিচা লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ঝিকে বলিল—

"ঘরটায় ঝাঁটা দিয়েছিস কি ?„

"দেবো কখন, এইতো সবে ঘরে ঢুকলুম।"

বলিয়াই ঝি ঝাঁটা আনিতে বাহিরে চলিল। কিন্তু বারবার যাতায়াত এখন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। জলের ছাটে বারান্দা সব ভাসিয়া যাইতেছিল। দ্বার হইতে বাহির হইয়াই দেবতাকে আর এক প্রস্ত গালি দিয়া ঝি আবার ভিতরে আসিল। অগত্যা চারু হাত দিয়া কতকটা স্থান যথাসম্ভব পরিস্কার করিল, এবং গালিচা পাতিয়া রাখুকে একখানা গরদের কাপড় দেখাইয়া বলিল—

"এইখানা পরে' ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল। এ কাপড়ের আজও কোন ব্যবহার হয়নি।"

ঝি বলিল—

"একটা বালিশ আনলে না ?"

"কোথায় বালিশ ? থাকলে আর আনতুম না ?"

"কোথায় বালিশ কি গো !"

তাহার কথায় কোনও উত্তর না দিয়া চারু রাখুকে বস্ত্র পরিবর্ত্তনে আবার অনুরোধ করিল। তথাপি তাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বলিল—

"আমি মিছে বলি নাই। কাপড় আমি আমার মাসীর জন্য আনিয়েছিলুম।"

"তবে আমাকে দিচ্ছ কেন?"

"তাহার ভাগ্যে থাকে—আবার আনিয়ে দেব।"

আসল কথা—ঘৃণার জন্য রাখু কাপড় লইতে ইতস্ততঃ করিতে ছিল না। চারুকে দেখিয়া বিস্ময়মগ্নতাই তাহার দাঁড়াইয়া থাকার কারণ। আলোটা ভাল জ্বলিতেছিল না, তাহার উপর পোড়া ঝি মাঝে পড়িয়া আলোর পথটা একেবারেই রোধ করিয়াছে। তথাপি সে দেখিল, মেয়েটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যেন আর এক মূর্ত্তি ধরিয়া বাহির হইয়াছে। কেমন করিয়া তাহার মূর্ত্তির এ পরিবর্ত্তন হইল, প্রদীপের সেই ক্ষীণ আলোকে সে বুঝিতে পারিতেছিল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাখু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া সেইটা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল। দ্বিতীয়বারের অনুরোধে চমক ভাঙ্গিতেই সে অর্দ্ধ শায়িত ভাবে গালিচার উপর বসিয়া পড়িল।

"আঃ! বাঁচলুম। তিন ঘণ্টার ভিতরে একটী বারের জন্যও বসতে পাই নি। চারু, তোমার কল্যাণ হোক।"

"কল্যাণ হবে?"

এত ভক্তি যার, ভগবান নিশ্চয়ই তার কল্যাণ করেন—এইটুকু মাত্র ধরিয়াই রাখু আশীর্ব্বাদের কথাটা বলিতে সাহসী হইয়াছিল। চারুর প্রশ্নে কিন্তু সে কেমন থতমত খাইয়া গেল। প্রশ্নের যে কি উত্তর দিবে, সেটা সে স্থির করিতে পারিল না। তাহার এমন বাড়ীতে বাস, এমন পোষাক

পরিচ্ছদ, এমন নরম গালিচা—যাহা সে এর পূর্ব্বে কখনও চোখে দেখে নাই—তাহার পরিধানের জন্য যে এমন একখানা ভাল গরদেব ধুতী একদণ্ডে বাহির করিয়া আনিল! উপরে ঝি, নীচে চাকর, ঐ তো নাকে একটা অতি আশ্চর্য্য কি, সূর্য্যালোকে ভরা কচুপাতের মাথার জলবিন্দুটার মত, জ্বল জ্বল করিতেছে—এ সমস্তের মালিক যে, তার আবার নূতন কল্যাণ কি হইবে? সত্য সত্যই রাখু উত্তর দিতে নিজেকে অশক্ত বোধ করিল। সে ক্লান্তিবশে আকাশ-বালিশে যেন ঠেস দিয়া হেলিয়া পড়িল।

চারু আর তাহাকে উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি না করিরা বলিল—

"ব্যবহারের বালিশ আনতে ভরসা করছি না।"

"তোমার ব্যবহার?"

চারুর কথার অর্থ না বুঝিয়া বোবা বামুন তাহাকে এমন একটা প্রশ্ন করিল যে, তৎক্ষণাৎ একটা জবাব দেওয়া তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে যেন কথাটা শুনিতে পাইল না। বারবিলাসিনীর ঘরের উপাধান, নিশ্চিত সে কেমন করিয়া বলিবে যে, একমাত্র সেই তাহা ব্যবহার করিয়াছে। অন্য একটা কাজের অছিলায় সে দোরের কাছে গেল। দেখিল—ঝি চৌকাটে দাঁড়াইয়া হাতটা বারান্দায় বাহিব করিয়া ঝাপ্‌টার তীব্রতার পরীক্ষা করিতেছে। দেখিয়া চারু তাহাকে বলিল—

"মরবার তোর যদি এতই ভয়, তা হ'লে তুই যা, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক্। ওঁর সেবা আমিই করব এখন।"

ঝি বাস্তবিক ঝড়ের ভয়ে দাঁড়াইয়া ছিল না। সে পূর্ব্বে দিদিমণির অনেক লীলা দেখিয়াছে। আর, সে জানে—এইরূপ দিদিমণি-জাতীয়া নারীর লোকভেদে লীলাভেদ। ইহারা বাবুর সম্মুখে বাবুয়ানী দেখায়, পণ্ডিত প্রভুর কাছে পণ্ডিতার পরিচয় দেয়, এদিকে আবার বৈষ্ণব প্রভু পাইলে নাকে তিলক ও হাতে মালা দিয়া বৈষ্ণবী হয়,—মদ মাংসের নামেই তখন

তাহাদের বমনেচ্ছা আসে। সুতরাং দিদিমণির এও একটা লীলা বুঝিয়া সে কৌতূহলী হইয়া দেখিতেছিল। দেখিতেছিল কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিল না। একটা ভিখারীর মত বামুনকে সে এমন যত্ন দেখাইতেছে কেন? সে অনুমান করিতেছিল—এই ছোট ময়লা কাপড়পরা ভিখারী-বেশী ব্রাহ্মণ নিশ্চয় অনেক টাকার মালিক, নইলে দিদিমণির তাহার সেবায় এত আগ্রহ কেন? এটাও সে জানে—কলিকাতায় ঐ বামুনের মত বেশ এমুন অনেক মহাজন আছে, যাহারা দিদিমণির পোষাক-পরা গাড়ী-চড়া বাবুর মত দশ বিশ জনকে বাজারে কিনিতে বেচিতে পারে। ঝি বুঝিল, এ বামুনটাও সেইরূপ এক আধটা মহাজনের মত ধনী হইবে। তবে ব্রাহ্মণ বোধ হয়, এই প্রথম বারাঙ্গনার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, এখনও নিষ্ঠা ছাড়িতে পারে নাই, তাই দিদিমণিও নিষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বালিশ না থাকার রহস্যটাও সে বুঝিয়া লইল। পাঁচ জনের ব্যবহারের বালিস দিদিমণি ব্রাহ্মণকে ব্যবহার করিতে দিবে না। একটা বালিশের সন্ধান তাহার জানা ছিল। সেটা চারু একদিন মাত্র ব্যবহার করিয়া তাহাকে দিয়াছিল। সে কিন্তু সেটাকে আজও পর্য্যন্ত ব্যবহার করে নাই। সুতরাং চারুর কথায় কোন উত্তর না দিয়া চৌকাটে সে পা দিতেই ঝি তাহাকে চুপি চুপি বালিশের কথাটা শুনাইয়া দিল। চারু বলিল—

"সেটা নিয়ে আয় দিকি?"

উত্তরেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

একটু পরেই চারু ফিরিল। এক হাতে তার একটা পিতলের 'মেছ্‌লী' অন্য হাতে ঘটি। সে ছুটা আনিবার উদ্দেশ্য বুঝিয়া রাখু উঠিয়া বসিল এবং বলিল—

'ঘটি তুমি আমার হাতে দাও, আমি বারান্দা থেকে পা ধু'য়ে আসি।"

"বাইরে যাবার উপায় নেই" বলিয়া চারু তাহার পাছুটো মেছ্‌লীর উপর তুলিয়া অতি সন্তর্পণে ধুইতে বসিয়া গেল।

চারুর মুখে কথা নাই। রাখুরও মুখে কথা নাই। একজন মাথা হেঁট করিয়া, আর একজন তাহার মুখখানা দেখিবার জন্য তীব্র অভিলাষে মাথা তুলিয়া। প্রদীপটা যেন ঝড়ের ভয়ে ঘরের কোণে মুখ লুকাইয়া সন্তর্পণে অন্ধকারের পানে চাহিয়া আছে। সে আলো-আঁধারে রাখুর দৃষ্টির কোনও মূল্য রহিল না। সে বুঝিতে পারে নাই—চতুরা বারাঙ্গনা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে মুখ দেখিতে দিতেছে না। প্রদীপটাকে পিছন করিয়া এমন ভাবে সে বসিয়াছে যে, তাহার মুখ স্পষ্ট দেখা আপাততঃ রাখুর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অগত্যা মুখ দেখার চেষ্টা ছাড়িয়া সে আপনার পায়ের দিকেই চাহিল। দেখিল—চারু এইবার একটি ধপ ধপে কাপড়ের মত কি দিয়া তাহার পা মুছাইতেছে। বস্তুটা তোয়ালে। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তোয়ালে দেখে নাই। সে এতক্ষণ কহিবার সুযোগ পাইতেছিল না। তোয়ালেটাকে উপলক্ষ্য করিয়া আরম্ভ করিতে গিয়া সে দেখিল—চারুর হাতে কোন অলঙ্কার

তৎপরিবর্ত্তে দুই হাতে দুটি গোল শাঁখা। আর বাম হস্তে শাঁখার পার্শ্বে স্ত্রীলোকের আয়তি চিহ্ন ‘নোয়া’।

দেখিয়া রাখু বিস্মিত হইল। কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে একবার চারুর সীমন্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ক্ষীণ দীপশিখা তাহার দৃষ্টি হইতে সিন্দুর বিন্দু লুকাইতে পারিল না। দৃষ্টিটাকে নানাইয়া আবার তাহার হাতের উপর আনিতে রাখু দেখিল, চারু একখানি ডলডলে কস্তাপেড়ে শাড়ী পরিয়াছে।

"চারু!"

মুখ না তুলিয়াই চারু উত্তর দিল—

"উঁ।"

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

"বল।"

"তোমাতে সধবার চিহ্ন দেখছি,—তোমার কি স্বামী আছে?"

"এসে বলছি।"

বলিয়া ঘটি, মেছুনী, তোয়ালে তুলিয়া চারু যেন সর্ব্ব দেহটা এক পাকে ঘুরাইয়া উঠিয়া গেল। দীপটা কি-জানি কেন এই সময় হঠাৎ সমুজ্জল হইয়া উঠিল। রাখু দেখিল—পিঠের স্থানভ্রষ্ট কাপড়ের পার্শ্ব দিয়া একরাশ মুক্ত কেশ শ্রাবণ-ঘন মেঘের মত যেন তড়িদ্দণ্ডে বাঁধিয়া উড়িতেছে। চারু চলিয়া গেল, দীপটা নিবিয়া গেল!

অন্ধকারে পা গুটাইয়া হাতের পাতায় ভর দিয়া গালিচার উপর হেলান দিতে রাখুন বলিয়া উঠিল—

"দুমুঠো আতপ চাল আর কাঁঠালী কলা মাত্র যার দিনের উপার্জ্জন, হা ভগবান্, তাকে তুমি লাখ টাকার স্বপ্ন দেখালে কেন?"

এইবারে অন্ধকারটা রাখুর ভাল লাগিল। সে মনে মনে বলিল—

"থাক্ প্রদীপ তুই নিবে। তোর জলবার প্রয়োজন চলে গেছে। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। স্বপ্ন ঘুমের জিনিস, তাকে খোলা চোখে পাগল দেখে পাগল হ'তে যাই কেন ?"

কেশের আবরণের ফাঁকে ফাঁকে রাখু সত্য সত্যই চারুর পৃষ্ঠদেশটা কতকগুলো বিদ্যুৎ-রেখার মত দেখিয়াছিল। বাস্তবিক চারুর যদি ঐরূপই বর্ণ হয়, আর সেই বর্ণের যোগ্যতার ছাঁচে তাহার মুখখানি গড়া হয়, তাহা হইলে চারুর মত সুন্দরীর ঘরে সেই দুর্দ্দান্ত ঝড়ে আশ্রয় লইয়া সে নিশ্চয় আজ আত্মহত্যা করিতে আসিয়াছে।

আসি রাখু চক্ষু মুদিল, কিন্তু তারা দু'টা তার চক্ষুপলককে ভিতর হইতে বিঁধিতে লাগিল। তাহারা অন্ধকারের উপর অন্ধকারের চাপে পড়িয়া শুষ্ক হইতে চাহিল না। বিপন্নের মত আবার সে চোখ মেলিল। চাহিতেই দেখিল—সম্মুখের ঘর হইতে একটা আলোর ছায়া-মাখানো রশ্মি তাহার কাপড় চাদরের উপর পড়িয়া যেন কাঁদিতেছে। সেটা দেখা তাহার সহ্য হইল না। সে তাড়াতাড়ি সে দুটাকে তুলিয়া বাড়ীর বারান্দায় নিক্ষেপ করিতে গেল। সেই দুটার অপরাধেই তো রাখু আজ চারুর অমন আলোকিত ঘরে স্থান পাইল না! তাহার ঘরে যদিও একটা প্রদীপ আসিল, তা সেটাও তাহাকে দরিদ্র বুঝিয়া পলকের জন্য একটা রহস্যের হাসি ছড়াইয়া নিভিয়া গিয়াছে।

দুর্দ্দশার অভিমান অন্ধকারকে তাহার আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছে। নিজের দেহটাকেই যখন সে দেখিতে পাইতেছে না, মনটা পর্য্যন্ত যখন অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে, জাতটা পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, তখন তার দারিদ্রের প্রবল সাক্ষী কাপড় চাদর দু'টাই তাহার মুখের পানে চাহিয়া কপট-কান্নার রহস্য করিবে কেন ?

ফেলিবার পূর্ব্বে কাপড়খানা নাকের কাছে আনিতে

চারুর পাতা-আঁচলে বসিবার ফলে তাহার বস্ত্র গন্ধমাখা হইয়া গিয়াছে। বাসার সমস্ত লোকের টিট্‌কারী খাইবার জন্য এ কাপড় পরিয়া সে কিরূপে বাসায় ফিরিবে? আসুক অন্ধকার—ঘনতম অন্ধকার। সে তাহার পল্লী-জীবন হইতে চারুর দ্বারস্থ হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত একবার নিমেষের চিন্তায় ভ্রমণ করিয়া আসিল। দেখিল—কতকাল হইতে অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, আজ যেন হঠাৎ সে ঝুপ করিয়া সাত হাত অন্ধকারের নীচে পড়িয়া গিয়াছে।

তাহার চোখে এইবার জল আসিল। দোর হইতে মুখ বাড়াইয়া কাপড় চাদর বারান্দার এক ধারে যেমন সে রক্ষা করিতে গেল, অমনি প্রবল বাতাসে গোটাকয়েক তীক্ষ্ণ জলবিন্দু তাহার ভিজা চোখের উপর আঘাত করিল। অন্ধের মতন তখন সে সে-দুটাকে যে কোন এক দিকে নিক্ষেপ করিয়া গালিচার উপরে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। দেহ তাহার আগেই অবসন্ন হইয়াছিল, এখন তাহার চিন্তাগুলা পর্য্যন্ত অবসাদ-গ্রস্ত হইল। জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া তালে-তালে আগত ঝড়ের ঘুম পাড়ানো গান অবিলম্বেই তাহার বহিঃসংজ্ঞা বিলুপ্ত করিল।

৭

পায়ের উপর এক সুকোমল স্পর্শ কতকগুলা জ্বালা-ভরা অনুভূতির ভিতর দিয়া বাথুকে আবার জাগ্রতের দেশে টানিয়া আনিল। সে চোখ মেলিয়া দেখিল, ঘরে বেশ আলো জ্বলিতেছে। কিন্তু প্রদীপকে আড়াল

'কাছে কে বসিয়া?

'কে, চারু?"

ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়েছ বলে' ঘুম ভাঙাতে সাহস করিনি।

জাগিবার সঙ্গে সে বুঝিতে পারিল, তাহার গালিচার উপরে রাখা মাথা ঘুমের ঘোরে কেমন করিয়া একটি ছোট বালিশের উপর উঠিয়াছে। চারু তাহ'লে তো দুটি হাত দিয়া তাহার মাথা বালিশের উপর তুলিয়া দিয়াছে! তার পর তাহার সেই ঘুমকে আশ্রয় করিয়াই আবার চুরি করিয়া তাহার পদসেবা করিয়াছে! করিয়াছে নিশ্চয়, নইলে ঘরের ভিতর এত স্থান থাকিতে চারু তাহার পা দুটির পার্শ্বেই বসিয়া থাকিবে কেন ?

এটার উপর বিরক্ত হইয়াই যেন রাখু উঠিয়া বসিল। চারুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। উঠিতেই রাখু এই সর্ব্বপ্রথম তাহার মুখখানা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝিল এ মুখ দেখার আগ্রহ তাহার না রাখাই ভাল ছিল। কেন না, দেখা মাত্র বাহিরের সেই প্রচণ্ড ঝড় কতকগুলা রন্ধ্রের আর্ত্তনাদ তাহার চক্ষের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল।

চারুর মুখশ্রী তাহার সৌন্দর্য্যের গান কোন সুরে গাহিয়াছিল, জানি না, রাখুর দৃষ্টি কিন্তু তাহা দেখা মাত্র তাল মান হারাইয়া গেল।

চারু সেটা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া, প্রথমটা যেন একটু শঙ্কিত হইল। কিন্তু বারবিলাসিনীর অভ্যাস-সিদ্ধ দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় যখন সে বুঝিল, রাখুর সে মুগ্ধের চাহনিতে কোন ভয় নাই, তখন সে নিজের চিরাভ্যস্ত মদালস চাহনির ভারে রাখুর দৃষ্টিকে মেঝের দিকে নামাইয়া অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হইল। এইবার সে কোণ হইতে প্রদীপের আধারটাকে গালিচার কাছে লইয়া আসিল। তারপর আর একবার মেছ্‌লী ও জলপূর্ণ ঘটিটা রাখুর নিকটে আনিয়া বলিল—

"নাও, এইবার হাত মুখ ধু'য়ে ফেল।"

নীরবে হেঁট মাথায় রাখু তাহার আদেশ পালন করিল। দেওয়া আর একটা নূতন তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিল।

চারু সেগুলা খানিকটা দূরে রাখিয়া একটা গড়গড়া লইয়া আবার রাখুর কাছে আসিল।

"তামাক সাজা আছে, টিকে ধরিয়ে দিই ?"

রাখু গড়গড়াটার দিকে একবার সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিল মাত্র। চারু তাহার কথার আর অপেক্ষা না করিয়া দীপটাকে বিশেষরূপে প্রজ্জ্বলিত করিল এবং টিকে ধরাইতে ধরাইতে বলিল—

"গড়গড়া নতুন ; নল, কল্কে নতুন ; গঙ্গাজলে গড়গড়া ভরে' এখনো পর্য্যন্ত কারো ব্যবহার না-করা তামাক সেজে এনেছি। এতেও কি তোমার আপত্তি আছে ?"

"কোন আপত্তি নেই, চারু !"

"কেবল বালিশটে একদিন মাত্র ব্যবহার করেছি। মনে করেছিলুম তাও দোব না, কিন্তু তোমার শোবার কষ্ট দেখতে পারলুম না।"

"তুমি ভালই করেছ। আমি কিন্তু এমনি অগাধে ঘুমিয়েছি, কখন যে তুমি বালিশ এনে আমার মাথায় দিয়েছ—বুঝতে পারি নি।"

"দেখি তোমার মাথাটা গাল্‌চের উপর গড়াগড়ি খাচ্চে। হাত দিয়ে তাই বালিশের উপর তুলে দিয়েছি।"

বলিয়াই চারু কলিকাটাকে গড়গড়ার উপরে বসাইয়া নলটা রাখুর হাতের কাছে রাখিল।

রাখু নলটা হাতে করিতে একবার গড়গড়ার পানে চাহিল। তারপর গালিচা, বালিশ, পরিধেয় গরদ সমস্তগুলা এক নিমেষে দেখিয়া লইল। সর্ব্বশেষে বালিশটায় হেলান দিয়া নলটা মুখে দিবার পূর্ব্বে সে একবার চারুর মুখের পানে চাহিল। চারু অমনি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—

"তারপর ?"

কতকাল যেন সে তামাক খায় নাই, এমনি আগ্রহে, সে গড়গড়া

টানিতে বসিয়া গেল। চারুর প্রশ্নে প্রথমে সে কোনই উত্তর দিল না। তাহার মুখের পানে চাহিয়াই তামাক টানিতে লাগিল। চারু আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার কথা শুনতে পেলে কি?"

"পেয়েচি, কি বলতে চাও, বুঝেচি।"

"কি করব?"

"কি বলব?"

"আমি তো সাহস করে' এখানে আপনার খাবার কথা মুখে আনতে পারি না।"

'তুমি' ছাড়িয়া আবার চারু 'আপনি' ধরিল। বার কয়েক অন্যমনস্কের মত টান দিয়া রাখু সেটাকে গালিচার উপরে রাখিল। চারু দেখিয়াই বলিল—

"তামাক খান। ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে পীড়াপীড়ি করব না।"

চারু তাহাকে পীড়াপীড়ি না করুক, ঘুম হইতে উঠিবা মাত্র ভীষণ প্রজ্বলিত ক্ষুধা রাখুকে পীড়াপীড়ি করিতেছিল। চারুর কথা তাহাকে দ্বিগুণ বেগে জ্বালাইয়া তুলিল। তাহার আবাল্যের সংস্কার কিছুতেই চারুর আতিথ্য গ্রহণে সম্মতি দিতেছিল না। আপদ্ধর্ম্মের অনুগত হইয়া পতিতার ঘরে সে যে আশ্রয় লইতে সাহস করিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। সে কথাও সে কাহারও কাছে কস্মিন্ কালেও প্রকাশ করিতে পারিবে না। তাহার যে ব্যবসা, কলিকাতার কতকগুলি সম্ভ্রান্তের বাড়ীতে ঠাকুর পূজা লোকে ঘুণাক্ষরে চারুর ঘরে তাহার রাত্রিবাস জানিতে পারিলে, আর কেহ তাহাকে করিতে দিবে না। সেই সকল পরিবারের মেয়েরা নিঃশঙ্ক-চিত্তে তাহার সঙ্গে আলাপাদি করে, এমন কি একমাত্র তাহার সঙ্গে ঠাকুর ঘরে কত সময় একা একা কাটাইয়া দেয়। তাহার এ দুর্দ্দশার কথা

শুনিলে, কোন বাড়ীর গৃহিণী তো আর কন্যা-পুত্রবধূদের তাহার নিকটে রাখিতে সাহসী হইবে না।

এতক্ষণ রাখু মুগ্ধ ভাবেই তাহার ঘরে অবস্থান করিতেছিল। এই খাবার কথাটা তুলিতেই তাহার যেন চৈতন্য ফিরিল। এইবারে সর্ব্বপ্রথম তাহার বোধ হইল ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া বাসায় চলিয়া যাওয়াই তাহার কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া চারুর মোহাকর্ষণে তাহার ঘরে আশ্রয় লইয়া সে বড় দুঃসাহসিকের কাজ করিয়াছে।

তথাপি সে চারুর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল। সে ভাবিয়াছিল, চারু তাহাকে কিছু খাইবার জন্য অনুরোধ করিবে। এখন বুঝিল— এ পতিতা তাহাকে নিষ্ঠাবান বুঝিয়া, সামান্য দু'একটা অনাচমনীয় মিষ্টান্নও দিতে সাহসী হইতেছে না।

রাখু এক একবার নলটা মুখে দিয়া টানে, আবার গালিচার উপরে রাখে। আবার টানে—আবার রাখে। কি যে সে উত্তর দিবে, বুঝিতে পারিতেছে না। চারু নীরবে মাথাটা নীচু করিয়া তাহার সুমুখে বসিয়া। এবারে রাখু সে অবনত মুখের পানেও চাহিতে সাহসী হইতেছে না। এইভাবে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। রাখু তামাকের শেষ ধূমটি পর্য্যন্ত টানিয়া নিশ্চিন্ত হইল। আর তাহার কথা না কহিলে চলে না। সে এইবারে প্রসঙ্গের ছলে জিজ্ঞাসা করিল—

"রাত কত ?"

"দশটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।"

"ঝড় কি থামবে না ?"

"এখনও তো থামেনি, বরং বেড়েছে।"

ঘরের চারিদিক বন্ধ বলিয়া রাখু ঝড়ের প্রকোপটা এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। তবে মাঝে মাঝে জানালার ফাঁক দিয়া যে শব্দ

আসিতেছিল, তাহাতেই সে বুঝিয়াছে—ঝড় নিতান্ত সামান্য নয়। সে শুধু কথায় চারুকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার ঘরে কে আছে ?"

"ঝি।"

"বাবু আসতে পারেন নি ?"

"আসতে পারবে না, চাকর দিয়ে বলে' পাঠিয়েছে। তার হঠাৎ জ্বর হয়েছে।"

"কখন সে এসেছিল ?"

"আপনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন।"

"আমাকে কি সে দেখে গেছে ?"

"আমি তাকে ডেকে দেখিয়েছি। আমি একা আছি মনে করে' বাবু আমাকে আগলাবার জন্য তাকে পাঠিয়েছিল।"

একটু শঙ্কিতভাবে রাখু বলিল—

"সে তো তাহ'লে বাবুকে গিয়ে বলবে !"

"তা' বলবে বৈ কি। তাকে তো ফিরে যাবার একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে ?"

"তা হ'লে ?"

"তা হ'লে কি বলুন ?"

"এখন কি যাওয়া যায় না ?"

"ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে চান না কি ?"

রাখু চুপ করিয়া রহিল। সত্য সত্যই তাহার ভয় হইল। তাহার থাকার কথা শুনিয়া যদি চারুর বাবু সেখানে আসিয়া তাহার অপমান করে, কিম্বা তাহাকে বাড়ী হইতে সে দুর্য্যোগে বাহির করিয়া দেয়, তাহা হইলে তো সেই ঝড় জলেই তাহাকে নিজের পথ দেখিতে হইবে। কিন্তু পুরুষ মানুষ

চারু কিন্তু অন্য রকম বুঝিল। সে মনে করিল—বুঝি তাঁহার উপর ঘৃণায় রাখু তাহার আনীত পূজা-পাত্র ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। তাহার মনে এবার ক্রোধের উদয় হইল। তখন পতিতার অভ্যাস-সিদ্ধ বক্রোক্তিতে কথায় বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল।—

"কি হে অধ্যাপক ঠাকুর, আমার ছোঁয়া গঙ্গাজলও ছুঁলে জাত যায় নাকি? অত নিষ্ঠে যখন তোমার, তখন বেশ্যার দোরে এসে ধরণা দিয়েছিলে কেন?" হয়া

তাহার ক্রোধ হইয়াছে বুঝিয়া রাখু বড়ই দুঃখিত হইল। সত্যই দিয়া পতিতা তাহাকে গৃহে আশ্রয় দিয়া কোনও অপরাধ করে নাই। বুদ্ধির যদি হইয়া থাকে তো সে রাখুর নিজের। সে তাহার ঘরে না কে যাইতে তো পারিত। দীনভাবে তখন সে বলিল— দেখাইয়াছে।

"না চারু, আমি সেজন্য তোমার মুখের পানে চাই নি শীত-কম্পিত বুদ্ধি-বিবেচনা দেখে অবাক্ হ'য়ে তোমার পানে চেয়েছিলুম।" 'র দুই তিন

"আহ্নিক করুন।" জাতিহারা

রাখু পূজার আসনে বসিল। মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া জ্যোতির মুদিয়া বহু চেষ্টায় বার দশেক গায়ত্রী জপিয়া লইল। আসল কথা চারুর মুখের তীব্র কথা শুনিবার পর হইতেই তাহার প্রাণটা কেমন দুরু দুরু করিয়া উঠিয়াছে। জপ করিতে বসিয়া সে চারুকে দেখিতে দু' একবার মুখ ফিরাইবার ইচ্ছা করিল। সাহস হইল না। তাহার বাড়ীর দ্বারের প্রথম দর্শন হইতে ক্ষণেক পূর্ব্বের তাহার ভ্রূকুটি-রঞ্জিত মুখ দেখা পর্য্যন্ত রাখু তিনবার চারুকে তিন রকম দেখিয়াছে। এবার দেখিলে আবার যদি সে মুখ আর এক রকম নূতন হইয়া যায়? আর সে মধুর মায়া বিনীর নূতন রূপ দেখিতে রাখুর সাহস হইল না। সে গায়ত্রী-জপের পর

গঙ্গাজলে হাত দিয়া চক্ষু মুদিয়া চারুর রাগ-রাঙ্গা মুখখানি ধ্যান করিতে লাগিল। ধ্যান শেষে সে দেখিল, তাহার সম্মুখের কোশায় গঙ্গাজল হাত বাহিয়া তাহার চোখে উঠিয়া আঁখি-প্রান্ত দিয়া অশ্রু মূর্ত্তিতে ঝরিতেছে।

পাছে চারু দেখিতে পায়, শশব্যস্তে রাখু দুই হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। ফিরিয়া দেখে—চারু নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সে দেখিল—গালিচার অপর প্রান্তে আর একটি সুন্দর চিত্রিত আসন।

া সম্মুখে নানাজাতীয়—সে জীবনে কখন দেখেও নাই—ফলমূল
“আ
ভরা অতি সুন্দর শ্বেত পাথরের থালা; আসন পার্শ্বে সেইরূপ
“আম
'র ঢাকান দেওয়া শ্বেতবরণের গেলাস, আর গেলাসের পার্শ্বে
“আমি ত,
ডিবে।
আমাকে আগল
ত্র রাখু সমস্তই বুঝিল। এইবারে বর্ষার উচ্ছ্বাসে তাহার
একটু শঙ্কিতভ
ন, হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। আজীবন অবজ্ঞাত
“সে তো ত
আজ সর্ব্বপ্রথম মমতার দৃষ্টিতলে আশ্রয় পাইয়াছে। চির
“তা' বল
র বোধ হইল—চারুর ক্রোধ-সংক্ষুব্ধ বাণীর মধুরতা উপভোগের
হবে ?”
বতারা তার মুখের কাছে সে সময় অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিল।
চারুর অতিথি হইবার জন্য রাখু তড়িৎ-প্রেরিতের মত আসন ছাড়িয়া উঠিল। এই বেশ্যা-রূপিণী দেবকন্যার দয়ায় মাথাইয়া তাহার ব্রাহ্মণত্ব উজ্জলতর করিবার সে সংকল্প করিল। রাখু আপনাকে আরও দৃঢ় সংকল্প করিবার জন্য নিজেকেই শুনাইতে বলিয়া উঠিল—

“আজ আমার নিরর্থক দম্ভভরা বামনাইকে এই নারীর করুণাঞ্চলে মুছিয়া বিলুপ্ত করিয়া দিব।”

কিন্তু হায়, তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় বিধান করিয়া চারু বুঝি দারুণ অভিমানে উঠিয়া গিয়াছে।

৮

অনেকক্ষণ চাকর প্রত্যাশায় বসিয়াও যখন রাখু দেখিল, সে ফিরিল না, তখন সে গালিচা হইতে উঠিল। দোরের কাছে আসিয়া দেখিল, চারু সন্তর্পণে কবাট বন্ধ করিয়া গিয়াছে। খুলিয়া বাহিরে আসিতেই ঝড়ের ভাব সে অনেকটা বুঝিতে পারিল। বাহিরে বিষম অন্ধকার। চারুর ঘর হইতে যে আলোটা তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, রাখু সেটাকে আব দেখিতে পাইতেছে না। তবে কি সে তাহার ব্যবহারে সংক্ষুব্ধ হইয়া ঘরে গিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়াছে? কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া সে সেই নিবিড় অন্ধকারের পানে চাহিয়া বাতাসের গর্জ্জন আর বৃষ্টির পতন শব্দ শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়াই বুঝিল, তাহাকে যাইতে না দিয়া চারু তাহার প্রতি পরম হিতৈষিণীর ব্যবহার দেখাইয়াছে। বাতাস যেন তাহার অকৃতজ্ঞতার উপর কুপিত হইয়া তাহার শীত-কম্পিত দেহে চারুর দয়ার আবরণস্বরূপ সেই সুন্দর গরদ খানা বার দুই তিন কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। রাখু এতক্ষণ পরে বুঝিল, এ জাতিহারা কুলহারা দেহ-ব্যবসায়িনী নারী অন্ততঃ তাহার পক্ষে আজ জাতির অতীতা, কুলদায়িনী, আকাশ-কুসুমে-রচা দেবী।

রাখু মনে মনে স্থির করিল, আহার ত সে করিবেই,—তাহার অন্তরালে করিবে না। চারু পাত্র-পার্শ্বে বসিয়া থাকিবে, আর সে তাহাব নির্দ্দেশ মত দ্রব্য মুখে তুলিয়া তাহার তৃপ্তিসাধন করিবে। প্রথমে সেই দুয়ারে দাঁড়াইয়াই বার তিন চার সে চারুর নাম ধরিয়া ডাকিল—উত্তর পাইল না। এক উগ্রপ্রকৃতির উৎপাত-করা-অস্তিত্ব ছাড়া সে বাড়ীর কোনও স্থানে সে অন্য জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করিল না। চারু যদি একটু আগে তাহাকে দেখা না দিয়া চলিয়া

যাইত, তাহা হইলে তাহার ঠিক মনে হইত—এক প্রাণশূন্য বাড়ীর ভিতর, এক বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টির সম্মুখে সে একাকী অবস্থান করিতেছে।

যথাসম্ভব উচ্চ চীৎকারে রাখু আর একবার চারুকে ডাকিল। ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝা হুঙ্কারে তাহার কথা ডুবাইয়া দিল। সে এবারে স্থির করিল, চারুর ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিবে। কিন্তু সে অপরিচিত বাড়ীর অপরিচিত অন্ধকার তাহাকে ত পথ বলিয়া দিবে না। তথাপি সাহসে ভর করিয়া সে যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, দে'য়াল ধরিয়া ধরিয়া সেই পথের কিছুদূর অগ্রসর হইল।—বুঝিল, আর একটু অগ্রসর হইলেই সে সিঁড়ির মুখে উপস্থিত হইবে। কিন্তু সেখানে তাহার পদস্খলনের বিশেষ সম্ভাবনা। সে দেখিয়াছিল, সিঁড়ির মাথা সরু বারান্দাটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। আলোকের একটু সামান্যমাত্র আভাষ না পাইলে এবারে তাহার অগ্রসর হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সে আকাশের কাছ হইতে একটু বিদ্যুৎ-রেখা ভিক্ষা করিল। আকাশ সদয় হইল না, কিন্তু বাতাস কি-জানি কেন করুণার্দ্র হইয়া চারুর ঘরের একটী বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিল। সে আলোকে বেশী কিছু বুঝিবার না থাকিলেও সে এইটি মাত্র বুঝিল যে, চারুর ঘরে এখনও আলো জ্বলিতেছে। হয় সে এখনও জাগিয়া আছে, নয় জানালা বায়ুবশে মুক্ত হওয়ায় সে এখনি জাগিয়া উঠিবে।

সেইখানে সে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে কিছুক্ষণ জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। যদি চারু না ঘুমাইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মুক্ত জানালা বন্ধ করিতে উঠিবে। জানালার কাছে আসিলেই সে তাহাকে ডাকিবে। এর অতিরিক্ত সাহস তাহার হইল না। তবে তাহার অনুমানটা ঠিক হইল। সত্য সত্যই রাখু সেই জানালার ফাঁকের ভিতর

দিয়া একখানি হাতের যেন ছায়া দেখিল। সে আর কাল-বিলম্ব না করিয়া ডাকিল—

"চারু!"

উত্তর আসিল না, কিন্তু জানালাটা ধীরে ধীরে একটু বেশী করিয়া খুলিয়া গেল। রাখু দেখিল, হাতখানা পার্শ্বের দিক হইতে জানালাটাকে খুলিয়া আবার অন্তর্হিত হইল। সে আর একবার একটু জোর গলায় ডাকিল—

"চারু!"

তথাপি চারুর কোনও উত্তর আসিল না। তবে সেই খোলা জানালার মধ্য দিয়া এমন একটু আলোকের আভাষ আসিল, যাহাতে সে দেখিল—সিঁড়ির মাথা দিয়া সম্মুখের বারান্দায় যাইতে একজনের যাইবার যোগ্য একটি পথ রহিয়াছে। সেটা ধরিয়া চলিলে তাহার পতনের সম্ভাবনা থাকিবে না বুঝিয়া রাখু চারুর ঘর দেখিতে অগ্রসর হইল।

৯

সমস্ত বাড়ীটার ভিতরে একমাত্র রাখুই যেন জাগিয়া আছে। জাগিয়া আছে চোরের মত গৃহস্থের ঘর হইতে, পারে যদি, যেন তাহার সর্ব্বস্ব লুঠিবার জন্য। কিছুদূর যাইতেই রাখুর মনে ওই ভাবটা জাগিয়া উঠিল। রাখু মনে মনে বলিল, তাই ত আমি এ কি করিতেছি? চারু জানে না, বাড়ীর আর কেহ কিছু জানে না। যদি কেহ হঠাৎ জাগিয়া তাহার এই চোরের গতি লক্ষ্য করে? তাহার চলিবার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, তাহার দুরভিসন্ধিটাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া

এই অন্ধকারে কোন লুকিয়ে থাকা প্রহরী হঠাৎ একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে ? তখন রাখুর কৈফিয়ৎ দিবার উপায় থাকিবে না। দিলেই বা কে সে কথা বিশ্বাস করিবে ? চারুই কি করিবে ? সে তাহার পরিচর্য্যার যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে, তাহার উপরে রাখুর এমন কিছু প্রাপ্তব্য নাই, যে জন্য তাহাকে একটা ঘুমন্ত স্ত্রীলোকের দরজায় ঘা দিতে হয়।

কথাটা মনে হইতেই রাখু আর বেশী যাওয়া যুক্তি-সঙ্গত বোধ করিল না। কিন্তু ফিরিবার সঙ্কল্পেই, তাহার প্রাণের হঠাৎ কি এক রকম ব্যাকুলতায়, সে-রাত্রির ঝড়ের আর্ত্তনাদ তাহার ফিরিবার গতিকে যেন জড়াইয়া ধরিল। সেইখানেই দাঁড়াইয়া সে তখন তীব্রদৃষ্টিতে সেই মুক্ত জানালার দিকে চাহিল। চাহিতেই দেখিল, চারু যেন জানালার পার্শ্বে মুখটি আনিয়া, কার যেন সন্ধানে, দৃষ্টি দিয়া অন্ধকার ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আর একবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে না ডাকিতে চারু ধীরে জানালার একটা কপাট বন্ধ করিল। রাখু আর স্থির থাকিতে পারিল না—দ্বিতীয় জানালা বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই, সে অন্ধকারের সমস্ত বাধা তুচ্ছ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

কিন্তু যাইয়া, কই সে চারুকে ত দেখিতে পাইল না! তৎপরিবর্ত্তে সে দেখিল, বাতাসের ভরেই জানালাটা খুলিতেছে, আবার বন্ধ হইতেছে।

প্রথমে সে জানালার ভিতর দিয়া ঘরটার যতটুকু অংশ পাইল, দেখিয়া লইল। এমন সুসজ্জিত সুন্দর ঘর সে জীবনে আর কখনও দেখে নাই। দেব-পূজার কাজ করিতে সে দুই একজন বড় মানুষের ঘরে যাতায়াত করে, কিন্তু ঠাকুর ঘরটি ছাড়া তাহাদের আর কোন ঘর দেখা আজও তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

সে ঘরের ভিতরে অরগ্যান দেখিল, সোফা দেখিল, সর্ব্ব-শেষে ঘরের এক প্রান্তে সিঁড়ি-দিয়া-ওঠা একটি সুন্দর পালঙ্ক দেখিল। পূর্ব্বের দু'টা সে কখনও দেখে নাই, সুতরাং তাহাদের প্রয়োজনীয়তাও সে ভাল রকম বুঝিতে পারিল না। পালঙ্ক সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে। তবে এমন সুন্দর পালঙ্ক সে কোনও কালে দেখে নাই; সিঁড়ি দিয়া যে তাহার উপর উঠিতে হয়, কোন কালে স্বপ্নেও সে ধারণা করিতে পারে নাই।

দেখিয়া রাখু কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। এত ঐশ্বর্য্য তার! আর এই ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও তার কিনা এত বিনয়! দাসীর মত সে কি না হীন পূজারী রাখুর সেবা করিতেছে! আপনাকে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে রাখু এ সেবার অধিকার দাবী করিতে পারিল না। কলিকাতায় আসিয়া দুই চারি দিনের মধ্যে সে রাঁধুনী, পূজারী বামুনগুলার গৃহস্থের মেয়েছেলেদের কাছে আদর-সম্মান দেখিয়াছে। হ'ক পতিতা, সভ্য গৃহস্থের কাছে পাওয়া সম্মানের সঙ্গে এই পতিতা নারীর নিকট প্রাপ্ত সম্মানের তুলনা করিয়া রাখু তাহার কাছে বাম্‌নাই দেখানো অতি মূর্খের কার্য্য মনে করিল। সে স্থির করিল, আর একবার দেখা হইলে এই পতিতাকে সম্মুখে বসাইয়া, তাহার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে করিতে, জীবনের সমস্ত দুঃখ-কাহিনী তাহাকে শুনাইয়া দিবে। রাখুর যেন মনে হইল, এতাদিন পরে তাহার অন্তরের কথা জানিবার লোক মিলিয়াছে।

কিন্তু কোথায় সে? অমন সুন্দর পালঙ্কের উপর একমাত্র সেই সুন্দর দেহখানিই আশ্রয় লইবার অধিকারী, এইটিই রাখুর মনে লইয়াছিল; কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহুক্ষণের চেষ্টাতেও তথায় তাহাকে সে দেখিতে পাইল না। তখন সেখান হইতে ঘরের যেখানটার যতদূর দেখা যায়, ক্ষুধিত তা'রা দু'টা দিয়া সে চারুকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিতে

পাইল না। তৎপরিবর্ত্তে সে দেখিল, ঘরের অন্তপ্রান্তে বহু স্থান ব্যাপিয়া এক সুন্দর সতরঞ্চ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার উপরে এক শুভ্র চাদর। তাহার উভয় পার্শ্বে সারি দেওয়া তাকিয়া। মধ্যের একস্থানে একটি হারমোনিয়ম, বাঁয়া ও তব্‌লা। হারমোনিয়মের অন্তরালে—জানালার কবাট যতটা মুক্ত করিবার করিয়া, চক্ষু দু'টাকে গরাদের ফাঁকে যতটা পূরিবার পূরিয়া—রাখু দেখিল, চারু যেন—'যেন' কেন তাহার নিশ্চিত বোধ হইল—চারুই মাটীর দিকে মুখ করিয়া মুক্তকেশগুচ্ছে পিঠটা ঢাকিয়া শুইয়া আছে। ক্রমে নিশ্চয়তাটা তার অধিক দূর চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সে বেশ বুঝিল, চারু ফরাসের উপরে নাই,—মেঝের উপরই মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে।

তাহার আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া তবে কি চারু কাঁদিতেছে? মনে হইতেই তাহার প্রাণের ভিতর দিয়া এক সঙ্গে কতকগুলা ভাব কিছু এলোমেলো রকমে ঝড়ের প্রবাহে ছুটিয়া গেল। আর কোনও ভাব সেখানে নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলেও একটা বিষাদ-মাখা স্মৃতি অতিদূর দেশ কাল অতিক্রম করিয়া তাহার হৃদয়ের খানিকটা স্থান এরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে দখল করিয়া বসিল যে, রাখু তাহাকে মন হইতে মুছিতে গিয়া, না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বহুদিন পূর্ব্বে নিজের পর্ণকুটীরের একটা কোণে মাটীর মেঝের উপর সে একবার এইরূপ ছবি দেখিয়াছিল। ছবিখানা আজিকার মত এক নির্দ্দয় ঝঞ্ঝায় এক যুগ পূর্ব্বে কলিকাতায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তার কোন্ ভাগ্যবলে করুণায় ভরা যুগের বাহুতে ভর দিয়া আজই যেন সে ঝড়ের বুক ভাঙ্গিয়া এই কোঠাবাড়ীর দোতালায় উঠিয়াছে। ছবি দুইটার তুলনা করিতে তাহার সম্পূর্ণ সাহস হইল না। না হইলেও তাহার চক্ষু সাহস করিয়া দু' ফোঁটা জলে এই উভয় চিত্রের সামঞ্জস্যকে অভিবাদন করিল।

কতকটা কারণ বুঝিবার ইচ্ছায়, কতকটা যেন নব-সঞ্জাত মমতায়, চারুকে সে তুলিবার মন করিল। কিন্তু এখন আর চারুর নাম ধরিতে তাহার সাহস হইতেছে না। উভয়ের অবস্থার যে অনেক প্রভেদ! কিন্তু তাহাকে 'বাছা' বলাও আর সে যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছে না। বলিলে চারু যদি রাগ করিয়া উত্তর না দেয়? সে ডাকিল—

"ওগো!"

প্রথমে ঈষদুচ্চস্বরে। চারু নড়িল না। ঝড়ে শব্দ আবদ্ধ হইল মনে করিয়া বেশ একটু চীৎকারের মত করিয়া আবার ডাকিল—

"ওগো, ওগো—শুনছ?"

বারান্দার ঝিলিমিলির মধ্য দিয়া ঝঞ্ঝার টিট্‌কারী ছাড়া আর কিছু সে শুনিতে পাইল না। এবারে আর নাম না ধরিয়া সে পারিল না—

"ওগো চারু—চারু!"

জাগরণের চিহ্নস্বরূপ চারুর দেহ একটু নড়িল মাত্র, কিন্তু উত্তর সে দিল না। কেবল মুখটি রাখুর দিকে ফিরাইয়াই আবার সে নিশ্চল হইল। রাখুর বুকটা কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনেই বিপুল আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার সে ডাকিল;—কম্পনে স্বরের ভগ্ন-জড়তায় নামটা তার ফুটিতে ফুটিতে ফুটিল না। কিন্তু তাহাতেই সে দেখিল, পলায়নোন্মুখ ঘুমটাকে ধরিয়া রাখিবার জন্যই যেন মুক্ত কেশরাশি দিয়া চারু তার চোখ মুখ ঢাকিয়া দিতেছে।

রূপজ মোহ রাখুকে এক মুহূর্ত্তে সাহসী করিয়া তুলিল। হৃদয়ের প্রতি স্পন্দন তাহাকে অগ্রসর হইতে ঈঙ্গিত করিল। সে বুঝিল চারু জাগিয়া আছে, তাহার কথা শুনিতেছে, শুধু অভিমানভরে উত্তর দিতেছে না।

দেয়াল ধরিয়া রাখু অগ্রসর হইল। একটু যাইতেই তাহার হাত

দোরের কবাটে ঠেকিল। বন্ধ আছে কি না পরীক্ষা করিতে যেমন সে কবাটে হাতের একটু চাপ দিয়াছে, অমনি প্রবল বাত্যা তাহার করাঙ্গুলির প্রান্ত বাহিয়া দোরের উপব যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কবাট দু'টা একেবারে পূর্ণ উন্মুক্ত। একটা যেন পরীর বাসা অন্ধকারের পেটিকার মধ্যে লুকাইয়াছিল। আশ্রয়-লুব্ধ বাতাস রাখুর করাঙ্গুলিতে আবেগ জড়াইয়া তাহার ডালা খুলিয়া দিয়াছে। ঘরখানা এখন নবোঢা বধূর মত লজ্জাভরা উজ্জ্বল দৃষ্টি একবার মাত্র মুক্ত করিয়া ঘন নীলাবগুণ্ঠনে মুহূর্ত্তের ভিতরে আবার তাহা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! আসল কথা—সন্ধ্যা হইতে বিতাড়িত অন্ধকার ঝড়ের ফুৎকার অবলম্বনে ঘরের ভিতরের আলোটাকে গ্রাস করিল। সঙ্গে সঙ্গে সভয় চমকের একটা আকস্মিক 'মোচড়ে' রাখুর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। যেমন তাহার মনে হইল, আত্মহারা হইয়া এ আমি কি করিতেছিলাম, অমনি তাহার বুকের স্পন্দন সর্ব্বদেহে প্রসৃত হইয়া তাহাকে কাঁপাইয়া দিল। তাহার দাঁড়াইয়া থাকাও যেন অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই সময় সে যদি সিঁড়ির দিকে নরদেহধারী একটা চলিষ্ণু অন্ধকারকে না দেখিতে পাইত, তাহা হইলে বোধ হয় সেই দোরের কাছেই বসিয়া পড়িত। তাহার বোধ হইল, কে যেন সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। আর সে দাড়াইল না। বারান্দার রেলিং ধরিয়া যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

১০

ঘুম রাখুর চোখ হইতে পলাইয়া গিয়াছে। এখন সে তাহাকে আবাহন করিতেও সাহস করিতেছে না। সে যেন বাত্যা-শব্দের ফাঁকে ফাঁকে কাহার কথা শুনিতেছে! কে যেন মঞ্জীর-চরণা ঝড়ের পৃষ্ঠে অধীর-মুখর পরশ চাপাইয়া তাহার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করাইতে শয্যার পার্শ্বে আসিতেছে! তাহার চক্ষু-পলকের কপটতা পরীক্ষা করিবার জন্য হাতে যেন তার একটা আলো। বাতাস সেটাকে নিবাইবার জন্য যত তরঙ্গের আঘাত করিতেছে, সেটা যেন আপনার স্নেহ আঁকাড়িয়া ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

চোখ মুদিয়াই রাখু গরদ কাপড়ের খুঁটটা ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিতে ইচ্ছা করিল। পাছে ভুলে সে চোখ মেলিয়া ফেলে। কিন্তু ঢাকিতে গিয়া সে বুঝিল, সে কাপড়খানাও তার দুর্জ্জয় অন্যমনস্কতার জন্য কোন এক সময়ে ভিজিয়া গিয়াছে। তখন সে পাশ ফিরিয়া দুই বাহুর ভিতরে মুখ লুকাইয়া কুকুরকুণ্ডলীর মত পড়িয়া রহিল।

সহসা একটা চমক—জাগরণের সঙ্গে তন্দ্রার মিলন-মুখে বিরাট করুণ উপাখ্যানের শেষ নিঃশ্বাসের মত এক অব্যক্ত আক্ষেপ। সহসা একটা আলোক—স্তিমিত লোচনের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া তারার সঙ্গে আলাপ-প্রয়াসী যেন এক অতি কোমল অপাঙ্গ-লেখা। সহসা একটা স্পর্শ—সমীর-বিক্ষিপ্ত পুষ্প-রাগের মত চারিদিক হইতে ঘিরিয়া-ধরা এক ব্যাকুল বেদনা ভরা স্নেহ! রাখু চোখ মেলিল—

"একি! চারু?"

"ছি ছি, এমন কাজও করে! কাপড়খানা জলে যেন ভাস্‌ছে। আর একবার ওঠো, কাপড় ছেড়ে ফেল।"

"দেখ—।"

রাখু কাপড় ভিজার কৈফিয়ৎ দিতে যাইতেছিল। চারু বাধা দিয়া বলিল—

"দেখবো এর পরে—আগে ওঠো! দেখি।"

অগত্যা রাখু উঠিয়া বসিল। উঠিতে গিয়া সে দেখিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ আগে হইতেই একখানি সুন্দর শাল দিয়া আচ্ছাদিত হইয়াছে। বিস্ময়-মুগ্ধ, অবাক—সে চারুর মুখের পানে চাহিল। দেখিল, চারু হাস্যময়ী—চেলীর মত রং করা, নানারকমের ফুল-কাটা পাড়ের আর একখানা কাপড়-হাতে দাঁড়াইয়া আছে।

এবারে আর সেখানে ক্ষুদ্র পিলসুজের উপর আগেকার সেই কৃপণ দীপ নাই। তাহার পরিবর্ত্তে উচ্ছ্বাসের রাশি লইয়া একটি অপূর্ব্ব-সুন্দর আলোক-পুষ্প শতদীপের বদান্যতায় ঘরটাকে ভরাইয়া দিয়াছে।

হাসিতে হাসিতে চারু আবার বলিল—

"আর ভেবে কি করবে? ও কাপড়ে তোমাকে আমি থাকতে দেব না। তাতে তোমার জাত থাক আর যাক। কি করব, তোমার বরাত। এই আমার কাপড় প'রেই তোমাকে রাত্রিবাস করতে হবে।"

কোনও কথা না বলিয়া, গাত্র-বস্ত্রটা বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া রাখু দাঁড়াইল। চারুও কোন কথা না বলিয়া কাপড়খানা তাহার হাতে দিল এবং রাখু যখন দৃষ্টি দিয়া কাপড়ের সৌন্দর্য্য আর দেহ দিয়া তাহার কোমলতা উপভোগ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখন হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল—

"দেখো, যেন এ কাপড়খানাও ভিজিয়ো না এবারে ভিজলে তোমাকে পাছাপেড়ে শাড়ী পরতে হবে।"

"আর ভিজবে না। আমি তোমার ঘরের দোরে গিয়েছিলুম কেন, জান ?"

"আমাকে কৃতার্থ করতে।"

বলিয়াই চারু হাসিয়া উঠিল। হাসিটা রহস্যের এত ঘন স্পন্দনে মাখানো যে, তাহার প্রশ্নের অর্থ একটু গোলমেলে ভাবে চারু গ্রহণ করিয়াছে মনে করিয়া, রাখু একটু অপ্রতিভ হইল। একেবারেই তখন সে বলিয়া উঠিল—

"না চারু!"

তার পর কাপড় পরিয়া ও শালখানা গায়ে আবার বেশ করিয়া জড়াইয়া গালিচায় পুনরুপবিষ্ট হইল।

চারুও ভিজা গরদখানা ঘরের একপাশে রাখিয়া গালিচার পার্শ্বে মেঝেতে বসিতে বসিতে বলিল—

"বেশ, তবে নয়।"

"তোমার দেওয়া খাবার খাব—তোমাকে বল্‌তে গিয়েছিলুম।"

চারু আর উত্তর দিল না। শুধু দিল না নয়, রাখুর চোখের উপর শুধু মুখ-সৌন্দর্য্যটি ধরিয়া ঊর্দ্ধ-সন্নিবিষ্ট স্থির-দৃষ্টিতে যেন পাষাণের মত বসিয়া রহিল। তাহার সে ভাব দেখিয়া রাখুও কিছুক্ষণ কোনও কথা কহিতে পারিল না। যখন একটা অতি সূক্ষ্ম বেদনার সুর-ভরা দীর্ঘশ্বাসে সে তাহাকে জীবন-রাজ্যে পুনরাগত মনে করিল, তখন বলিল—

"চারু আমায় কিছু খেতে দাও।"

চারু কেবল তারা দু'টা পলকে ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

কেন যে সে ওরূপভাবে বসিয়াছে, সেটা রাখুর বুঝিতে বাকী

রহিল না। খাবার কথা সে নারী যে মুখ হইতে বাহির করিতে পারিতেছে না, এটা তাহার মনে হইল না। তাহার পূর্ব্বাচরণে নারীহৃদয়সুলভ যে অভিমান জাগিয়াছিল, চারু মিষ্ট ব্যবহারের আবরণে এতক্ষণ তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল মাত্র। অভিমান তার এখনও যায় নাই। আর সেই দুরন্ত অভিমানটাই জোর করিয়া তাহার ঠোঁটদুটি চাপিয়া আছে, চোখ দু'টিকে পাতা দিয়া ঢাকিয়াছে।

আর কোনও কথা না কহিয়া অতি সন্তর্পণে রাখু গালিচা ছাড়িয়া উঠিল, এবং সেইরূপ সন্তর্পণেই জল-যোগের জন্য আসনে উপবিষ্ট হইল। খাদ্য-পাত্র সেইরূপই রক্ষিত ছিল। তাহার চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকার সময় চারু একটি জিনিষও স্থানান্তরিত করে নাই।

আসনে বসিয়াই হাত ধুইয়া গণ্ডুষ করিবার পূর্ব্বে সে একবার চারুর পানে ফিরিল। চারু সেই ভাবেই বসিয়া আছে, অধিকন্তু তাহার চোখের প্রান্ত দিয়া গণ্ড বাহিয়া জল ঝরিতেছে। এ ত শুধু অভিমান নয়! রাখু সেই অশ্রুগুলার সঙ্গে জড়ানো চারুর হৃদয়-থেকে-ফুটিয়া-ওঠা একরাশ বেদনা দেখিতে পাইল। সে বেদনা লঘু নয়, তার এতক্ষণের নিশ্চলতায় এটা সে বেশ বুঝিল, তার বেদনা মর্ম্মান্তিক।

চারুকে না ডাকিয়া আগে সে পাত্র হইতে গোটা দুই আখের টিকলী উঠাইয়া মুখে দিল। নিঃশব্দে সেগুলাকে চর্ব্বণ করিয়া ছিব্‌ড়া দু'টা মেঝেয় রাখিল। চারু যখন দেখিবে, সে দু'টা তাহার আতিথ্যগ্রহণের সাক্ষ্য হইবে।

চিত্তের অসম্ভব চঞ্চলতায় রাখুর ক্ষুধা দূর হইয়া গিয়াছিল। আবাল্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কারও তাহাকে পতিতার ঘরে খাদ্য গ্রহণে নিষেধ করিতেছিল। আসনে বসিয়াও গণ্ডুষ করিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। চারুর অভিমান দেখিবা মাত্র আবার তাহার বামনাই ও মনুষ্যত্বে দ্বন্দ্ব বাধিল।

সে দ্বন্দ্বে কোন্‌টা যে জিতিত, আসলে বসিয়াও রাখু তাহা বুঝিতে পারে নাই। এইবারে সেই নারীর, মনের কিম্বা মর্ম্মের, কি প্রকারে উৎপন্ন অজানা বেদানাটার সাহায্য পাইয়া রাখুর মনুষ্যত্ব তাহার বাম্‌নাইকে হারাইয়া দিল।

একটা মিষ্টান্ন মুখে ভরিয়া অর্দ্ধরুদ্ধস্বরে রাখু ডাকিল—

"চারু।"

চমক ভাঙ্গার মত চারু চোখ মেলিল, মুখ ফিরাইল, রাখুর কার্য্য দেখিল। দেখিয়াই তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল বটে, কিন্তু অশ্রু তাহার যেন ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চোখের কোণ হইতে বাহিরে ছুটিল।

পরক্ষণেই তাহার অশ্রু-সিক্ত মুখের পানে নিবদ্ধ-দৃষ্টি রাখুকে দেখিয়া সে বুঝিল, তাহার এতটা আত্মহারা হওয়া ভাল হয় নাই। সে অমনি যথাসম্ভব সত্বর রাখুর অলক্ষ্যে চোখ মুছিয়া দাঁড়াইল।

"আমার সুমুখে এসে ব'স।"

চারু নড়িল না, তার কথায় একটা কথাও কহিল না।

"আমার কথা কি শুনতে পেলে না?"

"পেয়েছি।"

"তবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"বসে' কি করবো?"

"আমার খাওয়া দেখবে।"

তবু চারু দাঁড়াইয়া রহিল। রাখু বুঝিল, আবার সে চিন্তা-সাগরে ডুবিতেছে। সে আবার ডাকিল—

"চারু!"

"চারু চারু করছ কেন? আমার নাম চারু—তোমাকে কে বললে?

"তবে তোমার কি নাম, আমাকে বল। সেই নামে তোমাকে ডাকি।"

বিস্মিত নেত্রে চারুর মুখের পানে চাহিয়া রাখু বলিল—

"তুমি জেগেছিলে?"

"ছিলুম বৈ কি।"

"তবে উত্তর দিলে না কেন?"

"দিলুম না।"

আরও কিছু যেন সে বলিতে যাইতেছিল, রাখু বাধা দিয়া বলিল—

"অমন সোনার পালঙ্ক ছেড়ে মেঝের উপর মুখ রেখে শুয়েছিলে কেন?"

"ওই রকম শোবার সখ্ হ'য়েছিল।"

"না—"

বলিয়াই রাখু 'চারু' বলিতে যাইতেছিল। বলিতে না পারায় তাহার কথা জড়াইয়া গেল।

"বেশ ত, চারুই বল।"

"নামটা বলবে না?"

"তোমার কি 'ওগো' বলতে বাধা ঠেকছে? আমি যদি তোমার বউ হতুম ঠাকুর, তাহ'লে কি বলে' ডাকতে?"

রাখু উত্তর দিতে পারিল না, মাথা নামাইয়া আর একটা মিষ্টান্ন সে হাতে তুলিল। চারু দেখিল—ব্রাহ্মণ যে খাদ্যটা আগে খাইবার সেটা না লইয়া অন্য একটায় হাত দিয়াছে। সেটা খাইতে নিষেধ করিবার জন্য সে বলিল—

"ওটা পরে খেয়ো।"

"কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে খেতে হয় আমি কি জানি? খাওয়া পরের কথা, আমি এর পূর্ব্বে এ সকল জিনিষ চোখেও দেখিনি। তুমি কাছে বসে, আমাকে দেখিয়ে দাও।"

"আমার কি কাছে বসা উচিত?

"উচিত অনুচিত আমি বুঝতে পারছি না; তুমি বস'।"

অগত্যা চারুকে রাখুর সম্মুখে বসিতে হইল।

১১

চারুর নির্দ্দেশ মত দ্রব্য মুখে তুলিতে তুলিতে হঠাৎ একবার চোখ উঠাইয়া রাখু দেখিল, চারু অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছে।

"হ্যাগা, আবার তুমি কাঁদছ?"

উত্তর দিতে গিয়া নিরুদ্ধ ক্রন্দনের উৎপীড়নে চারু এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, রাখু আত্মহারা হইবার মত কি করিবে—না বুঝিয়া বাঁ হাতে তার ডান হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

"করলে কি আমাকে ছুঁয়ে ফেললে!"

"তাতে কি, তুমি এবারে কোন্ মিষ্টিটা খেতে হবে বল, আমি আবার খাচ্ছি।"

"আমি তোমাকে আর খেতে দেবো কেন?"

বলিয়াই সরাইবার জন্য চারু অন্য হাতে থালা ধরিল।

"নাও হাত ছেড়ে উঠে পড়।"

"তুমি কাঁদছ কেন আগে বল।"

"দেখ দেখি এই সামান্য জিনিষ, তাও আবার রাখতে হ'ল।"

তাহার হাত ছাড়িয়া রাখু বলিল—

"তা যদি বল, তাহলে বলি, আমার খিদের লেশমাত্র ছিল না। চারু, পাছে মনে কষ্ট পাও, তাই আমি এই খাবার মুখে তুলেছি।"

"উঠে পড়। এতটা যে দয়া করলে এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"দয়া আমার না তোমার চারু?"

বলিতে বলিতে রাখু দাঁড়াইল। চারু এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া তাহার হাত মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিতে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইল।

রাখু কিন্তু তাহার চক্ষু জলেব কাবণ নির্ণয় না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"কেন কাঁদছিলে, বললে না?"

"আর বলে' কি হবে? হাত-মুখ ধুয়ে, ডিপেয় পান আছে খেয়ে, কল্‌কেয় তামাক সেজে রেখেছি—ধরিয়ে দিই, টেনে শু'য়ে পড়। রাত দুপুর হ'য়েছে। একে ত অনেকবার ধরে' ভিজেছ, তার উপর রাত জেগে অসুখ করে' হিতে বিপরীত করে' বসবে! বাসায় কে আছে?"

"দেশের দু'চার জন লোক আছে।"

"আপনার জন?"

"কেউ নেই।"

"তবে অসুখ হ'লে সেবা করবে কে?"

"তা' যদি বললে তবে বলি। সেবা করবার লোক এখানেও নেই, দেশেও নেই।

"আপনি কি বিবাহ করেন নি?"

"করেছিলুম।"

"স্ত্রী কি জীবিত নেই?"

রাখু চারুর মুখের দিকে ভিখারীর দৃষ্টিতে চাহিল। চারু ক্ষণেকের

জন্য মাথাটা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। তারপর মেঝে হইতে জলপূর্ণ ঘটি তুলিতে তুলিতে বলিল—

"বুঝেছি, ঠাকুরণ তোমাকে ফেলে পালিয়েছে।"

"না চারু, সে মারা গেছে।"

"নাও, হাত ধোবে এস।"

"পাঁচ বছর বয়সে মা হারিয়েছি, সাত বৎসর বয়সে মরেছে বাপ।"

"বিছানায় বসে' তামাক খেতে খেতে বললে চলবে না?"

অগত্যা রাখু চুপ করিল ও চারুর ইচ্ছানুযায়ী মুখ-প্রক্ষালনাদি কার্য্য শেষ করিয়া গালিচায় বসিল।

চারুও হাত ধুইয়া যথাসম্ভব সত্বর, তাহার আগে হইতে সাজিয়া-রাখা, একটা কলিকায় আগুন ধরাইয়া গড়গড়ার উপর বসাইয়া, বিছানার পার্শ্বে আসিয়া নিশ্চেষ্টের মত বসিল।

ক্ষণেক নীরব রহিয়া রাখু তামাক টানিতে লাগিল। চারু বলিল—

"তবে তুমি তামাক খাও,—আমি আসি।"

"আমার মনে হচ্ছে, এখনও পর্য্যন্ত তুমি কিছু খাওনি।"

"আমার মনে হচ্ছে. আজ আমি এত খেয়েছি যে, কিছুকাল আমাকে আর খেতে হবে না।"

বলিয়াই এমন মধুর হাসিতে চারু ঘরটা ভরাইয়া দিল যে, রাখুকে সে মধুরতায় ডুবিয়া ক্ষণেকের জন্য নল ছাড়িয়া চক্ষু মুদিয়া বসিতে হইল। বসিল বটে, কিন্তু চারুর কথার অর্থ প্রণিধান করিতে তাহার একান্ত স্থূল-বুদ্ধি তাহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিল না।

অথচ এ কথার একটা জবাব না দিলে চারুর কাছে তাহাকে মুখ সাজিতে হয়। মনে মনে উত্তর ঠিক করিয়া যখন সে চোক মেলিয়া

বলিল—"তা হ'লে পাকা হর্‌তকী খেয়েছ বল।" তখন চারু খাবার স্থানটা পরিষ্কার করিতে উঠিয়া গিয়াছে।

"এইবারে যাচ্ছ নাকি ?"

"খিদের কথা তুলে' তুমি যে হর্‌তকীকে কাঁচিয়ে দিলে। ভাগ্যে জগবন্ধুর মহাপ্রসাদ জুটে গেল—গ্রহণ কর্‌তে কি নিষেধ কর ?"

এই সব জটিল কথার উত্তর দেওয়া সুবিধা হবে না বুঝিয়া রাখু বলিল—

"আমার অবস্থার কথা তোমাকে বলতুম, তবে কি না—"

"নাই বা কইলে।"

"তবে একটা কথা তোমাকে বলতে আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে।"

চারু থালায় হাত রাখিয়া রাখুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। রাখু ঈষৎ হাসিয়া বলিল—

"বল্‌বো ?"

"আপনার ইচ্ছা।"

"বললে পাছে তুমি কিছু মনে কর, এইজন্য সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"তাহ'লে যে সময়ে সঙ্কোচ হবে না, সেই সময়ে বলবেন।"

"এর পরে কি আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, তা বলবো ?"

চারু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইল। রাখু বলিতে লাগিল—

"সত্য কথা যদি বলতে হয়, যে স্নেহ আদর তুমি আজ আমাকে দেখালে, আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজও পর্য্যন্ত কারও কাছে তা' পাই নি।"

"এই কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল ?

"না, সে আলাদা কথা।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন—বুঝেছি।"

"কি বল দেখি ?"

"স্নেহের প্রতিদান দিতে আমাকে পায়ে রাখতে আপনার ইচ্ছা হয়েছে।"

রাখু জিভ্ কাটিয়া বলিল—

"না—না—না। চারু, আমি দীন বটি, হীন নই। তা যদি তুমি মনে কর, তাহ'লে বল, এখনি আমি—"

"নাগো ঠাকুর, তোমায় উঠতে হবে না। হীন ত তুমি নওই, তুমি দীনও নও। একটু তামাসা করবার ইচ্ছা হল, তাই করলুম। ঝড়ের রাতটা কি একেবারে নিঝুমেই কেটে যাবে গা!"

"আজকের এ আশ্রয়ের কথা—একি জীবনে ভুলতে পারব ?"

"তামাকটা যে অমনি অমনি অমনি পুড়ে' গেল।"

রাখু নলটা দু'টান টানিয়াই বলিল—

"আগেই গেছে।"

চারু এইবারে রাখুর ভুক্তাবশেষ গেলাস বাটি প্রভৃতি থালার উপর সাজাইয়া, হাত ধুইয়া আবার তামাক সাজিতে আসিল।

"মাঝখান থেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই—আপনাদের দেশ কোথা ?"

"বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নাম শুনেছ ?"

"শুনেছি—আর শুনেছি, সেখানে গান বাজনার খুব চর্চ্চা।"

"আগে ছিল। রাজাও ছিল, সঙ্গীতেরও আদর ছিল। এখন রাজার সঙ্গে সঙ্গে সবই এক রকম যেতে বসেছে। এখনও তবু যা আছে, দু' পাঁচ বছর পরে তারও কিছু থাকবে না!"

চারু মুখের হাসি অতি কষ্টে কল্কের আগুনের আলোকে ঢাকিয়া

রাখুর কথা শুনিতে লাগিল। সঙ্গীতের কথায় আত্মহারা রাখু বলিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। তার হাসি আসিবার কারণ—রাখুর কথার গতি ফিরানোই তার উদ্দেশ্য ছিল; সে উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হইয়াছে। সে এইবার কল্‌কেটা দিতে গিয়া বলিল—

"তাহ'লে ঠাকুরেরও কিছু গান বাজনার সখ আছে?"

রাখু স্মিতবিকশিত মুখে চারুর মুখের পানে চাহিল।

"বেশ, আমাকে তোমার একটু গান শুনিয়ে দাও।"

"গাইতে ভাল জানি না।"

"বাজনাটা ভাল শিখেছ?"

"ভাল শিখেছি বললে অহঙ্কার হয়, তবে ভাল ওস্তাদের কাছে শিখেছি।"

"বেশ, তাই আমাকে শোনাবে?"

"কবে?"

"আজ বল আজ, কাল বল কাল, অথবা যেদিন তোমার ইচ্ছা।"

রাখু কোনও উত্তর দিল না।

"কি গো চুপ করে' রইলে কেন?"

"তাইত চারু, কাল আমি কেমন করে' থাকবো?"

"থাকতে পারবে না?"

"এই যে বললুম। আমি কতকগুলি যজমানের বাড়ীতে ঠাকুর-পূজো করি। আমাকে যেমন করেই হোক, ভোরে বাসায় পৌছিতেই হবে।"

"বেশ, খেয়ে দেয়ে বৈকালে?"

রাখু উত্তর দিতে পারিল না।

"বৈকালেও আসতে পারবেন না—আর আসতে পারবেন না?"

এরূপ কথায় রাখুর উত্তর দেওয়া সর্ব্বতোভাবেই উচিত ছিল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে উত্তরের একটি অক্ষরও বাহির হইল না।

"বেশ, শু'য়ে পড়ুন। তবে—যাবার সময় একবার দেখা করে' যেতেও কি আপত্তি আছে?"

তবু যুবক উত্তর দিতে পারিল না। তবে এবারে সে মুখ তুলিল। চারুর ক্ষুব্ধ চক্ষু এইবারে বুঝিতে পারিল, উত্তর না দিতে পারায় রাখুর কোনও অপরাধ নাই। তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর ধারা ছুটিতেছে। দেখিয়া চারু যেন কতকটা আশ্বস্ত বোধ করিল। তাহার মুখটাও প্রফুল্ল হইল। হাসিতে হাসিতেই সে বলিয়া উঠিল—

"মাথা খাও, যাবার সময় আমার সঙ্গে যেন দেখা না করে' যেয়ো না।"

বলিয়া রাখুকে কোনও কথার অবকাশ না দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১২

রাখু এইবারে বুঝিল, রাত্রির মত আর চারুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে না। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত তার বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার আলাপ-কুশলতার অভাবে তাহার কথায় চারু বিশেষরূপেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নহিলে বোধ হয় অত শীঘ্র সে ওরূপভাবে বলিয়া যাইত না। বোধ হয়, আরও কিছুক্ষণ সেখানে তাহার সঙ্গে চারুর গল্প করিবার ইচ্ছা ছিল। তাহারও তো চারুকে শুনাইবার অনেক কথা বাকি রহিয়া গেল! অন্ততঃ যে একটা কথা না বলিতে পারিলে, শুধু সে রাত্রি কেন, ইহার পরেও কত রাত্রি তার অনিদ্রায় কাটিয়া যাইবে, সে কথা ত চারুকে শুনাইবার উপায় রহিল না! বলিবার অনেক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি রাখু

তাহা বলিতে পারে নাই। বলিতে পারে নাই—চারুকে দেখিলেই তার স্ত্রী রাখীর মুখ তার মনে পড়ে। মনে পড়ে কেন, দুই মুখের এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য যে, এক একবার চারুকে দেখিলে তাকে রাখী বলিয়াই ভ্রম হয়। অবশ্য চারু রাখী নয়। চারুর ভাষায় যে লালিত্য তাহা রাখীর ভাষায় ছিল না। চারুর বর্ণটাও বুঝি রাখীর বর্ণ হইতে অনেক উজ্জ্বল। তার হাসির ঝঙ্কারের মিষ্টতা—রাখীর বাপের সমস্ত ক্ষেতের আখ নিংড়াইলেও বুঝি পাওয়া যাইবে না! আর সম্পদ? ক্ষুদ্র ভূস্বামীর কন্যা হইলেও রাখু তার যে অহঙ্কার দেখিয়াছে, চারুর সম্পদের অধিকারী হইলে রাখীর কি আর মাটিতে পা পড়িত? না রাখুই তার দশ হাত দূরেও দাঁড়াইতে পারিত? বিনয়ের মূর্ত্তিস্বরূপ এই চারুর সঙ্গে সেই কটুভাষিণী পল্লীবাসিনীর কত প্রভেদ!

তথাপি—তথাপি চারুকে দেখিয়াই রাখুর মনে হইয়াছিল, যেন বহু বৎসর না-দেখা এক কমল-কোরক হঠাৎ তার চোখের উপর শত-দল সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চারু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্যই তাহাকে আবার দেখার সাধ অতি তীব্রভাবে যুবকের মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু আর ত সে তাকে ডাকিতে পারে না! চারু আঁধারে ডুবিল, তার সঙ্গে রাখুর পুনঃ সাক্ষাতের আশাও বুঝি চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল!

ঘরের ভিতরে এক একবার ঝটিকা-তরঙ্গ প্রবেশ করিতেছিল। ঘরের একটি কোণে থাকিয়াও আলোটা মাঝে মাঝে মৃত্যু-শিহরণে রাখুকে দ্বার বন্ধ করিতে মিনতি করিতেছিল! তথাপি সে বাতাসে বুক দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; গৃহ প্রবেশের সময় অন্ততঃ সে একবার চারুকে দেখিবে। দেখিবে, ঘরে ঢুকিবার মুখে সে একবার তাহার পানে চাহে কি না। ফিরিয়া চাওয়ার কোন মূল্য আছে কি না, সেটা

সে একবার ভাবিয়া দেখিল না। তাহার দাঁড়াইয়া থাকাতে তাহার মর্য্যাদা যে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এটাও সে ভাবিবার অবসর লইল না।

অন্ধকারে অন্ধকারে চলিয়া চারু তার ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিল। এতক্ষণ রাখু তাহাকে দেখিতে পায় পাই—এইবারে দেখিল। দেখিল, সে মুখ না ফিরাইয়াই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণের অপেক্ষায় যখন রাখু দেখিল, চারু দোরটা বন্ধ করিতেও আসিল না এবং ঘরের নৃত্যশীল আলোক একটি বারের জন্যও তার ছায়ার একটু প্রান্ত পর্য্যন্তও নাচাইল না, তখন সে ফিরিয়া গালিচার উপরে বসিয়া আবার তামাক সেবনে নিযুক্ত হইল।

তামাক পুড়িয়া, আগুন নিবিয়া যখন নলটা গড়গড়ার ভিতর হইতে কেবল মাত্র জলের বাষ্প বহিয়া তার কণ্ঠ শীতল করিতে আসিল, তখন আলোটা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল, সে কবাট বন্ধ করিতে ভুলিয়াছে।

অগত্যা তাহাকে উঠিতে হইল, কিন্তু কবাট বন্ধ করিতে যেমন সে আবার দোরটির কাছে আসিয়াছে, অমনি সে শুনিতে পাইল—সেই সন্ধ্যাকালের মত অদ্ভুত অপ্সরার গান ঝড়ের পৃষ্ঠে তালে তালে নৃত্য করিতেছে।

আর রাখুর কবাট বন্ধ করা হইল না। শুনিবার অত্যন্ত আগ্রহে চারুর ঘরের পানে চাহিয়া সেই অপূর্ব্ব সুরের রূপটাই যেন সে পান করিতে লাগিল। ঝড় সুরটাকে ভাঙ্গিয়া মোচড়াইয়া স্তবকে স্তবকে তাহার কানে উপহার দিতেছিল! অবকাশে অবকাশে সেই ভাঙ্গা সঙ্গীতের পুঞ্জীকৃত উচ্ছ্বাসে তাহার শ্রবণ লালসা তৃপ্ত না হইয়া এমন উচ্ছলিত হইল যে, রাখুর সেখানে স্থির থাকা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। কিন্তু মর্য্যাদাবোধের সামান্য মাত্রও অভিমান যদি তার থাকে, তাহা হইলে,

চারু বিদায় গ্রহণকালে যেরূপ সংযত ব্যবহার তাহার প্রতি দেখাইয়াছে, তাহা দেখিবার পর এরূপ গভীর রাত্রিতে তার ঘরে প্রবেশ রাখুর কোনও মতে কর্ত্তব্য হয় না।

সে তখন মুগ্ধ-চিত্তের প্রেরণায় দুই চারিবার ঘরের ভিতরেই চলাফেরা করিল। দুই একবার বসিল, আবার উঠিল, কিন্তু একটিবারও চৌকাঠের বাহিরে পা দিতে ভরসা করিল না।

অবশেষে গানটা যখন, তার নির্ম্মম মুখরতা একটা বিচিত্র গিট্‌কিরী ভরা 'কর্‌তবে' মিশাইয়া, ঘুমাইয়া পড়িল, রাখুও অমনি বদ্ধ নিশ্বাস মুক্ত করিয়া অবশাঙ্গের মত গালিচার উপরে শুইয়া নিশ্চিন্ত হইল।

১৩

আসল কথা—চারুর ঘরে আজ তার স্বামী অতিথি হইয়াছে। বারো বৎসর সে তাহাকে দেখে নাই। দেখিবার প্রত্যাশা ত করেই নাই—রাখেও নাই। পথহারা দেবতার মত ঝড়ের পৃষ্ঠে চাপিয়া সে যে আজ তার অপবিত্র বিলাস-মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, স্বপ্নের সাহায্যেও এ নারী যদি সে কথা ভাবিতে যায়, তাহা হইলে তাহার স্বপ্নটাও বুঝি পাগল হইয়া উঠে! অথচ জলন্ত সত্যের আবির্ভাবের মত সেই ঘটনাই আজ ঘটিয়াছে।

নূতন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সত্য সত্যই সে তার তখনকার বাবুর আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কোনও কারণে গৃহ-প্রবেশের উৎসব সেদিনকার মত স্থগিত থাকিলেও রাত্রিকালে তাহার বাবুর সঙ্গে তার দু'একজন বন্ধুর আগমনও সে যে প্রত্যাশা না করিয়াছিল এমন নয়। সে জন্য সে তাহাদের জলযোগের ব্যবস্থা ও সঙ্গীতাদির আয়োজন করিয়া

রাখিয়াছিল। সন্ধ্যা হইতেই সে দেখিল, হঠাৎ ঝড়টা প্রবল হইয়া তার আয়োজন পণ্ড করিবার উপক্রম করিয়াছে। তথাপি তার বিশ্বাস ছিল, আর কেহ না আসুক, সমস্ত বাধা উপেক্ষা করিয়া অন্ততঃ বাবু আসিবে। যেহেতু তার জানা ছিল, সে দিন সে বাড়ীতে এমন একটি ভাড়াটীয়া স্ত্রীলোকও ছিল না, যে সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে চারুর সঙ্গী হইতে পারে।

ঝির মুখে তার বাবুর অবস্থানের কথা শুনিয়া লীলাবিলাসের এ একটা নূতন ভাব বুঝিয়া চারু তাহাকে ধরিতে আসিল। আসিয়া দেখিল, ঝি অন্ধকারে লোক ভুল করিয়াছে। অন্ধকারে যে দাঁড়াইয়া আছে, সে বাবু নয়—বাবুর একজন ইয়ার। বাবু আসে নাই জানিয়া, পথের পানে চাহিয়া সে তার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। রসিকতার অঙ্গস্বরূপ 'বাবুদিগের' বিলাস-গৃহের সহচরেরা কখন কখন তাহাদের প্রণয়িনীর পদ-প্রহারে চরিতার্থ হইয়া থাকে। চারুও সেইভাবে তাহাকে কৃতার্থ করিতে গিয়াছিল। তাহার পায়ে সুকোমল মখমলের জুতা ছিল। সে 'ইয়ার'কে প্রহার করিবার ছলে মখমল দিয়া রাখুর জানুর পিছনে ধীরে আঘাত করিল। করিয়াই বুঝিল, সেও ঝিয়ের মতই ভুল করিয়াছে। ভুলের পরিমাণটা বুঝিতে গিয়া সে বিস্ময়-বিমোহে চাহিয়া দেখিল, তাহার জীবন-সৌধের সমস্ত প্রাচীর কোন এক ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডস্পর্শে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মাথা স্থির রাখা তখন তার অসম্ভব হইয়া পড়িল, সে দেয়ালের সাহায্যে ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে আপনাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিল। এখন তার প্রাণটা অস্তিত্বের লোভে ঝড়ের বাতাসকে পর্য্যন্ত আঁকড়িয়া ধরিয়াছে।

বারো বৎসর পূর্ব্বে সে কুলত্যাগ করিয়াছিল। সে ত্যাগের ইতিহাস আমাদের এ আখ্যায়িকার পক্ষে একান্ত অবান্তর না হইলেও সে কথার

উল্লেখ করিতে আমরা নিরস্ত হইব। তবে এ কথা আমরা বলিতে পারি, চারুর গৃহত্যাগে তাহার আত্মীয় বন্ধুগণের দোষ থাকিলেও রাখু সে সম্বন্ধে একেবারেই নিরপরাধ ছিল।

চারুর পিত্রালয় ছিল বর্দ্ধমান জেলায় দামোদরের তীরস্থ একটি গ্রামে, রাখুদের বাড়ী হইতে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে।

যখন তাহাদের বিবাহ হয়, তখন রাখুর বয়স ছিল এগারো, চারুর দশ। রাখু কুলীন, এইজন্য চারুর বাপ এই অল্প বয়স্ক বালককে, একরূপ কিনিয়া আনিয়া, কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিল।

তাহার পূর্ব্ব নাম ছিল রাখহরি। মায়ের তিন চারিটি সন্তান নষ্ট হইবার পরে সে জন্মিয়াছিল বলিয়া ঐ নাম সে মায়ের কাছে পাইয়াছিল। মা-বাপের মৃত্যুর পর যখন সে তার মামার অভিভাবকত্বের আশ্রয় পাইল, তখন তার বয়স সাত। মামা অভিভাবক হইলেও নির্ম্মম মামীর কাছে পড়িয়া এই হতভাগ্য বালক অতি অনাদরেই প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তার প্রতি তার মামীর ব্যবহার প্রতিবেশীদের পক্ষে সময়ে সময়ে এমনি কঠোর বোধ হইত যে অনেকেরই মনে হইয়াছিল, সেই অল্প বয়সে রাখু শ্বশুরের আশ্রয় না পাইলে তাহাকে সত্বর কোনও নিরুদ্দেশের পথে পলায়ন করিতে হইত।

শ্বশুরের ঘরে আসিয়া রাখু দিন কয়েক বেশ সুখেই অতিবাহিত করিয়াছিল; কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য যে,বছর দুই শ্বশুরের গৃহে বাস করিতেই তার শ্বশুর মরিল এবং সেও বিষম ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইল। রোগ রহিল তিন বৎসর। এই তিন বৎসর ক্রমাগত জ্বরের উপর জ্বর রাখুর শরীর একেবারে জীর্ণ করিয়া ফেলিল।

এই কয় বৎসরের ভিতর কিন্তু বালিকার দেহ যৌবনের সমস্ত সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, আর বালক রাখু প্লীহা ও যকৃতের আত্যন্তিক বৃদ্ধিতে

রক্তশূন্য দেহে হ্রস্ব হইতে হ্রস্বতর হইয়া ক্রমে একটি পুঁটুলির আকার ধারণ করিয়াছে।

চারুর পূর্ব্ব নাম ছিল রাখী, তাহার স্বামীর নামেরই অনুরূপ। নামটা বোধ হয় রাখমণি কিম্বা ঐরূপ কোন একটা নামের অপভ্রংশ। সেও বোধ হয়, তার মায়ের অনেকগুলা মরা সন্তানের পর জন্মিয়াছিল। তার একমাত্র ভাই, তা হইতে বয়সে অনেক বড় ছিল। সেইজন্য বাপ মা তাহাকে শিশুকাল হইতে এতই আদরিণী করিয়া তুলিয়াছিল যে, বাল্যকাল হইতেই, তার ব্যবহারের অসংযম দেখিলেও, কেহ তাহাকে শাসন করিতে মনোযোগী হয় নাই। এই অন্যায় রকমের প্রশ্রয় পাওয়াই শেষে মেয়েটার সর্ব্বনাশের কারণ হইল।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন এই হতভাগ্য বালক শ্বশুর বাড়ীর সকলেরই একরূপ বিরক্তিভাজন হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ হইল রাখীর— যৌবনের নবোল্লাসে অদম্য লালসার প্রেরণায় স্বামী নামের অযোগ্য এই বালকটাকে আর সে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না।

যখন ডাক্তার কবিরাজের মতে রাখুর বাঁচিবার আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না, তখন তার ভাই বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে তাহাকে তার মামার গৃহে রাখিয়া আসাই স্থির করিল।

শ্বশুরের দেশে আসিবার পর রাখু দুইবার মাত্র নিজের বাড়ীতে ফিরিয়াছিল। তাহার মধ্যে একবার মামার গৃহে একটা কার্য্যোপলক্ষে সে রাখীকেও সঙ্গে আনিয়াছিল। আসিয়া কিন্তু একমাসের মধ্যে মামী-শাশুড়ীর আচরণ বালিকার এমনই তীব্র বোধ হইয়াছিল যে, সে এক মাসের অধিক শ্বশুর-গৃহে তিষ্ঠিতে পারে নাই। রাখুর সঙ্গে কন্যাকে পাঠানো সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইলেও কন্যার প্রতি একান্ত মমতায় তার মা সে অভিভাবকহীনের সংসারে তাহাকে আর পাঠাইতে সাহসী হইল না।

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস—রাখু এখন মরে, তখন মরে করিয়াও মরিল না। মরিল—রাখুর মা ও বাপ।

ইহারই কিছুকালপরে রাখুর মাতুলের কাছে সংবাদ আসিল, রাখুর কল্যাণের জন্য কালীঘাটে 'মানত' করিতে গিয়া তাহার পত্নী আদিগঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে।

তাহাকে কলিকাতায় আনিযাছিল, তাহাব এক দূব সম্পর্কীয়া মাসী। মাসী কলিকাতায় কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবাবে বাঁধুনী বৃত্তি করিত। তাহার চরিত্র ভাল ছিল না। সংসারে নানাবিধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অসংযত চিত্তের প্রেরণায় যখন বালিকা বাপেব বাড়ীতে অবস্থানে জ্বালা বোধ কবিতেছিল, সেই সময় মাসী তাহাকে প্রবোচনায় ও প্রলোভনে কুলের বাহির করিল। কলিকাতায় মাসীর আয়ত্তে আসিয়া অভাগিনী এই আত্মনাশের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। চরিত্রেব সঙ্গে সে পূর্ব্ব নাম বিসর্জ্জন দিল।

এখন সে সহরে গায়িকার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গানের ব্যবসায়ে তার যথেষ্ট অর্থাগম। বিলাসী সম্প্রদায়ে তার এমন প্রতিষ্ঠা যে, বহু ধনী যুবক তার কৃপালাভ করিতে পারিলে আপনাদের কৃতকৃতার্থ মনে করে। দু'চার জনের সর্ব্বস্ব ইতিমধ্যে তার পাদমূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কলিকাতায় দু' চারখানা ভাল ভাল বাড়ীর সে 'বাড়ীওয়ালী'। এ বাড়ীখানি সে নিজের ব্যবহারের জন্য করিয়াছে। আজ গৃহ প্রবেশের দিনে এ বাড়ীতে খুবই ধূমধাম হইত। কেবল মাসী নাই বলিয়া সে শুধু নামমাত্র পূজা সারিয়া গৃহ-প্রবেশ করিয়াছে। মাসীর ইচ্ছা, বাড়ীখানি চারু তাহার নামে করিয়া দেয়। চারু সেটি করে নাই বলিয়া রাগ করিয়া সে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের রথ দেখিতে গিয়াছে। চারুকে এই হীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিয়া মাসীর

কম লাভ হয় নাই। আর তাহাকে রাঁধুনীর কাজ করিতে হয় না। চারু যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহার অনেকাংশই সে আত্মসাৎ করিত। তথাপি তার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। কেন মিটিবে? তা হ'তেইতো চারুর এমনভাবে অদৃষ্ট ফিরিয়াছে। রাখুর কাছে থাকিলে তার এতদিনে দু'বেলা দু'মুঠা অন্ন জোটাই ভার হইত। একমাত্র সেই ত চারুকে এই দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই সমস্ত কথা কহিয়া যখন তখন সে চারুর নিকট টাকাকড়িব দাবী করিত। মাসীর ভাইপোও মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া চারুব নিকট হইতে টাকাকড়ি জিনিষপত্র লইয়া যাইত।

অল্পদিন হইল চারুর ভাইপোও আবার গোপনেগোপনে তাহার নিকট যাতায়াত করিতেছে। এই গোপন যাতায়াতের ফলে তাহার দশ পোনেরো বিঘা নূতন নূতন জমি হইয়াছে; স্ত্রীব গায়ে এমন ভাল ভাল দু'চারখানা অলঙ্কার হইয়াছে যে, সে-দেশের লোক সেরূপ অলঙ্কার দেখা দূরে থাক, সেগুলার নাম পর্য্যন্ত কাণে শুনে নাই! এই সবে সেদিন চারু তাহার পুত্রের উপনয়নের প্রায় সমস্ত খরচটাই দিয়াছে। এ সবগুলা দেখা এখন আর মাসীর একেবারেই সহ্য হইতেছিল না। তাহার উপর চারুর, পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতির পর, বাড়ীখানা তার নামে না করা তার ভাইপোয়েরই পরামর্শে হইয়াছে বুঝিয়া, রাগ করিয়া গৃহ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই তীর্থ-দর্শনের ছলে সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু এই দীর্ঘকালের ভিতরে একদিনের জন্যও চারু কাহারও কাছে তাহার পরিত্যক্ত স্বামীর সংবাদ পায় নাই। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, সে তাহার পাপব্যবসায়ের ফললোভী আত্মীয়গুলিকে তাহার কথা দুই একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কেহই কিছু বলিতে পারে নাই, অথবা

জানিয়াও তাহাকে বলে নাই। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে চারুর কোনও সংশয় ছিল না। বিশেষতঃ তাহার মাতুল-পত্নীর কৃপায় জীবনের দিন ক'টা আরও যে সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এটাও তার বুঝিতে বাকী ছিল না। তথাপি তার অন্তর হইতে একটা সংক্ষুব্ধ সংশয় মাঝে মাঝে সে-যুগের সেই রোগ-জীর্ণ বালকটার কথা জানিবার জন্য তাহাকে উত্তেজিত করিত।

এত ঐশ্বর্য্য-বিলাসের মাঝেও এক একবার তার রাখুর কথা মনে পড়িত। এক একদিন এমন পড়িত যে, সে মরিয়াছে স্থির বুঝিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। প্রণয়প্রার্থী যুবকগুলার দারিদ্র্য-পূর্ণ মুখ-চোখের পার্শ্ব দিয়া এক একদিন তার ছায়া-মূর্ত্তি উঁকি দিয়া চলিয়া যাইত। মনের খেয়াল জানিয়াও সে শরীর-শিহরণ রোধ করিতে পারিত না। বড় বড় মজলিসে তার গানে আবদ্ধ শ্রোতৃবর্গের অজস্র উচ্চ প্রশংসাধ্বনি ভেদ করিয়া রাখুর ব্যাধি-নিপীড়িত কণ্ঠের ক্ষীণ-ধ্বনি কতবার তার কর্ণে আঘাত করিয়াছে!

তবু সে স্থির বুঝিত, সে মরিয়াছে। অথবা যদিও অসম্ভব হয়, যদি রাখু কোনও দৈব ঘটনায় মরিতে মরিতে বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে এতদিনে সে আর একটা বিবাহ করিয়া তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। যদিও সে না ভুলে—তাহার তখন অপ্রীতিকর হইলেও তৎপ্রতি সেই রুগ্ন বালকের একটা ব্যাকুল-মমতা স্মরণে সে বুঝিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে মন থেকে একেবারে মুছিয়া ফেলা রাখুর পক্ষে অসম্ভব—সত্যই যদি সে তাহাকে ভুলিতে না পারে, তাহা হইলেও এ জীবনে চারুর সঙ্গে তার পুনঃ সাক্ষাতের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

সেই স্বামী সত্য সত্যই বাছিয়া গৃহ-প্রতিষ্ঠার দিনেই তার ঘরে অতিথি হইয়াছে। আর আতিথ্যের দক্ষিণাস্বরূপ আগেই তাহাকে চরণ-প্রহার দিয়া তার সেবাব্রত সম্পূর্ণ করিয়াছে।

১৪

রাখুকে বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিয়া খাবার পাত্র হাতে ধরিয়া চারু তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। প্রথম বার মনের যে ভাব লইয়া সে-ঘরে ঢুকিয়াছিল, এখন তার আর সে ভাব নাই।

প্রথমে বিস্ময়ে, লজ্জায়, সহসা প্রজ্বলিত অনুতাপে আপনাকে সে স্থির রাখিতে পারে নাই। স্বামীর সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিকে এমনই উগ্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, তার জন্য সে যেন সারা পৃথিবীর কোনও স্থানে একটু সুস্থিরভাবে দাঁড়াইবার স্থান দেখিতে পাইতে-ছিল না। সর্ব্বদেহের রক্তবিন্দু গুলাও যেন সেই আক্রমণে ভীত হইয়া রুদ্ধ ধমনী-পথে পলাইবার স্থান না পাইয়া এক একবার সমবেত প্রবাহে তার বুকের দিকে ছুটিতেছিল।

স্বামীকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরের দণ্ডস্পর্শে যেন এক পলকে তার ঘৃণিত আচরণগুলা অগণ্য তিরস্কারকারী কথা লইয়া সহস্র পাপ-চিত্রের যবনিকা তার চোখের উপর মুক্ত করিয়াছে। সে যাতনা চারু সহিতে না পারিয়া ঘরে আসিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কাঁদিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। অশ্রুবিন্দুগুলা চোখের কোণে সঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই এক একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত নিরবলম্ব হইয়া অগ্নিভরা-ঘরের বায়ুতে মিশিয়া যাইতেছিল।

তার পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া সে এমন স্থানে আপনাকে বসাইতে পারিতেছে না, যেখান হইতে সে কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টি ফিরাইয়া তার স্বামীর দিকে নিরীক্ষণ করে। সে দেখিল স্বামীর ঐশ্বর্য্যময়

দারিদ্র্য তার দরিদ্র ঐশ্বর্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। ধর্ম্মপথে যার সঙ্গিনী হইবার একমাত্র তারই অধিকার ছিল, আজ সে কিনা তার হস্ত গঙ্গাজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে! সত্য সত্যই তখন চারু আপনাকে প্রবোধ দিবার একটাও কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। স্বামীর রূপটাকে উপলক্ষ করিয়াও যে আপনাকে সে একটা সান্ত্বনা দিবে, হা ভগবান, তারওত উপায় তুমি কিছুই রাখ নাই। চারু দেখিল, তার কৃপা-ভিক্ষার্থী, চোখে কাতরতা মাখানো, কথায় নারীর ভাষা জড়ানো, পুরুষনামধারী মেয়েগুলার মাঝখানে যদি একবার তার স্বামীকে সে বসাইতে পারিত, তাহা হইলে রাখুর সে পুরুষোচিত মুর্ত্তি শৈবালাচ্ছন্ন জলাশয়ে একমাত্র প্রস্ফুটিত পদ্মের শ্রীতে দীপ্যমান হইত। আপনাকে হারাইয়া তাই চারু মেঝেয় মুখ ঢাকিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে নিজেকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এবারে কিন্তু ভাব তার অন্যরূপ। স্বামীর সঙ্গে কথা কহিয়া এবারে সে উল্লাস-বিষাদে, আশা-নিরাশায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। উল্লাস—স্বামী তার স্নেহের উপহার অতি আদরে গ্রহণ করিয়াছে। বিষাদ—হতভাগী স্বামীর এ সৌভাগ্য একদিনের জন্যও ঘটে নাই। আশা—স্বামীর সহিত আলাপে তার মন বলিতেছে, সে তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে। নিরাশা—যদিই সে আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলেও সমাজের মধ্যে স্বামীর পাশে বসিয়া পরিণীতা ভার্য্যার পবিত্র অধিকার এ জন্মে আর সে লাভ করিতে পারিবে না। রক্ষিতা বারাঙ্গনারই মত, শুধু তার ভোগের সামগ্রী হইয়া থাকিবে মাত্র। এই আশা-নিরাশার মধ্যে পড়িয়াও রাখুকে সে বকিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই চারু সঙ্কল্প করিল, বুদ্ধির দোষে হারাইয়াও শুধু দেবতার আশীর্ব্বাদে অভাবনীয় রূপে যাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছি,

তাহাকে যে কোন উপায়ে আবার আপনার করিয়া লইব। ঘরে আসিয়াই প্রথমে সে স্বামি-প্রাপ্তির কামনা করিয়া ভক্তিভরে তার প্রসাদ গ্রহণ করিল। তারপর স্বামীকে ধরিবার উপায় স্থির করিতে বসিয়া গেল।

সে একবার আপনার বিভবের দিকে চাহিল। ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি, এই সমস্ত দিয়াই সে রাখুকে প্রলুব্ধ করিবার কামনা করিল। কিন্তু চারু দেখিতে পাইল, তার সমস্ত সম্পদ তার স্বামীর পায়ে অঞ্জলি হইবার জন্য যেন ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছে, আব স্বামী—মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

যদি এই ব্রাহ্মণ দরিদ্র হইয়াও তার পাপ-উপার্জ্জন লইতে সম্মত না হয়? দুই একবাব ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য স্বামীকে তাহার ঘরে আনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু আনিবার কল্পনাতেই এই ঐশ্বর্য্যলাভের উপায়গুলা এমন মলিন মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার চোখের উপর নৃত্য করিতে লাগিল যে, কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরঙ্গ জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহাকেই চক্ষু মুদ্রিত করিতে হইল।

তবে—চারুর মন এবারে তাহাকে বেশ আশ্বাস দিতেছে—স্বামী ধরিবার নাগপাশ তাহার কণ্ঠদেশে বিধাতা জড়াইয়া রাখিয়াছে। রাখুর কথায় চারু বেশ বুঝিয়াছে, সে গান বাজনায় বিলক্ষ পটু। তবে গানের চেয়ে বাজনাতেই তার দক্ষতা অধিক। সে যতই বিনয় দেখাইয়া বলুক না কেন, বুঝি তার মত 'বাজিয়ে' এই কলিকাতা সহরেই অতি অল্প আছে।

চারু উপায়টার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিল। খাবার পাত্রগুলা প্রথমে সে বারান্দায় রাখিতে গেল। গিয়া দেখিল, স্বামী এখনও দোর খুলিয়া রাখিয়াছে। উঁকি দিয়া দেখিল, সে গালিচায় হেঁট মাথায় এখনও তামাক টানিতেছে।

সে ফিরিল, পাছে ঝড়ের বাধায় তার কার্য্য সিদ্ধি না হয়, দোরটা

খুলিয়া রাখিল। এইবারে বিনা সুর যোগে দোরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই সে একটা গান ধরিল। দেখিল—স্বামী গালিচা ছাড়িয়া দোরের কাছে দাঁড়াইয়াছে।

দেখামাত্র তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বারাঙ্গনা কত যে হতভাগ্যের বক্ষ সামান্য অপাঙ্গভঙ্গে ভাঙ্গিবার মত করিয়াছে, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু নিজে এই এতকালের মধ্যে কাহাকেও দেখিয়া এরূপভাবে বক্ষের স্পন্দন অনুভব করে নাই। সে তাহাদের লইয়া, যাদুকরীর ইঙ্গিত-সাহায্যে, খেলা করিত মাত্র। আজ নিজে সে খেলার পুতলী হইয়াছে। এ স্পন্দন সে সহ্য করিতে অসমর্থ হইল—তাহাব দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। গান সুর-লয়-হারা হইবার উপক্রম করিল। কোনও প্রকারে বুকটা চাপিয়া গানটাকে কোনও রকমে সে শেষ করিল। শেষ করিতেই সে দেখিল, রাখু দোর ছাড়িয়া আবার গালিচায় শয়ন করিয়াছে।

এবারে সে ঘরের অপর পার্শ্বে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। আয়নাটি যেমন বড়, তেমনি উজ্জ্বল; তাহাতে সমস্ত দেহটা সমান দৈর্ঘ্যে পরিস্ফুট-রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। সেইখানে দাঁড়াইয়া আপনাকে সে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। এতক্ষণ আপনার নূতন বেশে নূতন মূর্ত্তি দেখিবার অবসর পায় নাই। বেশের পরিবর্ত্তনে তার শ্রীর কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া সে হাসি রাখিতে পারিল না। সে তখন প্রতিবিম্বটাকে তিরস্কার ছলে বলিতে লাগিল—"বা! বেশ তো কুলের বউটি সেজেছিস পোড়ামুখী! কিন্তু সেজেই বা তুই করলি কি! সে তো কই তোকে চিনতে পারলে না! সে পুরুষ মানুষ—এই বারো বৎসরে তার শ্রী বদলে সে যেন এক নতুন মানুষ গড়ে উঠেছে, তবু তুই তাকে দেখামাত্র চিনলি, কিন্তু সেত তোকে চিনতে পারলে না!"

হৃদয়ের যে বিশেষত্বটুকু লইয়া নারীর নারীত্ব, শত অকার্য্যের প্রলেপেও সেটিকে সে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। স্বামীর উপর অসংখ্য অত্যাচারে তার মনে যে তীব্র অনুশোচনা জাগিয়াছে, তাহার ভিতরেও, স্বামী যে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, সে জন্য চারুর মনে তীব্রতর অভিমান জ্বলিয়া উঠিল। যদিও সে বুঝিয়াছে, রাখুর তাহাকে না চেনা ভালই হইয়াছে, তথাপি সে অভিমান ত্যাগ করিতে পারিল না। সে স্বামীকে চিনিল, স্বামী তাহাকে চিনিল না কেন? ভালবাসার চক্ষে সে যদি রাখীকে একদিনের তরেও দেখিত, তাহা হইলে কখনই সে এমন ভুল করিতে পারিত না! প্রতিবিম্ব-মূর্ত্তি রাখীকে চারু গোটাকতক টিট্‌কারী দিল।

তথাপি তাহাকে বাঁধিতে হইবে। এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও এই বিষম ঝড়ে সে আপনাকে সর্ব্বপ্রথম নিরাশ্রয় মনে করিল। যার আশ্রয়ে আজকাল সে ছিল, সে কাপুরুষ ঝড়ের ভয়ে জ্বরের অছিলা করিয়া তার কাছে আসিতে পারিল না। লোকের ঘরে ঢুকিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে চোরগুলার পক্ষে আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভদিন। তারা যদি আজ তার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া যাইত? অভাগিনীদের চোরের হাতে এরূপ মৃত্যুর কথা সে যে না জানিত, এমন নহে। সে দেখিল, শাস্ত্রের আদেশে ধর্ম্মতঃ যে তাকে রক্ষা করিবার অধিকারী, তাকে নিরাশ্রয় জানিয়া এই দুর্য্যোগের রাত্রিতে দেবতার নির্দ্দেশে সে যেন তাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছে। আর চারু কোনও মতে তাঁহাকে ছাড়িতে পারে না। যদি ধরিতে না পারে, এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাকে বসাইয়া সে গঙ্গায় ডুব দিয়া মরিবে।

রাখুকে বাঁধিতে চারু কোমর বাঁধিল। প্রতিবিম্বকে সম্বোধন করিয়া সে বলিয়া উঠিল—"রাখী, ও রকম হাতছাড়া স্বামীকে বশে আনা, তোর মত লজ্জাশীলা কুলবধূর কর্ম্ম নয়। যদি পারে, ত সে এই লোক-মজানো

চারী। সে তখন যথা-সম্ভব সত্বর সেই অবস্থাতেই একরূপ বেশ-বিন্যাস করিয়া লইল। মাথার চুলগুলা সে এলোমেলো করিয়াছিল, সেগুলাকে সে বুকে পিঠে ফেলিয়া এক রকম মনোহর করিয়া তুলিল। ইঙ্গিত, কটাক্ষ, মুখের হাসি কার্য্যোপযোগী করিয়া,—যে সমস্ত হাবভাবে সে লোক ভুলায়,—তার একটা অবলম্বনে অরগ্যানের সুর সংযোগে এবারে সে গাহিতে চলিল।

অরগ্যানের পার্শ্বেই সেই দাঁড়া-আয়না। গাহিবার সময়ে হাবভাবগুলা ঠিক রাখিবার জন্য সেটাকে সে ইচ্ছাপূর্ব্বকই সেইখানে রাখিয়াছিল। চারু গাহিতেছে, এক একবার আয়নার দিকে মুখ ফিরাইতেছে, এক একবার যেন অন্যমনস্কের মত দোরের দিকে চাহিতেছে। দু'চার বার দেখিয়া যখন বুঝিল, রাখু সেখানে আসে নাই, তখন গানটা কোনও রকমে শেষ করিয়া যখন আর একবার সে আয়নার পানে চাহিল, তখন দেখিল—রাখুর প্রতিমূর্ত্তি তাহার মূর্ত্তির বহু পশ্চাতে নিশ্চল প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই বুঝিল, রাখু দোরের পার্শ্ব হইতে অন্ধকারের সাহায্য লইয়া লুকাইয়া তাহার গান শুনিতেছে। সে এইবারে জয়ের সন্নিকটে আসিয়াছে বুঝিয়া, সেই প্রতিবিম্বের চোখে একটা মিষ্ট তীব্র কটাক্ষ হানিয়া, মাথাটা ঈষৎ ঘুরাইয়া চুলগুলা তার একরূপ নূতনভাবে পিঠে মুখে সাজাইয়া লইল। কিন্তু সে রাখুকে দেখিতে মুখ ফিরাইল না।—যেন সেখানে আর কেহ নাই, এরূপভাবে প্রতিবিম্বকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল—"দুর ছাই, ঘুম তো হবেই না, তখন এস নাগো, দু'জনে মুখোমুখী বসে গান গেয়ে রাতটা কাটিয়ে দিই।"

সত্য সত্যই রাখু চারুর ঘরের বারান্দায় আসিয়া সসঙ্কোচে লুকাইয়া তাহার গান শুনিতেছিল। প্রথম গানের সময় সে কোনও ক্রমে জোর করিয়া আপনাকে ঘরের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিল। দ্বিতীয় বারে যখন

চারু সুরের সঙ্গে গান ধরিয়াছে, তখন আর সেই আকর্ষণে তার বসিয়া থাকিবার ক্ষমতা রহিল না।

এবারে সে গায়িকার সুর-লয়-জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইল। সঙ্গতের সঙ্গে হইলে এ গান আরও না জানি কত মধুর হইতে পারে। সঙ্গৎ-হীন গান—সে তো রাগ-রাগিণীর অঙ্গচ্ছেদ। চারু গাহিতেছে শুধু তাহাকে শুনাইবাব জন্য। কিন্তু এরূপ কার্য্য করিতে এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতজ্ঞা নারী মর্ম্মে কতই না বেদনা অনুভব করিতেছে! তাহার এমন গানে বাজাইবার লোক নাই! অথচ একটু আগে সে চারুর কাছে বাজনা জানার পরিচয় দিয়াছে। এই সমস্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া সে স্থির করিল, এবারে চারু গান ধরিলে সে বিনা সঙ্গতে তাকে আর গাহিতে দিবে না। বিশেষতঃ প্রথমবার যে বস্তুটাকে দেখিয়া সে একটা বড় রকমের বিচিত্র সিন্দুক মনে করিয়াছিল, তাহাব ভিতর হইতে অপূর্ব্ব তেজে সুর বাহির হইতে দেখিয়া সে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছে যে, সেইটার সঙ্গে নিজের গলাটা মিলাইবার লোভও সে যেন কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। যা থাকে ভাগ্যে, চারুর অনুমতি লইয়া সে তার ঘরে প্রবেশ করিবে।

সে কথা কহিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় চারুর প্রতিবিম্ব অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে তাহার চোখ দুটাকে যেন গ্রাস করিতে আসিল। লজ্জায় সে দৃষ্টি তার চোখের উপর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মুখ ফিরাইতে গিয়াই সে চারুর আবাহন কথা শুনিতে পাইল। চারু যথাসম্ভব উচ্চ কণ্ঠেই কথাগুলা বলিয়াছিল, তথাপি বাতাসের শব্দ তার অর্দ্ধেকটা গ্রাস করিয়া ফেলিল। শেষাংশটুকু শুনিবামাত্র এমন সে শিহরিয়া উঠিল যে, কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে দোর ধরিয়া দাঁড়াইতে হইল। কিন্তু সেই সঙ্গেই সে বুঝিতে পারিল, চারুকে সে দেখে নাই, তার প্রতিবিম্ব দেখি মাত্র য়াছে। দোর ধরিতে গিয়া আরনার ভিতরে চারুর

প্রতিমূর্ত্তি হইতে দূরে অবস্থিত নিজের প্রতিবিম্বটাকেও সে দেখিতে পাইল।

এইবারে লজ্জা—বিষম লজ্জা। লুকাইয়া চারুর গান শুনিতে আসিয়া সে তো তবে তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে! 'এসো না গো' বলিতে সে সাহস করিয়াছে! প্রীতিময়ীর এই বড় আদরের আহ্বান শুনিয়াও সে যদি পলাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয় চারুর কাছে চোর হইতে হইবে। দুর ছাই, আমারও যখন ঘুম হইবে না, তখন চারুর কাছে বসিয়াই রাতটা কোনও রকমে কাটাইয়া দিই।

সেই অপূর্ব্বসুন্দরীর পরমাত্মীয়তার আকর্ষণের কাছে ব্রাহ্মণ-যুবকের নৈষ্ঠিকতা পরাভূত হইল।

১৫

ঘরে প্রবেশ করিতেই রাখু দেখিল, চারু শ্রান্তি দূর করিতে তাকিয়ায় বাহুমূল রাখিয়া, করপত্রে মাথা দিয়া, মদালস-দৃষ্টি উপরে তুলিয়া, ঈষন্মুক্ত ঊর্দ্ধদেহে, অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় যেন পটে আঁকা একখানি ছবির মত পড়িয়া রহিয়াছে।

শশব্যস্ততার ভাণ দেখাইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক মুহূর্ত্তের জন্য নগ্নতাকে অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া অঞ্চলে দেহ আচ্ছাদিত করিতে করিতে চারু উঠিয়া বসিল।

রাখু চক্ষু মুদিল। দোরের দিক হইতে ঝড়ের একটা রহস্য হুহু করিয়া তার বুকের ভিতর ঢুকিয়া, চোখ কান দিয়া অগ্নিরূপে বাহির হইতে হইতে বলিয়া উঠিল—"রাখু, তুই মরিতে আসিয়াছিস।" রাখু অন্তর হইতে উত্তর দিল—"নারায়ণ, নারায়ণ।"

চোখ মেলিয়া রাখু দেখিল, চোক দুটাকে আরও যেন বিলোল করিয়া সেই ঘরের কোথায় যেন লুকানো কাহাকে দেখিতে নিশ্চল প্রতিমা বসিয়া আছে। সুতরাং রাখুকেই আগে কথা কহিতে হইল—

"ওগো, তোমার গান শুনতে এসেছি।"

"আসুন, আসুন—আমার কি এমন ভাগ্য হবে।"—বলিয়াই চারু রাখুকে আবাহন করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ও ঘরে দাঁড়িয়ে তোমার গান শোনবার চেষ্টা করেছিলুম। শুনতে পেলুম না বলে' তোমার দোরে এসেছিলুন, কিন্তু আসতে আসতেই গান শেষ হ'য়ে গেল। শুনে সাধ মিট্‌লো না, তাই ঘরে এসেছি।"

"বেশ করেছেন।"

বলিয়াই সে অবগ্যানের অন্তরাল হইতে একখানা আসন ক্ষিপ্রতার সহিত লইয়া আসিল এবং সেখানাকে সোফার উপর পাতিয়া রাখুকে বসিতে অনুরোধ করিল। রাখু না বসিয়া বলিল—

"এসে কি অন্যায় করলুন চারু?"

"না না, এ ত আপনারই ঘর।"

"তোমার গানে আমার একটু সঙ্গত করতে ইচ্ছা হ'য়েছে।"

"বল কি গো, তা হ'লে যে আমি স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পাই।"

"তবু তোমার কাছে আসতে আমার ভয় হচ্ছিল—চারু, আমি বড় গরীব।"

"আমি তোমার চেয়েও গরীব।"

বলিয়া, অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া রাখুকে হাত ধরিয়া আসন উপর বসাইল।

এইবারে চারু যেন নিশ্চিন্ত হইয়া আলগা চুলগুলাকে এক ফণীর আকারের খুপি করিল এবং মস্তকের উপর

বসাইল। সম্মুখে অবস্থিত রাখুর দিকে এখন তার দৃষ্টি নাই, রাখুর পশ্চাতে আয়নার দিকে চাহিয়া সে কেশের এক অভিনব বিন্যাসে আপনাকে একটু উগ্র সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে লাগিল। সাজিতে সাজিতে সে দেখিল, রাখুর প্রতিবিম্ব এক একবার মাথা তুলিতেছে, আবার নামাইতেছে। ছায়ার পশ্চাৎ দিকটা মাত্র তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, কিন্তু তাহাতেই স্বামীর দৃষ্টিকে সে যে তার মুখ-সৌন্দর্য্যের আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইয়াছে, এটা সে বিলাসিনীর বুঝিতে বাকি রহিল না।

এইবারে সে দোরের কাছে গিয়া, মুখ বাহির করিয়া সন্তর্পণে কত কি যেন দেখিয়া লইল। তারপর—অন্ধকারের ঈর্ষা-কৃশা অপ্সরাগুলা এই বিলাস-গৃহে দৃষ্টি দিয়া, পাছে রাখুর সহিত তাহার চির-অপরিচিত পত্নীর এই অপূর্ব্ব বাসরসজ্জা উত্তপ্ত করিয়া দেয়, তাই যেন সে নিঃশব্দে কবাট বন্ধ করিয়া, নিঃশব্দে তাহাতে খিল দিল।

রাখুর বক্ষে এক একটা মধুর আন্দোলন ক্রীড়া করিতেছিল, মস্তিষ্কটাও অবসন্নের মত হইতেছিল। চারুর মুগ্ধ লাস্য তার চক্ষুকে দৃষ্টিহারা করিবার উপক্রম করিয়াছে। তথাপি সে যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহার গতিবিধি দেখিতেছিল। এইবারে একটু গোল বাধিল। চারু এমন সন্তর্পণে যেন কাহাকে লুকাইয়া দোর কেন বন্ধ করিতেছে, সে বুঝি বুঝি করিয়াও যেন বুঝিতে পারিল না। সলজ্জ ওষ্ঠাধরে বিলীনবৎ কথা বিপুল প্রয়াসে বাহির করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—

করি. "দোর দিলে কেন চারু ?"

হইতে বাদন বল দেখি ?"

হইতে উত্তর. কেমন করে' বলব ?"

' বলব ?"

রাখু নিজের ভুল বুঝিয়া তাহা ঢাকিতে বলিয়া উঠিল—

"বাজাতেই ত এসেছি, কিন্তু তুমি বাজাতে বলছ, না তামাসা করছ?"

"কি রকম?"

"বাজিয়ে রইল স্বর্গে আর গাইয়ে রইল পাতালে; এতে কি বাজনায় হাত আসে?"

"তা'হলে তোমাকেই পাতালে আসতে হয়।"

"তা কেন, তুমিই স্বর্গে ওঠ। এখানে তো যথেষ্ট স্থান আছে।"

"ওখানে কি আমার স্থান আছে?"

"আমার যদি থাকে, তাহ'লে তোমারও আছে।"

রহস্য করিতে গিয়া মূর্খ ব্রাহ্মণ চারুকে কাঁদাইয়া দিল। বুঝিল, সে নিজের হীন ব্যবসায়কে স্মরন করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে তুষ্ট করিতে হাত ধরিয়া চারুকে সে সোফার অপর প্রান্তে বসিতে অনুরোধ করিল। চারু বাধা দিল না—হারমোনিয়মটা লইয়া সোফার উপর উঠিয়া সে স্বামীর দিকে মুখ করিয়া বসিল।

চারু গান ধরিল—

"ভাল আমি বাসিতে না জানি, তুমি ত ভাল তা জান হে।"

গাহিয়া কলির পুনরাবৃত্তি করিতেই রাখু তবলায় অঙ্গুলি-প্রহারে গানের অভিবাদন করিল।

১৬

গীত।

ভাল আমি বাসিতে না জানি, তুমি ত ভাল তা জান হে।
আমি যদি ভুলে ভুলেছি তোমারে, তুমি ভুলে রবে কেন হে।
বাসনাবরণে নয়ন অন্ধ, দিবস করেছি রাতি,
তুমি কেন নাথ, ধরে' এই হাত, ফিরালে না মোর গতি ;
আজি এ মর্ম্মব্যথাব কথা শুনেও যদি না শুন হে !
এ ঘন নিশীথে কেন দেখা দিলে বঁধু হে, সখা হে, প্রাণ হে।

গান শেষ হইতে আধঘন্টারও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। চারু তাহার সঙ্গীতে অভিজ্ঞতার, যত রকম কস্‌রতে পারিল, পরিচয় দিল। রাখুও বাজনায় এমন হাত দেখাইল যে, চারু গাহিতে গাহিতে ইঙ্গিত আভাষে তার মুগ্ধতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না গীত শেষে চারুই প্রথমে কথা কহিল—

"আমার গান শেখা আজ সার্থক হ'ল।"

"না চারু, ও কথা বল' না, অনেক ভাল ওস্তাদ তোমার গানে সঙ্গত করেছে, আমারই বাজনা শেখা সার্থক। আমি যে এ রকম গানের সঙ্গে বাজাবো, এ কখন স্বপ্নেও ভাবিনি।"

"কিন্তু আমি যদি বলি, এ রকম মিষ্টি ওস্তাদী হাত আমি আব কখন শুনিনি ?"

রাখু উত্তর দিল না।

"আমার কথা অবিশ্বাস করলে ?"

রাখুর চোখে জল দেখা দিল। তাহার মুখে প্রশংসা-বাক্য শুনিয়া চারু সন্তুষ্ট হয় নাই। এ পর্য্যন্ত শ্রোতাদের মুখে এত যে প্রশংসা-

বাক্য শুনিয়াছে যে, ইদানীং সে কথাগুলাতে আর তৃপ্ত হইবার কিছু ত ছিলই না, বরং সময়ে সময়ে সেগুলা তার বিরক্তির কারণ হইত। গাহিবার সময়ে তাহাকে এক একবার অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রত্যাশা করিয়াছিল—স্বামীর চোখে অশ্রুবিন্দু দেখিতে। নীরস স্বামী একটি বারের জন্যও তা' দেখায় নাই, অথবা মূর্খ বামুন তার গানের মর্ম্ম বুঝে নাই; শুধু সুর শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এইবারে তার চোখে জল দেখিয়া কারণটা স্থির করিতে না পারিলেও সে প্রফুল্ল হইল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল—

"লোকে কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়, তুমি যে কেঁদে উড়িয়ে দিলে গো!"

"না চারু, তোমার কথায় আমার ওস্তাদকে মনে পড়লো। তুমি যা বললে,আমার বাজনা শুনে তিনিও একদিন খুসী হ'য়ে ঐ কথা বলেছিলেন।"

"তিনি বেঁচে আছেন?"

"বেঁচে থাকলে কাঁদবো কেন? অল্প দিন হ'ল তিনি দেহ রেখেছেন।"

চারু বুঝিল তার এতটা পরিশ্রম পণ্ড হইয়াছে। মূর্খ ব্রাহ্মণ শুধু সুর শুনিয়াছে, গানের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে নাই। রাখুর অশ্রুরেখা অবলম্বনে সে যে আজ তার হৃদয় অধিকার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, পরিশ্রম ব্যর্থ হইলেও তাহার ত পথ হইতে ফিরিয়া আসিবার উপায় নাই!

নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন আবার সে হারমোনিয়মে সুর দিল। সুর কীর্ত্তনের—রাখু শুনিবামাত্র বলিল—

"এ যে কীর্ত্তন আরম্ভ করলে গো !"

"কীর্ত্তনের সঙ্গত জান না ?"

"মদনমোহনের দেশে বাস, কীর্ত্তনে সঙ্গত করতে জানি না, এ কথা কেমন করে' বলব ? তবে এ বাঁয়া তবলায় ত কীর্ত্তনের অপমান করব না !"

ঘরের এক কোণে খোল ছিল, চারু মৃদু হাসিয়া ইঙ্গিতে সেইটা রাখুকে দেখাইয়া গান ধরিল—রাখুর খোল আনিবার অপেক্ষা রাখিল না।

চণ্ডীদাসের সেই চিরবিশ্রুতপদ—"কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান।" প্রথম প্রথম চারু শুধু সুরটাই আবৃত্তি করিতে লাগিল;—রাখুর খোল আনিবার অপেক্ষায় একবার, দুইবার, তিনবার—রাখু উঠিল না।

"খোল এনে দি ?"

"থাক্, তুমি গাও, আমি বসে' বসে' শুনি।"

চারু বুঝিল, পতিতার মুখ-নিঃসৃত মহাজন পদে সে সঙ্গত করিবে না। তখন চক্ষু মুদিয়া সে গাহিতে লাগিল—

কি মোহিনী জান, বঁধু, কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।

চক্ষু মুদিয়াই সে আঁখর দিল—মুদ্রিত পলকের ভিতরেই বুঝি সে সমস্ত সঙ্গত বন্দী করিয়াছে—

(কি মোহিনী জান, ওহে মদনমোহন)
(তুমি পলকে মজালে মোরে
মোহনিয়া কি মোহিনী জান)
(পলক আমার ঘুমিয়ে গেল,
প্রাণসখা কি মোহিনী জান)

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে নারিনু বঁধু, তোমার পিরীতি।
(বোঝা গেল না, সে কি চায়, চায় কি না চায়
পিরীতির রীতি বোঝা গেল না)

চারুর কানে সহসা মৃদুমধুর খোলের শব্দ প্রবেশ করিল। অভিমানিনী তাহা সহ্য করিতে পারিল না—চোখ মেলিয়াই সে বামহস্তে রাখুর দক্ষিণ হস্ত আবদ্ধ করিয়া আবার আঁখর দিল—

(কার চোখে সে চোখ রেখেছে
চোখ মেলে তা বোঝা গেল না)

রাখু এবার দু'টি কর পত্র পরস্পরে বাঁধিয়া কোলের উপরে জানু স্থাপিত করিয়া অপ্রতিভের মত বসিয়াছে।

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।
(আমার সব বিপরীত)
(ঘরের বাইরে এসেও ঘর পেতেছি
এ যে আমার সব বিপরীত)
(এখন তুমিই আছ, আমার সব গিয়েছে,)
(এখন শুধু তুমিই আছ, আমার সব গিয়েছে
এখন শুধু তুমি আছ)
(আমার যেথায় যা ছিল পর করেছি
পরাৎপর তুমি আছ)
বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও,
(যেন নিদয় হ'য়ো না)
(ওহে প্রাণবল্লভ, নিদয় হ'য়ো না)

মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।
(যদি নিদয় হও)
(কি জানি যদি নিদয় হও)
(পদে অপরাধ বহু করেছি নাথ,
তাই যদি নিদয় হও)
(তবে দাঁড়াও হে, একবার দাঁড়াও হে)
(আমি তোমারই প্রাণ তোমারে দিই,
একবার বঁধু দাঁড়াও হে)

মন্ত্রাদিষ্টের মত সত্য সত্যই রাখু দাঁড়াইয়াছে, তার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ছুটিতেছে।

চোখ মুছিতে মুছিতে সত্যই সে অনুভব করিল, চারুর মাথা তার পায়ে লুণ্ঠিত হইতেছে।

"চারু!"

চারু মাথা তুলিল—উত্তর দিল না।

"তোমার ঘরে এসে আমি আজ ধন্য হ'য়েছি।"

হাঁটুতে ভর দিয়া যুক্তকরে সে স্বামীর মুখের পানে চাহিল মাত্র। বুঝি কথা কহিতে সে সামর্থ্য হারাইয়াছিল।

"আমার কথায় বিশ্বাস কর্‌লে না?"

"না।"

"এমন সৌভাগ্য আমার জীবনে কখন হয় নি।"

"বেশ ত মন-ভোলানো কথা কইতে জান? তা হ'লে তুমি মোহনিয়াই বটে।"

"সে তুমি যা বল, কিন্তু চারু, আমি মিছে কই নি।"

"যাও ঠাকুর, আর চারু চারু ক'র না।"

বলিয়াই সে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়াই আবার বলিল—

"তুমি হেরে গেলে, বলতে পারলে না—এটা তোমার ঘর।"

রাখু উত্তর করিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না! সে শূন্য দৃষ্টিতে মাথা ঘুবাইয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল মাত্র। বুঝি দৃষ্টি দিয়া সে চারুর ঐশ্বর্য্য মাপিবার চেষ্টা করিল। ব্যর্থ চেষ্টায় আবাব সে চারুর মুখে তাহা ফিরাইয়া আনিল। চারু বলিল—

"বস,' তামাক আনি।"

রাখু একটু ব্যস্ততাব ভাবেই বলিল—

"না না—প্রয়োজন নেই।"

"আমি দেখছি আছে।"

বলিয়াই সে দোরের দিকে অগ্রসর হইল। রাখু প্রথমে সাগ্রহ কথায় তাকে নিষেধ করিল, যখন সে শুনিল না, তখন পিছন হইতে বাহুমূল ধরিয়া নিরস্ত করিতে গেল।

"ছিঃ! কর কি,—ছেড়ে দাও।"

"তা তুমি যত পার, তিরস্কার কর—আমি তোমাকে আর ভিজতে দেবো না।"

"তাতে কি হবে—আমি কি মরে যাব?"

"আমার জন্য ঠাণ্ডা লেগে যদি এ গলার সামান্যমাত্রও ক্ষতি হয়, তাহ'লে আমার মহা অপরাধ হবে।"

"আর আমি কি গাইব মনে করেছ?"

"আর গাইবে না?"

"মুখ্খু বামুন, বুঝতে পারলে না?—আমি যে গানের ব্রত উদ্‌যাপন করলুম।"

"আমি যদি শুনতে চাই?"

"সে তোমার গান তুমি শুনবে।"

"তামাক আনো।"

চারু ধীরে কবাটে হাত দিল, আরও ধীরে খিল খুলিল। দোর খুলিতে যাইতেছে, এমন সময় রাখু আবার বলিল—

"তুমি কি—"

মুখ না ফিরাইয়া চারু তার কথা শেষের অপেক্ষা করিল। শেষটা শুনিবার প্রতীক্ষাতেই তার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাখুর মুখ হইতে আর কথা বাহির হইতেছে না।

"কি জিজ্ঞাসা করছিলে, বল।"

রাখু বলিতে পারিল না।

"আমি 'কি' কি ?"

জিজ্ঞাসা করিয়াই চারু মুখ ফিরাইল। গান গাহিবার পর হইতেই তার চিত্তবৃত্তি এরূপ শান্ত হইয়াছিল, তার মনে এমন একটু সাহস আশ্রয় করিয়াছিল যে, স্বামীকে পবিচয জানাইতে আর তার শঙ্কা নাই। স্বামী সাহস করিয়া তাহাকে চিনে চিনুক, সে আর তাহার কাছে পরিচয় গোপন করিবে না। কেবল পারিবে না সে, উপযাচিকা হইয়া পরিচয় দিতে। বক্ষের স্বাগত স্পন্দনকে উপেক্ষা করিয়াও, তাই রাখুর প্রশ্নকে পূর্ণ দেখিতে দুইবার সে প্রতিপ্রশ্ন করিল, মুখ ফিরাইল—তবু তাহাকে নীরব দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"পুরুষ মানুষ, বলতে ভয় করছ কেন ? আমি তোমাকে ভালবেসেছি কি না জিজ্ঞাসা করতে চাও ?"

"না চারু !"

"বিশ্বাস করেছ ?"

"করেছি।"

"মাথা ঠিক রেখে বলছ তো ?"

রাখু মাথায় হাত দিল।

"দেখো, মাথা নেড়ে চেড়ে বেশ করে' দেখো—মাথা ঠিক আছে কি না। আমার এইরকম তিনখানা বাড়ী, প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার সম্পত্তি ; অলঙ্কার, আসবাব, নগদে আরও ত্রিশ হাজার—"

"তোমার এত ঐশ্বর্য্য।"

"এ কি তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য, আর এক ঐশ্বর্য্যের কথা শুনলে তুমি আশ্চর্য্য হ'যে যাবে।"

"সেটা কি চারু ?"

"মাণিক দেখেছ ?"

"গল্পে শুনেছি।"

"সেই মাণিক, সাত রাজার ধন—বুঝেছ ? বুদ্ধির দোষে হারিয়েছিলুম, বহুকাল আগে,—আজ যেমন তোমার এ বাড়ীতে পায়ের ধূলো পড়েছে, অমনি অন্ধকারে সেটা আমার পায়ে ঠেকে গেছে। এই সম্পত্তি তোমাকে কি অমনি অমনি দিতে যাচ্ছি গা, সেই মাণিকটি ফিরে পেয়েছি বলে দিতে যাচ্ছি।"

রাখু অবাক্ হইয়া চারুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, চারুও কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে তার মুখ হইতে আর একটা কথা শুনিবার জন্য দাঁড়াইল। পরিচিত হইবার জন্য আর তার এক মুহূর্ত্তের বিলম্বও সহ্য হইতেছে না। কিন্তু এ মূর্খ ব্রাহ্মণ কথার ঘরে যে একেবারে কুলুপ দিয়া দাঁড়াইল। এখনও কি সে তাহাকে চিনিতে পারিল না ?

এমনি সময়ে ঘড়ীতে আধ ঘণ্টা বাজিল।

"ওমা! সাড়ে তিনটে বাজলো! তা হলে ত রাত আর নেই বললেই হয়। তুমি বস' আমি তামাক পাঠিয়ে দিই।"

"পাঠিয়ে দিই মানে কি! তুমি কি আসবে না!"

"না এসে কোন্ চুলোয় যাব? তবে বোধ হয়, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তুমি ত একটু পরেই চলে যাবে?"

"যতক্ষণ না যাই, ততক্ষণ থাক্‌তে পারবে না?"

"যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ থাক্‌তে পারবে না?"

"তোমার ফিরতে কত দেরী হবে, না জানলে কেমন করে বলব?"

"কখন ফিরতে পারবো না জানলে আমিই বা কেমন করে বলব?"

"এক ঘণ্টা?"

"ঘণ্টা হ'তে পারে, দিনও হতে পারে, মাসও হ'তে পারে—বছরও হ'তে পারে।"

"আর একটা জন্মও হতে পারে।"

"তা হ'তেই বা আশ্চর্য্য কি?"

"তুমি ফিরে এস।"

"তুমি থাকবে?"

"তোমাকে যে অনেক কথা বলব মনে করেছিলুম, তার ত কিছুই বলা হ'ল না!"

"আর বলে দরকার কি? বলবার সময় ত উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল!"

এই সময় প্রবল বাতাসে দ্বারটা সহসা পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া গেল।

"ও রাখু, এখনও যে বিষম ঝড়!"

"কি বললে?"

দমকা বাতাসে মনটাও যে তার উড়িয়া গিয়াছে এটা রাখু বুঝিতে পারে নাই। অন্যমনে মুখ হইতে পত্নীর নাম বাহির হইতেই সে এমন অপ্রতিভের মত হইয়া গেল যে, ক্ষণেকের জন্য তার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

"রাখু কে গো ?

"তাই ত চারু, আজ যে ঝড়ের রাত সেটা যে তুমি একেবারেই ভুলিয়ে দিয়েছিলে !"

চারু কবাট বন্ধ করিতে করিতে বলিল—

"সে ত আমিও ভুলেছিলুম গো, এখন যে বাইবের ঝড় ঘরে ঢুকলো, —বাখু কে ?"

"তুমি ফিরে এস, এসে শুনো ।"

"আমাব কাছে মিথ্যে কইলে ! তবে নাকি তোমার স্ত্রী নেই ?"

"ভ্যালা বিপদ, তুমি আগে ফিবেই এস না গো ।"

"সে আমাব সতীন নাকি ?"

"না চারু ও কথা বলতে নেই ! তোমাতে সধবার চিহ্ন দেখছি ।"

চারু বামহস্তেব আযতি চিহ্ন চুম্বন কবিতে করিতে বলিল—

"ওমা, এটাব কথা যে মনেই ছিল না । তা আমি এটার সম্পর্ক কি বেখেছি ?"

"তুমি না রেখেছ বললেও ত সম্পর্ক যাবে না, ওটা বিধাতার দেওয়া ।"

অতি উল্লাসে চারু বলিয়া উঠিল—

"সত্যি বলছ ?"

"কেন চাক, এ কথা আমাকে জিজ্ঞাস' করছ ? হিঁদুর মেয়ে— হাতে যখন চিহ্ন রেখেছ, তখন এটা কি জান না ?"

"আমি যদি এখন সোয়ামীর কাছে যেতে চাই—"

"স্বামী নেবে কি না, বলতে চাচ্ছ ?"

"নেবে না ?"

"তা আমি কেমন করে' বলব ?"

"আমি যদি তোমার স্ত্রী হতুম ?"

রাখু পাগলের দৃষ্টিতে চারুর মুখের পানে চাহিয়াই চক্ষু নামাইল।

"ভয় কি ঠাকুর, বল না।"

রাখু ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চারু স্থিরনেত্রে অবনত-মুখ স্বামীর পানে তাকাইয়া, তার সারা দেহটা যেন অন্তরিন্দ্রিয়ের নীরবতায় যোগ দিতে নিথর হইয়া গিয়াছে। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া হাত দিয়া চোখ মুখ মুছিয়া আবার যেই রাখু মুখ তুলিল, অমনি চারু বলিল—

"তামাক পাঠিয়ে দিই।"

বলিয়াই এমন ক্ষিপ্রতার সহিত সে গৃহত্যাগ করিল যে, রাখু তাহাকে ফিরাইয়া, যে কথা বলিবার জন্য বুক বাঁধিতেছিল, সে কথা ঠোঁটের কাছে আনিতেও সে সময় পাইল না।

১৭

সেই তুমুল ঝড়ের ভিতরেও সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া, বৃদ্ধ গঙ্গারাম গোস্বামী তানপুরাটি বাঁধিয়া বৈঠকখানাতে বসিয়া সবেমাত্র জোনাই সুরের আলাপটি ধরিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার বাড়ীর বহির্দ্বারের কবাটে ঘা পড়িল। আঘাতটা এত জোরে যে, ঝড়ের শব্দকেও অতিক্রম করিয়া, তাহার আলাপকেও চাপিয়া শব্দ বৃদ্ধের কর্ণে প্রবেশ করিল। তানপুরা রাখিয়া বৃদ্ধ কাণ পাতিয়া বসিলেন।

আঘাত-শব্দের শেষে ডাক উঠিল—যথাসম্ভব উচ্চ নারীকণ্ঠ। শব্দ করুণতায় তাঁর ভোরের রাগিণীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিল। কোনও স্ত্রীলোককে ঝড়ে বিপন্ন অনুমান করিয়া, বৃদ্ধ আসন হইতে উঠিয়া দ্বারের

কবাট খুলিতে চলিলেন। দ্বারে হাত না দিতেই বাহির হইতে আবার ডাক উঠিল—

"দাদামশাই! দাদামশাই!"

বৃদ্ধের বিস্ময়ের একেবারে অবধি রহিল না।

"কে রে চারু?"

"দয়া করে' একবার দোরটা খুলুন।"

বৃদ্ধ দ্বার খুলিতেই, চারু ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াই তাঁর পদতলে লুণ্ঠিতবৎ পতিত হইল—একটিও কথা কহিল না।

"সত্যিই তুই! এই অসময়ে দুর্য্যোগে!—ব্যাপার কিরে চারু?"

চারু সেইরূপই মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া।

"কি হয়েছে বল্। আরে গেল, অমন করে' পড়ে' রইলি কেন? চারু, চারু!"

বারবার ডাকিয়াও যখন বৃদ্ধ চারুর মুখ হইতে কথা বাহির করিতে পারিলেন না, তখন নিজে উপবিষ্ট হইয়া হাত ধরিয়া তাকে বসাইলেন। দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গে তার বৃষ্টির জল এখনও ঢেউ খেলিতেছে।

আর কোনও কথা না কহিয়া, তিনি তাহাকে উঠাইয়া সর্ব্বাগ্রে ঘরের মধ্যে আসিতে আদেশ করিলেন।

"আগে আমাকে রক্ষা করবেন বলুন।"

"এখানে আমি কোনও কথা বলব না। আগে ঘরে আয়।"

বলিয়াই তিনি চারুকে কবাট বন্ধ করিতে বলিলেন। সে নড়িল না দেখিয়া, নিজেই তিনি দুয়ার বন্ধ করিয়া তার হাত ধরিয়া ঘরে আসিলেন এবং যে আসনে বসিয়া তিনি তানপুরায় সুর দিতেছিলেন, তাহার পার্শ্বে চারুকে দাঁড় করাইয়া, নিকটের একটা আল্‌না হইতে নিজের একখানা শাদা পাড় ধুতি আনিয়া বলিলেন—

"আগে ভিজে কাপড়খানা ছেড়ে ফেল্ দেখি।"

"কাপড়ের দরকার নেই দাদামশাই, আমি গঙ্গাস্নান করতে চলেছি।"

"এই দুর্যোগে, এত ভোরে! তুই কি রোজই এমনি সময়ে গঙ্গাস্নান করে' থাকিস্ নাকি?"

"না দাদা।"

"তবে?"

"কদাচ গঙ্গাস্নান করি। এর আগে কবে করেছি মনে নেই।"

"তবে হঠাৎ আজ এ খেয়ালটা হ'ল কেন? আজ তো বিশেষ কোন যোগেরও দিন নয়।"

হতভাগী চারু এই কথাতেই তার স্বভাবে ফিরিল, তাহার গভীর দুঃখ, গোঁসাইজীকে জানাইবার কি ছিল, ভুলিয়া গেল। হাসিয়া বলিয়া উঠিল—

"আপনার ও পুরোণো পাঁজিতে নেই, আমার এই নূতন পাঁজিতে যোগ লিখেছে। দাদামশাই! এখন পাঁজির পাতাটা যাতে ছিঁড়ে না যায়, সেইটি আপনাকে করতে হবে, করতেই হবে।"

বলিতে বলিতে হাস্যময়ী আবার ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধ আন্দাজে তার মাথায় হাত দিলেন।

চারু বলিতে লাগিল—অশ্রুপূরিত কণ্ঠে—

"নইলে, এই যে গঙ্গায় চলেছি, আর ফিরবো না।"

তখনও ঘরে যথেষ্ট অন্ধকার,—বৃদ্ধ চারুর মুখ দেখিতে পাইতেছিলেন না। কিন্তু বুঝিতেছিলেন, মেয়েটা কোনও একটা বিপদে পড়িয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। সে অভাগী যে কি, তার ব্যবসায়ে কত যে উৎপাতের অস্তিত্ব সম্ভাবনা, গোস্বামী মহাশয়ের জানা থাকিলেও এই দুর্দিনে এরূপ অসময়ে কোনও একটা প্রতিকারের প্রত্যাশায় তাঁহার গৃহে এমন ব্যাকুলভাবে চারুর আশ্রয় লইতে আসাটা অতি বিস্ময়ের বস্তু বলিয়া তাঁর

বোধ হইল। কারণটা একান্ত দুর্বোধ্য হইলেও চারুর ব্যাকুলতা বৃদ্ধকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি একটু উচ্ছ্বাসের সহিতই বলিয়া উঠিলেন,

"আরে গেল, অমন ব্যাকুল হ'লে কি হবে, কি হয়েছে আমাকে বল্।"

"আমাকে রক্ষা করুন।"

"কি হ'য়েছে না বুঝলে কি রক্ষা করবো?"

"আমাকে আশ্রয় দিতে হবে।"

"পথে কেউ কি তোর উপর অত্যাচার করতে এসেছে?"

"সারাপথের ভিতর একটা শিযাল কুকুর পর্য্যন্ত দেখতে পাইনি।"

"তাতো না পাবারই কথা। এ দুর্য্যোগে কি কোন প্রাণী বেরুতে পাবে? তবে ঘরে কেউ কি তোর উপব অত্যাচার ক'রেছে?"

কি বলিতে গিয়া বলিতে অশক্ত চারু উত্তর করিল—

"হুঁ।"

এই উত্তরেই যাহা বুঝিবার বুঝিযা বৃদ্ধ বলিলেন, একটু বিরক্তরই মত—

"তা আমি কি করে' রক্ষা করবো? তোর যা হীন ব্যবসা, তাতে কত বেটা পাষণ্ড তোর ঘরে ঢুকে অত্যাচার করবে, আমি কি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাব? তোকে ভালবাসি বলে' কি, তোর ঐ নরকের ব্যবসাকেও ভালবাসি? যা বেটি, চলে যা। ধ্যানটি সবে মাত্র জমে আসছে, এমন সময় এসে বাধা দিলি। দিনটেই আমার আজ দেখছি মাটী হ'য়ে গেল।"

বলিয়া বৃদ্ধ চারুর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কাপড়খানা আবার আল্‌নায় তুলিতে চলিলেন।

এই স্নিগ্ধ উদার তিরস্কারে চারুর মনকে যে প্রফুল্ল করিয়াছেন, তাহা গোস্বামী মহাশয় বুঝিতে পারেন নাই। তিরস্কার ক[illegible]াই কিন্তু তাঁহার

মন কেমন একটা মূঢ় বিষণ্ণতায় নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনাকেই আপনি তিরস্কার করিয়া উঠিল। কি জানি কোন্ শুভক্ষণে এক ধনীর গৃহে গীত উপলক্ষে এই অভাগিনী পতিতা এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে পিতৃস্নেহ লাভ করিয়াছিল। সে ভালবাসা কেমন, কত, কি জন্য, উভয়ের মধ্যে কেহই বিচারে জানিতে সাহস না করিলেও মাঝে মাঝে এ উহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। বহুদিন চারু না আসিলে ব্রাহ্মণ লোক দিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিতেন। এইরূপ মাঝে মাঝে আসিবার ফলে অতি অল্পদিনের ভিতরেই চারু সহরের মধ্যে বিশিষ্টা গায়িকা বলিয়া পরিচিতা হইয়াছে।

সেই স্নেহের তিরস্কার চারুকে প্রফুল্ল করিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের হৃদয়কে পীড়িত করিতে তাঁর মনের তিরস্কারে যোগ দিল। কাপড় আলনায় রাখিতে তাঁর হাত অবাধ্যতা দেখাইতে লাগিল। ভিজা কাপড় পরিয়া থাকিলে চারুর যদি অসুখ করে? যদি ঠাণ্ডা লাগিয়া তার গাহিবার শক্তির হানি হয়? অভাগিনীর লোক মুগ্ধ করিবার একমাত্র উপায়—তাঁর কাছে আশ্রয় লইতে আসিয়া সে সম্বলহারা হইবে? তখন হাত, মন—ক্রমে চোখ সকলে এক সঙ্গে তাঁকে বুঝাইয়া দিল—"মেয়েটাকে হঠাৎ এতটা তিরস্কার করা তোমার ভাল হয় নাই। মিষ্ট বাক্যে তাকে বলিলেই ত হইত, আমি বৃদ্ধ মানুষ, ও সব ঝঞ্ঝাটের ভিতর আমার থাকা উচিত নয়।"

কি জন্য চারু আশ্রয় মাগিতেছে, তাও ত ব্রাহ্মণের জানা হয় নাই। বুঝিলেন—মনগড়া একটা কারণ নির্ণয় করিয়া চারুকে তিরস্কার করাটা তাঁহারই অন্যায় হইয়াছে।

কাপড়টা কাঁধে রাখিয়া গোস্বামী মহাশয় মুখ ফিরাইলেন।

বাহিরের ঝড় এখানেও তার বিপুল উল্লাস লইয়া খেলা করিতেছিল।

সুতরাং মুখ ফিরাইয়া যখন তিনি চারুকে দেখিতে পাইলেন না, তখন সে চলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া বেশ একটু ব্যাকুলভাবেই ডাকিয়া উঠিলেন—

"চারু!"

দুষ্ট চারু উত্তর দিল না, কিন্তু তাহাব সিক্ত বস্ত্রের সঞ্চালন-শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন, সে এখনও দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিয়াও, মমতার লীলাপ্রিয়তায়, শুনিয়াও যেন শুনিতে পান নাই,— একটু আদরের সহিত তিনি বলিলেন,

"কি ভাই, রাগ করে' চলে' গেলি ?"

"না দাদা, দাঁড়িয়ে আছি!"

গোঁসাইজী আর কোনও কথা না কহিয়া প্রথমে আলো জ্বালিলেন। জ্বালিতেই দেখিলেন, এক পা হাঁটুর উপর ধরিয়া অন্যহাতে দেওয়ালের কোণ আশ্রয় করিয়া মেঝের দিকে মুখ,—দোরটির পার্শ্বে চারু এক অপূর্ব্ব অবস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। সে নীরব, কিন্তু তার ছোট চরণ-তল যেন তাঁর কাছে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কত কি আবেদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।

এরূপভাবে আলোক-সেবিত একটা সুন্দব মেয়ের দাঁড়ানো দেখা বৃদ্ধের এ বয়স পর্য্যন্ত ঘটে নাই। দেখিবামাত্র গোঁসাইজী কেমন এক-প্রকার ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

"হাঁ ভাই, তোর পায়ে কি আঘাত লেগেছে ?"

"বড্ডো লেগেছে, বৃষ্টিতে রাস্তা ধুয়ে গেছে, পাথরগুলো সব খোঁচার মত হয়েছে, পায়ের তলা একেবারে ক্ষতবিক্ষত।—তাই দাঁড়িয়ে ভাবছি, এ পা নিয়ে মা গঙ্গার কাছে কেমন করে' যাই। গেলেই নিস্তার পাই, তাও বুঝি আমার ঘটে উঠলো না।"

"তুই কি আমার কথায় রাগ করলি ?"

"করলুম বই কি। তবে আমারও বলবার একটা ভুলে তোমার এই কথাগুলো শুনতে হ'ল। আশ্রয় চাওয়ার কথা বলাটা আমার কোনও মতে ভাল হয় নি। আশ্রয় আমি ত পেয়েছি। সে কি আজ? তবে নতুন করে' তোমার কাছে তা চাইতে গেলুম কেন ?"

"কাপড়খানা পর্।"

"তবে ও রকম করে' তুমি আমাকে তিরস্কার করলে কেন? তুমি নিজের দয়ায় উপযাচক হ'য়ে এ অভাগিনীকে আশ্রয় দিয়েছ, আমি কি, আমার ব্যবসা কি, জেনেও দিয়েছ।"

"আগে কাপড় ছাড়্, তার পর আমাকে তিরস্কার কর্।"

"নইলে আমার মত হীন বেশ্যা তোমার চরণধুলোর ওপর মাথা রাখতে ভরসা করে ?"

"আরে মর্' কাপড় ছাড়্, নইলে তোর সঙ্গে আর আমি কথা কইব না।"

বলিয়াই চাকর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া বৃদ্ধ তার গায়ের আঁচল উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

"এইখানা পরে' যা বলবার বল্, আমি বসে' বসে' শুনি। এই ঠাণ্ডায় গলায় যদি একবার সর্দ্দি জমে' যায়, তাহ'লে ও বীণার সুর আর কোনও কালে তোর গলা থেকে বেরুবে না।"

কিছুমাত্রও সঙ্কুচিত না হইয়া মুক্তাবগুণ্ঠিতা ভূপতিতাঞ্চলা এই যুবতী দাদার হাত হইতে বস্ত্র গ্রহণ করিয়া যখন তাঁহারই সম্মুখে পরিবার উদ্যোগ করিল, তখন তাহার পাড় নেই দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—

"ও দাদা, এ কি কাপড়! এ আমি কেমন করে' পরবো ?"

"আ মর, তোর আবার সধবা বিধবা কি ?"

চারু উত্তর না করিয়া বাম হস্তটা দাদার চোখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

বামহস্তের আয়তি-চিহ্ন দেখিয়া যেমন ব্রাহ্মণ তার মুখের পানে চাহিলেন, অমনি গল্ গল্ করিয়া চারুর চোখ হইতে জল ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিছু বুঝিতে না পারিলেও বৃদ্ধও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতেই চারু বলিতে লাগিল—

"বাবা পাষণ্ডদের অত্যাচার হ'লে রক্ষা কর বলে' তোমার কাছে আসব কেন? তার অষুধ তোমার নাত্‌নীর কাছেই আছে। যে বশীকরণ মন্ত্র তুমি আমাকে শিখিয়েছ, তাতে সাপের মত খলও যে, সেও মাথা হেঁট করে' আমার পায়ের কাছে বসে' আপনাকে ধন্য মনে করে। আমি পাষণ্ডের ভয়ে এই দুর্যোগে জ্বালাতন করতে আসিনি—দেবতার উৎপাতে এসেছি। দাদা, সে যে মন্ত্রে বশ মানলে না। আজ বারো বৎসর পরে—"

কাছে

বলিতে বলিতে আবার চারুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

ব্রাহ্মণ চারুকে হাত ধরিয়া বসাইলেন, আপনিও তার পার্শ্বে ব

রাত্রির

চারুর এই রহিয়া রহিয়া ব্যাকুলতা বৃদ্ধের পক্ষে কেমন একটা যেন নিঃশ্বাসে শুধু চাহিয়া থাকার বিষয় হইয়া পড়িল।

কাহিনী

হৃদয়ের আবেগ কথঞ্চিৎ রোধ করিয়া চারু আবার বলিতে লাগি

কথা

"দাদা, এক যুগ পরে—আমি জানতুম মরে গেছে সে—আজ ঝড়ে আমার ঘরে উড়ে পড়েছে।"

ব্রাহ্মণের আর বুঝিতে বাকী রহিল না, কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া চারু কথা বলিতেছে; কিন্তু ব্যাপারটা এতই অসম্ভব যে, বুঝিয়াও তিনি তাহা বুঝিতে সাহস করিলেন না। তিনি নিমিষের মধ্যে একবার চারুর মাথাটা দেখিয়া লইলেন। দেখিবামাত্র তার সংশয় অনেকটা

স্নেন দুব হইল। তিনি পূর্ব্বে চারুর মাথায় আর কখনও তো সিঁদুব দেখেন নাই!

"তোর মাথায় কি আগে সিঁদুর ছিল?"

চারু মুখ-টেপা হাসির সঙ্গে মাথা নাড়িল।

"তোর হাতখানা আর একবার দেখা দিকি?"

দুইটা হাত পরস্পরে বাঁধিয়া, কোলেব উপর রাখিয়া চারু দাদা মশা'ইব দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। কোন্ হাত তিনি দেখিতে চাহিতেছেন জিজ্ঞাসা না করিলেও, সে বাঁ হাতটা আবাব তুলিয়া দেখাইল।

"এটাও তবে আজই পরেছিস্ বল্?"

চারুব মুখে হাসির রেখা বেশ একটু উজ্জলভাবে ফুটিয়া উঠিল—

"ভাগ্যিস্ দাদামশাই, ঘর প্রতিষ্ঠাব জন্য একটা সিঁদুব চুবড়ি আনিয়ে ছিলুম।"

কইব নাহ্মণ চারুব কাপড়খানা এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই, এইবারে বলিলেন।

উন্মুক্ত ক"াই ত রে, দিব্যি কুলবধূটি সেজেছিস যে—আমাবই মাথাটা যে খেয়ে দিলি!"

গলা "তবু এখনও ঘোমটা দিই নি দাদা।"

"একখানা সরু লালপাড় কাপড় আছে, এনে দিই?"

ব্রাহ্মণের বারবারের অনুরোধ আর চারু উপেক্ষা করিতে সাহস করিল না। তদণ্ডে শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া আসন-প্রান্তে উপবিষ্ট হইল।

এইবারে গোঁসাইজী চারুর কাছে সে রাত্রির ইতিহাস শুনিতে চাহিলেন।

১৮

সন্ধ্যায় বাড়ীর বারান্দায় স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইতে তাহার ঘরে স্বামীকে রাখিয়া আসা পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, গানে ও সঙ্গতে উভয়ের ভিতর যেরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক তাহার দাদাকে শুনাইয়া চারু কথা শেষ করিল।

শুনিয়া ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণের জন্য কথা কহিতে পারিলেন না। এমন আশ্চর্য্য মিলন-কাহিনী আখ্যায়িকারূপে পুরাণের অন্তর্গত হইলেই বুঝি তাঁর মনঃপূত হইত। স্তম্ভিতের মত বসিয়া এক একবার কেবল তিনি সম্মুখস্থ তানপুরার তারে অঙ্গুলির আঘাত করিতে লাগিলেন। ঘটনাটা তাঁর কাছে এতই বিচিত্র বোধ হইতেছে যে, একটা যে কোনও করুণ সুরে কাহিনীটাকে বাঁধিতে পারিলেই যেন এই গায়ক-চূড়ামণির কাছে তাব যোগ্য সম্মান প্রাপ্তি হয়।

ঘটনাটা বলিয়া চারুও কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইয়াছে। সে রাত্রির ব্যাপারটা বলিবার সময়ে আরও কত যে তার পূর্ব্বজীবনের তীব্রকাহিনী তার কথার ভিতর দিয়া গোপনে তার মর্ম্মে আঘাত করিয়া গিয়াছে কথা বলিবার সময়ে সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। এখন কথাশেষে, সেগুলো ফিরিয়া অতি তীব্র জ্বালায় তার মর্ম্ম আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। বৃদ্ধের মুখের দিক হইতে চোখ নামাইয়া নীরবে সেই জ্বালা দূরে করিতেছিল। তিনি

অনেকক্ষণ নীরব রহিয়া অবশেষে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এখন কি করতে চাও?"

"চাই ত অনেক বকম কবতে, কিন্তু দাদা, আমার কি কিছু করবার আর অধিকাব আছে ?"

"তোব স্বামী—তুই ঠিক বুঝেছিস ?"

"আমার নেশা-মাথা চোখ মনে কবে' কি সন্দেহ কবছেন ?"

"সে তোকে চিন্‌তে পাবলে না ?"

"চিনবো চিনবো করছে, কিন্তু চিনতে সাহস করছে না।"

"আর তাবে ধববাব দবকাব কি চারু ?"

"ধববো না ?"

"আমাব তো মনে হয়, ধবা উচিত নয়।"

"উচিত নয় ?"

"তার সমাজ আছে।"

"সে ভয় আমি বড় কবি না, দাদা ! তাব সমাজ আছে, আমাব টাকা আছে। সমাজের কথা ছেড়ে আব কিছু বলবাব থাকে ত বল।"

"সে হয় ত আব একটি বিবাহ কবেছে।"

"না।"

"জেনেছিস্ ?"

"সে আমায় বলে নি, আমি বুঝেছি। শুধু তাই বুঝেছি নয়, এটাও বুঝেছি—সে আপনাবই মত একটি সাধু।"

"তা কি করে' বুঝলি ?"

"তুমি ত আর আমার মত বেশ্যা হ'তে পাব নি-দাদামশাই, তুমি মন করে' বুঝবে ? লোকের চোখ দেখে দেখে এ চোখ এত সায়েস্তা করি গেছে যে, কারও মুখ-চোখের পানে চাইলেই তার ভিতরের খবরটা পারি। যাকে দেখলে বেশ্যার বুক কেঁপে ওঠে, সে সাধু না হয়ে চাহিলে।"

"তবে ত আরও গোলের কথা কইলি।"

"এই ত সবই আপনাকে বল্‌লুম। এখন কি করবো বলুন।"

"গঙ্গায় ডুবে মরবি, আর কি করবি।"

"তাতো করবো মনে করেছিলুম, কিন্তু তাকে ঘরে রেখে চলে এসেছি। আমি ম'লে পাছে খুনের দায়ে তার হাতে হাতকড়ি পড়ে, সেইজন্য মরতে সাহস হ'ল না।"

ব্রাহ্মণ এমন বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন যে, চারুকে বলিবার কথা আর যেন তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। চারু কিন্তু তাঁর মুখ হইতে যা-হোক একটা কিছু শুনিবার জন্য জেদ ধরিল—

"সকাল হ'য়ে এল দাদা,—সত্যি করে' বল, এখন আমার কি করা উচিত।"

"আমি যে কিছু বলতে পারছি না চারু!"

"তবে আপনার আশ্রয় চাওয়াটা আমার মিছে হ'ল?"

"এতকাল নরকের ব্যবসা করে' পাকা হ'য়ে গেছিস্‌, আমি কোন্‌ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তোকে দিয়ে তার জাতটা নষ্ট করতে বলবো? পাপ তোর এতই অভ্যাস হ'য়ে গেছে যে, দু'দিন পরেই আবার তুই যে বেশ্যা, সেই বেশ্যাই হবি। ঠিক থাকতে পারবি না।"

"পারবো না?"

"তুইই বল্‌ না—পারবি কি না।"

"পারবো দাদা!"

এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা না করিয়া, তাঁর কথার এইরূপ উত্তরে চারুর উপর গোস্বামী মহাশয়ের ক্রোধ হইল। উষ্মা-কর্কশ কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"ও ঝোঁকের মুখের কথা। তুই বললেই আমি বিশ্বাস করবো?"

বলিয়াই তীব্র ভাষায় চারুকে তিনি এমন গোটা কতক গালি দিলেন যে, সেরূপ বাক্য চারু তাঁহার মুখ হইতে আর কখনও শুনে নাই।

কথাটা শুনিয়া চারু ক্রোধ অথবা দুঃখের বিন্দুমাত্রও লক্ষণ ত দেখালই না, বরং গালি শুনিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

তিরস্কার করিয়াই ব্রাহ্মণের চিত্ত কিন্তু বিষণ্ণ হইয়া গেল, বিশেষতঃ তিরস্কারের উত্তরে চারুর হাসি শুনিয়া তিনি অপ্রতিভ হইলেন। যে হাসি স্ত্রীজাতির সাধারণ ভাবের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রকাশ-চিহ্ন, এ তা নয়। এটা একটা অভাগিনীর অনন্ত বিষাদ-পিষ্ট মাদকতা মাখানো রচা হাসি।

"তা হ'লে গঙ্গায় ডুবে মরাই আমার কর্ত্তব্য ?"

গোঁসাইজী এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া অতি ধীরভাবে চারুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমরা কি ?"

" 'কি' কি ? আমাদের জাতের কথা জিজ্ঞাসা করছেন ? আমার স্বামী ব্রাহ্মণ। শুধু ব্রাহ্মণ কেন, আমাদের দেশের ভাল কুলীন—তাঁর উপাধি চাটুজ্জে।"

"তা হ'লে ভাই, তোমাকে গাল দিয়ে আমি অতি গর্হিত কাজ করেছি।"

"আমাকে গাল দিয়ে ?"

আবার চারু হাসিয়া উঠিল।

"কেন ? আমি ত হীন চণ্ডালিনী,—তাই বা বলতে আমার সাহস কই ? চণ্ডালেরও ত তবু একটা জাতের বাঁধন আছে, আমার তাও নেই।"

"জাতের ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে বেশ ত আছিস্ চারু! কেন আর সে বামুনের ছেলেটাকে নরকে ডোবাবি ?"

"সে ইচ্ছা থাকলে, আজই তাকে ডুবিয়ে দিতে পারতুম। না দাদা, আমি নিজেই নরক থেকে উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছিলুম, আর সেই জন্যই আপনার শরণাগত হ'তে এসেছিলুম।"

আর কোনও কিছু না বলিয়া চারু ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

"চলছিস্ নাকি ?"

"কি করবো ? আত্মীয় বলতে, আশ্রয় বলতে, এ অভাগীর এ পৃথিবীতে ছিলেন ত একমাত্র আপনি—।"

কথা শেষ করিতে না দিয়া বৃদ্ধ চারুকে বলিলেন—

"তাতো বুঝেছি, কিন্তু এখনও তো বুঝতে পারছি না চারু, আমাকে কি করতে হবে। তোকে ঘরে নিতে কি তোর স্বামীকে অনুরোধ করবো ?"

"আর কিছু করতে হবে না, আপনি আবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে' আপনার সরস্বতীর সঙ্গে আলাপ করুন। আমি আসি।"

"বাড়ী যাবি নাকি ?"

"সেখানে এখন আর কেমন করে' যাব ? রেতের অন্ধকারে কোনও এক রকম করে' এ পোড়ামুখ তাঁকে দেখিয়েছি। দিনে দেখাতে আর সাহস হচ্ছে কই ?"

বলিয়াই চারু চলিল।

"তবে কি গঙ্গায় ডুবতে চল্লি নাকি ?"

দোরের কাছে চারু উপস্থিত হইয়াছিল, 'দাদা'র কথা শুনিয়া সে মুখ ফিরাইয়াই বলিল—

"আর কেন পিছে ডাকেন দাদা ? আপনাকে আমি কোনও দিন মানুষ দেখি নি। চিরদিন যা দেখেছি, আজও আমি দেখছি তাই।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য দাদামশাই, যখন নরকে পড়ে' হাবুডুবু খাচ্ছিলুম, তখন নারায়ণ আমাকে ভালবাসতো, আর যখন সেই নরক থেকে ওঠবার জন্য কাতর হ'য়ে আমি হাত তুললুম, তখন নারায়ণ আমার উপর বিরূপ হ'ল !"

"আরে মর্ যাচ্ছিস্ কোথা ?"

চারু উত্তর ত দিলই না, মুখও ফিরাইল না।

"তোর স্বামীর যে বিপদ হবে।"

একটু বিরক্তির ভাবে মুখ ফিরাইয়া চারু বলিয়া উঠিল—

"হবে কি না হবে, এর পরে কে জানতে আসছে। হয় ত কি করবো, সহরে এত স্থান থাকতে বেশ্যার দোরে সে আশ্রয় নিতে দাঁড়িয়েছিল কেন ?"

চারু ঘর ছাড়িয়া ঝড়ের মধ্যে আবার প্রবেশ করিতে চলিল। বৃদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, চলিতে চলিতে চারু অন্ততঃ আর এক বার মুখ ফিরাইবে। অনুমানটা মিথ্যা হইল দেখিয়া তানপুরা ছাড়িয়া তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

১৭

ঘরের বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন, চারু বহির্দ্বারের কপট খুলিয়া পথে নামিতেছে। সত্য সত্যই কি তবে সে মরিবার সঙ্কল্পে চলিয়াছে, না চরিত্রহীনার স্বভাবগত ছলনায় সে তাঁহাকে মরিবার ভয় দেখাইতেছে?

শেষটা তাঁর মনে লাগিলেও, যখন চারু পথে পড়িয়া অদৃশ্য হইল, তখন ব্রাহ্মণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাহিরের দরজায় আসিয়া মুখ বাড়াইলেন। অনেকটা প্রকোপের হ্রাস হইলেও, তখনও বেশ প্রবলভাবেরই ঝড়। বাহিরে ঊষার আলোর অনেকটা বিকাশ হইলেও, তখনও সেই সরু গলি-পথজোড়া অন্ধকার। দুই একটা গ্যাসের আলো—যারা এখনও পর্য্যন্ত প্রাণপণে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল—অন্ধকারটাকে এক একবার হাসাইতেছিল মাত্র। সেই হাসির বিকাশ-মুখে একবার মাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন, চারু গলির প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে।

গোঁসাইজীও পথে নামিলেন। দ্বিতীয় বারের আলোক-স্ফুরণে যখন চারুকে আর তিনি দেখিতে পাইলেন না, তখন বিশেষ ব্যাকুল-ভাবেই তার অনুসরণ করিলেন;—বার্দ্ধক্যের সহায় একগাছা লাঠি লইবারও তাঁর অবসর রহিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁর কাপড় জলে যেন ডুবিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, হতভাগা মেয়েটাও তাঁর মতন স্নান করিতেছে।

গলির মুখে আসিয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সত্য সত্যই চারু গঙ্গার পথে চলিয়াছে। এতক্ষণ পরে তিনি বুঝিলেন, চারু তার দাদাকে আশ্রয়ের

কথা লইয়া তামাসা করিতে আসে নাই, সত্যই আশ্রয়লাভের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল। সে আশ্রয় কিরূপ, আর চাহিলেও এ সমাজ-বহিষ্কৃতাকে কিরূপভাবে তিনি তা দিতে সমর্থ, সেটা না বুঝিতে পারিলেও তিনি অভাগিনীর মানসিক অবস্থা অনুমান করিয়া বিষম চিন্তিত হইলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন, বহুকাল পরে নিজের পাপ-লীলার কেন্দ্রে স্বামীর অভাবনীয় আবির্ভাব এ পতি-ত্যাগিনীর এতকালের ব্যর্থ জীবনটাকে এমন একটা তীব্র রহস্যের ইঙ্গিত করিয়াছে যে, সে আর তাহা কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেছে না। স্বামীর পাদস্পর্শে অভাগিনীর সমস্ত পাপের উপার্জ্জন দাবানলের মত উত্তপ্ত হইয়াছে। সে উত্তাপে তার বিলাসের যত্নে সেবিত অতি আদরের দেহ প্রতি পরমাণুতে দগ্ধ হইতেছে। গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ভিন্ন বুঝি অন্য কোনও উপায়ে তার সে জ্বালা জুড়াইবার উপায় নাই।

চারুকে ফিরাইতে তাঁর ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, আশ্রয় দেওয়া সম্বন্ধে যাহা ভাবিবার তাহা পরে ভাবা যাইবে, আপাততঃ মেয়েটাকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কৌতূহলও উদ্দীপ্ত হইল। সত্য সত্যই কি চারু আত্মহত্যা করিতে সাহস করিবে? ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করিতে গিয়াও যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। চারুর কার্য্য এখনও যেন অভিনয় বলিতে তাঁর ইচ্ছা হইতেছে। আপনার অস্তিত্বের কোনও আভাষ না দিয়া তিনি তার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

আহিরীটোলায় গোঁসাইজীর বাসা, গঙ্গাতীর হইতে অধিক দুর ছিল না। সুতরাং গঙ্গাতীরে পৌঁছিতে চারুর বড় বিলম্ব হইল না। দুইটি বৃদ্ধা বিধবা স্ত্রীলোক মাত্র পথের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতেছিল। এক চারুর 'দাদামশাই' ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ সে দুর্য্যোগে তখনও ঘর হইতে

বাহির হয় নাই। বৃদ্ধারা পুরীযাত্রীদের প্রসঙ্গ লইয়া পথ চলিতেছিল। বোধ হয়, তাহাদের পরিচিত অথবা আত্মীয় কেহ জাহাজে চড়িয়া তীর্থে গিয়াছে। সেই জাহাজ হয়ত সাগরের মাঝে ঝড়ে পড়িয়াছে। পড়িলে কি যে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, সেই কথাবার্ত্তায় তাহারা তন্ময় হইয়া পথ চলিতেছিল। সে জন্য সে পথে চারুর নীরব অনুসরণে গোঁসাইজীর কোনও বাধা হইল না। তিনি সে পল্লীতে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই এক রকম পরিচিত।

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া চারু একবার নদীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধাদের কথা শুনিয়া একবার সে মুখ ফিরাইল। আর একটু বেশী ফিরিলেই সে গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে পাইত। দেখিতে পাইত— বৃদ্ধ যষ্টিতে ভর না দিয়াও যুবকের উদ্যমে পথ চলিতেছেন। দেখিলে বোধ হয়, আর সে অগ্রসর হইত না। তা হইলে তার কার্য্যকলাপও বুঝি বৃদ্ধের চক্ষে চিরদিনের জন্য অভিনয়-রূপেই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিত। কোন শুভগ্রহের কৃপায় সেটা হইল না।

চারু দাঁড়াইতে বৃদ্ধও দাঁড়াইলেন। দূর হইতেই দেখিলেন, বৃদ্ধারা চারুর সঙ্গে কি যেন কথা কহিতেছে। দেখিলেন, তারা কথা কহিয়া ঘাটে নামিয়া গেল, চারু দাঁড়াইয়া রহিল। এইবারে বুঝিলেন, অভিনয় নয়, সত্যই চারু আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিয়াছে, সঙ্কল্পে বাধা পাইয়া সে দাঁড়াইয়াছে। হয় সে বৃদ্ধাদের উঠিয়া আসার অপেক্ষা করিবে, নয় সে অন্য ঘাটে যাইবে। বৃদ্ধের শেষ অনুমানটাই ঠিক হইল, চারু সে ঘাট ছাড়িয়া অন্য ঘাটে চলিল।

আবার যেমন সে চোখের অন্তরাল হইল, অমনি যৌবনাবশিষ্ট সমস্ত শক্তি দেহে আরোপ করিয়া ভগবৎ স্মরণে গোস্বামী মহাশয় চারুকে রক্ষার সংকল্পে ছুটিয়া চলিলেন।

বাঁধা ঘাট হইতে অনেক দূরে, আঘাটায়, যেখানে কতকগুলা বড় বড় কাছিতে বাঁধা নৌকা তুফানের তোলাফেলায় থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল, চারু সেইখানে আসিয়া সর্ব্বনিম্ন তীরভূমিতে দাঁড়াইল। দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বড় তুফান তার বিপুল উল্লাসের শেষ উচ্ছ্বাস পুষ্পাঞ্জলির সৌরভের মত এই স্বাগতা গায়িকার দু'টি পায়ে মৃদু পরশে যেন মাখাইয়া দিল। অমনি সে শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছে—"ফিরে এস।"

মরিবার জন্য ত প্রথমে সে ঘর হইতে বাহির হয় নাই। তা হইলে গোঁসাইজীর কাছে না যাইয়া প্রথমেই একেবারে গঙ্গাতীরে আসিতে পারিত। পরিচয় দিবার জন্য উতলা হইলেও, দিবার যখন সুযোগ উপস্থিত হইল, তখন নিরপরাধ স্বামীকে পরিত্যাগের পর তার দীর্ঘ পাপ-জীবনের কার্য্যগুলা এক সঙ্গে বিদ্রোহী হইয়া এমন ভীষণভাবে তার বুকটাকে আক্রমণ করিল যে, অভাগিনী ঘরের বাহিরে আসিয়া আর সেখানে ঢুকিতে সাহস করিল না। বিশেষতঃ পুনঃ সাক্ষাতে স্বামীর মুখ হইতে কি কথা যে বাহির হইবে, তাহার ব্যবহারে সেটা সে একেবারেই বুঝিতে পারিল না। পারিল না কেন, তাহার মন এমন একটা নিরাশার কথা তাহাকে শুনাইতে লাগিল যে, বুঝিতে গিয়া স্বামীর সৌম্য দৃষ্টি তাহার কাছে এক বিভীষিকার বস্তু হইয়া পড়িল।

অথচ তার পুরুষোচিত রূপ, তার কথা, গুণ, সর্ব্বোপরি তার আত্মরক্ষার পবিত্র চেষ্টা চারুকে এতই মুগ্ধ করিয়াছে যে, যদি সে স্বামীর মুখ হইতে চিরপরিত্যাগের কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে এই গঙ্গার গর্ভে আশ্রয়-গ্রহণ ভিন্ন এ পৃথিবীর আর কোনও স্থানে দাঁড়াইয়া সে শান্তি পাইবে না। তাই স্বামীকে প্রতীক্ষায় বসাইয়া সে গোঁসাইজীর কাছে পতির পুনঃপ্রাপ্তির উপায় জানিতে আসিয়াছিল। শুধু উপায় জানা

কেন, আসিয়াছিল তাহাকে ধরিয়া দিবার সাহায্য ভিক্ষা করিতে।

কিন্তু গোঁসাইজীর কথায় এবারে তার মনে যথার্থই নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে।

তার ভবিষ্যৎ চরিত্র-বলের উপর একান্ত অবিশ্বাসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাকে যে কঠোর তিরস্কার শুনাইয়াছে, এক মৃত্যুর চিরনীরবতা ভিন্ন সে কথার দ্বিতীয় উত্তর নাই।

মরিতে কৃতসঙ্কল্প, এতক্ষণ বুঝি তার দেহাত্মজ্ঞান সুপ্ত ছিল ;—সঙ্কল্পের প্রেরণায় সে যে কলের পুতুলের মত চলিয়া আসিয়াছে! পদতলে পথের পাথরের তীব্র বেধ, মাথার উপরে বৃষ্টির ধারা, সর্ব্বদেহে প্রবল শীতল বায়ুর আক্রমণ—এতক্ষণ কিছুই সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু গঙ্গাজল-তরঙ্গ তার চরণ স্পর্শ করিবামাত্র যেমনি তার চৈতন্য ফিরিল, অমনি সে যেন শুনিতে পাইল—"ফিরে এস।"

"ফিরে এস।"—কে যেন পরপার হইতে বলিতেছে। বিষম বিস্ময়ে সে সম্মুখের নদীপরিসরের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। বৃষ্টিধারা ভেদ করিয়া তার সিক্ত চক্ষু কেবল একটা অসীমতার আকার দেখিল মাত্র!

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থানে সে দাঁড়াইয়াছে। জীবন তার পিছনে, মৃত্যু সম্মুখে। তাকে আলিঙ্গন করিতে তার ভয় নাই। তবে মৃত্যুর পিছন হইতে, ফিরিয়া আসিতে কে তাহাকে অনুরোধ করিল?

"ফিরে এস।" কথার শেষে আর একটা আগ্রহসূচক আবেদন তার অন্তরাকাশে ভাসিয়া উঠিল—"আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি এক যুগ ধরিয়া ;—তুমি ফিরে এস।"

"ফিরে এস।" তাই ত তার স্বামী যে তাহাকে ফিরিতে অনুরোধ-করিয়াছিল। "ঘণ্টা হ'ক, দিন হ'ক, মাস হ'ক, বছর হ'ক—একটা জন্মই

হ'ক, তুমি ফিরে এস। অনেক কথা তোমাকে যে বলিবার রহিল।" সে না ফিরিলে যে তার বলা হইবে না! তাই কি তার আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ বাক্য ঝড়ে চড়িয়া চাকর আগে আসিয়া নদীপারে তাহার অপেক্ষা করিতেছে?

ফিরে এস, ফিরে এস! তবে সত্য সত্যই যদি তাকে ফিরিতে হয়, সে কোথায় ফিরিবে—তার অসংখ্য ভুলের কাহিনীভরা বাসাঘরে, না অনন্ত বিস্মৃতির নিদ্রাপেক্ষা গঙ্গাগর্ভে?

এবার তার মনে হইল, সত্যই যেন পরপারে এক শান্তিপূর্ণ গৃহে তার বাস ছিল, কেমন একটা ভুল করিয়া কিছুদিনের জন্য এপারে সে আসিয়া পড়িয়াছিল। এ পারের লাঞ্ছনা-ভরা দুঃখের তাড়নায় অস্থির হইয়া যেমন সে তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি সেই ঘরখানির শান্তিশীতল প্রাণ পুনর্মিলন ব্যাকুলতায় তাহাকে ফিরিবার জন্য যেন অনুরোধ করিতেছে— "ফিরে এস। হ'ক না ফিরিতে একটা দীর্ঘ জন্ম, আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া, ওগো, তুমি ফিরে এস।"

আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বক্ষণে যেন জন্য আত্মঘাতীর একটা মোহ আসে, তাই বুঝি চারু আসিয়াছিল, নহিলে সে অন্তত একবার পিছনের দিকে চাহিত। তখন 'ফিরে এস" কে বলিল অনুমান করিতে শুধু মুখ ঢাকিয়া তাহাকে এমন একটা আকাশভরা ক্রন্দনের সাহায্য লইতে হইত না। তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, তাহাকে আত্মঘাত হইতে রক্ষা করিতে দাদামশাই সেই গড়ানো পিচ্ছল পথে তাহাকে ধরিবার জন্য তার জরাক্লিষ্ট শরীরকে উত্যক্ত করিতেছেন।

কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া একরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অভাগিনী যখন গঙ্গার কোলের দিকেই অগ্রসর হওয়া স্থির করিল এবং অনন্ত দীর্ঘ পথের শেষে, ঘর খানিতে ফিরিবার অপেক্ষায় বসা, তার চিরপরিত্যক্ত প্রিয়ের

সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইবার সাহসটাকে অঞ্চলরূপে কোমরে বাধিতে লাগিল, অমনি সে শুনিতে পাইল—

"চারু বড় পড়ে' গেছি রে!"

বিপুল চমকে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া চারু মুখ ফিরাইল। গভীর নিদ্রার সহসা অবসানের মত শূন্য দৃষ্টিতে বৃদ্ধের পানে চাহিয়া রহিল।

"আমায় তোল্ ভাই, কোমরে লেগেছে—আমি উঠ্‌তে পারছি না।"

মৃত্যুর সঙ্কল্প চারু ভুলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে হৃদবস্থ দেখিয়া সে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

"কি দাদা, আমি মরতে পারি কি না, দেখতে এসেছ?"

চারুর সাহায্যে দাড়াইয়াই গোসাইজী বলিয়া উঠিলেন—

"না রে, তুই বেচে থাকতে পারবি কি না, তাই বুঝতে এসেছি। আমাকে ঘরে নিয়ে চল্।"

"এমন লেগেছে, নিজে ঘরে ফিরতে পারবেন না?"

"এ গঙ্গাতীরে সে কথা কেমন করে' বলবো? তবে তোর কাঁধে ভর দিয়ে যেতে আমার ইচ্ছা হয়েছে।"

"কোথায়?"

"আপাততঃ ঐ জলে, তারপর ঘরে।"

"গেলে কি আর ফিরতে পারবো?"

"আর ফিরতে দেব কেন?"

"কোথায় থাকবো?"

"আমার ঘরে।"

"কতক্ষণের জন্য?"

"ক্ষণ কেন ভাই, তুই যদি চিরদিনের জন্য আমার কাছে থাকতে চাস—।"

"দাদামশাই, এ গঙ্গাতীব—ঝোঁকের মুখে আমার কথা মনে করে' একটু আগে আমাকে তিরস্কার করেছ—বুঝে' বল।"

"সত্তরের ওপব বয়স, আমি ঝোঁকে বলিনি চারু।"

"তুমি যে বলেছ, আমি খাঁটি থাকতে পারবো না।"

"এখন বলছি—পারবি।"

"দাদা, কোমরে কি তোমার বড় লেগেছে?"

"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কবছিস?"

"তুমি যদি আমাব হাতটা ধবতে, আমি একটা ডুব দিয়ে নিতুম। বড় তুফান, ভয় হচ্ছে—পাছে ভেসে যাই।"

"চল্।"

চারুকে স্নানেব সাহায্য কবিতে গোঁসাইজী প্রথমে তাহাব সাহায্যে নিজেই স্নান সারিয়া লইলেন। চারু বলিল—

"দাদা, এইবারে আমাব হাতটা ধরুন।"

আকাশ পূর্ব্ব হইতেই একটু একটু পরিষ্কার হইতে সুরু করিতেছে। মাঝে মাঝে অরুণ দেখা দিবার মত হইতেছে।

"আ-মর্, ব্যস্ত হ'স কেন, দাঁড়া—আগে হাত বার করি।"

বলিয়াই পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করিয়া মধুর গম্ভীরধ্বনিতে এই গায়ক-শ্রেষ্ঠ যেন গাহিয়া উঠিলেন—

> ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
> দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষম্।
> একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
> ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥

দ্বিতীয় প্রণামান্তে গঙ্গা হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া চারুর মাথায় প্রক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যবতী অভাগীর সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিথর

হইয়া গেল। সে কাঠেব পুতুলেব মত নিদ্রিতদৃষ্টি গুরুর চবণপ্রান্তে উপর নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহাব পর যে সব কথা, তাহা আধুনিক বস্তু-তান্ত্রিকের শ্রুতিসুখকব হইবে না বুঝিয়া, বলিতে আমরা নিরস্ত হইলাম। আসল কথা—ব্রাহ্মণ চারুকে স্নান করাইয়া সেই গঙ্গাতীরে ব্রাহ্ম মূহুর্ত্তে তাহাকে দীক্ষিতা কবিলেন।

গুরুর মুখনিঃসৃত অভয়বাণী বালিকাকে যখন বুঝাইয়া দিল, তাহার পূর্ব্ব জীবনেব জ্ঞাতাজ্ঞাত সমস্ত অপরাধ আজ গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া গিয়াছে, তখন তার দেহেব প্রতি ধমনীতে রক্তবিন্দুগুলা যেন পাগলের মত নাচিয়া উঠিল। পুলকাশ্রু নিক্ষেপ করিতে কবিতে আবেগভরাকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—

"দাদা, আমার সব পাপ ধুয়ে গেল?"

"যদি সনাতন ধর্ম্ম সত্য হয়, আর তোর সঙ্কল্প সত্য হয়।"

"গঙ্গা, গঙ্গা, গঙ্গা—আমার সঙ্কল্প সত্য।"

"তবে চল্ মা সরস্বতী, পুত্রকন্যাহীনের ঘরের নিষ্ঠুর শূন্যটাকে মমতার কোলাহলে ডুবিয়ে দে।"

বলিয়া ব্রাহ্মণ, গৃহে ফিরিতে, অবশিষ্ট জীবনের যষ্টিস্বরূপ করিবার জন্যই যেন চারুব স্কন্ধে ভর দিলেন।

তীরভূমি হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে চারু একবার গোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করিল—

"এবার থেকে আপনাকে কি বলে' ডাকবো?

"তোমার সঙ্কল্প যখন সত্য, তখন এই গঙ্গাজলে নারায়ণ তোমাতে আমাতে যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে দিলেন, তাও সত্য। তোমাকে তামাসা করবার সম্পর্ক আজ থেকে শেষ হয়ে গেল মা সবস্বতি!"

চারু বুঝিল, রাথী নরকে ডুবিয়া চারু হইয়াছিল, আজ আবার পতিতপাবনী গঙ্গায় ডুবিয়া সে স্বর্গে উঠিয়া সরস্বতী হইল। সে বলিল—

"বাবা, আজ থেকে আমাকে তোমার ঘরে দাসী করে রাথ।"

"সে যা করবার ঘরে গিয়ে ঠিক করা যাবে।"

উপরে উঠিতেই চারু দেখিল, এইবারে দুই একটি করিয়া লোক পথে চলাচল কবিতেছে। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে বহুকাল পরে সে আবার দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিল।

২০

চারুর এত ঐশ্বর্য্যেব সম্মুখে রাখুব দাবিদ্র্য তাহাকে এমন জড়বৎ করিয়া তুলিয়াছিল যে, চারুর সঙ্গে অতগুলা কথাবার্ত্তাব পরেও তাহাকে রাথী অনুমান করিতে তাহার সাহস হইল না। চারু ফিরিয়া আসিলে, দেখিতে সে অবিকল রাথীর মত, কেবল এই কথা বলিবার জন্য আপনাকে রাখু সাহসী করিতে লাগিল।

কিন্তু সত্য সত্যই চারু যদি রাথী হয়? এক রাত্রির দেখা-শুনায় একটা স্ত্রীলোকের এতই কি সে আপনার হইয়া গেল যে, তাব সমস্ত ঐশ্বর্য্যের উপায়ন এত আগ্রহের সহিত তার সম্মুখে উপস্থিত করিতে সে ছুটিয়া আসিল? একবার সে মনে করিয়া দেখিল, সত্য সত্যই এই ঐশ্বর্য্যময়ী যদি তার স্ত্রী রাথীই হয়?

সেই যুগ পূর্ব্বের বাল-দম্পতির ভিতরে যৌনসম্বন্ধ-না থাকিলেও, সুতরাং সম্বন্ধের অপব্যবহারে পত্নীর উপর ঈর্ষার কোনও কারণ না থাকিলেও চারুকে রাথী মনে করিতে কেমন তার একটা কষ্টবোধ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তার দারিদ্র্য চারুর নিবেদিত সমস্ত ঐশ্বর্য্য হইতে অধিক প্রীতিকর বোধ হইল।

যাহা বিশ্বাস করিবার নয়, তাহা বিশ্বাস করিয়া আত্মপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ করিতে যাওয়া নিতান্ত মূর্খতা। রাখু আবার সোফায় হেলান দিয়া মুদ্রিত চক্ষে তার চিরনির্ম্মম দুরবস্থা নিঙাড়িয়া যেটুকু মধু সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহাতেই এমন তার তৃপ্তি আসিল যে, চারুর ঘরের সৌন্দর্য্য আর তার দৃষ্টিকে মধুরতায় আকৃষ্ট করিতে পারিল না। তৃপ্তির গাঢ়তায় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

"ওরে বিশে, আ মর্ এখন ও পড়ে' পড়ে' ঘুমুচ্ছিস? সকাল হয়েছে, উঠে পড়্।"

রাখু এমন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল যে ঝির কথা তার কাণে না গেলে আরও কতক্ষণ পরে যে তার নিদ্রাভঙ্গ হইত, তার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। ঘুম ভাঙ্গিতেই সে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া বসিল। উঠিবামাত্র সে বুঝিতে পারিল—রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে।

তখন ঘরের দোর খুলিয়া বাহির না হইয়াই সে ডাকিল—

"চারু!"

চারুকে ডাকিতে ঝি আসিল। সে উপস্থিত হইয়াই বলিল—

"হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন। আমি গড়গড়ার জল ফিরিয়ে তামাক ঠিক করে' রেখেছি।"

"চারু?"

"গঙ্গাস্নানে গিয়েছে।"

"কতক্ষণ?"

"অনেকক্ষণ—তখন বেশ ঘোর ছিল।"

বলিয়া সে গাড়ু হাতে লইয়া তার মুখ প্রক্ষালনের সাহায্য করিতে আসিল।

বরুণ গীতে রাত্রির স্বপ্নবৎ জাগরণটাকে ঘুমন্ত করিবার জন্য প্রভাতী

আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার রাখুকে দেখা দিয়া চলিয়া গেল।

"আমাকে তুলে' দিলে না কেন?"

"দিদিমণি ঘুম ভাঙ্গাতে নিষেধ করে গেছে।"

আলোকের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে রাখুর মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ঘুমিয়ে পড়াটা তার বড়ই অন্যায হইয়া গিয়াছে। অন্য অন্য দিন অতি প্রত্যুষেই সে শয্যাত্যাগ করে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সে গঙ্গস্নান করিতে যায়। স্নানান্তে কাপড় ছাড়িয়া একখানি নামাবলী গায়ে গঙ্গাজলেই সে তার নিত্যকর্ম্ম পূজাহ্নিক সারিয়া লয়, তারপর বাসায় আসিয়া সিক্ত বস্ত্র রক্ষা করিয়া যজমানদের বাড়ীতে পূজায় বাহির হয়। অন্য প্রাতঃকালে বাহির হইয়াও পূজা সারিয়া তার বাসায় ফিরিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যায়।

পূর্ব্বদিনে পূজার জন্য একজন প্রতিনিধি রাখিয়া রাখু শ্রাদ্ধবাড়ীতে গিয়াছিল। আজ ত আর সে ব্যক্তি তাহার অবর্ত্তমানে কাজ করিবে না। রাখু এইবারে আপনাকে বিপন্ন বোধ করিল।

"ঝি, তামাক খাবার দেরী সইবে না, ঐ দোরের কাছে আমি কাল কাপড় চাদর রেখেছি, এনে দাও—এখনি আমাকে যেতে হবে।"

"সেকি! দিদিমণির ফেরবার অপেক্ষা করবেন না?"

"অপেক্ষা করবার আমার সময় নেই।"

"তা কি হয়?"

"আমার বিশেষ কাজ আছে।"

"কি এমন কাজ? সে আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে।"

"না ঝি, আমি এখনি যাব। তোমার দিদিমণি এলে বলো, পারি ত আমি আর একদিন এসে তার সঙ্গে দেখা করবো। তুমি কাপড়খানা এনে দাও।"

"তাইত, আমাকে যে তার কাছে মুখনাড়া খেতে হবে ঠাকুরমশাই।"

"থাকতে পারলে আমি থাকতুম ঝি, আমাকে পাঁচ যজমানের বাড়ী পূজো করতে হয়।

ঝি মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মিতনেত্রে একবার রাখুর মুখের পানে চাহিল। এ ত ট্যানাপরা লক্ষপতি নয়—সত্য সত্যই গরীব ব্রাহ্মণ! সে ভূমিষ্ঠ হইয়া রাখুকে প্রণাম করিল—বুঝিল, সত্য সত্যই ঝড়ে বিপন্ন হইয়া নারায়ণ গতরাত্রে বেশ্যার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিল। উঠিয়া সে আর কোন কথা না কহিয়া রাখুর কাপড় আনিতে গেল।

"কই বাবাঠাকুর, কাপড় যে দেখতে পাচ্ছি না!"

তার কথায় প্রত্যয় না করিয়া রাখু নিজে বারান্দায় গিয়া দেখিল, কাপড় নাই। খুঁজিতে সে পূর্ব্বোক্ত ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সেখানে তার পরিধেয় ত দেখিলই না, যে গরদখানা সে ছাড়িয়াছিল, সেখানাও সে দেখিতে পাইল না।

"তাইত ঝি, আমি যে বিষম বিপদে পড়লুম।"

ঝি বলিল—"আপনি ততক্ষণ তামাক খান, আমি কাপড় খুঁজে দেখি।"

"তুমি গড়গড়া এই ঘরে এনে দাও।"

"কেন, ঐ ঘরে সোফার উপরে বসুন।"

তখন পর্য্যন্ত পাতা সেই গালিচার উপরে বসিয়া রাখু বলিল—

"না।"

ঝি তামাক দিয়া কাপড় খুঁজিতে গেল। চারিদিক খুজিয়া যখন উপর নীচে কোথাও সে দেখিতে পাইল না, তখন কলতলায় শেষ অনুসন্ধানে সে দেখিতে পাইল, ব্রাহ্মণের সেই মলিন বস্ত্র কর্দ্দমাক্ত হইয়া সেখানে পড়িয়া আছে। তুলিয়া পরীক্ষা করিতে সে দেখিল—দিদিমণির

অলক্তক-রঞ্জিত পদচিহ্ন তাহাতে পূর্ণভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে। সে-কাপড় সে ব্রাহ্মণের কাছে আনিতে সাহস করিল না। রাখুর কাছে ফিরিয়া ঝি মিথ্যা বলিল—

"কাপড় পেলুম না। দিদিমণি অন্ধকারে মাড়িয়েছিল বলে' গঙ্গায় বোধ হয় কাচতে নিয়ে গেছে।"

রাখু প্রমাদ গণিল। একবার পরিধেয় বস্ত্রের দিকে চাহিল। দেখিবামাত্রই বুঝিল, রাত্রিকালের দীপালোকে অন্যমনস্কের চোখে কাপড়ের সৌন্দর্য্য সে সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই। এ কাপড় পরিয়া কেমন করিয়া সে পথে বাহির হইবে? শুধু-পায়ে-পথ-চলা বামুনের এই কি-জানি কত-টাকা মূল্যের বিচিত্র পরিধেয় দেখিয়া যদি পথের মাঝে কেহ তাহাকে কাপড়ের কথা জিজ্ঞাসা করে! যদি এ চিরদরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন পরিচিত লোকের সুমুখে পড়ে?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাসার কথা তার মনে উঠে নাই। মনে মনে সারা পথ চলিয়া শেষে বাসার কাছে যেমন সে উপস্থিত হইল, অমনি সে যেন দেখিতে পাইল, প্রতিবেশী হইতে আরম্ভ করিয়া বাসার সঙ্গীসকল এমন কি গৃহস্বামী পর্য্যন্ত, তাহার চলিবার পথের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তার এই বিচিত্র পাড়ওয়ালা কাপড়ের প্রতি চাহিয়া আছে। বাড়ীর গিন্নী বাহিরে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর বৌগুলা কপাটের ফাঁক দিয়া উকি দিতেছে।

সে সকল চাহনির ভিতরে কত প্রশ্ন, প্রতি প্রশ্নের ভিতরে কত রহস্য, প্রতি রহস্যের মাথায় চড়িয়া কত বিদ্রূপের হাসি! সেগুলা স্থানটাকে যেন এক বিষাক্ত কোলাহলে পূর্ণ করিয়া তাহার সমস্ত যজমানদের শুনাইবার জন্য আকাশ-মার্গে উড়িতেছে।

চিন্তার প্রহারেই রাখু ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল।

"ঝি, আমাকে যে একখানা কাপড় দিতে হবে।"

"কি রকম কাপড় ?"

"থান হ'লেই ভাল হয়।"

"মাসী থাকলে থান কাপড় মিলতে পারতো। তা পোড়া মাসী যে গুরুকেও বিশ্বাস করে না। সে সমস্ত কাপড় সিন্দুকে পূরে চলে গেছে।"

"তোমার কাছেও কি আমার পরবার মত একখানা কাপড় নেই ?"

"আমার ব্যবহার করা কাপড় তোমাকে কেমন করে' দেবো ঠাকুর-মশাই ?"

রাখু সেই পট্টবস্ত্র পরিয়াই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সিঁড়ির দিকে দুইপদ যাইতেই ঝি বলিল—

"একান্তই যদি তোমার না গেলে চলবে না, তবে আর একটু দাঁড়াও। আমি আর একবার খুজে দেখি। কলতলায় কাদামাখা একখানি কাপড় দেখেছি।"

বলিয়া সে আবার নীচে চলিয়া গেল এবং রাখুর কাপড় চাদর যথাসম্ভব জল-কাচা করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল।

"তুমি আমাকে বাঁচালে ঝি।"

বলিয়া ঝিকে কাপড় দিবার অবসর না দিয়া নিজেই তাহার হাত হইতে বস্ত্র যেন কাড়িয়া লইল।

"তুমি ত বাঁচলে ঠাকুর, আমাকে যেন গাল খাইয়ে মেরে ফেলোনা। কখন আবার আসবে বল।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আবার যেমনি রাখু ভিখারী-বেশী হইল, তখন সে মৃদু হাসিয়া উত্তর দিতে ঝিকে বলিল :—

"এখানে আর কি আমার আসা উচিত গা ?"

ঝি দেখিল, দিদিমণির দেওয়া সেই দামী বেনারসী, ব্রাহ্মণের গায়ে জড়ান ময়লা কাপড় চাদরের পায়ে পড়িয়া যেন অতি দীনভাবে তাদের কাছে পবিত্রতা ভিক্ষা করিতেছে। সে বলিল—

"যদি ধর্ম্ম বজায় রাখতে চাও বাবা, তা' হলে তোমায় আর আসতে বলতে পাবি না।"

"ঠিক বলেছ মা, এদিকে ত আসবই না—শুধু তাই নয়, এ কলকাতাতেও আর থাকবো না।"

"আবাগী পূর্ব্ব জন্মে কি পুণ্যি করেছিল।"

বলিয়া ঝি রাখুব চরণে আবার প্রণত হইল।

স্বপ্নাবৃত ঐশ্বর্য্যের বোঝা মন হইতে ফেলিয়া আবার রাখু পথে তার চির-সুহৃৎ দারিদ্র্যের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বাসায় ফিরিয়া চলিল।

২১

সারা পথের ভিতর চারু ও গোঁসাইজী কেহ কারুর সঙ্গে কথা কহিল না। অবগুণ্ঠনবতী চারু অগ্রে, আর পূর্ব্বমত তাহারই স্কন্ধে হাত রাখিয়া তার গুরু পশ্চাতে।

তাঁর গৃহ-প্রবেশের সাহায্য করিতে চারু যখন অবগুণ্ঠন ঈষন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইল, তখন গোঁসাইজী বলিলেন—"তোমাকে একটা কথা এই সময় বলা কর্ত্তব্য বলে' বলে রাখি।"

"বলুন।"

"শুনে বুঝে তার উত্তর দাও।"

গোঁসাইজীর কথার গুরুগাম্ভীর্য্যে চারু কোন কথা কহিতে পারিল না।

"চুপ্ করে রইলে কেন সরস্বতী?"

"বলুন।"

"সেই বেশ্যাটা গঙ্গায় ডুবে মরেছে, মনে কর।—মনে করেছ?"

"করেছি।"

"তা হ'লে তার স্বামীর কি হবে না হবে, সে আবাগী আর জান্‌তে আসছে না, কি বল? চুপ্‌ করলে চলবে না, শীঘ্র বল, গলি দিয়ে লোকজন চল্‌তে আরম্ভ হয়েছে, এর পব কথা কবার আর সুবিধা হবে না।

"বাড়ীর ভিতর গিয়ে বল্‌লে চল্‌বে না?"

"না, বললে তোমাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাব।"

গোঁসাইজীব কথা কোথায় গিয়া কি ভাবে দাঁড়াইবে, বুঝিতে না পারিয়া যা'হোক একটা উত্তর দেওয়ার মত করিয়া চারু বলিল—

"যখন মরে গেছে, তখন সে আবাগী আর কেমন করে জানতে আসবে!

"তা'হলে সেই নিরীহ পাড়াগেঁয়ে বামুন যদি সেই বেশ্যাটার খুনের দায়ে বাঁধা পড়ে, তাকে কে রক্ষা করবে সরস্বতী?"

"ভগবান।"

"বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"সত্যি সত্যি, কোমরটায় মন্দ লাগেনি'রে!"

চারু প্রথমে বৃদ্ধকে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের সাহায্য করিল। পরে নিজে প্রবেশ করিল। বুঝিল, বুঝি জগতের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য লুকাইতে সে গুরুগৃহে প্রবেশ করিতেছে। মনে করিতেই তাহার মাথাটা কেমন আপনা আপনি ঘুরিয়া গেল। সে দোরের উপর উঠিয়াই গুরুর দেহের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণ বুঝিয়াও যেন বুঝিলেন না, একহস্তে চারুকে ধরিয়া অন্য হস্তে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তারপর চারু তাঁহাকে আবার ঘরে লইয়া

যাইতে যেমন তাঁহার হাত নিজ স্কন্ধের উপর স্থাপিত করিল, অমনি সে গুরুর মুখ হইতে শুনিল, কি করুণামাখা কোমল স্বর!—

"হাঁ মা, এ বুড়ো ছেলের ভার নেওয়াটা কি তোর ভাল লাগছে না?"

"ওকথা আর বলবেন না বাবা, বল্‌লে আমি মরে যাব।"

"তাই বল, আমার শেষ বয়সের যষ্টি, তোর কথা শুনে আশ্বাস পাই।" বলিয়াই গুরুগম্ভীর স্বরে তিনি ভৃত্যকে ডাকিলেন "দামোদর! আরে মর্‌—এখনও ঘুমুচ্ছিস্ নাকি—দামু!"

ভৃত্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার গলার আওয়াজ শুনিবামাত্র বাড়ীর ভিতর হইতে গোঁসাই-গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন।

"কোথায় গিয়েছিলে?"

আরও অনেক কথা ব্রাহ্মণী বলিতে যাইতেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে একটা স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাঁর আর বলা হইল না।

"সঙ্গে মেয়েটি কে?"

"কাছে এসে দেখো।"

"কে গো, চারু? তুই এমন সময় কোথা থেকে উপস্থিত হলি?"

গোঁসাইজীকে ছাড়িয়া চারু গুরুপত্নীর পদতলে প্রণত হইল। গোঁসাইগিন্নী চারুকে সে সময়ে দেখিয়াই যে বিস্মিত হইলেন, এমন নহে। তাহার নীরবতা, তাহার মুখ চোখের ভাব, বিশেষতঃ পশ্চাতে অবনত-মস্তকে চারুর পানে চোখ রাখিয়া ঈষৎ বক্রভাবে দণ্ডায়মান স্বামীর কেমন এক রকম নূতনতর মধুর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া এমন একটা গভীর বিস্ময় তাঁহাকে মুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল যে, যদ্যপি গোঁসাইজী ভৃত্য দামুকে আবার ডাকিয়া স্থানের নীরবতা না ভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকক্ষণ তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইত না।

"দামোদর কি বাড়ীতে নেই গিন্নি?"

"থাকলে কি সে উত্তর দিত না। তিনটে দোর হাট করা খোলা, অথচ তুমি নেই, সে ব্যাকুল হয়ে তোমাকে খুঁজতে গেছে। আমিও এতক্ষণ পথের পানে চেয়ে দোরে দাঁড়িয়ে ছিলুম।"

"ভালই হয়েছে, এখন তুমি আমি ছাড়া আর এখানে কারো থাকবার প্রয়োজন নেই। মেয়েটাকে চিনতে পারছ ব্রাহ্মণী?"

"আমার চোখে ছানি পড়েছে না। ভাবছি—আজ এমন দুর্য্যোগে, এমন অসময়ে ওঁর কাছে কি জন্য এসেছিলি ভাই চারু?"

"ভুল করে ফেল্লে ব্রাহ্মণী, ও চারু নয়।"

চারু এখন দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণকন্যা, স্বামীর এ কথার পর থতমত খাওয়ার মত, চারুর মুখের দিকে চাহিলেন।

ব্রাহ্মণ এবারে চারুকে বলিলেন—

"কি গো মা, তুই কি চারু?"

চারু গোসাই-গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, গোসাইজীর কথার উত্তর দিতে পারিল না।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—

"সেই পাপিষ্ঠা বেশ্যা আজ গঙ্গায় ডুবে মরেছে। আমি তাকে তুলতে গিয়ে গঙ্গাগর্ভ থেকে এই কন্যারত্নটী কুড়িয়ে পেয়েছি। কাঠামো দেখে ভয় পেয়ো না। আচার্য্য গোস্বামীর কুলবধু! তোমার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে স্মরণ কর। তিনি কাঠামো দেখে ভয় পান নি, জাতির নীচতা দেখে ভীত হন নি, সমাজের যে স্তরেই হোক না কেন, যে লক্ষণযুক্ত রত্ন দেখেছিলেন, সেখান থেকেই তাকে তুলে এনে নিজের পরিবারভুক্ত করেছিলেন। চারু নয়, গঙ্গার ভিতর থেকে সেই মরা অভাগীর মূর্ত্তি ধরে' মা সরস্বতী কূলে উঠেছে। উঠেছে কন্যা হ'তে,—তোমাকে আমাকে কৃতার্থ করতে।"

বলিয়া ব্রাহ্মণ চারুর চিবুক ধরিয়া পত্নীর দিকে তার মুখ তুলিয়া বলিলেন—

"নাও চুমো খেয়ে মাকে আমার ঘরে নিয়ে যাও।"

ব্রাহ্মণ কন্যা স্বামীর কথার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব আচরণের অর্থ বুঝিতে ত পারিলেনই না, চারুকে লইয়া কি যে করিবেন, তাহাও বুঝিতে না পারিয়া তিনি কেবল তাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিয়া গোঁসাইজী বলিলেন—

"নিতে সঙ্কোচ হচ্চে ব্রাহ্মণী ?"

"না না, সত্যই কি চারু—"

"চারু নয় গো, সরস্বতী।"

"সত্যই কি মা সরস্বতী, তুই বুড়ো-বুড়ীর ঘর আলো করে' থাকতে এসেছিস্ ?"

"আমাকে থাক্‌তে দেবে মা ?"

চারুর চিবুক করস্পর্শে চুম্বিত করিয়া দুটী হাতে তাহাকে বেড়িয়া গঙ্গানারায়ণ-পত্নী তাহাকে ঘরে লইয়া গেলেন।

ঘরে লইয়া যখন ব্রাহ্মণ-কন্যা চারুর মুখ হইতে সমস্ত ইতিহাস শুনিলেন, তখন তাহার গলা দুই হাতে জড়াইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"এস মা, তোমার ঘরে যেখানে যা আছে, সব বুঝে পড়ে নেবে এসো। বুড়ো তোমাকে সরস্বতী বল্‌লে কেন, আমি বলবো গঙ্গা। আমাকে মা বলে' ডাকতে উথলে আমার কোলে এসেছো !"

এক মুহূর্ত্তে একটা বার বছর ধরে' ভুল করা মেয়ে' এক সাধুদম্পতীর কৃপায় তাঁহাদের পরিবার-ভুক্ত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

স্ত্রীর দৃঢ়তার কাছে হার মানিয়া চারুর 'বাবু' ব্রজেন্দ্রনাথ যে সময়ে অবসাদে শয্যায় শুইয়া পড়িল, তখন রাত্রি এগারোটা। সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে সেই নূতন-প্রবিষ্ট চারুর বাড়ীতে তাহাকে একা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত মনুষ্যহীনতার কার্য্য হয় মনে করিয়া, সন্ধ্যার পর হইতেই ব্রজেন্দ্র সেখানে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী নির্ম্মলা কিছুতেই তাহাকে আজ বাড়ীর বাহির হইতে দেয় নাই। সে জন্য নির্ম্মলাকে আজ একটু বিশেষ উগ্র মূর্ত্তিই ধরিতে হইয়াছিল। নয় বছরের বালক নালু, যদিও ক্রুদ্ধা মায়ের মূর্ত্তির সম্মুখে বিপন্ন পিতাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কিন্তু পাঁচ বৎসরের পুঁটি চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই!

ব্রজেন্দ্র যাইবার জন্য মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়াছিল, বলিয়াছিল না গেলে চারু একা থাকিবে, খুব সম্ভব বিপদে পড়িবে।

নির্ম্মলা বলিয়াছিল, সেটা স্বামীর গাড়োলত্ব। সে বেশ্যাকে একা থাকিতে হইবে না। গাড়োলের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া যাহারা খায়, তাদের মধ্যে একজন সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে সারারাত্রি আগুলিয়া থাকিবে।

রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় চাকর হেমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া এবং তাহাকে সারারাত্রি সেখানে থাকিবার আদেশ দিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বাস্তবিক অবসন্নেরই মত শয়ন করিল।

ঝোঁকের সময়টা উত্তীর্ণ হইতেই সে বুঝিয়াছিল, নির্ম্মলা তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির হইতে না দিয়া যথার্থ স্ত্রীর যোগ্যই কাজ করিয়াছে। সে বিষম ঝড়ে অন্ধকারে বাহির হইলে বিপদের যথেষ্টই সম্ভাবনা ছিল।

নির্ম্মলা সবই ভাল করিয়াছে, কেবল একটি কথা কহিয়া সে চারুর প্রতি বিশেষ নিষ্ঠুরের ভাবই প্রকাশ করিয়াছে। সে বলিয়াছে, চারু ব্রজেন্দ্রের বিরহে সারারাত্রি তার বিছানায় পড়িয়া কণ্ঠায় কণ্ঠায় ঝড় খাইয়া ছটফট করিবে না, আর একটি খেঁকশিয়ালী জাতীয় ধূর্ত্ত এই ঝড়ের সুযোগে গাড়োল ব্রজেন্দ্রের স্থান অধিকার করিবে। বরং আফিস হইতে ঘরে না আসিয়া, ঝড়ের পূর্ব্বে যদি সে চারুর কাছে যাইত, তাহা হইলে যতক্ষণ নির্ম্মলা স্বামীর সংবাদ না পাইত, ততক্ষণ সে উঠিয়া, বসিয়া, চলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাইত না।

শয্যায় পড়িয়া যে সময় ব্রজেন্দ্র নির্ম্মলার কঠোর বাক্যের প্রতিবাদ স্বরূপ চারুর নির্ম্মলত্ব-ধ্যানে একটু তন্ময় হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে নির্ম্মলা ঘরে ঢুকিয়া বুঝি তাহাকে একবার ডাকিয়াছিল। ব্রজেন্দ্র সেটা শুনিতে পায় নাই।

স্বামী ঘুমাইয়াছে মনে করিয়া সে একবার শয্যার পার্শ্বে আসিল। কাছে গিয়াই তার বুঝি একটু জোরের নিশ্বাস সে শুনিতে পাইল। শুনিয়াই বলিল—"দীর্ঘ নিঃশ্বাস—কেন গো? এখনও ত যাবার সময় উত্তীর্ণ হয় নি।"

"না নির্ম্মলা, আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম। এখন বুঝেছি, তুমি আমাকে ধরে' রেখে ভালই করেছো। তবে তাকে এতটা হীন মনে করা তোমার অন্যায় হয়েছে।"

"বেশ ত গো মহৎ সে। তার মাহাত্ম্য না জেনে একটা কথা কয়েছি, তাতে অতবড় দীর্ঘশ্বাস কেন? হেমাকে ত আগলাবার ভার দিয়েছ—"

"তাতে বেশী অন্যায় হয়ে গেছে নির্ম্মলা। বরঞ্চ তাকে না পাঠানোই ছিল ভাল। আমি যে যেতে পারলুম না, তাতে তত দোষ হয় নি। যে

নিশ্চয়ই বুঝেছো আমি চেষ্টা করেও বাড়ী থেকে বেরুতে পারি নি; কিন্তু হেমাকে পাঠাতে সে মনে করতে পারে যে, আমি তাকে বিশ্বাস করি না।"

"তবে তাকে পাঠালে কেন? হেমাকে পাঠাতে আমি ত বলিনি।"

এ কথায় ব্রজেন্দ্রের উত্তর দিবার কিছুই ছিল না। নির্ম্মলা ত তাহাকে যাইতে বলে নাই। শুধু তাই কেন, তার চিঠিখানা ত সে নির্ম্মলাকে একেবারেই গোপন করিয়া পাঠাইয়াছে। তবু সে বলিল— "তুমি যে রকম করতে লাগলে!"

"আমি কি করলুম? ও বুঝেছি—তা আমার কথা শুনেই সে সতীরাণীর সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হয়ে গেল?"

"সন্দেহ হবে কেন!"

"দেখ, লেখাপড়া শিখেও যে মানুষের এত অধঃপতন হ'তে পারে, তা জানতুম না। আমার মনে যা এলো, মুখেও তাই বলেছি, কিন্তু তুমি এমনি পুরুষ, মনের কথা মুখে আনতে ত সাহস করলে না, কাজে দেখালে। আবার এখন তার জন্য আমাকে দোষী করছ। আমার কথায় হেমাকে পাঠাওনি ঠাকুর, সতীরাণীকে এতটুকু বিশ্বাস কর না বলেই পাঠিয়েছ!"

"আমাকে বিশ্রাম করতে দাও।"

"বেশ, আমার কথাতেই যদি হেমাকে পাঠিয়ে থাক, তা হ'লে বল, আমি একখানা ক্ষমাপত্র লিখে সে মাগীর কাছে পাঠিয়ে দিই।"

"কি আপদ, তুমি যে বাহিরের ঝড় ঘরে ঢোকালে দেখছি।"

"তবে আর কি, দুর্গা বলে বাইরের ঝড়ে ঝাঁপ খেয়ে পড়।" বলিয়া নির্ম্মলা চাকরকে উপলক্ষ করিয়া আরও গোটাকতক তীব্র মন্তব্য

স্বামীকে শুনাইয়া দিল। সেই সঙ্গে সে, চারু যে ব্রজেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে অনাথিনী থাকিবে না, একথা দ্বিতীয়বার শুনাইতে কুণ্ঠিত হইল না।

কলহশেষে তার কথার সত্যতার নির্দ্ধারণে হেমার ফিরিবার প্রতীক্ষায় যখন নির্ম্মলা তার রোরুদ্যমানা কন্যাকে শান্ত করিতে নিজের শয্যায় চলিয়া গেল, তখন ব্রজেন্দ্র কতকগুলা ভাবনার আক্রমণের দিঙ্‌নির্ণয় করিতে একান্ত অশক্ত হইয়া, নিরুপায়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

২

স্বামীর প্রতি কঠোর বাক্য আজ যেমন সে প্রয়োগ করিয়াছে, এরূপটি নির্ম্মলা এর পূর্ব্বে আর কখনও করে নাই। করিবার যত প্রকার কারণ থাকিবার থাকিলেও সে করে নাই। স্বামীর প্রতি কঠোর হইবার জন্য দুচার জন সমবেদনাময়ী মহিলা এমন কি তার সৎশাশুড়ী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও সে বরাবর মিষ্ট ব্যবহারেই স্বামীর কার্য্য উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। স্বামীর এই বেশ্যাসক্তির জন্য অন্তর তার সর্ব্বদা অসুখী থাকিত বলিয়া, মুখে যে, সে স্বামীর কাছে ভিখারিণীর মত করুণার আবেদন শুনাইবে, সে মেয়ে নির্ম্মলা আপনাকে কোনও কালে মনে করিতে পারে নাই।

তাহার উপর স্বামীর এই বিষম দোষেও সে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, দোষটা যেন তার দেখিয়াও দেখিত না।

এরূপ করিবার তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। তাহার স্বামী এমন একটা বড় রকমের কুলীন যে, তার একটিমাত্র বিবাহ তখনকার অনেকটা পরিবর্ত্তিত যুগেও তাহার সমাজে অত্যাচার বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কেন না, ব্রজেন্দ্র অন্য দার-পরিগ্রহ করিতে নিরস্ত হওয়ায়

তাহার পাল্‌টি ঘরের মধ্যে দুই চারিটি কন্যার আজীবন কুমারী থাকিবার অবস্থা হইয়াছিল।

তাহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল বিক্রমপুর। ব্রজেন্দ্রের পিতা নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলি বিবাহসূত্রে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। শ্বশুর কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, শিক্ষিত, শেষে তাঁর সাহায্যে হাকিম হইয়াও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া একাধিক বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তাঁর শ্বশুর এরূপ কার্য্যে তাহাকে নিষেধ করিতে সাহস করেন নাই।

কিন্তু ব্রজেন্দ্র আর বিবাহ করে নাই। নির্ম্মলার একাধিকার সুখ ভাঙ্গিয়া দিতে মাঝে মাঝে তাহার উপর সমাজের দিক হইতে এক একটা বেশ প্রবল রকমের আক্রমণ আসিত। তাহার শ্বশুর পর্য্যন্ত দুই একটা আক্রমণে এমন নির্দ্দয়ভাবে যোগ দিয়াছিলেন যে, স্বামীর একমাত্র দৃঢ়তা ভিন্ন কিছুতেই সে সপত্নী-দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা পাইত না।

সুতরাং আগেকার নির্ম্মল-চরিত্র কিন্তু তাহার ভাগ্যদোষে পদস্খলিত স্বামীর এ দোষটাকে নির্ম্মলা ততটা দোষের মধ্যে গণ্য করিত না। তার স্বামী ও কৃতবিদ্য। শুধু তাই নয়, হাইকোর্টের এটর্ণিগিরি করিয়া এত সে অর্থ উপার্জ্জন করে যে, তাহা হইতে বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াও যে টাকা সে নির্ম্মলার হাতে আনিয়া দেয়, তাই যদি সে রাখিতে পারে, তাহা হইলে পুত্র নালুবাবু মূর্খ হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেও, পায়ের উপর পা দিয়া আজীবন বসিয়া খাইতে পারিবে। স্বামী যদি আর দুই একটা বিবাহ করিত এবং তাহাদের প্রত্যেকের পেটে দুই একটি করিয়া ছেলে মেয়ে হইত, তা হইলে নালুবাবুর যা ক্ষতি হইত, নির্ম্মলা বেশ বুঝিয়াছে, স্বামী চাকর মত দু চারিটা রক্ষিতা রাখিলে তার এক আনাও ক্ষতি হইবে না।

স্বামীকে তীব্র তিরস্কার করিয়া নির্ম্মলার চিত্তটা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া

পড়িল। তবে তার দুঃখের মধ্যেও একটা বিষয় আবিষ্কার করিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। তার উপেক্ষার নীরবতা স্বামীকে অনুতপ্ত করিতে এতটা যে শাসন করিয়াছে, তাহা সে আগে বুঝিতে পারে নাই। আজ আত্মহারা ব্রজেন্দ্রকে ঝড়ে ঘর হইতে কিছুতেই বাহির হইতে দিবে না বলিয়া কোমর বাঁধিতে সেটা সে বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, স্বামী তার চরিত্রহীনতার জন্য অনুতপ্ত। তার আর চারুর গৃহে যাইবার ইচ্ছা নাই।

তবে বিনাপরাধে কেমন করিয়া স্বামী চারুকে পরিত্যাগ করিবে? চারুর রূপ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজেন্দ্র নিজেইত উপযাচক হইয়া তাহাকে ধরা দিয়াছে। তাহাকে আয়ত্ত করিতে চারুর কত অবজ্ঞাত প্রেমিকের হা হুতাশ ও অভিশাপের কণ্টকময় বেড়া যে ব্রজেন্দ্রকে ভেদ করিতে হইয়াছে! সে কথা মনে করিলে, চারুর কাছে নির্ম্মলাকেও মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহাকে ত্যাগ করিতে স্বামীকে অনুরোধ করা ত পরের কথা। বিনাপরাধে এখন চারুকে পরিত্যাগ করিলেই বা তাহার স্বামীর মনুষ্যত্ব থাকে কই? স্বামীর সহিত কলহ করিতে গিয়া নির্ম্মলা বুঝিল, সে চারুকে পরিত্যাগ করিতে এখন কেবল তার বিশ্বাসঘাতকতার অপেক্ষা করিতেছে। হেমাকে পাঠাইয়াছে ব্রজেন্দ্র চারুকে আগলাইবার জন্য নহে, আর কেহ লুকাইয়া তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে কি না সেটাও জানিবার জন্য।

স্বামী ঘুমাইয়াছে, কিন্তু নির্ম্মলার ঘুম হইতেছে-না। শয্যায় পড়িয়া হেমার মুখ হইতে একটা সুসংবাদের প্রত্যাশায় সে কেবল দেবতাকে মানত করিতেছে। হেমা ফিরিয়া যেই স্বামীকে বলিবে চারুর ঘরে মানুষ প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে, অমনি সে হেমাকে ভাল রকম বক্‌সিস ত দিবেই, দেবতার জন্যও ষোড়শোপচারের পূজার খরচ

তখনি মাথায় ঠেকাইয়া সে বাহিরের ঝড়ের অবসানে ভিতরকার চিরাবরুদ্ধ ঝড়টাকেও গঙ্গাজলে ডুবাইয়া দেবতার চোখেরও অন্তরাল করিবে।

৩

দুপুর বাজিবার পর সে শুইয়াছে। একটা, দুইটা—ঘড়ী তাহার ঘণ্টা দিয়া নির্ম্মলার অনিদ্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়া গেল। দুইটা হইতে তিনটার মধ্যে এক সময় জাগিয়া থাকিবার বিশেষ চেষ্টাতেও সে একটু ঘুমাইয়া পড়িল। ঘড়ীতে তিনটা বাজিতে তার শেষ শব্দটা পূর্ব্বের শব্দ দুটার মত যেমনি নির্ম্মলার কাণের পাশ দিয়া নিঃশব্দে পলাইবার চেষ্টা করিল, অমনি সে এক চমকেই বিছানার ওপর বসিয়া দেখিল, ঘরের আলোটা নিবিয়া গিয়াছে।

তার চারিদিকে দৃঢ় আবদ্ধ ঘরের জানালা-সার্শির ফাঁকদিয়া ঢুকিয়া বাহিরের ক্ষীণ আর্ত্তনাদকারী ঝঞ্ঝাতরঙ্গ সেফ্‌টিল্যাম্পের আলোক-শিখাটাকে যে খাইয়া ফেলিতে পারে, এটা নির্ম্মলার মনে হইল না। সে বিছানা হইতে উঠিল, সংশয়ত্রস্তপদে স্বামীর পালঙ্কের কাছে উপস্থিত হইল, প্রথমে পাশে দাঁড়াইয়া নিদ্রিতের স্বভাবগভীর শ্বাসশব্দ শুনিতে একটুক্ষণ কান পাতিয়া রহিল। কোনও শব্দ শুনিতে না পাওয়া ঝড়ের দুষ্টামির জন্যও হইতে পারে মনে করিয়া হাত দিয়া বিছানাটা পরীক্ষা করিতে বুঝিল সেখানে স্বামী নাই।

তখন দুই হাত দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া দোরের কাছে উপস্থিত হইতেই সে জানিতে পারিল, বাহির হইতে দ্বারবন্ধ করিয়া স্বামী চলিয়া গিয়াছে। তার যাওয়াটা বেশীক্ষণ না হইলেও নির্ম্মলা এটা বেশ বুঝিল,

চারুর বাড়ীতে যাইবার সমস্ত বিঘ্ন সে যেন সিন্দুকে পুরিয়া তালা বন্ধ করিয়াছে। ঘরের দুই দিকেই দোর, দুই দিকেই প্রশস্ত বারান্দা ছিল। নির্ম্মলা স্বামীর নির্ম্মমতার সুনিশ্চিত একটা পরিমাণ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিল না। এইবারে আবার নিজের শয্যার কাছে আসিল। বিছানার তলা হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া জ্বালিয়া দেখিল, কই স্বামী ত লণ্ঠনটা লইয়া যায় নাই! তখন সেটা জ্বালিয়া সে অন্য দোর খুলিল। খুলিতেই, ঝড়ের তখনও পর্য্যন্ত প্রবল অনুভূতির সঙ্গে স্বামীর মোহজ-বিচেষ্টা কল্পনার সমস্ত তীব্রতা দিয়া সত্যের মতন করিয়া সে গাঁথিয়া ফেলিল। বুঝিল, তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য স্বামী তাকে শেষকালে কেবল কতকগুলা স্তোকবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছে।

এখন সে কি করিবে? অবজ্ঞাতার নৈরাশ্যের ভিতর নিশ্চিহ্ন-নিমজ্জিত, পূর্ব্ব হইতেই তার অবসন্ন চিত্ত লইয়া কিই বা এখন সে করিতে পারে? স্বামী অনেকক্ষণ ঘর ত্যাগ না করিলেও, বাড়ী ছাড়িয়া পথে পড়িবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট। আলোটা নিবিয়া যাইবার কারণও সে কল্পনার সাহায্যে নির্ণয় করিল। আলো থাকিলে পাছে তার চমকা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া, দ্বার খুলিয়া স্বামীর যাইবার মুখে আবার সে তাকে ধরিয়া বসে, তাই তার তন্দ্রার উপরে ঘুমের প্রগাঢ়তা ঢালিবার জন্য, অথবা ঘুম ভাঙ্গিলেও তাহার অনুসরণ পথটা দীর্ঘ করিবার জন্য স্বামী আলো নিবাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সে আবার দোর আঁটিয়া শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু শয়ন করিতে গিয়া আবার উঠিয়া বসিল। অভিমান-ঈর্ষ্যার মধ্য দিয়া পত্নীর যে পতি-অনুরক্তি অতি গোপনে মনকে লুকাইয়া হৃদয়-পথ দিয়া চলাচল করে, তার একটা অঙ্গুলি-পীড়ন নির্ম্মলার শয়ন-চেষ্টাকে কাতর করিয়া দিল।

"বৌদি !"

তার সৎশ্বাশুড়ীর ঘর দিয়া স্বামীর তত্ত্ব লইবার সঙ্কল্পে যেমন সে আবার দোর খুলিবার জন্য খিলটিতে হাত দিয়াছে, অমনি নির্ম্মলা বাহির হইতে দোরের আঘাতের সঙ্গে শুভার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। শুভা তার সৎশ্বাশুড়ীর একমাত্র কন্যা।

নির্ম্মলা দোর খুলিল।

"তুমি কি দোর ধরে' দাঁড়িয়ে ছিলে বৌদি ?"

"ডাকছিস্ কেন ?"

"শীগগির এসো।"

"কোথায় ?"

"দাদাকে ধরতে।"

যেটা সে আপনি আপনি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া সে কাজে নির্ম্মলার প্রবৃত্তি আবার আপনি দমিত হইয়া গেল।

"কেন ?"

"কেন, পরে বলব বৌদি, আগে তুমি তাঁকে ফিরিয়ে আনো।"

"দরকার কি ? আর তোর এ কি রকম আক্কেল শুভা, আইবুড়ো ধেড়ে মেয়ে ভাইকে আগলাতে এতরাত্রি পর্য্যন্ত জেগে রয়েছিস্ !"

"তোমার জন্য বৌদি !"

"আমার জন্য তোর অত মমতার বাড়াবাড়ি করতে হবে না। তোর দাদা কোথায় ?"

"এখনও বাড়ী আছেন—কোচোয়ানকে গাড়ী জুত্‌তে বলেছেন।"

"তুই কি সদর দোর পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়েছিলি নাকি ?" শুভার উত্তর পাওয়ার মুহূর্ত্তের বিলম্বও অসহনীয় বোধে নির্ম্মলা আবার বলিল, "ছি

শুভা, কেউ যদি বাইরের লোক কোথা থেকে অন্ধকারে তোকে একা ঘুরতে দেখতো—”

“মা আমার সঙ্গে আছে।”

“বৌমা।” বলিয়াই শুভার মা নির্ম্মলার কাছে আসিয়া, শুভারই মত, তার স্বামীকে ধরিয়া আনিতে অনুরোধ করিল।

“ধরে’ লাভ কি মা ?’

“লাভালাভ বোঝবার সময় নেই বৌমা, ব্রজেন্দ্র বিভালয়ের দি’য যাচ্ছে।” এই এক কথাতেই সমস্ত বুঝিয়া নির্ম্মলা আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্বামীকে নিরস্ত করিতে ছুটিয়া গেল।

শুভাও সঙ্গে সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, মায়ের নিষেধে যাইতে পারিল না। এই সময় পুঁটিটা কাঁদিয়া উঠিতে, তাহার যাইবারও উপায় রহিল না।

৪

চাকর বিশু, জাতিতে কাহার, বহুদিন হইতে চারুর গৃহে চাকরী করিতেছে। তাহাতে মাহিনা ছাড়া আরও পাঁচরকম উপরি রোজগারে কয়েক বৎসর হইতে এখন সে লুব্ধ হইয়াছে যে, এখন যদি কেহ জুতা মারিয়াও তাহাকে চারুর ঘর হইতে বাহির করিতে যায়, তাহা হইলেও সে তার মনিবনীর চৌকাট ধরিয়া উপুড় হইয়া সেগুলা নিঃশব্দে পৃষ্ঠস্থ করিবে, তবু চৌকাট হইতে হাত ছাড়িবে না। সে চারুর বাবুকে কেবল চারুর জন্যই বুঝে, সুতরাং এই নিমকভোজী-আথাধারী নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধির চাকর যখন তার মনিবনীর কাছে শুনিল যে, বাবু আসিলেও তাহাকে না জানাইয়া যেন সে দোর খুলিয়া না দেয়, তখন

বাবুর চাকর হেমা যে আসিবা মাত্রই বিশুর কাছে দরজা খোলা পাইবে, এটা আমাদের বুঝিতে যাওয়া মস্ত ভুল।

হেমা যখন ঝড়ের উৎপাতে অস্থির হইয়া বারংবার দোরে ঘা দিয়া শীঘ্র তাহা খুলিয়া দিতে বিশুকে হুকুমের উপর হুকুম করিল, বিশু তখন তাহাকে বাহিরেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া তার 'মায়ী'কে খবর দিতে উপরে চলিয়া গেল। সুতরাং বাহিরে দাঁড়াইয়া হেমা যে শুধু 'বিশে'র উপর মর্ম্মান্তিক চটিল এমন নয়, বাবুর বিবির ঘরে যে দোসরা মানুষ প্রবেশ করিয়াছে এ বিষয়েও তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকায়, তাহারও উপরে সে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইল। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিতে লাগিল, সারারাত জলে ভিজিয়া, শীতে জমিয়া যদি সেইখানে আজ তাহাকে মরিতে হয়, তবু সেই উপ-চোরটাকে না ধরিয়া কিছুতেই সে দোর ছাড়িয়া যাইবে না। ঝড় যেমন তাকে মাঝে মাঝে এক একটা সরস রহস্যের ধাক্কা দিতে লাগিল, তার সঙ্কল্পটাও সেই অনুপাতে দমে ভারী হইতে লাগিল।

কিন্তু বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের অধিকার পাইয়া চারুকে মনিবের পত্র দেখাইতে যখন সে তৎকর্ত্তৃক নীত হইয়া সে রাত্রির সেই নবাগত রক্ষকটিকে দেখিল, তখন সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। এযে তার মনিবেরই বাড়ীতে পূজারির কার্য্য করে! ঈর্ষ্যায়, ক্রোধে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু চারু সুষুপ্ত রাখুকে এত সন্তর্পণে একটিবারের মত দেখাইয়া, আবার তাহাকে এমন যত্নে অন্ধকারে ঢাকিয়া হেমার চোখের অন্তরাল করিয়া দিল যে, একান্ত নীরব হওয়া ভিন্ন একটা দীর্ঘশ্বাসেও তখন তার ক্রোধ প্রকাশের উপায় রহিল না।

দেখাইয়া, চারু সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া হেমাকে নিজের ঘরে

লইয়া গেল। সেখানে তার দত্ত চিঠিখানা পড়িয়া প্রত্যুত্তরে একখানা চিঠি লিখিয়া, হাতে দিয়া বাবুকে দিবার জন্য তাহাকে বাড়ী ফিরিতে আদেশ করিল। হেমা সেখানে রাত্রিকালে থাকিবার কথায় বাবুর আদেশ জানাইলে বলিল, থাকিবার তার কোনও প্রয়োজন নাই, যে হেতু তাকে রক্ষা করিতে ভগবান রক্ষক পাঠাইয়াছেন।

বাবুর সেখানে উপস্থিতির কৈফিয়ৎ চারু পরিষ্কাররূপে দিলেও চাকরটা তাকে বিশ্বাস করিতে পারিত না, সুতরাং তাহার এ অর্থশূন্য ভগবানের দয়ার কথা সে একেবারেই বিশ্বাস করিল না। এটাতে, বিশেষতঃ চারুর মমতাশূন্য ব্যবহারে তার দুরভিসন্ধিটাই সে নিশ্চিত ধারণা করিয়া লইল।

বাবুর নিদ্রাও কপট বলিয়া তার বোধ হইল। সেই দুর্য্যোগে বাড়ীতে ফিরা নিতান্ত সহজ না হইলেও, সে মনিবকে এই নিমকহারামীর কথা শুনাইবার জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছে যে, আকাশ তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সেই মুহূর্ত্তেই চারুর ঘর তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। বিশেষতঃ সেই ট্যানাপরা ঠাকুর-পূজা-করা ভিৎভিতে বামুনটার অদ্ভুত সাহস তার ভিতরে ঈর্ষ্যার আগুনটা এমন জাগাইয়া তুলিল যে, বায়ুর সজল ফুৎকারও তাহা নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, কেবল তার হাত পা মুখ চোখ—এমন কি সকল অঙ্গে কতকগুলা ক্রোধের সঞ্চালন যোগ করিল মাত্র।

তবে নীচে আসিয়া, সে দেখিল বিশেটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে এ সুযোগটা ছাড়া কোনও ক্রমে যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। বিশের ঘুমটার সঙ্গে তার দুই একবার পরিচয় হইয়াছিল। বিশু নিজে নিমকহারাম না হইলেও, তার ঘুমটা মাঝে মাঝে নিমকহারামী করিত। যে রাত্রিতে তার কিছু উপরি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিত, সে দিন

ঘুমটা তার বহিঃসংজ্ঞাকে এত জোরে চাপিয়া ধরিত যে, ঢাকের বাদ্য তার কাণের কাছে তাণ্ডবনৃত্য করিলেও, সে বিশুর কাণকে তার অস্তিত্ব জানিতে দিত না।

হেমচন্দ্র এ সুযোগটা ছাড়িতে পারিল না। সে মনে করিল, মনিবকে যদি এই নিমকহারামীর কথা শুনাইতেই হয়, তবে এ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়াই তাহাকে শুনাইয়া দিইনা কেন! সে তখন সদরে যাইবার পথের পার্শ্বে, যেখানে পূর্ব্বে চারু রাখুকে বসাইয়াছিল, সেই শানের উপর অন্ধকারে গা ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

রাখু সিঁড়ির মাথায় চলিষ্ণু অন্ধকাররূপে এই হেমাকেই দেখিতে পাইয়াছিল। হেমচন্দ্র লুকাইয়া লুকাইয়া চারু ও রাখুর সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছে। দেখিয়া উত্তরোত্তর বুকের ভিতর এত ঈর্ষ্যার উত্তাপ সে সঞ্চয় করিয়াছে যে, যখন রাখুকে ঘরের মধ্যে পূরিয়া চারু সন্তর্পণে কপাট বন্ধ করিল, তখন সে দৃশ্য একান্ত অসহ্য জ্বালায় উন্মত্তের মত করিয়া, চারুর বাড়ী হইতে সেই বিষম দুর্য্যোগের ঘনতমসাচ্ছন্ন রাজপথে, তাহাকে গলা টিপিয়া যেন বাহির করিয়া দিল।

যাহা দেখিয়াছে, তাহার সঙ্গে যাহা না দেখিয়াছে কল্পনায় যোগ দিয়া, হেমা তাহার মনিবকে চারু ও রাখুর রাত্রিবিলাসকাহিনী এমন করিয়া শুনাইল যে, ব্রজেন্দ্রের শিক্ষা-সংযতচিত্ত ও প্রতিহিংসার উত্তেজনায় উত্যক্ত হইয়া উঠিল। চারু রাখু উভয়কেই একসঙ্গে হত্যা করিবার জন্য ঈর্ষ্যা-মত্ত ব্রজেন্দ্র যখন নিজের পরিণাম ভাবিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া রিভলবার খুঁজিয়া দিতে হেমাকে জেদের উপর জেদ, শেষে তীব্র ভাষায় গালি দিতেছিল, আর চতুর হেমা সেটাকে আগেই লুকাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার অছিলায় বৈঠকখানা ঘরের সব আসবাব পত্র ওলটপালট করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই শুভা, দাদার অনুসরণে সেখানে

উপস্থিত হইয়া অন্তরাল হইতে সমস্ত কথা গুলা শুনিতে পাইল। শুনিয়াই ভীতি-বিহ্বলা সে মাকে গিয়া সে কথা শুনাইয়া দিল।

৫

অন্ধকারে বিভলবাবের নিষ্ফল অনুসন্ধানে ব্রজেন্দ্রের সাময়িক উত্তেজনা চলিয়া গেল। আবার যখন কোচোয়ান আসিয়া জানাইল, আস্তাবলের সুমুখের রাস্তা জলস্রোতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, গাড়ী লইয়া আসা অসম্ভব, তখন তাহার উত্তেজনার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহাও আর রহিল না।

উত্তেজনান্তে অবসাদে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া কিছুক্ষণের চিন্তায় যখন ব্রজেন্দ্র আপনাকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল, তখন ঘড়ীতে চারটে বাজিয়াছে।

"বিভলবার লুকিয়ে রেখে তুই বন্ধুরই কাজ করেছিস হেমা।"

"সে কি বাবু, একটা কুটীকে মেরে আপনাকে খুনের দায়ে পড়তে দেব ?"

"না যাওয়াটাই ভাল হয়েছে। চোখের উপর দু'টোকে দেখলে হয়ত রাগ সামলাতে না পেরে কিছু একটা ক'রে বসতুম।"

"গেলে বাবু, ঠিক দেখতে পেতেন।"

"হেঁটেই একবার যাব নাকি ?"

"এখন গেলে আর কি দেখা পাবেন বাবু! সে ধূর্ত্ত বামুন এতক্ষণে ঠিক স'রে পড়েছে।"

"আলোটা জ্বালাবার ব্যবস্থা কর দেখি, চিঠি খানাতে কি লিখেছে দেখি!"

"চিঠিখানা ঘরে নিয়ে এস গো, সেই খানেই দেখবে।"

হেমা এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই চোরের মত প্রভুর পশ্চাতে ইজিচেয়ারের অন্তরালে মাথা ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল, আর ব্রজেন্দ্র দোরের ফাঁকের ভিতর দিয়া বিরাট শূন্যের সঙ্গে দেখা করিতে চোখ দু'টাকে কপালের দিকে উঠাইয়া দিল। নির্ম্মলা ত তা হ'লে দোরের আড়াল হইতে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছে!

ঘরের বিপুল নিস্তব্ধতায় নির্ম্মলাও বুঝিল, তাহাদের অতর্কিত আগমনে, স্বামী ও হেমা দুইজনেরই বাকরোধ হইয়া গিয়াছে।

"উঠে এস।"

বাক-নিষ্পত্তি না করিয়া ব্রজেন্দ্র বাহিরে আসিল। হেমাও তার পিছনে বাহিরে আসিল, এবং পুরস্কারের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া, তার প্রভুপত্নীকে শুনাইয়া বলিল—"কিন্তু বাবু, সে বামুন বেটাকে আপনাকে কিছু শিখিয়ে দিতেই হইবে।"

"সে কি আর এ বাড়ীতে আস্‌বে?"

"ঠিক আসবে—আমাকে সে দেখতে পায়নি বাবু।"

"ছুঁচো মেরে আর হাতে গন্ধ ক'রে কি হবে হেমা।"

"কে বামুন?"

নির্ম্মলার এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ব্রজেন্দ্র হেমাকেই বলিতে লাগিল—

"তবে তাকে আর ঠাকুর ছুঁতে দেবো না।"

নির্ম্মলা কে বামুন বুঝিতে পারিয়া বলিল—

"ঠিক হয়েছে—বাবুর যেমন নারায়ণে ভক্তি, তার পূজারিও ত

সেই রকম হওয়া চাই। বামুনের দোষ কি, সে ঠিক কাজই করেছে।”

ব্রজেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু হেমা বলিতে নিরস্ত হইল না। উল্লাসে প্রভুপত্নীকে শুনাইবার ইচ্ছাতেই বলিল—

“সে যা বল, আমি শুনবো না মা। সে বাড়ীতে এলে আমি ত কান ধরে’ তাকে দুচারপাক ঘুরবোই, তাতে যা থাকে অদৃষ্টে। বাবু আপনিত দেখেন নি—বেটা বামুন একবার দেখিনা একখানা গরদ প’রে,—আবার খানিক পরে দেখি, কি বলব মা, বাবু সেই বেটিকে সে দিন যে সেই দেড়শোটাকা খরচ ক’রে চেলি কিনে দিয়েছিলেন—সেইখানা প’রে বরটির মতন না সেজে—উঃ! এখনও পর্য্যন্ত রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে—”

নির্ম্মলা তার কথায় বাধা দিয়া বলিল—

“তা বলে’ বামুনকে মারতে হবে?”

“যে মুটির বাড়ীতে রুলার মারে সে আবার বামুন কি?

“তা হ’লে তোর বাবু কি?”

আরও কিছু এই বেশ্যাগৃহে আহারের ব্যাপার লইয়া স্বামীর সম্বন্ধে নির্ম্মলা বলিতে যাইতেছিল, কথা সংযত করিয়া সে কেবল রাখুর উপর কোনও অসদ্ব্যবহার করিতে হেমাকেই নিষেধ করিল।

“খবরদার, ব্রাহ্মণ বাড়ীতে এলে যেন তাকে একটীও অকথা শুনিয়ো না, একটি তামাসার কথা পর্য্যন্ত কয়ো না—যা কিছু তাকে বলবার আমি বলব!”

বলিয়া, ক্ষুব্ধ নির্ব্বাক স্বামীকে, হাত ধরিয়া, সে ভিতরে লইয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া নির্ম্মলা দেখিল শুভা ঘুমাইয়াছে। তাহাকে তুলিয়া

তার মায়ের ঘরে পাঠাইবার আর প্রয়োজন হইল না দেখিয়া, সে মেঝের এক ধারে সতরঞ্চ পাতিতে পাতিতে স্বামীকে বলিল—

"শুভাই আজ আমাকে রক্ষা করেছে! আমি সেই জন্য ওকে আশীর্ব্বাদ করেছি—তোর সোয়ামী যেন মুখ্‌খু হয়। মুখ্‌খু সোয়ামী যদি তোমার মত ব্যবহার করে, তা হ'লে মুখ্‌খু ব'লে তার আচরণ হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় আছে। তোমাদের বেলায় যে মনকে প্রবোধ দেবার কিছু নেই। নাও, তোমার প্রাণপ্রিয়া চিঠিতে কি লিখেছে পড়, আমি ব'সে ব'সে শুনি।"

"ও কি লিখেছে না প'ড়েই আমি জেনেছি। প'ড়তে হয় তুমিই পড়! আমি শুয়ে পড়ি।"

বলিয়াই চিঠিখানি নির্ম্মলার একরূপ গায়ের উপরেই ফেলিয়া ব্রজেন্দ্র বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

৬

নির্ম্মলা চিঠি পড়িল। একবার—পড়িতে পড়িতে শিহরিল। দুইবার—পড়িতে পড়িতে ধ্যানস্থার মত মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু মুদিত হইল। তিনবার—পড়িবার উদ্যমে বার বার চোখে জল সঞ্চিত হইয়া তাহাকে পড়া শেষ করিতে দিল না।

"ঘুমুলে নাকি গো?"

"না।"

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি, রাত থাকতে থাকতে যে কোনও রকমে সেখানে একবার যাওয়াটা আমার উচিত ছিল। হাতে নাতে হারামজাদীকে ধরতে

সেই পারলেই সুবিধে হ'ত। এর পরে সে কতরকমের ভান করবে, কত দিব্যি গালবে—"

"হাতে নাতে কেমন ক'রে ধরবে?"

"সে বামুনকে ঘরে ঢুকিয়েছে।"

"হেমা দেখেছে?"

"দেখেইত সে পাগলের মত ছুটে এসে আমাকে খবর দিয়েছে।"

"হেমাকে দেখিয়ে বামুনকে সে ঘরে ঢুকিয়েছে নাকি?"

"রাম রাম! তার বাবারও কি সে সাহস হয়! সে ওই চিঠি লিখে হেমার হাতদে আমাকে পাঠিয়েছিল।"

"বুদ্ধিমান হেমা চলে না এসে, আড়ি পেতে পেতে দেখেছে—কেমন?"

প্রশ্নটার অর্থ না বুঝিয়া ব্রজেন্দ্র উত্তর দিল না।

"তুমি মনে করেছ, চিঠি পেয়েই হেমা চলে এসেছে সে বিশ্বাস করেছে?"

"কি রকম? চিঠিতে সে-রকম কিছু সে লিখেছে নাকি?"

"তুমি ত না প'ড়েই চিঠির ভিতর কি লেখা আছে বুঝে নিয়েছ!"

ব্রজেন্দ্র শয্যাত্যাগ করিয়া নির্ম্মলার কাছে আসিল, না বসিয়াই বলিল, "কই চিঠিখানা দেখি।"

নির্ম্মলা চিঠিখানা মুঠার ভিতর পুরিয়া বলিল—"আগে বিশ্বের পরীক্ষা দাও।" ব্রজেন্দ্র তাহার হাত হইতে সেটা লইবার চেষ্টা করিতে সে আরো জোরে চিঠি চাপিয়া বলিল—"উহুঁ, আগে বল—টেনোনা, ছিঁড়ে যাবে—তোমার বোন জেগে উঠবে—মা জানবে—সকাল হয়ে এলো—করকি—ছি!—"

"বেশ, ভিক্ষে দাও।"

"যা পার, আগে একটু বল—নইলে দেবো না।"

"তুমি কি মনে করছ, চিঠি প'ড়েই আমি তাকে খুন করতে ছুটবো?"

"আমি কি মনে করছি তোমাকে বলব কেন? তুমি না প'ড়ে কেমন পণ্ডিত হয়েছ, আমি কেবল সেইটি জানতে চাই।"

কাজেই ব্রজেন্দ্রকে পত্নীর কাছে তার অনুমানের পরীক্ষা দিতে হইল।

"কি আর ছাই লিখবে! তোমার জন্য আশাপথ চেয়েছিলুম, দেরি দেখে ঘর বা'র করছিলুম, হেমার কাছে হঠাৎ তোমার জ্বরের কথা শুনে একেবারে যেন আকাশ থেকে প'ড়ে গেছি। আমার প্রাণের ভিতরে কিযে যাতনা হচ্ছে, তা আর লিখে তোমাকে কি জানাবো—তোমার বিরহে সারা রাত আমি ছটফট করতে রইলুম। সকাল বেলা হেমাকে দিয়ে কেমন থাক যদি লিখে না পাঠাও, তা হ'লে কিছুতেই আমার শান্তি হবে না জেনে রেখো—ইত্যাদি।"

"জ্বর হয়েছে লিখে পাঠিয়েছিলে বুঝি?"

"কি করি, অবস্থা বুঝে এক আধটা ওই রকম করতে হয়—ওকে আইনে মিথ্যা বলে না। সামান্য একটু উত্তেজনাতে শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী হয়, ডাক্তারী আইনে তাকেও জ্বর বলে।"

"তা হ'লে শুভার মুখ্‌খু স্বামী হ'ক এ আশীর্ব্বাদ করে আমি অন্যায় করিনি? তা যা হো'ক, ও সব ত ফাঁকা কথা কইলে, বামুন সম্বন্ধে সে কি লিখেছে অনুমান কর দেখি।"

"পথে আসতে আসতে ঝড়ে প'ড়ে বামুন আশ্রয় চেয়েছে। কি করি—একে ঝড় তাতে, বামুন—থাকতে না দিলে পাপ হয়—"

নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে যোগ দিল,—

"তবে কিনা সে যে সেটা—তুমিত বুঝতেই পারছ—অন্ধকারে চিৎপুর রোড মনে করে'—বোকা বামুন সেটা যে তোমার চারুমতির ঘর তা বুঝতে পারেনি—"

"এইবারে চিঠিখানা দাও।"

নির্ম্মলা হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্কের মত হইয়া গেল। ব্রজেন্দ্র সেটা বুঝিতে পারিল। সে দেখিল, নির্ম্মলার চোখ দু'টা তার চোখের উপর পড়িতে আসিয়া হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া কোন্ শূন্যদেশের প্রান্তে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে আপনার দিক দিয়া স্ত্রীর এই আকস্মিক শূন্য দৃষ্টির হিসাব করিতে গিয়া বলিল—

"তোমার কি আমার কথায় বিশ্বাস হল না নির্ম্মলা ?"

বলিয়া এখন শুধু তার মুক্ত করপত্রের উপর অযত্নে পতিতবৎ পত্রখানাকে তুলিয়া লইল।

"ভয় নেই আমাকে বিশ্বাস কর।"

"তোমাকে বিশ্বাস না করতে পারলেও, ভয় আমার ঘুচে গেছে।"

"শুধু তোমার জন্য নয় নির্ম্মলা, তোমার সেই অসম্ভব রাগ দেখে পুঁটি কেঁদে উঠলো ; কিন্তু নালু চুপ ক'রে কাতরনেত্রে যখন আমার মুখের পানে চাইলে, লজ্জায় ম'রে যাওয়া ব'লে সত্য সত্যই যদি একটা ব্যাপার থাকে, সেই সময় ঠিক যেন আমার তাই হয়েছিল। ছেলে বড় হয়ে উঠলো, বিশ্বাস কর, আর আমার এ রকম লজ্জার ব্যবহার চলবে না। যখন বেরুতে সুবিধা পেয়েছি, তখন তার ফাঁদে আর পা দিচ্ছিনি।"

"তা হ'লে আর ওচিঠি প'ড়ে কাজ নেই।" বলিয়া নির্ম্মলা চিঠিখানা আবার ধরিল।

"একবার চোখ বুলিয়ে যাব মাত্র।"

বলিয়া চিঠিখানা খুলিয়া ব্রজেন্দ্র যেমন আলোর কাছে ধরিয়াছে, অমনি নির্ম্মলা তাহার হাত ধরিয়া, পড়িতে আবার নিষেধ করিল।

"এত ভয় পাচ্ছ কেন?"

"এখন থাক্, ছেলে মেয়ে ওঠবার সময় হ'ল।"

"বেশ তুমি উঠে যাও না।"

"চিঠি তোমার নয়।"

"তবে কার?" বলিয়া চিঠি উল্‌টাইতেই ব্রজেন্দ্র দেখিতে পাইল, শিরোনামায় লেখা শ্রীমতি নির্ম্মলা দেবী, সাবিত্রীচরিতাসু।

এমন চমকিত বুঝি ব্রজেন্দ্র জীবনে হয় নাই। পত্র হাতে ধরিয়া সে বিস্ময়বিস্ফারিতচক্ষে নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল।

"হেমা কি এই চিঠি হাতে ক'রে এনেছে?"

"তা আমি কি ক'রে জানবো? সে তুমি জান।"

"তবে পড়বো না নাকি?'

"সত্যি সত্যিই মেয়েটা উসখুস করছে—পড়তে চাও, হাত মুখ ধুয়ে এর পর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে প'ড়। চিঠি তোমারই—শিরোনামাটা কেবল আমার।" পুঁটি বার দুই পাশমোড়া দিয়া ক্রন্দনের সুর ধরিবার উদ্যোগ করিল।

"আর ব'সে রইলে কেন—উঠে যাও না গো!"

ইহারই মধ্যে চিঠির উপর একবার মাত্র চোখ ফেলিয়াই ব্রজেন্দ্র দুই তিন ছত্র পড়িয়া লইয়াছে।

"আমার নমস্কার জানিবে। পত্র তোমার স্বামীকে লিখিতে গিয়া তোমায় লিখিলাম, অন্ধের চোখের উপর আলো ধরিয়া ফল কি?"

"অন্ধকে তবে আলো দেখাচ্ছ কেন নির্ম্মলা?"

"পড়েছ, তবে পড়—মাগী যেন নভেল লিখেছে।"

পত্র হাতে করিয়া ব্রজেন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেল।

৭

পত্র হাতে বাহিরে আসিয়া ব্রজেন্দ্র হেমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল।—

"এ-পত্র সে কাকে দিতে বলেছে রে?"

"আপনার হাতে দিতে বলেছে।"

"তোর মাকে দিতে বলেনি?"

"মার কথা সে তোলেই নি। কেন, বেটি মার সম্বন্ধে কিছু চিঠিতে লিখেছে নাকি?

"না—আপাততঃ তোর কাজকর্ম্ম যা করবার আছে সেরে নে। হয় ত সেখানে তোকে আর একবার পাঠাবার দরকার হবে।"

মনিবকে তামাক দেওয়া যে প্রথম ও প্রধান কাজ তারই ব্যবস্থা করিতে হেম' চলিয়া যাইতেই, ব্রজেন্দ্র ইজি চেয়ারে শুইয়া চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিল।

"তোমার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ দেখা নাই, তবু তোমাকেই লিখছি। শুনেছিলুম আমাকে দেখতে তোমার ইচ্ছা হ'য়েছিল। তোমার স্বামীর মুখে তোমার গুণের কথা শুনে আমারও তোমাকে দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল।

বিধাতার ইচ্ছায় সেটা ঘটে' ওঠেনি। আর এ চিঠিখানা পড়ে'

বুঝবে, সত্য সত্যই বিধাতার ইচ্ছা ছিল না তোমাতে আমাতে দেখা শুনা হয়। আমি বড় তাড়াতাড়ি যা মনে আসছে লিখছি, কিছু মনে ক'রনা ভাই—কেন তা এখনি বুঝতে পারবে। মনের যে অবস্থায় লিখছি, কেমন করে' কলম ধরেছি এটা ভাবলেও তুমি আশ্চর্য্য না হয়ে থাকতে পারবে না।

"বললে তুমি রাগ করনা, তুমি সাধ্বী, তোমার স্বামীর মুখে শুনেই তোমাকে বলছি, আর তোমার মত সাধ্বীকে ত্যাগ করে' যে পর-দারাসক্ত হতে পারে, আমি নিজে হীন হলেও তাকে বলবার আমার অধিকার আছে ব'লে বলছি। তোমার সেই ঝুটা মাণিকটির জন্য আজ সন্ধেবেলা থেকে আমি এক রকম ঘর-বার করছিলুম, এমন সময় ঝি এসে খবর দিলে চোরটির মত সে সদর দরজার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঝড় আর অন্ধকার। পা টিপেটিপে তাকে ধরতে গিয়ে—এত বড় আশ্চর্য্য কথা তুমি বোধ হয় আর কখনও শোননি, শুনেও হয়ত তুমি প্রত্যয় যাবেনা, তোমার সেই ঝুটা মাণিকটির বদলে দেখি আসল মাণিক আমার পায়ে ঠেকেছে। একথা বেশী বলছি না ভাই, পায়েই ঠেকেছে। বারো বৎসর পরে তার অপমানের যে টুকু বাকি ছিল সেটুকু কড়ায় গণ্ডায় তাকে চুকিয়ে দিয়েছি। হায়! সে যদি আমাকে চিনতে পেরে তার লাথীতে আমার দাঁত কটা ভেঙে আমার লাথীর জবাব দিয়ে চলে যেতো! কিন্তু সে যায়নি। আমি যেতো দিইনি, তার পায়ে ধরে' অনেক করে' ঘরে এনেছি।

"পূর্ব্বের বালক যুবা হয়েছে ;—কি পরিবর্ত্তণ! তবু আমি তাকে দেখামাত্র চিনলুম। কিন্তু সে চিনতে পারলে না। এখনও পারে নি, বুঝি পারবে না। আজ আমার গৃহ-প্রবেশের দিন—সে আজ আমার ঘরে কোন্ বিধাতার কি লিখনে বাবুর হয়ে এসেছে—তার সুমুখে,

সাধ্বী, এক ঘটি জল পর্য্যন্ত ধরতে আমার সাহস হচ্চে না—বুঝি তাও সে খাবে না।

"তোমাব স্বামী আসতে পারেন নি সে একরকম ভালই হয়েছে। হেমাকে ভিতরে আসতে দিয়েছি, তাঁকে দিতুম না। এসে সারারাত তাঁকে আমার সদব দোর আগলে থাকতে হ'ত। এ প্রচণ্ড ঝড় নিজে ওকালতী করলেও আমার ঘবে তাঁর স্থান হ'ত না।

"হেমা তাঁর চিঠি এনে আমাকে দেখিয়েছে। তিনি যা লিখেছেন তার একটিও আমি বিশ্বাস কবিনি। হয় তিনি ঝড়ে আসতে সাহস কবেন নি, নয় তুমি তাঁকে কোনও মতে আসতে দাও নি। না দিয়ে ভালই করেছ। কিছু মনে ক'রনা ভাই, আলাপ পরিচয় যা কিছু কববার তা এই চিঠি দিয়েই করা গেল। কোথায় বুঝি সে পয়সার জন্তে গিয়েছিল, ঘুরে বুঝি ক্লান্ত হয়েছিল, একটু খানি বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হেমাকে দেখিয়েছি!

"সাধ্বী, তোমার শোনা উচিত নয় ব'লে, এ পাপিষ্ঠা কুলত্যাগিনীব কাহিনী তোমাকে শোনালুম না। তবে, যখন ছিল তখন আমার কুল তোমাদেরই মত উজ্জ্বল ছিল। আমার স্বামী তোমাদেবই পালটি ঘর। তবে সে বড় গরীব। কিন্তু আমি? কালই যে স্নুদ আনতে তোমার স্বামীর হাতে পনব হাজাব টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়েছি। আর তার গায়ে যখন পা ঠেকিয়েছি, তখন আমার গায়ে অন্ততঃ ছহাজার টাকার অলঙ্কার।

"ইচ্ছা নয়, এ চিঠি তিনি দেখেন; কেননা কাল তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আমার দরকার—বিশেষ দরকার। তবে যদিই তুমি তাঁকে দেখাও, আর এ চিঠি দেখে যদি এখানে আসতে তাঁর সাহস না হয়, তা হ'লেও আমার মাথায় দিব্যি দিয়ে শেষবারের মত, আমার সঙ্গে এক

বার দেখা ক'রতে ব'ল। তাতেও যদি তিনি আসতে না চান্, তা হ'লে ওই কাগজ কথানা আমাকে ফিরিয়ে দিবার তাঁর আর প্রয়োজন নেই। ওই সমস্ত টাকা, ভাই, আমি নালু বাবুকে দান করলুম। ইতি

শ্রীমতী——

হায়, স্বামীর নামেই অভাগিনীর নাম ছিল।

"পু:—যদি কাউকে এ কথা জানাও একমাত্র তোমার স্বামীকে জানাইতে পার। মাথা খাও, যেন তৃতীয় ব্যক্তি এ কথা জানিতে না পারে। আমি নির্লজ্জ, সুতরাং এ কথা জানিলে আমার আর কি ক্ষতি হবে—শুধু সেই গরীব ব্রাহ্মণটির জন্যই বলছি।"

চিঠিপড়া শেষ করিয়াই ব্রজেন্দ্র চোখ বুজিল, মুক্তদৃষ্টিতে পাছে নিজের মসীরেখাঙ্কিত মুখখানা দৈবযোগে দেখিতে পাইয়া সে শিহরিয়া উঠে। হেমা গড়গড়া লইয়া প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া তাহাকে তদবস্থ দেখিল। মনে করিল, বাবু ঘুমাইয়াছে। সে ডাকিল—"বাবু!"

চোখ বুজিয়াই ব্রজেন্দ্র বলিলেন—"গড়গড়া রেখে দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে আয়।"

ঠিক এমনি সময়ে ঝি সবি সেখানে আসিয়া ব্রজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—

"বাবু! মা জানতে পাঠিয়ে দিলে ভটচাজ্জি মশাই আজও যদি না আসেন, তা হলে নারায়ণ পূজোর কি হ'বে?"

"আমাকেই করতে হবে।"

হেমা আবার বলিল—

"সত্যি সত্যি, তাকে আর ঠাকুর ছুঁতে দেবেন না বাবু?"

ব্রজেন্দ্র উত্তর না দিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল।"

"চোখের উপর যা দেখেছি সব কথা কি আপনাকে বলতে পারি!"

এবারেও মনিবের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না দেখিয়া, কথার উপর একটু অভিনয়ের সুর দিয়া যেমন সে বলিল—

"সেই সোফার উপর দুজনে—কি আপনাকে বলব বাবু—"

"থাম্‌না হারামজাদা, চিঠি লিখতে দে !"

অম্বি ছুটিয়া পলাইল, হেমাও এবার বুঝিল, বাবুর প্রাণে বড়ই দাগা লাগিয়াছে। সুতরাং আর সে কোনও কথা কওয়া ভাল বোধ করিল না, কেননা বলিলেই বাবুর মেজাজ এইরূপ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

ব্রজেন্দ্র লিখিল—"নির্ম্মলা তোমার পত্র আমাকে দেখাইয়াছে। বুঝিলাম, যে কথাগুলা আমার সম্বন্ধে তুমি পত্র লিখিয়াছ, সেগুলা আমাকে বরাবর বলিতে তোমার সঙ্কোচ হওয়ায় তুমি পত্রখানা আমার স্ত্রীর নামে পাঠাইয়াছ। পত্রে আমাকে বেশী কিছু বল নাই, বরং আরও একটু জোর করিয়া আমাকে শঠ প্রবঞ্চক প্রভৃতি দুচারিটি খাঁটি কথা বলিতে পারিলেই ঠিক বলা হইত ! পত্র পড়িয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। শুধু তাই নয় নিজেকে এমনি হীন বোধ হইতেছে যে, তোমার সুমুখে উপস্থিত হওয়া পরের কথা, চিঠি লিখিতেও লজ্জা বোধ করিতেছি। তবু তুমি যখন যাইতে লিখিয়াছ, তখন একবার যাইব। যদি আমার দ্বারা তোমার কোনও কিছু সাহায্য হইবার প্রত্যাশা কর, আমি প্রাণপণে তাহা করিব। আদালতে আজ আমার বিশেষ কাজ আছে। যেরূপ দুর্যোগ এখনও রহিয়াছে, তাহাতে সকাল সকাল আফিসে যাওয়া বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না। আফিস হইতে ফিরিবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করিব।

"পোনেরো হাজার টাকা নালুবাবুকে দিবার প্রয়োজন নাই। বরং তাহা তোমার স্বামীকে দিলে আমি বেশী সুখী হইব।

"আগে তোমার কি নাম ছিল পত্র পড়িয়াও ঠিক্ জানিতে পারিলাম

না বলিয়া শিরোনামা দিলাম না। তোমার স্বামীর নাম ত রাখছবি ? তার কি আর কোনও নাম আছে ?

অনুতপ্ত ব্রজেন্দ্র।"

চিঠি খামে মুড়িয়া হেমার হাতে দিতে গিয়া ব্রজেন্দ্র বলিল—"যদি বামুনকে সেখানে দেখতে পাস, কোনও কথা তাকে বলিসনি।"

"আমার বলবার দরকার কি বাবু।"

"দরকার থাক আর—না থাক্, শোন্ আমি যা বলছি।"

"আমি তার দিকে চেয়েও দেখবো না।"

"চেয়ে দেখবিনি কেন ?"

"কি জানি, দেখলে বাবু, কোন দিক থেকে কার আবার রাগ হবে।"

দুষ্ট ভৃত্যটার কথার ভাবে সত্য সত্যই ব্রজেন্দ্রের ক্রোধ হইল, তথাপি সে আপনাকে যথেষ্ট সংযত করিয়া, চিঠির খামখানা পরীক্ষার ছলে মুখ নামাইয়াই বলিল—"আর কারও হোক না হোক আমার হবে! এমন কি পথে যদি দেখা হয়—"

"মুখ ফিরিয়ে চলে যাব।"

"কথা শেষ করতে যদি না দিস্, জুতো মেরে তোর মুখ ভেঙ্গে দেবো।"

ঠিক এমনি সময়ে নির্ম্মলা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল—"কেন গরীব কি অপরাধ করলে যে, জুতো মেরে তার মুখ ভেঙ্গে দেবে ?"

হেমা বাবুর বাক্যের জুতা ইতিপূর্ব্বে বহুবার খাইয়াছে, সুতরাং সে ইহাতে দুঃখ ক্রোধের কিছুমাত্র নিদর্শন না দেখাইয়া চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজেন্দ্র নির্ম্মলার কথার কোনও উত্তর না দিয়া হেমার হাতে চিঠি দিয়া বলিল—

"যা, এই চিঠিখানা দিয়ে আ'য়। দিয়েই চলে আস্‌বি, দেরি করবিনি।"

নির্ম্মলা বলিল—

"কাকে ?"

হেমা বাবুর মুখের পানে চাহিল। ব্রজেন্দ্রও কিছু অপ্রতিভের মত হইল। সত্যই ত চিঠি যে কাকে দিতে হইবে সে ত এ পর্য্যন্ত হেমাকে বলে নাই।

নির্ম্মলা হেমার হাত হইতে চিঠি লইয়া দেখিল, তাতে শিরোনাম নাই। যদিও চিঠি কার এটা নির্ম্মলা কিংবা হেমা কারও বুঝিতে বাকি ছিল না, তবু নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল—

'এ চিঠি কাকে দিতে যাচ্ছিস্‌রে হেমা ?'

হেমা বলিল—

'বাবু জানে !"

"তোকে এখন চিঠি দিতে হবে না। হালদার বাড়ী গিয়ে ঠাকুর পূজোর একজন বামুন ডেকে আন, যদি ভটচাজ্জিমশাই না আসে, তাহ'লে পূজো হবে না।"

"কেন, সরি তোমাকে গিয়ে কিছু বলেনি ?"

'সরি ত বলেছে। তুমি তোমার মত বলেছ, আমাকে ত আমার মতন করতে হবে। যা হেমা দেরি করিস্‌নি, চিঠি এসে দিলেও চল্‌বে, কিন্তু বামুন না এলে একেবারেই চলবে না, মা ও আমি মুখে জল দিতে পারবো না, বুঝেছিস ?"

হেমা চলিয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র বলিল—"কেন, আমার পূজো কি তোমাদের পছন্দ হবে না ?"

'তুমি পণ্ডিত মানুষ, মন্ত্র তন্ত্র সব জানতে পার, কিন্তু বামুনকে যদি ঠাকুর ছুঁতে দিতে তোমার আপত্তি, তুমি নিজে কোন্ সাহসে ছুঁতে যাও? ঠাকুর কি তোমার বাড়ীর খানসামা না কি? না, পাঁচটা পাশ করে টোরুনি হয়েছ ব'লে তোমার কোন কাজ আটকায় না?"

বলিয়াই নির্ম্মলা খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িতে লাগিল। ব্রজেন্দ্রের কোনও কথার অপেক্ষা করিল না।

"দেখো যেন চিঠিখানা শুদ্ধু ছিঁড়ে ফেলো না।"

নির্ম্মলা চিঠি পড়া শেষ করিয়া বলিল—'তোমার উপর রাগ আর করবো না মনে করেছিলুম, কিন্তু চিঠি প'ড়ে সত্য সত্যই তোমার উপর আবার রাগ হ'ল। তুমি শঠ প্রবঞ্চক হ'লে কিসে? আর সে মাগী তোমাকে ঝুঁটো বলেছে বলেই তুমি ঝুঁটো হ'য়ে গেলে? তাই এ চিঠি সেই বেশ্যা বেটীকে লিখে পাঠাচ্ছ। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই।"

সে চিঠিখানাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

"তা হ'লে চিঠি তাকে দেবো না?"

"চিঠিত দেবেই না, যাবেও না। হ্যাঁ, তবে একখানা চিঠি তাকে লিখতে পার, আর যাব না বলে'। আস্পদ্ধার কথা দেখ একবার! ময়লার হাঁড়ী, বেটী কিনা বলে তোমায় ঝুটো মাণিক। তোমাকে সে লিখতো, আমি না জানতুম, সে হ'ত এক আলাদা কথা। একটু ধুলো কাদা লেগে উজ্জ্বল বস্তু কিছু মলিন হয়েছো,—উজ্জ্বল হ'তে কতক্ষণ! তবে টাকা ক'টার কথা যা লিখেছ, তা ঠিক লিখেছ—রাম রাম! তার দান আমার লালু কেন নিতে যাবে?"

"সেই ভাল, যাবনা ব'লেই একখানা চিঠি লিখে দেবো। এরকম খবর পেয়ে আর সেখানে যাওয়া আমার উচিত হয় না।"

ব্রজেন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

নির্ম্মলা বলিল—

"তবে যদি সে নিজে সাহায্য চাইতে তোমার বাড়ীতে আসে তা হ'লে স্বতন্ত্র কথা !"

"তা কি সে পারবে নির্ম্মলা ?"

"দেখাই যাক্ না। তুমি স্থির থাকতে পারলেই হ'ল।"

"আমি স্থির থাকব, স্থির জেনে রাখ।"

"তবে সকাল সকাল স্নান সের ফেল। রাত্রে ঘুমুতে পারনি, না নাইলে অসুখ করবে !"

অন্যদিন হইলে নির্ম্মলার ছেলে মেয়ে ঘুম হইতে উঠিয়া এতক্ষণ বাড়ীতে কোলাহল তুলিয়া বসিত, আজ এখনও তাহারা উঠে নাই। কিন্তু আর তাদের উঠিতেও বড় বিলম্ব নাই। নির্ম্মলা বাহির বাটীতে আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয় জানিয়া, ব্রজেন্দ্রকে উঠিতে বলিয়া চিঠির ছিন্নাংশগুলা কুড়াইয়া নীরবে ছেঁড়া-কাগজের চুবড়ীর ভিতর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একবার কেবল ব্রজেন্দ্রের গৃহত্যাগের সময় বলিল, তবে চারু তাহার স্বামিসম্বন্ধে যে কথা গোপন রাখিতে বলিয়াছে, তাহা উভয়কেই পালন করিতে হইবে।

ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে যাইবার জন্য ব্রজেন্দ্র সবেমাত্র সিঁড়ির মাথার কাছে উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় হেমা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, পুরুতঠাকুর আসিতেছে। একরূপ মনিব হইয়াও নিতান্ত অপরাধীর মত ব্রজেন্দ্র তাহার বেতনভোগী দরিদ্র রাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইল না। আবার একবার তামাক খাইবার অছিলা করিয়া ত্রস্তপদে সে ঘরে ফিরিয়া আসিল। নির্ম্মলা ঘরটা যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বাহিরে আসিতেছিল। স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—

"ফিরলে যে?"

ব্রজেন্দ্রকে আর উত্তর দিতে হইল না, বাহিরে আসিবার জন্য চৌকাটে পা দিতেই নির্ম্মলা দেখিতে পাইল রাখু সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

১১

চারুর বাড়ী হইতে একেবারে বাসায় না ফিরিয়া রাখু প্রথমে গঙ্গাস্নান সারিয়া লইল। পথের মাঝে মাঝে যেরূপ জল জমিয়াছিল, আর সেজন্য পথ চলায় এমনি অসুবিধা সে বোধ করিতেছিল যে, বরাবর, যাইলে তাহার সেদিন স্নান করিতে আসার সময় থাকিত না। গঙ্গাতীর হইতেও সে একেবারে বাসায় ফিরিল না। নিকটেই ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ী, সে মনে করিল যাইবার পথে তাঁহাদের খবরটা দিয়া যাই, যথাসময়ে পূজার জন্য সেখানে উপস্থিত হইতে না পারিলে পাছে তাঁহারা আজও আসিবার বিষয়ে সন্দেহ করেন।

তখন বেলা প্রায় সাড়ে ছয়টা। বৃষ্টি মাঝে মাঝে পড়িতেছে, মাঝে মাঝে আকাশও পরিষ্কার হইবার ভাব দেখাইতেছে, কিন্তু বাতাস তখনও বেশ প্রবল। সে বাবুর বাড়ীর দোর বন্ধই দেখিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু সদর দরজার কাছে উপস্থিত হইতেই দেখিল, ভৃত্য হেম একটা ছাতা মাথায় দিয়া বাড়ীর বাহির হইতেছে।

বাহির হইতেই তাহার কথা বলিবার সুবিধা হইল বুঝিয়া যেমন রাখু হেমকে সম্বোধন করিবার উদ্যোগ করিল, অমনি সে দেখিল তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র, হেম ছাতা মুড়িয়া চোখের নিমেষে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। যখন রাখু দরজার মুখে উপস্থিত হইল, তখন হেমের অস্তিত্ব চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও দেখিতে পাইল না।

ওরূপ লুকোচুরি ভাবে চাকরটার চলিয়া যাইবার কারণ বুঝিতে না পারিলেও রাখুর কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। কিন্তু চাকর বাড়ীতে রাত্রিবাস সম্বন্ধে হেমের যে উক্তরূপ ব্যবহারের কোন সম্বন্ধ আছে, এটা একেবারেই রাখুর মনে আসিল না। সেতো জানিত না যে, হেমই তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে। সে মনে করিল হয়তো বাড়ীর মেয়েদের কেহ বাহির বাটীতে আসিয়াছে, সেইজন্য হেম তাহাকে সতর্ক করিতে ছুটিয়া গেল। এর পূর্ব্বে এত প্রাতঃকালে সে ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে কখনও পূজা করিতে আসে নাই। অন্য দুই তিন বাড়ীর পূজা সারিয়া সেখানে আটটার পূর্ব্বে কোনদিন সে আসিতে পারে নাই।

অন্য অন্য দিন রাখু বরাবর ভিতর বাড়ীতেই চলিয়া যাইত। আজ আর সে তাহা করিল না, কি জানি কাপড়-কাচা পা-ধোয়া প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া মেয়েরা যদি অসাবধানে থাকে। ভিতর দিয়া যাইতে হইলে কলতলার পাশ দিয়া তাহাকে উপরে উঠিতে হয়। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বহির্বাটীর কোনও স্থানে সে হেমকে দেখিল না।

সে বাহিরের সিঁড়ি দিয়াই উপরে চলিল। কেমন একটা চিন্তা তাহার মনকে ঘেরিয়াছে। সে মাথা হেট করিয়া সিঁড়িতে উঠিতেছিল। শেষ সিঁড়িতে পা দিয়া প্রথমে মাথা তুলিতেই দেখিল, বাড়ীর গিন্নি সিঁড়ির পাশেই বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

গাঙ্গুলি বাড়ীর মেয়েদের আবরু তখনকার কলিকাতার সাধারণ হিন্দু গৃহস্থদের অপেক্ষাও কিছু বেশী ছিল। বাড়ীর-পুরুষদিগেরও, দিবাভাগে গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে গলার সাড়া না দিয়া প্রবেশাধিকার থাকিত না। মেয়েরা কদাচ, বাড়ীতে একেবারে পুরুষ না থাকিলে, বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে আসিত। অধিক কি শুভা, বিবাহযোগ্য বয়স হইবার পর হইতে, আর বাহির বাড়ীতে আসিতে পাইত না।

রাখু সেটা জানিত। সে প্রায় তিনমাস ইহাদের ঘরে ঠাকুর পূজার কাজ করিতেছে। এই তিন মাসে সে দেখিয়া শুনিয়া ইহাদের আবরুর ব্যবহার বুঝিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যিনি এখানে পূজার কাজ করিতেন তিনি বৃদ্ধ, রাখুরই দেশস্থ। শারীরিক পীড়া ও অন্যান্য কারণে তাঁর দেশে যাইবার একান্ত প্রয়োজন হওয়ায় চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান জানিয়া তিনি রাখুকে এখানে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন। নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে, মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কেন না, আবরু একটু বেশী রকম হইলেও, মেয়েরা পুরোহিত অথবা পূজকের সঙ্গে আলাপ ব্যবহারে বিশেষ সঙ্কোচ প্রকাশ করিত না।

রাখু বৃদ্ধের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া এই গৃহে কয়মাস পূজারীর কাজ করিতেছে। সে অতি সঙ্কোচের সহিত বাড়ীতে প্রবেশ করে, আবার সেইরূপ সঙ্কোচেই পূজা সারিয়া চলিয়া যায়। চক্ষু তাহার মেয়েদের মুখের সঙ্গে কচিৎ পরিচিত হইয়াছে। বৃদ্ধের উপদেশ মত সে ব্রজেন্দ্রের বিমাতাকে মা বলে, নির্ম্মলাকে বউমা বলে, শুভাকে কেবল দিদি বলিয়া ডাকিতে পায়।

সুতরাং উপরে উঠিয়াই নির্ম্মলাকে বারান্দা ধরিয়া একটু অসঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া রাখু কিছু অপ্রতিভের মত হইল। তাঁহার মুখের দিকে সহসা দৃষ্টি পড়িতেই বলিবার কথা ঠিক করিতে না পারিয়া, মাথা নামাইয়া আবার সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—

"আপনি এখানে আছেন তা জানতুম্ না।"

নির্ম্মলা অতি শান্তভাবে উত্তর করিল—

"আপনাকে এদিকে আস্‌তে দেখেই আমি দাঁড়িয়েছি। আপনি কি এখনই পূজা কর্‌বেন?"

"পূজার কি আয়োজন হয়েছে ?"

"হয়নি, একটু অপেক্ষা করলেই করে দি'।"

"তা হ'লে আমি আসি।"

"কখন আসবেন ?"

"আসতে একটু বেলা হবে, এই কথাই আমি বল্‌তে এসেছিলুম।"

"তবে একটু অপেক্ষা করুন না।"

"আমি এখনও বাসায় যাইনি। দৈবদুর্ব্বিপাকে কাল আমাকে এক জায়গায় আটকে পড়তে হয়েছিল।"

এ কথাটা যে নির্ম্মলা রাখুর মুখ হইতে এত শীঘ্র শুনিবে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। শুনিবামাত্র তাহার মুখে হাসি আসিল। কোন ক্রমে হাসি সংযত করিয়া সে বলিল—

"আমি মনে করেছিলুম ঝড়ের জন্য কাল আপনি ঠাকুরের শীতল দিতে আস্‌তে পারেন নি।"

"বাসায় থাকলে নিশ্চয় আসতুম।"

সমস্ত জানিয়াও নির্ম্মলা রহস্য করিবার একটু সুবিধা পাইয়া সেটা ছাড়িতে পারিল না। সে ঈষৎ সমবেদনার ভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"তবেত কাল রাত্রিতে আপনার বড় কষ্ট গেছে ?"

"না বউমা, বরং অন্যান্য দিনের চেয়ে কাল অনেক বেশী সুখে ছিলাম।"

"তা হ'লে নারায়ণ বিপদে আপনাকে ভাল আশ্রয়ই দিয়েছিলেন বলুন ?"

রাখু উত্তর করিল না।

"তারা কি ব্রাহ্মণ ?"

"না।"

"কায়স্থ ?"

"না।"

আর এগিয়ে যাওয়া নিতান্ত অন্যায় হয় বুঝিয়া নির্ম্মলা প্রশ্ন করিল —

"আপনার তাহ'লে তো কাল আহার হয়নি।"

"অন্ন হয়নি, তবে ফলমূল মিষ্টান্ন খেয়েছি।"

ঠিক এমনি সময়ে হেমকে ঘর হইতে মুখ বাড়াইতে দেখিয়া ঈষৎ ত্রস্তভাবে রাখু নির্ম্মলাকে বলিল—'বেলা হয়ে যাচ্ছে বউমা, আমি এখন আসি।"

"আসুন।"

কিন্তু রাখু দুই তিনটা সিঁড়ি নামিতেই নির্ম্মলা বলিল—

"একটু দাড়ান।" ঠিক এমনি সময়ে বৃষ্টি আবার বেশ জোরে চাপিয়া আসিল। নির্ম্মলা আবার বলিল—

'আমি শীঘ্র বাড়ীর ভিতর থেকে ফিরে আসছি। আমার না আসা পর্য্যন্ত যাবেন না।'

নির্ম্মলা দ্রুত বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

এইরূপ হঠাৎ দাঁড়াইতে বলিবার কারণটা না বুঝিতে পারিলেও, কতকটা বৃষ্টির জন্য কতকটা তাঁর মান রাখিবার জন্য, রাখু উপরে উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্ম্মলা ফিরিল। তার একহাতে একখানা গরদের ধুতি ও একখানা গরদের চাদর অন্যহাতে একটা ছাতি। নিকটে আনিয়াই সে রাখুকে কাপড়খানা পরিতে বলিল। বলিল—

"ভিজে কাপড় চাদর ছেড়ে ছাতিটা নিয়ে চলে যান।"

রাখু বলিল—

"না বউমা, প্রয়োজন নেই।"

"আপনার নেই, আমার আছে; কাপড়খানায় আলতার রং লেগে আছে। কি জানি কেউ দেখে কি মনে করবে!"

চারুর ঘর হইতে চলিয়া আসিবার ব্যগ্রতায় মূর্খ ব্রাহ্মণ কাপড়খানার অবস্থা পর্য্যন্ত দেখিবার অবকাশ পায় নাই। নির্ম্মলার কথায় এখন কাপড়ের দিকে চাহিয়া সে একরূপ আড়ষ্টের মতই হইয়া গেল। নির্ম্মলা কিন্তু তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় এক মুহূর্ত্তও থাকিতে দিল না। সে বলিল—

"আপনি ঠাকুর, এ নগরের লোক নন, সুতরাং কলিকাতার লোকের স্বভাব আপনি কিছুই জানেন না। আপনার যে ব্যবসা, কাজ কি, লোককে সন্দেহ করতে দেবারই বা দরকার কি? ঐখানে ছেড়ে রেখে যান, আমি কাচিয়ে ঠিক করে রেখে দেবো।"

বলিয়া, নির্ম্মলা রেলিং এর উপর কাপড়, চাদর ও ছাতি রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

রাখু এই সময়ের মধ্যে আর একবার পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিল,—

"আমি কি আবার আসবো?"

"সে কি, এ আপনার ঘর, আপনি আসবেন না কেন? শুধু আসা কি, বলতে ভুলে গিছলুম—আজ এই বাদলে হাত পুড়িয়ে আপনি রেঁধে খাবেন না। ঠাকুরের ভোগ দিয়ে আপনি এই খানেই প্রসাদ পাবেন। আমার নিমন্ত্রণ করা রইল।"

নির্ম্মলা চলিয়া গেল। এক দয়াল হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে না করিতে আর এক দয়ার আয়ত্তে পড়িয়া রাখু গোটা কতক চক্ষুজলে গরদের কাপড়খানা সিঞ্চিত করিয়া লইল। তারপর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ভিজা কাপড় চাদর নির্ম্মলার কথামত সেইখানেই রাখিয়া সেই বৃষ্টিতেই ছাতি খুলিয়া নামিয়া গেল।

এতক্ষণ ব্রজেন্দ্র ঘরের ভিতরে ইজিচেয়ারে ঠেশ দিয়া চোরটির মত চক্ষু মুদিয়া বসিয়াছিল। আর হেমা এক একবার ঘর হইতে উঁকি দিয়া রাখুর চলিয়া যাইবার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইবারে উভয়েই ঘর হইতে বাহির হইল।

হেমা দূর হইতে এক একবার মাত্র ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টি দিয়া কর্ত্তা-ঠাকুরাণীর ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে পারিতেছিল না। এইবারে সে সিঁড়ির কাছে আসিয়া রাখুর পরিত্যক্ত অলক্তক-রঞ্জিত বস্ত্র দেখিল। বামুনের রাত্রি-বাসের সেই অপূর্ব্ব নিদর্শন অতি উল্লাসে সে প্রভুকে দেখাইল। ফলে আবার সে ধমক খাইল। নূতন পূজারী আনিবার কথা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু তাকে বলিল, গিন্নীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া সে যেন আর কোন কিছু না করে। সকল কাজে বাধা পাইয়া হেমা যেন মনমরা হইয়া গেল। রাত্রের ব্যাপার লইয়া প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য সে যে এতটা চেষ্টা করিতে গেল, বোকা প্রভুর জন্য সেটা তার সফল হইল না।

ইহার উপর তার প্রভুপত্নী যখন তাকে শুধু নূতন বামুন আনিতে নিষেধ করিয়া ক্ষান্ত হইল না, রাখুকে বলিতে এমন কি আর কাহারও কাছে পূর্ব্বরাত্রির একটিও কথা কহিতে নিষেধ করিল, তখন তার সমস্ত বুদ্ধি জমাট বাধিয়া তাহাকে একবারে নীরব করিয়া দিল।

ইহার একটু পরেই বিশু আসিয়া ব্রজেন্দ্রকে শুনাইল, তাহার 'মা ভোরবেলায় সেই যে গঙ্গাস্নানের নাম করিয়া বাহির হইয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত বাড়ীতে ফিরে নাই। সে এবং ঝি দুজনেই গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছে, কোনও খোঁজ পায় নাই। এ কথা নির্ম্মলার শুনিতে বিলম্ব হইল না, ব্রজেন্দ্রই কালবিলম্ব না করিয়া কথাটা তাহাকে শুনাইয়া দিল। শুনিয়া যদিও নির্ম্মলা ঠাকুর না আসায়,

নষ্টামির একটা প্রণালী ছাড়া তার বিপদ সম্বন্ধে চিন্তিত হইবার কিছু দেখিল না, তথাপি সে স্বামীকে বলিল—

"এরূপ অবস্থায় সেখানে তোমার একবার যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

বিশুকে আগে পাঠাইয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া ব্রজেন্দ্র চারুর বাড়ী চলিয়া গেল।

১২

দশটা বাজিয়া গেল, তবু ব্রজেন্দ্র ফিরিল না। পূজারী ঠাকুর অন্যান্য দিন ইহার পূর্ব্বে ঠাকুরের পূজা সারিয়া চলিয়া যায়, সেও ত আসিল না। স্বামীর খবর লইতে নির্ম্মলা হেমাকে চারুর বাড়ী পাঠাইয়াছিল, এক ঘণ্টার উপর হইল, সেওত এখনও ফিরিয়া আসিল না।

নির্ম্মলা এইবারে বিশেষরূপ চিন্তিতা হইল। সত্য সত্যই তবে কি সর্ব্বনাশী অনুতাপের জ্বালা সহিতে পারিল না, গঙ্গাজলে প্রাণটা বিসর্জ্জন দিল!

পূর্ব্বে যথার্থই নির্ম্মলার মনে চারুর মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই। সে ভাবিয়াছিল, মনের আবেগে হয়ত মেয়েটা কিছুক্ষণের জন্য কোথাও গিয়া থাকিবে। আবেগটা শান্ত হইলেই আবার সে ফিরিয়া আসিবে। এখন যেন তার মন বলিতেছে, সে আসিবে না।

কিন্তু ভট্টচার্জ্জি মশাই এখনও আসিল না কেন? তাহার না আসিবার একমাত্র কারণ হইতে পারে, পূর্ণপ্রকোপ না থাকিলেও,

অবসানমুখে ঝড়ের এলোমেলো ভাব ও মাঝে মাঝে বৃষ্টি। কিন্তু এ কারণে নির্ম্মলা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। স্বামী ফিরিয়া আসিবার অথবা হেমা সেখান হইতে কোনও সংবাদ আনিবার পূর্ব্বে যদি রাখু ঠাকুরের পূজা ও ভোগ সারিয়া যাইত, তা হ'লে সে যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। ইহার পর পূজার সময়ে যদি তাহার স্বামী অথবা হেমা হঠাৎ সে মেয়েটার মরার খবর লইয়া আসে? মেয়েটা নষ্ট হইলে কি হইবে—সে ভট্‌চাজ্জি মহাশয়ের স্ত্রীত বটে! সে মরিলে তাঁব ত অশৌচ হইবে! সেরূপ অবস্থায় সে রাখুকে কেমন করিয়া ঠাকুর ছুঁইতে দিবে?

এগারটা বাজিতেও যখন কেহ কোনও দিক হইতে আসিল না, তখন পূজার জন্য রাখুর অপেক্ষা করা নির্ম্মলার অসম্ভব হইয়া উঠিল।

তেতলায় ছিল ঠাকুর ঘর, সেইখানে বসিয়া নির্ম্মলা রাখুর অপেক্ষা করিতেছিল। সে ছাদে আসিয়া আলিসা হইতে মুখ বাহির করিয়া ডাকিল—

"সরি।"

"তাকে আমি বাজারে পাঠিয়েছি বৌমা।"

নির্ম্মলা শুধু মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তাহার শাশুড়ী বলিতে লাগিল,—"হেমা বাড়ীতে নাই, হিন্দুস্থানী চাকরটাও আসেনি—তুমি পূজারী ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ ক'রেছ মনে নেই?"

"যথার্থই সে কথা আমার মনে ছিলনাত মা! পাঠিয়ে ভালই করেছ।"

"কিন্তু পূজাত এখনও ঠাকুরের হল না!"

"সেই জন্যই ত সরিকে ডাকছিলুম। ভট্‌চাজ্জি মশায় কেন আস্‌ছেন না জানতে তাকে পাঠাব।"

"ব্রজেন্দ্র কি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে?"

চমকিতার মত নির্ম্মলা প্রতি-প্রশ্ন করিল—

"এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে মা ?"

"সরি বল্‌ছিল।"

"আমি যা শুনলুম না, তা সরি কেমন ক'রে শুন্‌লে? সে কি বল্‌ছিল ?"

"বলছিল, বাবু আর ও বামুনকে ঠাকুর ছুঁতে দেবেন না। তার স্বভাব নাকি ভাল নয়!"

"কই মা, আমিত এ কথা তোমার ছেলের মুখে শুনিনি !"

"স্বভাব যদি ভাল না হয়, তাহ'লে তাকে পূজো করতে দেওয়া ত উচিত নয়।"

"নিশ্চয়। তোমার ছেলে এলে এ কথা তাকে জিজ্ঞাসা করব।"

"ব্রজেন্দ্রই বা আজ এমন দিনে কোথায় বেরুলো বউমা ?"

"একটা বিশেষ জরুরি কাজের জন্য আমিই তাঁকে এক জায়গায় পাঠিয়েছি।"

"পাঠাবার কি আর দিন পেলেনা মা ?"

"তাঁর ফিরতে যে এতটা দেরি হবে, সেটা তখন বুঝতে পারিনি। তাঁকে ডেকে আনতে ক্ষেমা হতভাগাটাকে পাঠালুম, সেও এখনও ফিরছেনা কেন বল্‌তে পারি না।"

"বামুন যদি না আসে, তাহ'লে পূজোর কি হবে ?"

"বামুনের আসা না আসার কথা তোমার ছেলেই যদি জানে, সেই এসে পূজো করবে !"

শ্বাশুড়ী বুঝিল, বউএর একটু রাগ হইয়াছে। সে বলিল—

"ছেলের উপর রাগ করবার কথা কিছুইত নেই মা।"

নির্ম্মলা উত্তর করিল না।

শ্বাশুড়ী তখন কথাগুলা যতটা পারিলার, মিষ্ট করিয়া বলিল-

"রাগ ক'রনা বউমা, ছেলে আমার মূর্খ নয়। তোমার ননদের পানে আর চাওয়া যায় না—বুঝেছ?"

"শুধু ননদ কেন মা, স্বভাব খারাপ হ'লে, আমরাই বা কেমন ক'রে তার সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কব!"

"কলতলায় একখানা কাপড় দেখলুম, সেখানা কার? সরি বললে, ভট্‌চাজ্জি মশা'র।"

"সরি ঠিক বলেছে, সেখানা তাঁরই কাপড়।"

"সেখানায় কি রঙ লেগে রয়েছে দেখলুম।"

"বোধ হচ্ছে আলতা।"

"তুমি দেখছ?"

"দেখেইত তাঁকে সে কাপড় ছাড়িয়ে দিয়েছি।'

"তাতে একখানি আস্ত পায়ের দাগ।"

এ কথায় নির্ম্মলা হাসিয়া ফেলিল।

"মিছে কথা কইনি বউ মা—বিশ্বাস না হয় তুমি দেখে এসো।"

"মিছে কথা কেন হবে মা—আমিও তা দেখেছি।

"তবে?"

ঠিক এই সময়ে শুভা উপরে আসিয়া বলিল—

"সব রঙ উঠিয়ে দিয়েছি বৌদি।"

বলিয়াই সে নির্ম্মলাকে রাখুর কাপড় দেখাইল।

"তাইত রে ধোপানীকে হারিয়ে দিয়েছিস যে। যা ভাই বারান্দার ভিতরে কাপড়খানা শুকুতে দে। ভটচাজ্জি মশাইয়ের যাবার আগে যেন শুকিয়ে যায়।"

শুভা চলিয়া গেল। যতক্ষণ সে ছিল, তার মা শুধু অবাক হইয়া চাহিয়াছিল। চাহিতে চাহিতে তার মুখখানা রাগে রাঙা হইয়া

উঠিল। নির্ম্মলা তার মুখখানা দেখিল, তাহাকে লুকাইয়া একটু হাসিল।

কন্যা চলিয়া গেলে, যখন তার মা নির্ম্মলার দিকে ফিরিল, তখনও তার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

"কি মা, তোমার মেয়েকে দিয়ে ওই কাপড় কাচিয়েছি ব'লে কি তোমার রাগ হ'ল?"

"আমার রাগে কার কি এসে যায় মা! আমি তোমাদের আশ্রয়ে আছি।"

"এইটেই যে রাগের কথা হল মা—আমি জানতুম, আমরা, তোমার ছেলে, মেয়ে, নাতী, নাতনী—সব তোমারই আশ্রয়ে আছি।"

এমন মনুষ্যত্ব হীনতা শুভার মায়ের ছিল না যে, এরূপ কথাতেও তার মুখ প্রফুল্ল না হয়। শুধু তার মুখ প্রফুল্ল হইল না, তার চোখের কোণে জল আসিল। বলিল—

"আমিও মা ব্রজেন্দ্রকে যে পেটে ধরিনি, এ একদিনের জন্যও মনে করতে পারিনি, মিছে কইব কেন, রাগ আমার হয়েছিল। বোকা মেয়ে আইবুড়ো ননদকে দিয়ে– "

"আমি নিজেই কাচছিলুম মা, আবাগী পায়ে এমন রং লাগিয়েছে, কোনও মতে তুলতে পারছিলুম না দেখে, তোমার মেয়ে উপরপড়া হয়ে কেড়ে নিলে।"

"আবাগী কে?"

"গরীব ব্রাহ্মণের উপর তার অত্যাচারের যেটুকু বাকী ছিল, আবাগী তার কাপড়ের উপর দেখিয়েছে!"

"আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না বউমা, আবাগী কে?"

আবাগীর পরিচয় দিবার একটা সুবিধা নির্ম্মলার ঘটিয়াছিল, কিন্তু

বলিবার মুখে তার এমন একটা সঙ্কোচ আসিল যে, কিছুতেই কথা তার মুখ হইতে বাহির হইল না। এদিকে তার শাশুড়ী সাগ্রহ দৃষ্টিতে উত্তরের প্রতীক্ষায় তার মুখের পানে চাহিয়া। কি করে, নির্ম্মলাকে বলিতে হইল, সে চরণচিহ্নটির অধিকারিণীর কথা—

"মা! সেটি তোমার ছেলের সো-রাণীর।"

অতি বিস্ময়ে নির্ম্মলার চোখের উপর বিস্ফারিত দৃষ্টি রাখিয়া 'মা' বলিয়া উঠিল—

"বলিস কি গো! ব্রজেন্দ্র কি হবে বামুনকেই খুন করতে বন্দুক নিয়ে যাচ্ছিল?"

এ কথার উত্তর নির্ম্মলা দিতে না দিতে নীচে হইতে এক কণ্ঠস্বরে উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

"ঠাকুর মা কোথায় গো!"

কথা শুনিয়াই নির্ম্মলা বুঝিল, স্বামী নিরীহ ব্রাহ্মণের উপর ঈর্ষায় একটা অকার্য্য করিয়া বসিয়াছে। তার মুখ দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া গেল। শুভার মা বুঝিল, সে চরিত্রহীন বামুনটাকে সত্য সত্যই ব্রজেন্দ্র আর ঠাকুর ছুঁইতে দিবে না।

কুতূহলীর মুখ লইয়া সে সম্বোধনকারীর উপরে আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

উভয়েই বুঝিল, কে আজ পূজা করিতে আসিতেছে।

তাহার নাম মধুসূদন। যজমানেরা বলিত 'মধুঠাকুর'। রাখুর পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে সে পূজারীর কার্য্য করিত। পূজার পদ্ধতি ভাল জানিত না, আর মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়া, ব্রজেন্দ্র রাখুকে তাহার স্থানে ঠাকুর পূজার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিল। উভয়েই বুঝিল, সেই মধুই পূজারির কাজে পুনর্নিযুক্ত হইয়াছে।

কিয়ংক্ষণ নীরব থাকিবার পর মধুর সিঁড়িতে উঠার শব্দ সেই নির্ম্মলার কাণে গেল, অমনি সে আপনাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া শাশুড়ীকে বলিল— মা। আর বিলম্ব না ক'রে তুমি ঠাকুরের ভোগ নিয়ে এসো।'

প্রকৃতিস্থ বলিলাম কেন, এই ক্ষণমাত্র সময়ের মধ্যে এতগুলা চিন্তা একসঙ্গে তার মনকে আক্রমণ করিয়াছিল যে, সেই ক্ষুদ্র পল টুকুর মধ্যে সে আপনাকে একবারে ভুলিয়াই গিয়াছিল।

"যাও মা, আর দাঁড়িয়ো না।"

"তাইত, ব্যাপারটা কি বউ মা।

"আর ব্যাপার বোঝবার সময় নেই মা, বুঝ্‌তে পারছি, ঠাকুরের অদৃষ্ট আজ উপবাস আছে, তবু তাঁর সুমুখে অন্নপাত্রত একবার ধরতে হ'বে।

বলিয়া নির্ম্মলা ঠাকুর ঘর চলিল।

১৩

ভেতালায় আসিবার দ্বারে পৌঁছিয়াই, শুভর মাকে দূর হইতে যেমন দেখা, মধু বলিয়া উঠিল—

"কি গো ঠাকুর মা, কেমন আছেন ?"

হারানো চাকরির পুনঃ প্রাপ্তির উল্লাস- ঠাকুরমার কাছে আসিয়া কথা কহিতে মধুর দেরি সহিল না। তার উল্লাসের উচ্চারিত কথা নির্ম্মলা অতি দূর হইতেও শুনিতে পাইল। শুনিয়া একবার সে মুখ ফিরাইল মাত্র, নিজে আর ফিরিল না।

শুভার মা সেটা দেখিল। তার কৌতূহল-রঞ্জিত দৃষ্টি সেই সঙ্গে সপত্নী-পুত্র-বধূর মুখে এমন একটা বিবর্ণতা দেখিতে পাইল যে, নির্ম্মলার অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত শুভার মা চোখকে আর মধুর দিকে ফিরাইতে পারিল না।

"কি ঠাকুর মা, কথা শুনতে পেলেন না?"

"এ ও, মধু!"

"সেই মুখপুড়ী মধু। কেমন আছেন?"

শুভার মা উত্তর দিল না। সে মধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"দেখে আশ্চর্য্য হবারই কথা ঠাকুর মা।"

"তুমি যে আজ পূজো করতে এলে?"

"আমারে আসতে হ'ল। নারায়ণ ত আর মন্তর চান না, বুজরুকিও চান না—চান শুধু ভক্তি। তাই আবার মুখপুড়ী মধুকে টেনে দিলেন।"

"ও ঠাকুর কি আর আসবে না?"

"আবার! কর্ত্তা মশাই তাকে গলায় হাত দিয়ে বাসা থেকে বার ক'রে দিয়েছেন।"

তাহারা অনেক পূজারি এক বড় পূজারির আশ্রয়ে বাস করিত। বজেন্দ্র প্রভৃতি বহু গৃহস্থ তাহারই যজমান। একা বড়লোকের গৃহে পূজা করা অসম্ভব বলিয়া চারি পাঁচজন ব্রাহ্মণ যুবককে সে পূজার জন্য নিযুক্ত রাখিত। রাখু তাহাদেরই মধ্যে একজন। বৃদ্ধকে তাহারা 'কর্ত্তামশাই' বলিত। তাহারা কর্ত্তামশায়েরই সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাকিত। যে যেখানে পূজার সামগ্রী চাল, কলা, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন পাইত, সমস্তই কর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইত। সেই সব আতপ তণ্ডুল হইতেই তাহাদের মধ্যাহ্নের আহার চলিত।

'কর্ত্তামশায়কে শুভার মা'র বুঝিতে বাকি ছিল না। এটাও

বুঝিতে তার বাকি রহিল না, ব্রজেন্দ্রের রক্ষিতার ঘরে ওই মুখচোরা ভিজে বিড়ালের মত বামুনটা ঝড়ের সমস্ত রাতটা যাপন করিয়াছে।

তথাপি, যেন কিছুই জানে না, এমনিভাবে বিস্মিতার মত শুভার মা প্রশ্ন করিল—"কেন মধু?"

"আপনার আর সে কথা শুনে কাজ নেই ঠাকুর মা! সে অতি কুৎসিৎ কথা।" তারপর বলিবে না করিয়া, শুভার মার শুনিবার আগ্রহে রাখুর চরিত্রগত এত কুৎসা মধুঠাকুর তাহাকে শুনাইয়া দিল যে, শুভার মা'র পিপাসু কর্ণও রাখুর ততটা নিন্দা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। 'রাখু চিরটা কাল যাত্রার দলে ঢোল পিটিয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়াছে। তার স্ত্রী স্বামীর চরিত্র দোষের জন্য জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কুলীন হইলেও এই চালচুলা না থাকায় চরিত্রহীনটাকে আর কেহ কন্যাদানে সাহসী হয় নাই। স্বভাবের দোষের জন্য, যে মামার বাড়ীতে সে আজন্ম মানুষ হইয়াছে, সেখানেও আর তার স্থান নাই। তার মামী—রাখুর মামার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—হতভাগাটাকে বাড়ীতে রাখিতে সাহস করে নাই। পেটের দায়ে কলিকাতায় আসিয়া ভাল মানুষটি সাজিয়া বোকা কর্ত্তামশায়ের চোখে সে ধূলা দিয়াছিল। 'বাবু' নিতান্ত সরল, মা, ঠাকুর মা—ইহারা ত মাটীর মানুষ—ইহাদের যে সে ধূর্ত্ত সহজে ভুলাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু সাধু সাজিলে কি হইবে, স্বভাব ত আর পরিচ্ছদে ঢাকা পড়ে না! ডুব দিয়ে জল খাওয়া ত চিরদিন চলে না, বাছাধন পূর্ব্বরাত্রিতে একটা 'নটীর' ঘরে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছেন।'—সমস্ত কথা বিনাইয়া বিনাইয়া মধু শুভার মাকে শুনাইল।

তবে কে যে সে কথা প্রকাশ করিল, একথা মধুসূদন হিসাব করিয়া

বলিতে পারিল না। কিন্তু ধরা পড়াটা যে ঠিক্, একথা সে শালগ্রাম ছুঁইয়া হলফ্ করিয়া বলিতে প্রস্তুত ছিল।

সে রকম অসৎ স্বভাবের লোক দিয়া ত আর ব্রজেন্দ্র বাবুর মত মহৎ লোকের বাড়ীতে পূজার কাজ চলিতে পারে না, তাই 'ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা' বিপত্তির মধুসূদনকে আবার সেখানে আসিতে হইয়াছে।

আরও কতক্ষণ তাহারা কথা কহিত ঠিক ছিল না, কেননা উভয়েই যে যার কর্ত্তব্য ভুলিয়াছিল, যদি না নির্ম্মলা মধুর ঠাকুরঘরে প্রবেশের অযথা বিলম্ব দেখিয়া সেখানে উপস্থিত হইত।

তাহাদের উভয়কেই দু'একটা মিষ্ট তিরস্কার করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও নির্ম্মলা তাহাদিগকে কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার না বলা, কিছু না বলার অপেক্ষা অধিক তিরস্কারের কাজ করিল। দুইজনেই অপ্রতিভের মত ক্ষণেক নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু শুভার মা যখন দেখিল, কোনও কথা না কহিয়া, তাহার সপত্নী-পুত্রবধূ চলিয়া যায়, তখন তাহাকে শুনাইয়া মধুকে বলিল—"যাও মধু, বউমা পূজোর আয়োজন ক'রে এসেছে; বাবু তোমাকে যখন আস্‌তে বলেছেন, তখন তোমার অপরাধ কি।"

"বাবু আসতে না ব'লে পাঠালে আসব কেন ঠাকুর মা!"

উভয়ে উভয়দিকে চলিয়া গেল।

ঠাকুরের অন্নভোগ শুভার মা রাঁধিত এবং ভোগের পর প্রসাদ গ্রহণ করিত। ব্রাহ্মণ-গৃহের বিধবা সে, অন্যের সে অন্ন স্পর্শের অধিকার ছিল না। থাকিলে, নির্ম্মলা নিজেই তাহা ঠাকুর ঘরে বহন করিয়া লইয়া যাইত। ওই মিথ্যাবাদী বামুনটার মুখ হইতে রাখুঠাকুরের নিন্দা শুনিতে শাশুড়ীর অমন আগ্রহ দেখিয়া তাহারও উপরে তার এখন রাগ

হইয়াছিল। মধু কি বলিয়াছে যদিও সে শুনে নাই, কিন্তু রাখুর চরিত্র সম্বন্ধে সে যে অনেক কথা বলিয়াছে, ইহাতে নির্ম্মলার সন্দেহ মাত্র ছিল না। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, রাখু পূজা করিতে আসুক আর নাই আসুক, ও বামুনকে ত সে কখনই পূজারি নিযুক্ত হইতে দিবে না।

অনেকক্ষণ পুঁটিকে সে কোলে করিতে পারে নাই আর এক ঝিয়ের কোলে দিয়া তাহাকে বেড়াইতে পাঠাইয়াছে। রাখুকে দেখিবার ব্যাকুলতায় নির্ম্মলা সর্ব্ব নিয়ম ভুলে সদরে বাহির হইবার দোরে উপস্থিত হইয়াই যেন ডাকিল 'ঝি', অমনি পিছন দিক হইতে শুভা তাহাকে ডাকিয়া উঠিল—"বৌদি!"

নির্ম্মলা পিছন ফিরিয়াই দেখিল—শুভা।

"কি রে ?"

"পুরুত মশাই চ'লে যাচ্ছেন কেন ?"

কে পুরুত নির্ম্মলার বুঝিতে বাকি রহিল না। নির্ম্মলা দেখিল, শুভার একহাতে ছাতি, অন্য হাতে গরদের কাপড়।

"চ'লে গেলেন!"

"বোধ হয় গেছেন। আমার হাতে এই দু'টো দিয়ে বললেন, 'তোমার বউদি'কে দিও'। আর ব'ল আমার এখানে খেতে আসা হবে না, আজই আমি দেশে যাব।"

"তিনি চ'লে গেলেন কি না একবার দেখে আসবি শুভা ?"

"বাইরে যাব ?"

"তুই যা, কেউ কিছু বলে, জবাবদিহি আমার।"

শুভা চলিল, একটু দ্রুতই চলিল। নির্ম্মলা আবার তাকে বলিল—"দেখতে পাস্ ডেকে আনবি, আমার নাম ক'রে।"

১৪

মধু যতটা বলিল, ততটা না হইলেও রাখুর ভাগ্যে কর্ত্তামশায়ের প্রতিবন্ধকটা বড় কম হয় নাই।

নির্ম্মলার নিকট হইতে কাপড় ও ছাতি লইয়া প্রথমে সে অপরাপর রাজনানদের বাড়ী পূজা সারিতে চলিয়া গেল। নির্ম্মলা দেবীর নিমন্ত্রণে যখন সে না বলিতে পারিল না, তখন সে স্থির করিল, সব কাজ শেষ করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাইবে এবং পূজাশেষে ঠাকুরের ভোগ দিয়া নিমন্ত্রণ সারিয়া বাসায় ফিরিবে। সেখানে কর্ত্তামশাইকে ঠাকুর-পূজার জন্য অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়া সে কলিকাতা, বোধ হয় চিরদিনের জন্যই, ত্যাগ করিল। সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও, রাখুচারু চারুরাখু এই ভাবটা এমন একটা উন্মত্ত-করা ছায়াভাবে তাহাকে অভিভূত করিয়াছে যে, দেশে ফিরিয়া কিছুকাল নির্জ্জনে চক্ষুজল না ফেলিতে পারিলে, সে যেন পূর্ব্বরাত্রির সেই স্বপ্নকথা স্মৃতি হইতে মুছিতে পারিবে না। কলিকাতায় থাকিলে, তাহার পা দু'টা হয়ত কোনদিন তাহার অন্যমনস্কতায়, তাহাকে চারুর বাড়ীতে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আবার যাইলে আর কি সে পূর্ব্বরাত্রির সে-জীবনের সেই অভিনব-আস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবে? চারুর সে সজল বিলোল দৃষ্টির ভিতর দিয়া তার সেই বিহ্বলকণ্ঠের ঝঙ্কৃত মধুগীতির আবেদন—আনন্দের পূর্ণভাবে আর কি তার সমস্ত হৃদয়টাকে একটা অপূর্ব্ব উল্লাসকর পীড়নে চাপিয়া ধরিবে! তার প্রাণটা কেবল বলিতেছে চারু রাখু হো'ক। কিন্তু তা হওয়ার সম্ভাবনা সে যে কল্পনার কোনও দিক দিয়া অনুমান করিতে পারিতেছে

না! রাখু চারু হো'ক একথা কিন্তু মনের একটা কোণ হইতেও সে উচ্চারিত করিতে পারিল না। গৃহস্থ-কন্যা, বিশেষতঃ বঙ্গ পল্লীর দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুল মনে এমন হীনব্যবসায় অবলম্বন করিতে কেমন করিয়া এই এতবড় জনাকীর্ণ সহরের ভিতর আসিবে? যদিই বা এ অসম্ভব সম্ভব হয়, তা সেটা তার স্বামীর কি অপরাধে হইবে? রাখু চারু একথা মনে মনে উচ্চারণ করিতে গিয়াও মৃত্যু নিজে আসিয়া যেন তার গলাটা চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করিল।

সে স্থির করিল, পূজাকার্য্যে ইস্তফা দিয়া শুধু সে দেশে ফিরিবে না, ফিরিয়া বিবাহ করিবে। সে দরিদ্র হইলেও বড় কুলীন। তাহাকে ঘর জামাই করিবার জন্য ইহার পূর্ব্বে অনেক স্থান হইতে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল—সে রাজী হয় নাই। সে পল্লীগ্রামে বসিয়া বসিয়া অনেক ঘর-জামা'য়ের দুর্দ্দশা দেখিয়াছিল। শুধু তাই নয়, ঘর-জামা'য়ের পুত্র হওয়ার সে নিজে লাঞ্ছনা, মামীর নিকট হইতে ব্যবহার পাইয়া সে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল। সেই জন্য এতকাল সে বিবাহ করে নাই, গান বাজনার চর্চায় এতকাল মনটাকে সংসার হইতে সে উদাস করিয়া রাখিয়াছিল।

এতদিন পরে আবার তাহার বিবাহে ইচ্ছা হইল। বিবাহের ফল যাই হ'ক, না করিলে চারুর স্মৃতিবিস্মরণের দায় হইতে কিছুতেই সে নিষ্কৃতি পাইবে না।

সে ঝড়বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া, এখানে সেখানে পা ফেলিয়া কোনও রকমে যজমানদের বাড়ীর পূজা সারিতে ব্রজেন্দ্রের বাড়ী হইতে বাহির হইল। এক ব্রজেন্দ্র বাবু ছাড়া অপর সকল যজমানদের পূজা করিয়া সে একবার বাসায় ফিরিতেছিল। তখনও মাঝে মাঝে বৃষ্টি। ছাতি লইয়াও সে পরিধেয় বস্ত্রকে ভিজা হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। সুতরাং সে-কাপড় পরিবর্ত্তনেরও তার প্রয়োজন হইয়াছিল।

বাসাবাড়ীর দ্বারমুখে যেই সে প্রবেশ করিবে, অমনি সে দেখিতে পাইল, হেম বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইতেছে। তাহাকে দেখিয়াই হেম খানিকটা সঙ্কুচিতের ভাব দেখাইল। বাখু সেটা লক্ষ্য করিল। ব্রজসুন্দরবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময়েও সে আর একবার হেমার এইরূপ ভাবের মত একটা ভাব দেখিয়াছিল। কিন্তু সঙ্কোচের কোনও কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"পূজার তাগিদ করতে এসেছ নাকি হেমচন্দ্র ?"

হেমচন্দ্র অর্দ্ধোচ্চারিতস্বরে উত্তর করিল,—"হুঁ।"

"বাড়ীতে গিয়া তোমার মাকে বল, আমি যত শীঘ্র পারি যাচ্ছি।"

হেম এ কথার কোনও উত্তর দিতে না দিতে, পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল—"আর তোমাকে সেখানে যেতে হবে না।"

হেমার পশ্চাতে কিছু দূরে বাখু প্রশ্ন-কর্ত্তাকে দেখিতে পাইল। সে রাজানশায়ের ঝি। নামে ঝি হইলেও কার্য্যে সে এক রকম বাসার কর্ত্রীই ছিল। যে সকল ব্রাহ্মণসন্তান সেখানে থাকিয়া পূজাদির কার্য করিত, তাহাদের অধিকাংশই তাহাকে মাসী বলিয়া ডাকিত। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক-দের মধ্যে যাহারা এই দাসীর সহিত কোনও সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করে নাই, বাখু তাহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু সে তাহাকে যে নামে সম্বোধন করিত, স্বয়ং কর্ত্তামশাইও একদিনের জন্য তাহাকে সে কথা বলিতে সাহসী হয় নাই। বাখু তাহাকে বলিত ঝি, কর্ত্তামশাই দিবসের অধিকাংশ সময় বলিত 'ওগো'। নিতান্ত দূরে থাকিলে কিম্বা চোখের অন্তরাল হইলে কখন কখন নাম ধরিয়া তাহাকে যেন আপ্যায়িত করিত। অবশ্য অনেকেই এই সম্বোধন বাক্যের ভিতর দিয়া কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে এই পরিচারিকার একটা সম্বন্ধের আভাষ দেখিতে পাইত। দেখিলেও সে কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না।

তার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রাখু ভিতরে আর হেমা বাহিরে চলিয়া আসিল।

রাখু ঝিকে বলিল—

"একবারে, না আজ ?"

ঝি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল—

"বোধ হয়।"

"কি বোধ হয় ঝি,—আর কি আমাকে কোনও দিন ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ী যেতে হবে না ?"

"বোধ হয়।"

শুনিয়া রাখুর মুখখানা সহসা মলিন হইয়া গেল, অথচ নিজে সে ঝিয়ের উত্তরের কোনও অর্থ বুঝিতে পারিল না।

ঝি তার মুখ দেখিয়া হাসিল। বলিল—

"কেন যেতে হবে না বুঝতে পেরেছ ঠাকুর ?"

"বুঝতে পারিনি ঝি !"

"খুব ন্যাকামি জান ত দেখছি। কাল কোথায় রাত কাটিয়েছ মনে নেই ?"

রাখুর মুখ দেখিতে দেখিতে আরক্তিম হইল।

"মনে পড়েছে ?"

ঝি হাসির তরঙ্গ রোধ করিতে পারিল না। এইরূপ বিদ্রূপ হাসি রাখুকে যেন আরও অপ্রতিভ করিয়া দিল।

ঝি বলিতে লাগিল—

"ভিজে বেরালটির মত থাক, ওমা, তোমার ভেতরে এত ছিল !"

রাখু এখনও কোন উত্তর দিতে পারিল না, কোনও কথা সে খুঁজিয়া

পাইতেছিল না। একবার অন্যমনস্কের মত পিছনে চাহিতেই দেখিল, ক্ষেমা আড়ি পাতিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছে।

বাপুর সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই ক্ষেমা সন্ত্রস্তের মত সরিয়া গেল।

তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছে না দেখিয়া, কথায় এইবারে অনেকটা করুণার সুর বাঁধিয়া ঝি বলিল—

"গরীবের ছেলে, দু'পয়সা রোজগার করতে কলকেতায় এসেছ, এমন বোকামিও করে! কলকেতা সহর—আমোদ করবার কি আর জায়গা ছিল না, তাই বেছে বেছে বাবুর মেয়েমানুষটির ঘরেই ঢুকেছ তার

বাপু এইবারে বুঝিল—পূর্ব্বরাত্রির কথা তার মনে পড়িল—সে পথে ব্রজেন্দ্র বাবুরই রক্ষিতার গৃহে আশ্রয় পাইয়া সারারাত পরমানন্দে তা অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে।

"তুমি কি মনে করেছ ঝি?' স্ত্রীলোকের

সে বয়সে, হাসিকে যতটা কোমল, মধুর করিবার করিয়া হাসি-অশ্রুর করিল— আকাশ

"আমি ত যা মনে করবার করেইছি, আর পাঁচজনে আরও কত কি মনে করেছে, যারা তোমার কীর্ত্তিকলাপ দেখেছে।"

বাপুর মাথাটা অবনত হইল। সেই ঝঞ্ঝা-গত ঘনতমসাবৃত রাত্রি চারুর সঙ্গে তার মধুর মিলনের এত সাক্ষী উপস্থিত হইয়াছিল?

ঝি তার অবস্থা দেখিয়া কতকটা ক্ষুণ্ণ হইল। বাপুকে আশ্বস্ত করিতে সে বলিল—

"যা হ'য়ে গেছে, তার জন্য ভেবে ত কোনও ফল নেই। কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে দেখা কর। বুড়ো যা বলবে সব কথা কাণে তুলোনা। আমি এখুনি ফিরে আসছি। এসে যা বলতে কইতে হয়, আমিই বলব, তুমি কোনও উত্তর ক'র না।"

বলিয়াই ঝি চলিল। চলিতে চলিতে একবার মুখ ফিরাইয়া যখন সে দেখিল, রাখু পাথরের মূর্ত্তির মত ভূমির উপরে নিরর্থক দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া এখনও সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে, তখন নারীসুলভ স্নেহোচ্ছল কথায় তাহাকে বলিয়া উঠিল—

"পুরুষমানুষ, কিসের লজ্জা এত তোমার? যাও, বুড়োর সঙ্গে দেখা কর। আর না পার, আমার ফিরে আসার অপেক্ষা কর। ব্রজেন্দ্র-বাবুর বাড়ী আর যেতে না চাও, কলকেতায় কি আর পূজো করবার বাড়ী নেই। তবে বাবুর সঙ্গে তোমার দেখা করবার প্রয়োজন নেই।

"বো লা বিছানায় গড়াগড়ি দেখে রাগে সে একেবারে আগুন হ'য়ে

শুনিয় তুমি গরীবের ছেলে, সে বড়লোক। টাট্‌কা রাগ, হঠাৎ

ঝিয়ের উত্ত মান ক'রে বসতে পারে।"

ঝি ত ও দুই চারিটা আশ্বাসের কথা তাহাকে শুনাইয়া ঝি চলিয়া

"বে খা হেঁট করিয়া রাখু ব্রজেন্দ্র সম্বন্ধেই চিন্তা করিতেছিল। ঝির মুখে ব্রজেন্দ্রের নাম সেটা আরও প্রখর করিয়া তুলিল। সে মনে করিতেছিল, ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে একবার দেখা করিবে, তাহাকে সমস্ত ঘটনার কথা সরলভাবে বলিবে। কলিকাতা ত্যাগ ত সে করিবেই—চোরের মত ত্যাগ করিবে কেন? ঝির কথায় বুঝিল, বাবু সঙ্গে দেখা করায় অপমান ভিন্ন তার অন্য লাভ ঘটিবে না। চরিত্রগত দুর্ব্বলতায় বাবু ত সরল চোখে তার নিষ্কলঙ্ক মুখের পানে চাহিতে পারিবে না। লালসা-কোলাহলে বধির কর্ণ মুখের সত্য কথাগুলা ত ব্রজেন্দ্রের হৃদয়ের কাছে উপস্থিত করিবে না; হলফ করিয়াও যদি সে বাবুকে রাতে যা যা ঘটিয়াছে, শুনাইয়া দেয়, এ মর্ম্মাহত শক্তিমান ধনী ত তার একটা কথাও বিশ্বাস করিবে না।

ব্রজেন্দ্রের ক্রোধের মাত্রাটা অনুমান করিতে গিয়া রাখু শিহরিয়া উঠিল। তার বেশ বোধ হইল, এখন অদৃষ্টে যাই থাকুক, চারুর ঘরে এই বাবুর চোখে না ফেলিয়া ভগবান তাহাকে বেশ্যা-গৃহে অপঘাত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভ্রমটাও সে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিল, কি একটা অশুভক্ষণে স্মৃতির মোহে চারুকে রাখীর মত দেখিয়া আত্মহারা সে এমন একটা কাজ করিয়াছে যে, এতদিনের দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতরেও যে মূল্যবান বস্তুটি কাল পর্য্যন্ত কেহ তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে পারে নাই, আজ তাহা, সেই তার চির-নির্ম্মল চরিত্র-খ্যাতি সহসা কর্দ্দমসিক্ত হইয়া কলিকাতার পথে পথে লোকের পদদলনে মথিত হইয়া চলিয়াছে। তার নিষ্কলঙ্কতা বুঝাইবার কোনও উপায় না দেখিতে পাইয়া সে চক্ষু মুদিল।

মুদিবার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখের ভিতরে ফুটিয়া উঠিল, দীপালোকের শত স্বর্ণ রশ্মির তারে-গাঁথা সেই অপূর্ব্ব গানের আধার চারুর হাসি-অশ্রুর প্রয়াগ-সঙ্গম মুখশ্রী। একটি পলক-ব্যাপী রূপের ইঙ্গিতে যেন আকাশ হইতে মর্ম্মবেদনা মাখিয়া সে তাহাকে শুনাইতে বলিয়া উঠিল—

"ওগো, আমাকে ভেঙে দিয়ো না।"

সে স্থির করিল, ভাগ্যে যাহাই থাকুক, কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে নগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে একবার সে দেখা করিবে।

কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে দেখা হইতেই, রাখুর যথেষ্টই তিরস্কার ভাগ্যে ঘটিল। ঘটিল তার অনেক সম-কর্ম্মীর সম্মুখে। তাহারাও বৃদ্ধের তিরস্কারের সঙ্গে দুই একটা টিট্‌কারীর কথা যোগ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিল না। যে ভয়ে রাখু চারুর দত্ত পট্টবস্ত্র পরিয়া তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারে নাই, তাহাও সে এড়াইতে পারিল না—বাড়ীওয়ালার ঘরের মেয়েরা, গৃহিণী হইতে ছোট ছোট মেয়ে, বউ

পর্য্যন্ত রাখুর রাত্রি-বিলাস কথা শুনিতে অন্দরের দুয়ারে আসিয়া কবাটের ফাঁকে ফাঁকে চোখ দিয়া দাঁড়াইল।

সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া রাখু আপনার যা কিছু সব লইয়া ক্রুদ্ধ কর্ত্তার নির্দ্দেশ মত বাসা পরিত্যাগ করিল।

১৫

ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া রাখু যখন বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, তখন যেদিক দিয়া প্রতিদিন ঠাকুর পূজা করিতে যাইত, সেই পথ ধরিয়া সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে মেয়েদের মধ্যে কাহাকেও সে দেখিলে পাইল না। বাধ্য হইয়া তাহাকে উপরে উঠিতে হইল।

যে সময় নির্ম্মলা ও শুভার মা'র মধ্যে তার সম্বন্ধেই কথা বার্ত্তা হইতেছিল, তখন ত্রিতলে উঠিতে রাখুর মাত্র পাঁচ ছয়টা সিঁড়ি বাকি। দৈব-নির্ব্বন্ধে সে সেই কথাগুলা শুনিতে পাইল। শুনিবামাত্র তার মনে হঠাৎ কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তার সহসাকম্পিত পদদ্বয় আর তাকে উপরে উঠিবার সাহায্য করিল না। ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের সাহসও সে হারাইল।

অতি সন্তর্পণে নামিয়া আসিতে যেমন সে সর্ব্বনিম্ন সোপানে পা দিয়াছে, অমনি সে দেখিতে পাইল, আধমুক্ত বক্ষ দুই হাতে ঢাকিয়া শুভা তাহাকে দেখিয়া পলাইতেছে। শুভা কলতলা হইতে স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছিল। রাখু বুঝিল, চোরের মত চলিয়া আসা কাজটা তার বড়ই অন্যায় হইয়াছে। নহিলে তার পদশব্দে বালিকা নিজেকে সাবধান করিতে পারিত।

এখন আর সে ভুল সংশোধনের উপায় নাই বুঝিয়া পলায়নপর বালিকাকে সে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"দিদি! তোমার বৌদি' এই কাপড় ছাতি আমাকে আজ ব্যবহার করিতে দিয়েছিলেন, এইখানে রেখে যাচ্ছি, তুমি তাঁকে দিয়ো।"

ইহার মধ্যে শুভা কাপড় ঠিক করিয়া লইয়াছে। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল—

"আপনি আজ পূজো করবেন না?"

"না।"

"কেন?"

"সেটা তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা ক'র!"

"বৌদি যে আপনাকে আজ নিমন্ত্রণ ক'রেছেন!"

"আমি থাকতে পারব না। আজই আমাকে দেশে ফিরতে হবে। খেতে গেলে গাড়ী পাব না। তোমার বৌদি'কে ব'ল।"

উত্তরের আর অপেক্ষা না করিয়া রাখু একবারে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিল।

যদি সেই সময় হঠাৎ বৃষ্টির একটা বড় রকমের ঝোঁক না আসিত আর বুঝি নির্ম্মলার সঙ্গে তার দেখা হইত না। বাহির দরজায় দাঁড়াইয়া সে ক্ষণেকের জন্য বৃষ্টির বেগ হ্রাসের অপেক্ষা করিল। তাহার নিজের একটা ছাতি ছিল, কিন্তু তাহা এমন জীর্ণ ও এত স্থানে ছিন্ন যে, সেই ধারাবর্ষণে সেটা তাহার বিশেষ কিছু উপকারে আসিত না। যদিও ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে আর মুহূর্ত্তও থাকিতে তার ইচ্ছা ছিল না, মানুষের মজ্জাগত আত্মরক্ষার অভিলাষ আরও কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে সদর দরজায় ধরিয়া রাখিল।

যতই রাখু ধীর হউক, শুভার মা'র মুখের কথা শুনিয়া, এক

মুহূর্ত্তেই সে বাড়ীর সকলের উপরেই তাহার কেমন একটা বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল। সে সেই দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিল, যদি ইহার পর কখনও কোনও কালে ইহারা তার নির্দ্দোষিতা বুঝিয়া অনুতপ্ত হয়, তথাপি আর সে এ বাড়ীতে পূজারির কাজ করিবে না। ইহাদের শত অনুরোধে জল গ্রহণ পর্য্যন্ত করিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে রাখুর কেমন একটা তন্ময়তা আসিল। তাহার পল্লীগত আজীবনের দারিদ্র্য কতকগুলা অভিমান সেই তন্ময়তায় প্রবিষ্ট করাইয়া তার দেহটাকে পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করিয়া দিল। সহসা তার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত একদিকে বিক্ষিপ্ত হইল। অমনি পশ্চাতে এক মৃদু আর্ত্তনাদ। তার বজ্রমুষ্টি এক অতি কোমল দেহে আঘাত করিয়াছে।

অতি বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া যাহা সে দেখিল, তাহাতে তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া গেল। শুভা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইতে অশক্ত, একবারে বসিয়া পড়িয়াছে। রাখু দেখিল, তার অঙ্গুলি ভেদিয়া রক্ত ঝরিতেছে।

"আমি একি সর্ব্বনাশ করলুম!"

"কিছুই করেন নি!" বলিয়া নির্ম্মলা অন্তরাল হইতে ছুটিয়া আসিল এবং সত্বর শুভাকে উঠাইয়া তাহাকে বুকের কাছে তুলিয়া ধরিল।

রাখু প্রাণহীনের মত দাঁড়াইয়া রহিল!

নির্ম্মলা বসনাঞ্চলে শুভার মুখ মুছাইতে মুছাইতে রাখুর চোখে সমবেদনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিল—

"আপনি কিছু মনে করবেন না। যা কিছু ঘটেছে সব আমার দোষে। আমি অভাগী যদি আপনাকে দূর হইতে ডাকিতাম! আপনি আজ যেতে পাবেন না। আমি কোনও মতে আপনাকে যেতে দেব না।"

ঠিক এমনি সময়ে, কি ঘটিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া বারান্দার দিক হইতে নালু বাবু ছুটিয়া আসিল। সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে নির্ম্মলা তাহাকে বলিল—

"ভট্টাচার্জ্জি মশাইকে তোর পড়বার ঘরে নিয়ে যা। খবরদার ওঁকে যেন চ'লে যেতে দিস্‌নি।"

বলিয়াই নির্ম্মলা শুভাকে লইয়া চলিয়া গেল।

অন্দরের দোর দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে সে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল, নালু বাবু এক হাতে বুচকি, অন্য হাতে রাখুর হাত ধরিয়া তাহাকে বারান্দায় তুলিতেছে।

১৬

চারুর চিঠিখানা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যসত্যই ব্রজেন্দ্রের সদ্‌বুদ্ধি জাগিয়াছিল, কিন্তু গঙ্গাস্নানের নামে ঘর হইতে বাহির হইয়া তখনও পর্য্যন্ত তার ফিরে না আসার সংবাদ তাহাকে কতকটা হতবুদ্ধি করিয়া দিল। বিশুর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়াও, চারুর গঙ্গাস্নানে যাওয়ার কথাটাই ধারণা করিতে তার মনের ভিতরে কতকগুলি পরস্পর বিরোধী সংশয় সহসা প্রবিষ্ট হইয়া তার বুদ্ধিকে এমন জটিল করিয়া তুলিল যে প্রথমে সে সংবাদটাকে কোনও মতে সত্যের পার্শ্বে বসাইতে পারিল না। অথচ মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করাইতেও তাহারা তাহাকে কোনও কল্পনা নির্দ্দেশের ইঙ্গিত করিল না। ... দেখিয়া

দুই একটা বড় পার্ব্বণ ছাড়া, যতদিন চারু তা...

একদিনের জন্যও তাহাকে সে গঙ্গাস্নানে যাইতে দেয়ই নবাগত বাদকের একদিন সে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, ব্রজেন্দ্রের অনুমতিক্রমে তোর বোনের সঙ্গে

এবং গিয়াছিল ব্রজেন্দ্রেরই গাড়ী করিয়া। দূরস্থ নদীতীরে কোনও দিন তার জ্ঞানতঃ চারু পদব্রজে যায় নাই। গঙ্গাস্নানে যাইতে কখনো যে চারুর আগ্রহ ছিল, তাহাও ত একদিনের জন্য ব্রজেন্দ্র বুঝিতে পারে নাই! চারুর স্নানে বিলাস ছিল, খরচ ছিল।

সুতরাং বাছিয়া বাছিয়া ঠিক ঐরকম দিনে তার গঙ্গায় যাওয়া এবং ফিরে না আসা—এই দুইটি অদ্ভুত ব্যাপার রহস্যের আকারে তার বুদ্ধিটাকে যে সংশয়কলুষিত করিবে, ইহাতে বিচিত্রতা কিছু ছিল না। তথাপি সদ্বুদ্ধি তখন ও পর্য্যন্ত তার হৃদয়ের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া শত সংশয়ের আক্রমণ হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিল।

মনে মনে এটা ত সে স্থির করিয়াই ছিল, চারুর চিঠি, বামুনের সঙ্গে রাত্রিবাস, হেমার মুখ হইতে শুনা সমস্ত ঘটনা, চারুর স্নানে যাওয়া ও ফিরে না আসা—এ সকলের সঙ্গে যত কিছু রহস্যই জড়িত থাকুক না কেন, এখন হইতে চরিত্রে আর কখন সে অসংযত হইবে না। আর যদি সত্যসত্যই চারু গঙ্গায় ডুবিয়া থাকে এবং সে নিশ্চিত বুঝিতে পারে, ওই পূজারি বামুন তার হতভাগ্য স্বামী, তাহা হইলে চারুর সম্পত্তিতে তাহাকে অধিকারী করিতে তার সমস্ত এটর্ণী-বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগে সে কুণ্ঠিত হইবে না। অন্ততঃ যতটা পারে ব্রাহ্মণকে পাওয়াইয়া চিরদিনের জন্য মনকে সে অনুশোচনা হইতে নিষ্কৃতি দিবে।

চারুর চিন্তায় ব্যাকুল হইতে গিয়া ব্রজেন্দ্র শেষে তার বিষয় সমবেদনারর চিন্তাকেই একটু গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বসিল।

"আপাস স্থির করিল, চারুর অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ বাহির হইতে না দোষে। আফান সম্পত্তি লইয়া একটি গণ্ডগোল বাধিবেই, কোম্পানীর আপনি আজ বেক্তো আর হাতছাড়া করিবে না। দ্বিতীয়তঃ, নূতন স্লেতে দেব না।" নও পর্য্যন্ত যখন তাহার আফিস হইতে আনা হয়

নাই, তখন সেটাকে সম্পূর্ণভাবেই আয়ত্ত করিতে হইবে। তারপর অবশিষ্ট সম্পত্তি। তখনকার মত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিবার যতপ্রকার উপায় হইতে পারে স্থির করিয়া ব্রজেন্দ্র চারুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

কিন্তু চারুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যেমন সে চারু ও রাখুর পূর্ব্বরাত্রির মিলন-নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিল, অমনি তার ঈর্ষাকুঞ্চিত দৃষ্টি তার মনে একটা বিষম ক্রোধের ভাব প্রবেশ করাইয়া তার সমস্ত সদ্‌বুদ্ধিকে কুক্ষিগত করিবার জন্য অগণ্য বাহু দিয়া যেন আঁকড়িয়া ধরিল। যদি একটু শিক্ষার কোমলতা এবং মর্য্যাদার অভিমান সান্ত্বনার অভাবে তার ক্ষুব্ধচিত্তকে অনেকটা শান্ত না করিত, তাহা হইলে নিশাশেষে হেমার মুখ হইতে ঘটনা শুনিয়া বিভলভার লইয়া সে যে 'অভিনব করিতে' বসিয়াছিল, রাখুকে নিকটে পাইলে অথবা চারু উপস্থিত দেখিলে সেই প্রকারের একটা অভিনয় না দে[illegible] ক্ষান্ত হইতে পারিত না।

দেখামাত্র সে প্রথমটা প্রকৃতি হারার মত হইল। সো[illegible] সাজানো বাঁয়া, তবলা, হারমোনিয়ম উভয়ে উভয়ের সম্মুখে রাখি[illegible] ও চারু যেরূপ মুখামুখী বসিয়াছিল, সেইরূপ ভাবেই পড়িয়াছিল। [illegible]র নীচে খোল, দাঁড়া আবসীর তলায় অযত্নরক্ষিত বুরুষ চিরুণী, ঘরের প্রায় একরূপ মধ্যেই রাখুর ভুক্তাবশেষ বুকে লইয়া শ্বেতপাথরের থালাবাটি। এই সকল দেখিয়া এবং তাহাদের সাহায্যে চারুর ও রাখুর অবস্থান কল্পনা করিতে গিয়া সে পূর্ব্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা যেন প্রত্যক্ষের মত দেখিয়া ফেলিল।

সে যেন দেখিল, গায়িকা চারুর বিলোল দৃষ্টি এই নবাগত বাদকের চতুর কটাক্ষের সঙ্গে গাঁথিয়া গিয়াছে। তার বাজানোর বোলের সঙ্গে

নাচিতে নাচিতে চারুর সেই অপার্থিব সুরতরঙ্গ অবলম্বন করিয়া, লালসার পর লালসা তার মুখে, চোখে, অধরে, নিশ্বাসে পাগলের মত জড়াইয়া ঘরের বাতাসকে এমন কি সমস্ত বস্তুগুলাকে পর্য্যন্ত পাগল করিয়াছে। সকলেই যখন পাগল হইয়াছিল, তখন ওই ভিখারী বামুন—ওই চাঁদ-হাতে-করা বামন—ওই কি একাই কেবল স্থির ছিল?

প্রশ্নটা মনে উঠিতেই ব্রজেন্দ্র নিজেই তার যথাযোগ্য উত্তর আপনাকে শুনাইয়া বাস্তবিকই কিছুক্ষণের জন্য ক্রোধে প্রকৃতি-হারার মত হইয়া উঠিল। পূর্ণ তিন বৎসর ধরিয়া সে যে চারুর একরূপ পূজা করিয়াছে। অর্থের পর অর্থ তার পায়ে ঢালিয়া, অলঙ্কারের পর অলঙ্কারে তার অঙ্গ সাজাইয়া, তাহার শান্ত সুশীলা স্ত্রী আজিও পর্য্যন্ত যে আদর তার কাছে পায় নাই, তার শতগুণ আদর আপ্যায়ন, ইষ্টদেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলির মত চারুর শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে সে যে উপঢৌকন দিয়াছে। এতেও কেন, এখনশী বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ইতস্ততঃ করিল না।

যদি সত্যসত্যরূপে মিথ্যা মনে করিতে সাহস না হইলেও চারুব চিঠির অনেক ওই পূজারি ব্রজেন্দ্রের বিষম সন্দেহ হইল। তার গঙ্গায় ডুবিয়া মরাটা তাহাকে মুহূর্তেই মনে আনিতে পারিল না। রাত্রির ক্রিয়াকলাপ সমস্তই মিথ্যা হইয়াছে জানিয়া বিশ্বাসঘাতিনী বাড়ীর আশে পাশে কোনও স্থানে গা ঢাকা দিয়া আছে। কোথায় আছে, ঝি চাকর দুজনেই, অন্ততঃ ঝি নিশ্চয়ই জানে।

তথ্য বাহির করিবার নানারূপ চেষ্টা যখন ব্রজেন্দ্রের ব্যর্থ হইল, তখন সে উভয়কে যত পারিল তিরস্কার করিল এবং যখন তাহাদের নির্দ্দোষিতার হাজার রকমের কৈফিয়তে তার কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল, তখন সে মনে মনে স্থির করিল, চারুকে যে কোনও উপায়ে জব্দ করিতে হইবে। নহিলে কি হঠাৎ একটা দৃষ্টির নেশায় পড়িয়া পাপিষ্ঠা ব্রজেন্দ্র দত্ত

সুতরাং আগে হইতেই মোহগ্রস্ত প্রভুকে কথায় উত্তেজিত করিতে তার বিলম্ব হইল না। সেই উত্তেজনার মুখে ব্রজেন্দ্র তাহাকে বলিয়া দিল, বামুন যাতে তার বাড়ীর ঠাকুর আর স্পর্শ না করে তার ব্যবস্থা করিতে।

চারু মরিয়াছে এবং বাচিয়াছে এই দুইটা অনুমানের ভিতরে ব্রজেন্দ্র যত পারিল চিন্তার একটা অভঙ্গ স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। যখন তার মনে হইল চারু বাচিয়া আছে তখন সে ঘরের ফরাসের উপর চিন্তাচঞ্চল মস্তক লইয়া বহুবার পাদচারণ করিল। যখন সে বুঝিল মরিয়াছে, তখন তার চিন্তানত মাথা চারুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি গুলা অতি সহজে যাহাতে হস্তান্তরিত করিতে পারা যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইল।

চারু মরিয়াছে ইহা নিশ্চিত না বুঝিয়া ও যথাকর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিয়া যখন ব্রজেন্দ্র বাড়ীতে ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইতেছে।

১৭

শুভার রক্তাক্ত মুখখানা লইয়া যদি নির্ম্মলা তাহাকে তার মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করিত, তা হইলে বোধ হয় শুভার মা চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু বুদ্ধিমতী নির্ম্মলা তাহা না করিয়া প্রথমেই তাহাকে কলতলায় লইয়া গেল। সেখানে সযত্নে তার নাক, মুখ, এমন কি সর্ব্বাঙ্গ ধুইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া দিল। তার শাশুড়ী তখন মধুঠাকুরের সাহায্য করিতে ঠাকুরঘরে ছিল। অবকাশ পাইয়া নির্ম্মলা শুভাকে তার মায়ের ঘরে লইয়া শয্যায় শয়ন করাইল।

বলিয়া দিল, তার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কিছুতেই যেন সে শয্যাত্যাগ না করে। তারপর নালুকে ডাক্তার আনিতে উপদেশ দিয়া ঠাকুরঘরে শাশুড়ীর সহিত দেখা করিতে চলিয়া গেল। নাক মুখ ধোয়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তপড়া একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। তবু ডাক্তারকে শুভার নাকের অবস্থা না দেখাইয়া নির্ম্মলা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। নিজের বুদ্ধির দোষে শাশুড়ী কিম্বা স্বামীর কাছে তিরস্কৃত হইতে নির্ম্মলার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহার বড়ই ভয় হইয়াছে, তার অপরাধে ইহারা নিরপরাধ ব্রাহ্মণের উপর পাছে কটুক্তি প্রয়োগ করে।

নালুকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়া নির্ম্মলা 'মা'য়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। শুভার মা ঠাকুরসেবাকার্য্যে মধুর সাহায্য করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না, সে কৌতূহলী হইয়া তাহার মুখ হইতে রাখুর রাত্রিবাস-কাহিনী শুনিতেছিল।

নির্ম্মলা যখন সে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাড়াইল, তখনও মধুসূদনের কাহিনী বলা শেষ হয় নাই। অন্যসময় হইলে মধুকে সে তিরস্কার করিত, কেন না, ওই প্রগল্‌ভতা দোষের জন্যই নির্ম্মলা তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিল।

এই তিরস্কারের ভিতর দিয়া নির্ম্মলা তাহার বুদ্ধিহীনা শাশুড়ীকেও দুইকথা শুনাইতে ছাড়িত না। শুভার মা তাহার প্রায় সমবয়সী। ঠাকুরঘরে বসিয়া বামুনের সঙ্গে এতক্ষণ ধরিয়া তার গল্পকরা নির্ম্মলার বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হইল। তথাপি সে কোনও কিছু না বলিয়া কেবল ডাকিল—

"মা।"

ঘরের ভিতর শুটি ছিল, মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিতেই সে বাহিরে ছুটিয়া

আসিল। শুভার মা শশব্যস্তার মত দাঁড়াইল, আর মধুঠাকুর বড়্ বড়্ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঘন ঘন ঘন্টাধ্বনি করিতে লাগিল।

পুঁটিকে কোলে তুলিয়া নির্ম্মলা আবার ডাকিল—

"মা।"

শুভার মা একান্তই অপ্রতিভের মত বাহিরে আসিয়াই বলিয়া উঠিল—"ব্রজেন্দ্র ও বামুনকে ছাড়িয়ে দিয়েছে শুনে প্রথমটা আমার মনে সত্যি-সত্যিই কষ্ট হয়েছিল বৌমা, কিন্তু মধুর মুখে শুনে বুঝলুম, ছেলে আমার ভালই করেছে। ওর অশেষ গুন, মদ পর্য্যন্ত খাওয়া আছে। বাসায় যখন আসে, তখনও পর্য্যন্ত তার মুখ থেকে ভব্‌ভব্ করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল। ও-রকম লোককে গেরস্ত-বাড়ীর চৌকাটে মাথা পর্য্যন্ত গলাতে দেওয়া উচিত নয়।"

এসব কথার কোনও উত্তর না দিয়া নির্ম্মলা বলিল—"পূজোর সাজ গোছ সব হয়ে গেছে?

শুভার মা বলিল—"শুধু নৈবিদ্যিটে সাজিয়ে দিলেই হয়।"

"সে ওই বামুনকেই ক'রে নিতে বল। ব'লে আমার সঙ্গে এস।"

"কোথায়?"

"তোমার ঘরে।"

নির্ম্মলার কথার ভাবটা ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া শুভার মা একটু যেন ভীতার মত বলিয়া উঠিল—

"কেন বল দেখি।"

"তোমার মেয়ে আজ মরতে মরতে বেঁচে গেছে।"

"বলকি!"

"দেখ্‌বে এস।"

ব্যাকুলার মত শুভার মা নির্ম্মলার অনুসরণ করিল। চলিতে চলিতে এক বার জিজ্ঞাসা করিল—

"কি হয়েছে বুঝতে পারছি না যে বৌমা!"

"সেই মাতাল বামুন ঘুসী মেরে তার নাক ভেঙে দিয়েছে।"

হাসিয়া শুভার মা বলিয়া উঠিল—

"তামাসা।"

'না মা, তামাসা নয়। তবে মনে হচ্ছে, বিশেষ অনিষ্ট হয়নি। বোধ হয়, এখনো আমাদের পুণ্য আছে।"

"সত্যি ঘুসী মেরেছে?"

"সত্যিই মেরেছে মা! তবে মারবো ব'লে মারে নি। মাতাল মানুষ—নেশার হাত ছুঁড়েছে। তোমার মেয়ের নাক তার কাছে ছিল—লেগে গেছে।"

আর কোনও কথা না বলিয়া শুভার মা মেয়েকে দেখিতে নির্ম্মলার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিল। সত্য সত্যই সে দেখিল, কন্যা আহত হইয়াছে, তাহার নাক ফুলিয়াছে। তখন সে শয্যাশায়িনী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"এ রকমটা কি ক'রে হল শুভা?"

শুভা উত্তর করিল না। তৎপরিবর্ত্তে নির্ম্মলা বলিল—

"এই ত তোমাকে বললুম মা, রাখু ঠাকুর ঘুসী মেরেছে। আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হ'ল না?"

"আমাকে মারেনি ত বউ দি'!"

"মারে নি?"

শুভা চোখ মুদিয়া উত্তর করিল—"না।"

শুভার মা বলিল—"তবে কি ক'রে নাকের মাথা খেয়ে এলে?"

শুভা পাশ ফিরিয়া চোখ মুদিয়া পড়িয়া রহিল। নির্ম্মলা সমস্ত ইতিহাস বলিবার জন্ম হাসিমুখে শাশুড়ীকে বাহিরে চলিতে ইঙ্গিত করিল।

সমস্ত ইতিহাস শুনাইয়া যখন নির্ম্মলা চারুর পত্রখানি শাশুড়ীর সম্মুখে পাঠ করিল, তখন শুভার মার চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে।

চিঠিপড়া শেষ করিয়া নির্ম্মলা শাশুড়ীর করুণাসিক্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিল—

"মা! প্রায়শ্চিত্তের কি আমাদের উপায় আছে!"

"তোমার কথা বুঝতে পেরেছি।"

"গরীব বামুন কি সাধ ক'রে মাতাল হয়েছে মা?"

"কি, করতে, চাও, বল।"

"আমার পুঁটি যদি আর বছর চারেকেরও বড় হত, তাহ'লে ওই সাধুকে আমি দান করতুম। দিলে বুঝতুম, কন্যাকে আমার কখন সোয়ামীর ব্যবহারে চোখের জল ফেলতে হবে না।"

"এ কথা তোমার বলতে অধিকার আছে বৌমা!"

"মা! তোমার মেয়েকে একবার আশীর্ব্বাদ করেছিলুম, তার সোয়ামী যেন মুখ্‌খু হয়। মূর্খ স্বামীর অপমান মূর্খ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায়। পণ্ডিত চরিত্রহীন হ'লে প্রবোধ দেবার যে কিছু থাকে না মা!"

"একটি কথাও মিথ্যা বলনি মা!"

বলিয়া শুভার মা কিছুক্ষণের জন্ম চুপ করিল। তারপর বলিল—

"ওকে মেয়ে দিতে আমার কোনও আপত্তি থাকত না, যখন জানতে পারলুম, ঠাকুর আমাদের ঘর। কিন্তু ওর যে কিছুই নেই মা। অবশ্য ছেলে আমার বেঁচে থাক্। সে বেঁচে থাকলে, মেয়ের আমার কষ্ট দেখতে পারবে না।"

"সে ভাবনা কাউকেও ভাবতে হবে না মা—বিধাতা আগে থেকেই তা ভেবে ঠিক ক'রে রেখেছেন। আগে হ'তেই তোমার মেয়ের জন্য আমার হাতে পোনেরো হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

অতি বিস্ময়ে শুভার মা জিজ্ঞাসা করিল—

"কি রকম ?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া নির্ম্মলা বলিল—

"আর বিধাতা যদি পূর্ণ কৃপা করেন, তা হ'লে বোধ হয় আরও এক লাখ্। অবশ্য বাড়ীঘর, গহনা আসবাব্ নিয়ে। তা হ'লেও কি তোমার মেয়েকে ভাতের ভাবনা ভাবতে হবে মা ?"

মুখ অল্প অবনত করিয়া শুভার মা বলিল—

"বুঝতে পারছি, আবার না ও পারছি !"

"সে কালামুখী আত্মহত্যা করেছে।"

"না ?"

"তোমার ছেলে ফিরে এলেই সব ঠিক জানতে পারব।"

ঠিক এই সময়ে নালু আসিয়া ডাক্তার আসার খবর দিল।

ডাক্তার যখন শুভার নাসিকা পরীক্ষা করিয়া আঘাত সম্বন্ধে সকলকে নির্ভয় হইতে বলিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেল, তখন নির্ম্মলা শাশুড়ীকে বলিল—

"মা ! ব্রাহ্মণকে যেতে দিইনি। তুমি ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা ক'রেই ফিরে এস। তোমার ছেলে কখন আসবে তার ঠিক নেই। ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা আমাদেরই করতে হবে।"

১৮

সারাদিনের মধ্যে রাখুর আর ব্রজেন্দ্রের বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপায় রহিল না। প্রথমটা সে বুদ্ধিহারার মত, নালুবাবুর দ্বারা যেন চালিত হইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। সে কাহাকে কি বলিবে, কি করিবে কিছুই যেন স্থির করিতে না পারিয়া চলিতে হয়, তাই চলিল; বসিতে হয় তাই বসিল। যে ঘরে নালু তাহাকে বসাইল, সেটা বাহিরের দরজা বন্ধ করিলে অন্দর হয়, ভিতরের দরজা বন্ধ করিলে হয় সদরের একাংশ।

সেখানে বসিয়া শুভার মায়ের মুখ হইতে সহসা ফুটিয়া ওঠা একটা ক্রন্দনশব্দ শুনিবার নিশ্চয়তায় সে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিল। রোদন ত শুনিলই না, সে-ঘরে বসিয়া ভিতর-বাড়ী হইতে মেয়েদের দুই একটা কথাবার্ত্তা শুনিবারও যে সম্ভাবনা ছিল, তাহাও সে শুনিতে পাইল না। বৃষ্টির শব্দ ও মধ্যে মধ্যে বায়ুর হুঙ্কার—এ দু'টা না থাকিলে সে বেশ বলিতে পারিত, এ বাড়ীতে লোক নাই।

নালু তাহাকে বসাইয়াই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং থাকিবার মধ্যে এখন সেথানে আছে কেবল সে। কিন্তু কোথায় আছে, এ কথা কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বোধ হয় উত্তর দিতে পারিত না।

বাড়ীর নিস্তব্ধতা তাহার সমস্ত অন্তর-বাহিরের কথাগুলাকে বুঝি চির কালেরই মত নিস্তব্ধ করিয়া দিত, যদিনা একটা স্বপ্নেরও অপ্রত্যাশিত-মধুর কথা তার নতচক্ষুকে এক শান্ত-সুন্দর মুখের দিকে তুলিয়া ধরিত।

"তামাক খান।"

রাখু দেখিল, নির্ম্মলা একটা হুঁকা হাতে কলিকার আগুনে ফুঁদিতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

"এ কি—আপনি!"

"নালুকে একটা কাজে বাইবে যেতে হয়েছে। সরি বাজার গেছে, ঝি চাকর আসেনি—"

নির্ম্মলাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই রাখু ঈষৎ চঞ্চলভবেই তার হাত হইতে হুঁকা লইল। লইয়া পার্শ্বস্থ দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিল,---মুখের কাছে লইতে তাহার হাত আসিল না।

"কোন সঙ্কোচ করবেন না—খান্।"

রাখুর মস্তক আবার নত হইল।

ইহাতে নির্ম্মলা যাই বুঝুক, সে বলিল—

"আপনি কি কাবও হুঁকোয় তামাক খান না?"

"আপনার সুমুখে—"

"দোষ কি?"

তবু রাখু হুঁকা মুখেব কাছে লইতে পাবিল না। লইতে গিয়া কলিকায় ফুঁ দেওয়া চাকর মুর্ত্তি-স্মৃতি প্রবল উজ্জলভাব তাহাব মনের উপব ভাসিয়া উঠিল।

অমনি হুঁকা মুখের কাছে আসিতে আসিতে মধ্যপথে দাঁড়াইয়া গেল।

"তবে আপনি বসুন, আমি ফিরে আসছি। দেখবেন, অসাক্ষাতে যেন চ'লে যাবেন না। আপনার এখানে আহারের কথা সকালে যে বলেছিলুম, সেটাকি আপনার মনে ছিল না?"

"ছিল।"

"তবে? কাউকে কিছু না ব'লে চলে যাচ্ছিলেন কেন?"

রাখু উত্তর দিল না।

"আমি মনে করলুম, মধুঠাকুরকে ঠাকুর-পূজা করতে দেখে আপনি রাগ ক'রে চলে যাচ্ছেন। বাড়ীতে এমন কাউকেও দেখতে পেলুম না, যাকে দিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠাই। কাজেই শুভাকে দিয়েই আপনাকে ধ'রে আনতে পাঠিয়েছিলুম।"

"রাগ কি জন্য হবে বৌমা ?"

"আপনি কি আর ফিরে আস্‌তেন ?"

রাখু উত্তর দিল না।

"ভাবে বোধ হচ্ছে, আপনি আস্‌তেন না।"

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে রাখু উত্তর করিল—

"না।"

"তাই বুঝতে পেরেই আপনাকে ধরতে পাঠিয়েছিলুম। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন, আপনি রাগ ক'রে চলে যাচ্ছেন, এটা মনে করতে আমার অপরাধ নেই।"

"আমি দেশে যাচ্ছিলুম।"

"কোথায় কিছু নেই, হঠাৎ দেশে যাবার জন্য আপনি ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন ? শুনেছি, অনেক কাল থেকে ত আপনার সংসার নেই।"

রাখু আবার নিরুত্তর।

এই সময়ে নির্ম্মলা অনেক গুলা প্রশ্ন পরপর করিয়া লইল। রাখু কেমন করিয়া যাইত, হাঁটাপথে, না রেলে ? যদি হাঁটাপথেই তার যাবার ইচ্ছা থাকিত, তা হলেই বা সেখানে দু'টি আহার করিয়া যাইতে তার দোষ কি ছিল ? রেলপথ হইলেও নির্ম্মলা জানিল, রাত্রি দশটার পূর্ব্বে হাওড়া হইতে তার গন্তব্য ষ্টেশনে যাইবার গাড়ী নাই।

দুই চারিটা প্রশ্নের পর একটি রহস্য করিবার অবকাশ পাইয়া নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল—

"কাল রাত্রের আহারটা কি বড়ই গুরুতর রকমের হইয়াছিল ?"

"ওর জন্যই চ'লে যাচ্ছিলুম বৌমা !"

"পেট ভ'রে খাবার জন্যে ?"

বলিয়া নির্ম্মলা অতি মৃদুহাসির ইঙ্গিতে রাখুকে যেন বিশেষ রকমে অপ্রতিভ করিয়া দিল।

"আপনি তামাক খান্। তার কাছে যা খেয়েছেন, তাতে যদি আপনার সপ্তাহ ক্ষিধে না থাকে, তবু আপনাকে না খাইয়ে আমি ছেড়ে দিচ্ছি না।"

এই সময়ে ঠাকুরঘরে ভোগনিবেদনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শুনিয়া রাখু বলিল—

"তা হ'লে যত শীঘ্র পারেন, ঠাকুরের প্রসাদ আমাকে আনাইয়া দিন।"

"ঠাকুরের অদৃষ্টে ত আজ কেবল ভাতেভাত।"

"আমার তাই যথেষ্ট হবে।"

"আপনাকে কি আজ যেতেই হবে ? এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের দিনে ?"

"যেতে হবে বৌমা।"

"কিন্তু আমি যে মনে করছি, আপনাকে আজ কিছুতেই যেতে দেব না।"

"আমি যে বাসা ছেড়ে চ'লে এসেছি।"

"এইখানে থাকবেন।"

ঠিক এমনি সময়ে নালু ভিতর হইতে ডাকিল—

"মা !"

"তামাক খান" বলিয়া নির্ম্মলা ভিতর দিকে চলিয়া গেল। রাখুর আর ওভার সংবাদ জানিবার সময় হইল না।

নির্ম্মলা চলিয়া যাইবার সঙ্গেই রাখু বার দুই হুঁকায় টান দিয়া দেয়ালে ঠেসিয়া বসিল। তার পর দুই হাতে হাঁটু বাঁধিয়া অনর্থক পুঞ্জে পুঞ্জে আগত অশ্রুগুলাকে অঙ্গুলি দিয়া অপসারিত করিতে লাগিল। পূর্ব্বরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া এই একটু পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কতকগুলা স্নেহের কোমল স্পর্শ তার চির দুঃখ-নিপীড়িত অসাড় হৃদয়ে কতকগুলা মধুর স্পন্দন ঢালিয়া দিয়াছে। সে গুলা গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত চিত্ত-বৃত্তিকে স্নিগ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু চক্ষু দু'টাকে লোকের কাছে অপদস্থ করিবার জন্য বড় অন্যায় রকমেরই তারা উৎপীড়ন করিতেছিল। শুভার নাসিকা মধ্যপথে পড়িয়া যদি না এই মধুর স্পন্দনের মধ্যদেশটা ভাঙ্গিয়া দিত, তা হইলে বোধ হয় তার রোদনের নিবৃত্তি হইত না।

রাখু চোখ বুজিয়াই ভগবানের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করিল—হে ঠাকুর, শুভাকে নিরাপদ করিয়া আমার এই সুখ-স্বপ্নের ভাঙা প্রবাহকে আবার তোমার করুণার হাত দিয়া জুড়িয়া দাও।

আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই রাখুর স্নেহ-বিড়ম্বিত মন তার সারা-অতীতের ইতিহাস-কথা ব্যাকুলভাবে ধরিতে গেলে একটাকেও সুবিধামত ধরিতে না পারিয়া, তাহার চক্ষুপলককে নিস্পন্দ করিয়া, মাথাটা তার হাঁটুর উপর টানিয়া ঘন ঘুমে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিল।

প্রায় এক ঘণ্টা সে ঘুমাইয়াছে, এমন সময়ে সে কার যেন কণ্ঠস্বরে জাগিয়া উঠিল।

চোখ মেলিতেই রাখু দেখিল, জলখাবার মেজেতে সাজাইয়া আসন পাতিয়া শুভা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। সে শশব্যস্তের মত উঠিয়া বসিল। দেখিল তার নাকে একটা পটি।

"তাই ত শুভাদিদি, কেমন ক'রে আমি তোমার নাকে আঘাত করলুম্?"

শুভা কোন'ও উত্তর করিতে পারিল না।

ভিতর হইতে আবার কথা আসিল—

"মুখ চোক ধুয়ে ওঁকে জল খেতে বল্।"

রাখু বুঝিতে পারিল, ভিতর হইতে কে কথা কহিতেছে। সে বলিল—"জলখাবার কেন মা, একবারে ভাত দিলেই ত হ'ত।"

শুভার মা এইবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"ভাত হ'তে কিছু বিলম্ব হ'বে বাবা। বাজার বসে নি, সরি বাজারে গিয়ে কিছু পায় নি। যদি কিছু মাছ পাওয়া যায়, তাই অন্য বাজারে লোক পাঠিয়েছি।"

"ঠাকুরের প্রসাদ—ভাতেভাত দিলেই হ'ত।"

"কোনও কিছু না পেলে, কাজেই আপনাকে তাই খেতে হবে। আজ আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে বৌমা বড়ই অপ্রস্তুত হয়েছে।"

"অপ্রস্তুত হবার ত কিছুই দেখছি না! এই যা সাজিয়ে দিয়েছেন, এই সমস্ত খেলে আজ ত আর খাবার প্রয়োজনই হবে না।"

শুভা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। তারপর পটি দেওয়া নাক লইয়া প্রথমে সে রাখুর কাছে আসিতেই চাহে নাই। শুধু বউদিদির তাড়নায় আসিয়াছে। তবু একা আসিতে পারে নাই, মাকে সঙ্গে আসিতে হইয়াছে। এইবারে সে নাকের কথা ভুলিয়া গেল। ভুলিয়া বলিয়া উঠিল—"তা ব'লে আপনি কিছু রাখতে পারবেন না, বউদিদি ব'লে দিয়েছে আপনাকে সব খেতে হবে।"

তাহার কথাগুলা যে কিঞ্চিৎ আনুনাসিক হইয়াছিল, সেটাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। কথা কহিতেই তার মা বলিয়া উঠিল—"আর পেত্নীর মত কথা কইতে হবে না, ঘর থেকে পান নিয়ে আয়। আর সরিকে বল্, সে এক ছিলিম তামাক সেজে দিক্।"

শুভা পলাইল।

তাহাদের যেন সব গড়াপেটা ছিল। মুখ চোখ ধুইয়া যেই রাখু জলযোগ করিতে আসনে বসিল, অমনি সরি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"ঠাকুর মা, আমি এখানে থাকছি, আপনি একবার ভেতরে যান—না কিজন্য ডাকছেন।" তার এক হাতে পানের ডিবা অন্য হাতে কলিকা।

"তবে তুই কাছে থাক"—বলিয়া শুভার মা চলিয়া গেল।

এখন সে ঘরে রহিল কেবল রাখু ও সরি। রাখু জলযোগে প্রবৃত্ত হইল, আর সরি পানের ডিবা আসনের কাছে রাখিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া কলিকায় ফুঁদিতে লাগিল। গোটা দুইচার মিষ্টান্ন রাখু মুখে তুলিতেই সে বলিয়া উঠিল—

"ঠাকুরমার বড়ই ভাবনা হয়েছে, পাছে মেয়েটির নাক খাঁদা হয়ে যায়।"

খাওয়া বন্ধ করিয়া রাখু মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"সেরূপ কোন সম্ভাবনা হয়েছে নাকি?

"ডাক্তার ত ব'লে গেছে, নাকের একটা কচি হাড় ভেঙ্গে গেছে।

"যদি জোড়া না লাগে, তা হ'লে অমন বাঁশীর মত সরল নাকটি আর থাক্‌বে না।"

রাখু খাওয়া বন্ধ করিয়া শুধু পাত্রে হাত রাখিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিল।

তার সে অবস্থা দেখিয়া সরি হাসি টিপিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তার পর আবার বলিতে লাগিল—

"একে ত মেয়ের ওইরূপ—"

"কেন সরো, আমিত শুভাদিদিকে খুব সুন্দর দেখি।"

"আপনি দেখলে কি হবে, যারা বিয়ে করতে চায় তারা ত দেখে না। বাবু ওর পাত্তর খুঁজতে খুঁজতে হায়রাণ হয়ে গেলেন। অমনি অমনিই পাত্তর মিলছে না, দেখবার মত ঐ নাকটি মাত্র ছিল, তাও গেলে কি আর মিলবে!"

রাখু আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

"ওকি করলেন ঠাকুর মশাই!"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া রাখু হাত মুখ ধুইবা পূর্ব্বে যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানে বসিল। বলিল—

"তাইত সরো, এদের ত' তাহ'লে বড়ই বিপদে ফেলে দিলুম।"

"আপনি খাওয়া ছেড়ে উঠবেন জানলে একথা ত বলতুম না ঠাকুর মশাই!"

"ব'লে তুমি ভাল করেছ ঝি, এরা যে কত মহৎ তুমি একথা না বললে আমি বুঝতে পারতুম না। তুমি যদি বৌমাকে একবার ডেকে দাও, তাহ'লে বড় ভাল হয়।"

"তাই ত মা'র কাছে কি করে মুখ দেখাব ঠাকুর?"

"কেন, তোমার ত কোনও অপরাধ নেই ঝি! একথা না বললে বরং তুমি অন্যায় করতে। বৌমাকে একবার ডেকে দাও। তাঁর সঙ্গে কথা ক'বার আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে।"

অগত্যা রাখুকে তামাক দিয়া সরি সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

১৭

চারুর চিঠি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই নির্ম্মলা মনে মনে একটি সঙ্কল্প বাঁধিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল, যে কোনও উপায়েই হউক রাখু-ঠাকুরের হাতে শুভাকে সমর্পণ করাইবে। যদি ব্রাহ্মণ তার পত্নীর সঙ্গে তার স্বামীর এই অপবিত্র সম্বন্ধের কথা কোনও প্রকারে জানিতে পারে, —পারে কেন, তার এমন বিশ্বাস হয় সে পারিয়াছে, নয় তার পারিতে বিলম্ব নাই—তখন তার ছিন্ন ভিন্ন মর্ম্ম হইতে যে অনলশ্বাস বাহিরে ছুটিবে, তাহা তার স্বামীর দেহ মন অদগ্ধ রাখিয়া শীতল হইবে না। সে নর্ম্মকে পুনঃ সংযত করিবার একমাত্র উপায় তার সম্মুখে উপস্থিত করা শুভার মত পুষ্পগুচ্ছের উপহার।

কিন্তু সে সঙ্কল্প এমন গোপনের বিষয় ছিল যে. নির্ম্মলা নিজের মনকেও দ্বিতীয়বার সে প্রশ্ন করিতে সাহসী হয় নাই। সে স্বামীর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তার বিশ্বাস ছিল স্বামীকে সে নিজের মতানুবর্ত্তী করিতে পারিবে, কিন্তু তার সৎশ্বাশুড়ী যে এত সহজে এরূপ কার্য্যে মত দিবে, এটা সে কখনই মনে করিতে পারে নাই। যদি সে মত দেয়, সেটা তার একান্ত অধীনতার জন্য। তার মনের অনিচ্ছা কথায় সম্মতির সঙ্গে চক্ষু জল রূপে বাহির না হইয়া থাকিতে পারিত না।

সুতরাং রাখুকে কন্যা দিতে শ্বাশুড়ীর অনিচ্ছা নাই জানিয়া নির্ম্মলার আনন্দের সীমা রহিল না। শুভার ধনী বর, পাশকরা বর জুটিতে পারে। পূর্ব্বে শুধু তার শ্বাশুড়ীর নয়, তারও একান্ত ইচ্ছা ছিল, শুভার যেন, ওইরূপ একটি বর হয়। তার স্বামীও ওইরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নিজেরা কুলানুযায়ী ওইরূপ একটি পাত্রের সন্ধান করিতেছিল। কিন্তু এখন নির্ম্মলা বেশ বুঝিয়াছে, পাশ করা না হইলেও, নিতান্ত দরিদ্র হইলেও

শীলে, রূপে এ যুগে রাখুর মত সুপাত্র পাওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। কোন-রূপে তার দারিদ্র্যের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিলে শুভাকে কখন বুঝি অসুখী হইতে হইবে না।

এটি সে কি বুঝিয়া যে মনে করিয়াছে, সেই জানে। মানবজীবনের কোন দিকটা ধরিয়া যে, সে রাখুর পাত্রত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা আমরা অনুমান সাহায্যে কতকটা বুঝিলেও এবং আমাদের অন্তরাত্মা সে কথা বলিবার জন্য মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইলেও, বর্ত্তমান বস্তুতান্ত্রিকতার যুগে হিন্দুর সে চিরন্তন সাধন-তান্ত্রিকতার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে কে সাহসী হইবে? আর বলিলেই বা তাহার কথা কে শুনিবে?

সরির মুখে রাখুর কথা শুনিয়া নির্ম্মলা দুঃখিত না হইয়া আপনাকে আশ্বস্তই বোধ করিল। অবশ্য, শুভার আঘাত সম্বন্ধে রাখুকে শুনাইবার জন্য সে সরিকে কোনও কথা শিখাইয়া দেয় নাই। সবি আপনা হ'তেই বলিয়াছে। কিন্তু বলাটা ভাগ্যক্রমে তার পক্ষে একরূপ ওকাল তীর মতই হইয়াছে—রাখুর কাছে বিবাহ প্রস্তাব তুলিবার তার সুযোগ ঘটিয়া গেল। সরি যখন তাকে রাখুর আসন ছাড়িয়া উঠার কথা শুনাইল, তখন সে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। কথা শুনিয়াই সে মাকে ডাকিয়া তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য হেঁসেল ঘরে থাকিতে অনুরোধ করিয়া রাখুকে আটক করিতে চলিল।

চিন্তানত চোখে নিজের গতিশীল চরণ দু'টির উপরেই যেন লক্ষ্য রাখিয়া, মুখে প্রফুল্লতা মাখিবার দৃঢ়-চেষ্টায় মাঝে মাঝে আক্রমণকারী সংশয়ের ছায়াগুলাকে মন হইতে সরাইতে সরাইতে আপনার সঙ্গে এক-রূপ কথা কহিতে কহিতেই নির্ম্মলা চলিতেছিল।

বারান্দায় পা দিয়া, যে ঘরে রাখু আছে সে ঘরে সে প্রবেশ করিতে যাইতেছে এমন সময় সে শুনিতে পাইল—

"মা !"

নির্ম্মলা মাথা তুলিয়া দেখিল, মধু।

"এখানে দাঁড়িয়ে কেন মধু ? ঠাকুরের ভোগ দেওয়া ত তোমার অনেকক্ষণ হয়ে গেছে !"

"আপনাকে একটা কথা বল্‌ব ব'লে যেতে যেতে ফিরে এলুম।"

নির্ম্মলা বুঝিল, মধু মিথ্যা কহিতেছে, কেন না তাহাকে কিছু বলিবার জন্য সেখানে দাঁড়াইবার তার প্রয়োজন ছিল না।

বাস্তবিক মধু মিথ্যা কহিয়াছে। ভোগ সারিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইতে গিয়া সে রাখুকে কেমন করিয়া দেখিতে পাইযাছিল। দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিল। সে স্থির জানিত, রাখু আর সে বাড়ীতে আসিবে না, সুতরাং তাহাকে দেখিয়া মধুর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে রাখুকে দেখিয়াছে, কিন্তু রাখু তাহাকে দেখে নাই। রাখুর অলক্ষ্যে তাহার ক্রিয়াকলাপ দেখিবার সুবিধা হইবে বুঝিয়া, সে ভিতরের বারান্দায় আসিয়াছিল এবং নির্ম্মলার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য যখন রাখু ঘরের একপ্রান্তে চঞ্চলভাবে বিচরণ করিতেছিল, সেই সময় সে ব্যাপারটা যথাসম্ভব জানিবার জন্য পরদার ফাঁকে মুখ দিয়াছিল। ঘরের ভিতরে আসন ও তাহার সম্মুখে রক্ষিত মিষ্টান্নের থালাটি মাত্র দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য যেমন সে ফিরিল, অমনি দেখিল গৃহকর্ত্রীর কাছে তার চুরি করিয়া দেখা ধরা পড়িয়াছে। মনের ব্যাকুলতায় সে বলিয়া উঠিল—"মা"। তখন তার বুঝিবার পর্য্যন্ত আর সময় রহিল না, রাখু ঠাকুরও তাহার কথা শুনিতে পাইবে।

নির্ম্মলা বলিল—

"কি বলতে চাও, বল।"

"সন্ধ্যা বেলায় কি আমি ঠাকুরের আরতি করতে আসব ?"

"কে তোমাকে আসতে নিষেধ ক'রেছে ?

"কেউ করে নি, আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করছি। রাখহরি রয়েছে কি না ?"

"তাতে তোমার আসবার বাধা কি ?"

"তাই বলছি। যদি রাখহরি আরতি করে, তা হ'লে আর আসি না।"

"বাবু ত তোমাকে আবার নিযুক্ত করেছেন ?"

"কর্ত্তা মশাই ত ওই কথা ব'লেই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, রাখহরিকে আর ওবাটীতে পূজো করতে যেতে দেওয়া হবে না।"

"তবে ? জেনে শুনে ন্যাকার মত জিজ্ঞেস্ করছ কেন ?"

"তা হ'লে আসব আমি মা।"

"বাবুর যখন অমত, তখন তাঁকে আমরা ঠাকুরঘরে ঢুকতে দিতে পারি ?"

"জিজ্ঞাসা ক'রে অন্যায় করেছি মা ?"

মধুসূদন চলিয়া গেল। নির্ম্মলা ও ঘরে প্রবেশ করিতে চলিল। কিন্তু প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সে একবার পরদার বাহির হইতেই দেখিবার চেষ্টা করিল, রাখু ভিতরে কি করিতেছে। কেন না, মধুর সঙ্গে সে যে সকল কথা কহিল, কহিল ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে, রাখুকে শুনাইবার জন্য। তার ভবিষ্যৎ নন্দাইএর সঙ্গে আগে হইতেই তার রহস্য করিবার একটু ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু রাখুকে সে দেখিতে পাইল না, সে ঘরে সে আছে কিনা, তাও সে বুঝিতে পারিল না।

প্রবেশ করিয়া দেখিল, সত্যই ব্রাহ্মণ ঘরে নাই !

"তাইত, কি করিতে কি করিলাম !"

ব্যাকুলার মত নির্ম্মলা বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল।

তবে বেশীদূর তাহাকে যাইতে হইল না, সদর বাড়ীতে বাহির হইতে না হইতেই সে দেখিল, নালুবাবু রাখুর পথরোধ করিয়া তাহাকে মনস্তাপ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

"পথ ছাড় নালুবাবু।"

"পা দু'টো জড়িয়ে ধর্ নালু!"

"বাবুর কাছে আমার অপমান দেখবার জন্য কেন আমাকে ধ'রে রাখছ মা?"

"কার সাধ্য আপনার অপমান করে? যদি ক'রে তাহ'লে জানবেন এ বাড়ী প্রাণিশূন্য হয়ে গেছে।"

কথাটায় রাখু শিহরিয়া উঠিল। সহসা তার চোখ হইতে জলস্রোত ছুটিল। "না না আমি যাচ্ছি মা!"

"আসুন; আপনাকে আজকে ছেড়ে দেবো না বলেছিলুম, এখন মনে করছি একবারেই ছেড়ে দেবো না।"

নালুবাবু আবার তাকে ঘরে ধরিয়া আনিল।

"বাবা কেন পুরুত মহাশয়ের অপমান করবেন মা?"

"পুরুত মশাই তাঁর হাটের হাঁড়ী ভেঙে দিয়েছেন।"

বলিয়াই নির্ম্মলা চলিয়া যাইতে পুত্রকে ইঙ্গিত করিল। শান্ত বালক আর উত্তরের অর্থ বুঝিবার অবসর লইল না।

নালুবাবু প্রস্থান করিতেই নির্ম্মলা রাখুকে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি বল্‌বেন ব'লে সরিকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন?"

"বলব ত মনে করেছিলুম—"

"ঘর থেকে আমার কথা শুন্‌তে পেয়েছেন বুঝি?"

রাখু হেঁট মাথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

"আপনি বসুন।"

"কি খেতে দেবে দাও মা, আমি খেয়ে চ'লে যাই।"

নির্ম্মলা জল-খাবারের পাত্র দেখাইয়া বলিল—

"সেই রকম ত খাবেন, দু'টো অন্ন মুখে দিতে না দিতে উঠে পড়বেন

"কিছু খেতে আমার ইচ্ছা নেই।"

"ইচ্ছা নেই না প্রবৃত্তি নেই?"

"তোমার মত গুণের মেয়ে আমি আর কখন দেখিনি মা।„

"তাই বুঝি তিন-পহর-বেলায় মুখে কিছু না দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন?"

রাখু লজ্জায় মাথা হেঁট করিতেছে দেখিয়া নির্ম্মলা বলিল—

"ব্যাপারটা কাল কি ঘটেছিল, আমাকে বলতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

"কাল একটা বড়ই গর্হিত কাজ করে ফেলেছি।"

"গর্হিত কি অগর্হিত পরে বলব। যদি আপত্তি না থাকে আমাকে বলুন। বলুন আপনার ছোট বোন্‌টি মনে ক'রে।"

অবাক্ হইয়া রাখু নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল।

সেটা যেন লক্ষ্য না করিয়াই নির্ম্মলা বলিতে লাগিল—

"এই সর্ব্ব প্রথম আজ আমাকে আপনার মা বলা শুনছি। আমাকে আপনার ছোট বোনটি মনে করতে হবে। বলুন—নাম ধ'রে ডাকতে চান নাম ধ'রে ডাকুন।—আমার নাম জানেন ত?"

"কিন্তু আমি যে বড় গরীব!"

রাখুর চোখের সঞ্চিত জলবিন্দুগুলা একযোগে যেন উথলিয়া উঠিল।

নির্ম্মলা এইবারে হাসিয়া বলিল—

"তা কেন, আমার বাবা আমার বিয়েতে এদের মনের মত দিতে পারেননি ব'লে আমার ঠিক মর্য্যাদা আমি স্বামীর কাছে পাইনি। আপ-

নার কাছে যে অমূল্য সম্পত্তি আছে, দয়া ক'রে আপনি যদি তার একটু অংশও আমার স্বামীকে ভিক্ষা দেন, তাহ'লে বোধ হয় আর কখনও তিনি আপনার বোন্‌টির ওপর অত্যাচার করতে পারবেন না।"

"তাই ত দিদি!"

"কাপড়খানা বড় ময়লা—সেই গরদখানা এনেদি' দাদা!"

"একবার দেশে যাব মনে করেছি।"

সরি এই সময়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জল খাবারের পাত্র তুলিয়া স্থানটা পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইল।

নির্ম্মলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"রান্না সব হয়ে গেছে?"

"ঠাকুর মা ত তাই বল্‌লেন।"

"মাকেই তা'হলে সব নিয়ে আসতে বল্। আর তুই ঠাঁই ক'রেই সেই গরদখানা নিয়ে আয়—আমার ঘরের আন্‌লায় দেখতে পাবি।"

রাখু দেশে যাবার কথাটা আবার বলিল।

"হঠাৎ দেশে যাবার জন্য ব্যাকুল হ'লেন কেন দাদা? ঘরে ত শুনেছি এক রাক্ষুসী মামী ছাড়া আপনার কেউ নেই। মামীর গাল খেতে আবার লোভ হয়ে গেল নাকি?"

"আপনি যখন আমার বোনই হলেন—"

"ছোট বোন কি 'আপনি' হয়? আমি দেখছি আমাকে মায়ের পেটের বোনটি ভাবতে এখনও আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"এই মমতা যদি মা'র পেটের বোনের হয়, তা হ'লে দিদি, তুমিও আজ থেকে আমার ভাই—আমার ভগিনী—"

মুক্ত উচ্ছ্বাসে রাখু আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

"এই বারে কি বলছিলেন বলুন।"

পুলকিত গণ্ডে পতিত, নিবদ্ধ দুই ফোঁটা অশ্রুর পুলক—নির্ম্মলাও

বুঝি নির্ম্মম জগতের ভিতর হইতে একটি মমতার-ডালি-ধরা হারাণো সহোদরকে ছিনাইয়া আনিল।

"বলনাগো দাদা, আমার যে এখনও অনেক কাজ বাকি।"

"একবার শ্বশুরের দেশে যাব।"

"কত কাল পরে?"

"প্রায় বারো বৎসর।"

"বউ নেই, সেখানে যাবার দরকার কি? তারা ত কখনো সুপুরি পাঠিয়ে আপনার খোঁজ করেনি।"

"যাবার একটা বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে।"

সরি গরদ আনিল, আর সঙ্গে করিয়া আনিল সে পুঁটিকে। নির্ম্মলার যেটুকু রাখুর মুখ হইতে শুনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল শুনিল। সে সম্বন্ধে কথা কওয়ার আর এখন তার প্রয়োজন নাই। সে পুঁটিকে কোলে লইয়া কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল—"আর তামাক খাবেন কি?" কোনও উত্তর না পাইয়া সরিকে তামাক সাজিতে বলিয়া নির্ম্মলা চলিয়া গেল।

শ্বশুর বাড়ীর কথা তুলিতে গিয়া রাখুর মাথার ভিতরে আবার প্রবেশ করিয়াছিল, তার সকল-চিন্তা-চুরি-করা চারু। নির্ম্মলার প্রশ্নে এইজন্য সে উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু গরদ পরিবার অনুরোধে যখন তার মাথাটা স্বস্থানে আবার ফিরিয়া আসিল, তখন সে যেন দেখিতে পাইল, তার দুই পার্শ্বে দুইটা মমতার ছবি তাহাকে নিজ নিজ আয়ত্তে আনিবার জন্য পরস্পরে কলহ করিতেছে।

"উঠছেন যে?"

আহারান্তে বিশ্রাম না লইয়াই রাখু চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। একবার মাত্র নির্ম্মলার কাছে বিদায় লইবার অপেক্ষা।

নির্ম্মলা সেটা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিয়াছিল। এই জন্য আহারে বসিতে শুভার মার অনুরোধ সত্ত্বেও সে রাখুর অজ্ঞাতসারে তাহার এক রূপ পাছু পাছুই আসিয়াছে। নারীসুলভ কৌতূহলের বশে পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনার কথা রাখুর মুখ হইতে শুনিতে তাহার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, রাখু যখন আহারে বসিবে, তখন তাহাকে এক একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবে। সেই জন্য বাড়ীর ভিতরে যেখানে ব্রজেন্দ্র নিত্য আহার করিতে বসে সেইখানে তাহার আসন নির্দ্দেশ করিয়াছিল। যদি কোনও কথা হয়, তার শ্বাশুড়ী শুনিতে অন্তরায় হইতে পাইবে। কিন্তু তার সদ্‌বুদ্ধি সে কার্য্য করিতে তাকে নিরস্ত করিয়াছিল। পরে সে বুঝিয়াছিল, সেরূপ বিষয় লইয়া একজন পুরুষের সঙ্গে কথা কওয়া গৃহস্থ-কন্যার মর্য্যাদার অনুরূপ হইত না।

কিন্তু এখন কার্য্যতঃ নির্ম্মলার চারু সম্বন্ধে প্রসঙ্গ তুলিবার অবস্থা ঘটিয়া গেল। রাখু যে শ্বশুরের দেশে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইবে এটা নির্ম্মলা তার কথা হইতেই বুঝিয়াছিল। চারুকে দেখিয়া তাহার মনে যে প্রচণ্ড সন্দেহ জাগিয়াছে, একবার শ্বশুর বাড়ী যাইয়া সংশয়ের মীমাংসা করিতে না পারিলে কিছুতেই সে শান্তি পাইবে না।

নির্ম্মলা মনে করিল, তবে তার সংশয়টা এখান হইতে মিটাইয়া দিলে ক্ষতি কি? সে শ্বাশুড়ীকে আহারে বসিতে অনুরোধ করিয়া একাকী রাখুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল। আসিয়াই দেখিল রাখুর তামাকু পর্য্যন্ত সেবনের বিলম্ব সয় নাই, সে তল্পী ছাতি লইয়া উঠিতেছে।

"উঠছেন যে?"

"তোমাকে ত আগেই বলেছি।"

"মরা স্ত্রীর বাপের দেশে যাবার আপনার এতকি প্রয়োজন যে

তামাক পর্য্যন্ত খেতে আপনার দেরী সইছে না ?" সেখানে গিয়ে আর একটা বিয়ে করবেন নাকি ?"

লজ্জিত রাখু তল্পী রাখিয়া বসিল।

কিঞ্চিত আদরের ভাবে নির্ম্মলা বলিল--

"একান্তই যদি না গেলে না চলে, একটু বিশ্রাম নিয়ে গেলে কি শ্বশুরের দেশ আর দেখতে পাবেন না ?"

"বিশ্রাম নিতে গেলে আর উঠতে পারবনা—সন্ধ্যের সময় গাড়ী !"

"কাল সারারাত আপনাকে ঘুমুতে দেয়নি বুঝি ?"

রাখু বুঝিল, তার বোনটিও রাত্রির খবর জানিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সে অপ্রতিভ হইল না। আজ যে নির্ম্মলা তাকে পূর্ণস্নেহের ডালি দিয়াছে, কিছুমাত্র সঙ্কোচ না দেখাইয়া সে উত্তর করিল—"না দিদি, বড্ড বেশী খাওয়া হয়েছে।"

নির্ম্মলা একটু হাসিয়া বলিল—"তা আমি ভাবিনি, আমি মনে করছিলুম হতভাগী বুঝি সাধুব্রাহ্মণকে অতিথি পেয়ে খুব সেবা যত্ন করেছে।"

রাখু মাথা হেঁট করিয়া বসিল, উত্তর দিল না। বলিলে তার বোনটীও বুঝি তার নিষ্কলঙ্কতায় বিশ্বাস করিবে না।

নির্ম্মলা বলিতে লাগিল—"তার বুঝি তখন' কিছু পুণ্য বাকি ছিল পাপের ভরা বুঝি তখন' তার পূর্ণ হয় নি, তাই সে তোমাকে আবার লাভ করেছে।"

'আবার' কথাটায় বেশ একটু জোর দিয়া নির্ম্মলা বলিল। বলিয়াই সে রাখুর পানে চাহিয়া নীরব রহিল। রাখু সেইরূপ নীরবে হেঁট মাথাতেই বসিয়া। নির্ম্মলা তার একটা শ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইল না, বুঝিল বোকাদাদা কথার অর্থগ্রহণ করিতে পারিল না।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সে কথা আরম্ভ করিয়াছে তাহাত আর সে ছাড়িতে পারে না। তাই নির্ম্মলা আবার বলিল—

"খুব ভক্তি দেখিয়ে বুঝি সে তোমার মন টেনেছিল দাদা ?"

রাখু এইবার মাথা তুলিল। দেখিল, নির্ম্মলা হাসিমাখা মুখে দাঁড়াইয়া তার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে। দেখিয়াই তার হৃদয়ে আবার উচ্ছ্বাস আসিল, একটু আত্মবিস্মৃতির মতই সে বলিয়া উঠিল—

"কি ক'রে তুই জান্‌লিবে ?"

তাহাদেব দেশে অতি আদরেব সম্বোধন তারা এই রূপই করিয়াই থাকে। কিন্তু বলিয়াই তাব সঙ্কোচ আসিল। এযে কলিকাতা আর নির্ম্মলা এখনও যে বাবু ব্রজেন্দ্রের স্ত্রী। তাহাদেব এ পাতানো-সম্বন্ধ তাহারা দুইজন ছাড়া ত সে বাড়ীব আর কেহ এখনও পর্য্যন্ত জানে না। জানিলেও কি তাহাবা এ সম্বন্ধ স্বীকার করিবে? সে-বাড়ী একবার ত্যাগ করিলে, নির্ম্মলাকে ভগিনী সম্বোধনে অসঙ্কোচে পুনঃ প্রবেশ কবিবার আর কি সে অধিকার পাইবে? এ সম্বন্ধ শুধু যে এই মহীয়সী দয়াময়ীব অহেতুক দান। তাহাকে আশ্বস্ত করিতেই বুঝি নির্ম্মলা এই দুর্ল্লভ সম্বন্ধেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কথা সংযত করিয়া সে আবার বলিল—

"কি করে জেনেছ জানি না, তবে তুমি জেনেছ।"

সেই অতি-আদরের সম্বোধনে নির্ম্মলা কিন্তু অতি প্রফুল্ল হইল। এখন সে বাপের একমাত্র কন্যা, কিন্তু তাব এক বড় ভাই ছিল! অনেককাল পূর্ব্বে সে মরিয়াছে। রাখুব কথার ভিতর দিয়া অনেক কাল পরে সে যেন ভাইয়ের আদরের কথা শুনিতে পাইল। সেও এক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিল—

"তুমি বলনা।"

"মিথ্যা বলব কেন, তোমার কাছে আজ যে আদর যে স্নেহ পেয়েছি যদি না পেতুম, তাহ'লে বলতুম সেরূপ যত্ন সেবা আমি জীবনে কখন পাইনি।"

"তার যত্ন সেবার মুখে আগুন।"

কি উদ্দেশ্যে এ কথা সে বলিল বুঝিতে না পারিয়া রাখু বলিল—

"তাকে গাল দিয়োনা দিদি!"

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল—

"দেবোনা?"

"এখানে সে শুনতে আসছে না, শুধু তুমি বলেই বলছি, তার ব্যবহারে আমি এক বিন্দুও দোষ দেখতে পাইনি। যদি কিছু দোষ হয়ে থাকে, তা তোমার ভাইয়ের।"

সে নির্ম্মলাকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে রাত্রির ইতিহাস বলিল। সে যে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক অন্য গৃহে স্থান দিয়াছে, রাত্রির মত বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিয়া, বিদায় লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছে, অবশেষে তার সঙ্গলোভে উপযাচক হইয়া সে নিজেই চারুর গৃহে প্রবেশ করিয়াছে এ সমস্তই সে নির্ম্মলাকে শুনাইয়া দিল। চারুর দৃঢ়তাতেই যে তার চরম অনিষ্ট হয় নাই, এ কথাও সে নির্ম্মলাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইল না।

শুনিয়া নির্ম্মলা মুগ্ধ গাম্ভীর্য্যে নিজেকে শুনাইতেই যেন বলিয়া উঠিল -

"যাই হ'ক, তার ভাগ্য ভাল। এখন তার মরণ হ'লেও কোন হানি নাই। একদিনের গুরু সেবাতেই সে পরকালের কাজ করে নিয়েছে।"

নির্ম্মলা রাখুর কাছে রহস্য প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল তাহাকে বলা ভাল কিংবা মন্দ এটা বুঝিতে না পারিলেও চারুর সঙ্গে রাখুর সম্বন্ধ প্রকাশের প্রলোভন হইতে সে আপনাকে নিরস্ত করিতে

পারিতেছিল না। তবে আপনার কৌতূহলমাত্র তৃপ্ত করিয়া সে যে কেবল রাখুর মনঃক্ষোভ উৎপাদন করিবে এটা তার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। সে বেশ বুঝিয়াছে, আত্মহত্যাই করুক, কি নিয়তিবশে জলে ডুবিয়াই মরুক, সে অভাগিনী মরিয়াছে। তবে সে যাই হউক না কেন, অগাধ ধন সে উপার্জ্জন করিয়াছে। আর এই দরিদ্র পূজারি তার স্বামী ত বটে, তাহার উপর হাজার অত্যাচার করিলেও সে পাপিষ্ঠাত বিধি-নির্দ্দিষ্ট সংসার সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে নাই! তা হইলে, তার অত বড় সম্পত্তিটা রাখু না পাইয়া পাঁচভূতে লুটিয়া খাইবে কেন? টাকা এমনি জিনিষ, সে তার স্বামীকেও যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। অবশ্য স্বামীর মনোভাবটা ঠিক বুঝিবার এখনও সে অবকাশ পায় নাই। তবু তার আগে রাখুকে তার অবস্থার কথা শুনাইয়া রাখিতে দোষ কি?"

কিন্তু কথাটা কি করিয়া যে সে রাখুর কাছে পাড়িবে, তাহা নির্ম্মলা তখনও পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারিতেছিল না। আর শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের অবস্থাটাও যে কি হইবে, এটাও সে বুঝিতে পারিতে ছিল না।

তথাপি তাহাকে শুনাইতে হইবে। শুধু শুনাইলেও হইবে না, পতিতা স্ত্রীর সম্পত্তি পাওয়াইতে হইলে তাহাকে কলিকাতায়ও রাখিতে হইবে। তার শ্বাশুড়ী এক কথায় যে তার কন্যাটি রাখুকে দিতে সম্মত হইয়াছে, সেটি যে নিঃস্ব রাখুর কুলশীল দেখিয়া এটা তার মনে হয় নাই, সম্মত হইয়াছে নির্ম্মলার মুখে রাখুর ওই সম্পত্তিটা পাবার কথা শুনিয়া।

চারুর ভাগ্য ও পরকালের সুনির্দ্দেশ করিয়াই সে বলিল—

"তা হ'ক, আপনি যেন সেখানে আর যাবেন না।"

"আবার। আর যেতে না হয় বলতেই ত দেশে যাচ্ছি।"

"দেশেও আপনার এখন যাওয়া হবে না।"

"যাব না?

"না। শ্বশুরের দেশে ত কোনও কালেই নয়। আপনাকে বিবাহ করতে হবে।"

রাখু কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া মনের ভিতর হইতে উত্তর বাহির করিতে চক্ষু মুদিল।

নির্ম্মলা বলিতে লাগিল—

"শ্বশুর বাড়ী যেতে কি জন্য ব্যাকুল হয়েছেন আমি বুঝেছি।"

মাথা তুলিয়াই রাখু বলিল—

"না!"

"যদি বলি বুঝেছি?"

বিস্মিত নেত্রে রাখু নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল।

"যদি বলি বুঝেছি?"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া রাখু মাথা নাড়িল।

"রূপ দেখিয়ে সে আবাগী আপনাকে আকর্ষণ করেনি!

"না দিদি।"

"তাকে দেখে আপনার স্ত্রী বলে ভ্রম হয়েছে।"

"তুমি কেমন করে বুঝলে?"

"আগে বলুন, আমি যা মনে করেছি তা ঠিক কিনা?"

"তুমি যে আমাকে আশ্চর্য্য করে দিলে!"

"আগে বলুন।

"এমন সাদৃশ্য আমি কখন দেখিনি!"

"আপনি তাতে কি মনে করেছেন?"

রাখু উত্তর দিতে পারিল না।

নির্ম্মলা এবার জিজ্ঞাসা করিল—

"শ্বশুর বাড়ী কি জন্য যাচ্ছিলেন ? জানেন যখন আপনার স্ত্রী বহুকাল মারা গেছে, যাওয়াটা কি আপনার বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছিল ?"

"আর যাব না ?" রাখুর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

"তাইত দাদা, আজও পর্য্যন্ত তাকে আপনি ভুলতে পারেন নি !"

"তাকে অনেক কাল ভুলে গিয়েছিলুম।"

"তবে এতকাল বিয়ে করেন নি কেন ?"

"স্থান নেই, পয়সা নেই; বিয়ে করে কি করব।"

"আপনার কুলশীলই যথেষ্ট।"

"ঘর জামাই হতে আমার ইচ্ছা ছিল না।"

"হতভাগা বউ বুঝি বড় যন্ত্রণা দিত ?"

রাখু উত্তর দিল না।

"তা হ'লে এ নিশ্বাসটা ওই আবাগীর জন্যই পড়ল নাকি দাদা ?"

"তা হ'লেই দেশেই যাই।"

"কলকেতায় থাকলে কি সেখানে আবার না গিয়ে থাকতে পারবে না ?"

নির্ম্মলা দেখিল রাখু সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার ছাতি পুঁটুলি একবার তুলিল আবার রাখিল ; আবার তুলিল আবার রাখিল। নির্ম্মলার যেন মনে হইল, সে তার কথা শুনিতেই পাইল না।

"আপনি বিশ্রাম করুন।"

"না, আমি এখন উঠব।"

"বাবু ফিরে আসার অপেক্ষা করতে পারবে না ?"

"বাবু কখন আসবেন তার ঠিক কি ?"

"দেশে যদি যেতেই হয় একদিন অপেক্ষা করতেই বা আপনার দোষ কি ?"

একথারও উত্তর না দিয়া রাখু বলিয়া উঠিল—ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে—"হঁা দিদি, দয়া ক'রে তুমি তাই বলেছ—"

"অমন করে তুমি কথা বলছ কেন দাদা !"

"আমি বুঝতে পেরেছি, কি করে জেনেছি জানি না। সেকি আমার স্ত্রী ?"

"সে কথা জানবারই বা তোমার দরকার কি ?"

"বলতেই বা দোষ কি ?"

"যদিই সে আপনার স্ত্রী হয়, আপনি কি তাকে নিয়ে আবার ঘর করতে পারবেন ?"

নির্ম্মলার এই এক কথাতেই রাখুর মানসিক উত্তেজনার নিবৃত্তি হইয়া গেল। সত্যই ত যদিই চারু রাখী হয়, তা হইলেই বা তার হৃদয়কে আশ্বস্ত করিবার কি আছে ? তার ত মাথায় তখন আসে নাই, চারুকে লইয়া আর ত ঘর করিবার উপায় নাই ! সমাজ ধনী, পাণ্ডিত্যাভিমানী শত ব্রজেন্দ্রকে মাথায় তুলিয়া রাখিবে, কিন্তু হয় ত একদিনের এক সামান্য ভ্রমে পদস্খলিতা পথে নিক্ষিপ্ত একটি চারুকেও ধরিয়া তুলিতে চাহিবে না ! সে ত বুঝিতে পারে নাই, ঘরে ফিরিবার জন্য যদি এখন চারু হিন্দুর সমস্ত দেবতারও কাছে আবেদন করে, দেবতারা তাহাকে মুক্তি দিতে চাহিবে, সমাজে স্থান দিতে সাহস করিবে না। একটা হুঙ্কারে সমস্ত মানসিক বেদনা আকাশে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—

"তুমি আমার মায়ের পেটের বোনই বটে ! কিন্তু দিদি, তাকে যেন ঘৃণা ক'র না !"

এই কথাতেই নির্ম্মল বুঝিল, একরাত্রি সেবার ছলে সর্ব্বনাশী তার

একযুগ পূর্ব্বের পায়ে-ঠেলা স্বামীর সমস্ত হৃদয়টা চুরি করিয়া লইয়াছে। সে হাসিয়া বলিল—

"কাকে? চারুকে না তোমার নামে নাম সর্ব্বনাশী, লক্ষ্মীপুড়ী হতচ্ছাড়ী সেই তাকে?"

বলিয়াই বাহিরে ছুটিয়া আসা একটা তপ্তশ্বাসকে বুকের মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া সে আবার বলিল—

"ঘৃণা? তাকে দেখতে পেলে পায়ে পুষ্প দিয়ে আমি প্রণাম করতুম। এত ভাগ্যবতী সে—সোয়ামীর ভালবাসা এমন শক্ত পেঁটরায় পুরে রেখেছিল যে, এত অত্যাচার সহ্য ক'রেও স্বামী তার স্নেহের পুঁটলিটিকে পেঁটরা ভেঙ্গে বার ক'রে নিতে পারলে না!"

নির্ম্মলার চোখ হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া গেল। রাখু বুঝিল স্বামীর চরিত্র লক্ষ্য করিয়াই সে এই কথা গুলা বলিতেছে। তাহাকে সান্ত্বনা দিতে সে বলিল—

"তার চিন্তা ছেড়ে দিলুম দিদি!"

"কতক্ষণের জন্য?"

"দেশে যাব, আবার বিবাহ করব।"

"তার জন্য দেশে যেতে হবে কেন।"

"এখানে কে আমাকে মেয়ে দেবে?"

"দেবার লোক ঢের আছে দাদা!"

শুভার কথাটা নির্ম্মলা এই সময় পাড়িতে যাইতেছিল বলিতে বলিতে নিবৃত্ত হইল। ভবিষ্যতের কথা, তাহার অতি আগ্রহেও যদি এ বিবাহ না হয়।

ক্ষণেকের জন্য নীরব থাকিয়া রাখু বলিল—

"কলকেতায় আমি থাকতে পারব না।"

"যদি সে মরে যায় ?"

রাখু হাসিয়া নির্ম্মলার প্রশ্নের উত্তর দিল—

"তাকে মেরে ফেল্‌বে নাকি দিদি ?"

"দেখতে পেলে কি করতুম কেমন ক'রে বল্‌ব !"

"আমার চেয়ে যে তোমার রাগ গো !"

"তোমার আবার রাগ কোথায় ! এখনও সে পাপিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল !"

করতল দিয়া রাখু কেবল চোখ মুখ মুছিতে লাগিল।

"নাও দাদা একটু ঘুমোও।"

এর অধিক আপাততঃ নির্ম্মলা বলিতে পারিল না। সে চলিয়া গেল।

অমন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসিয়া সুস্থদেহ চারু দরিদ্র শান্তিহীন তাহার আগে কেমন করিয়া মরিতে পারে ভাবিতে ভাবিতে যেমন একবার তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইল, অপনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

২০

রাখুর প্রতিদিন সমবেদনায় অতি আগ্রহে নির্ম্মলা কতকগুলা ভুল করিয়াছে। বুদ্ধিমতী হইয়াও বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়াছে।

প্রথম ভুল রাখুকে ধরিয়া আনিতে শুভাকে বহির্ব্বাটীতে পাঠানো। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রজেন্দ্রের বাটিতে আব্রুর অভিমানটা বড় বেশী ছিল। সে সময়ের বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইবার পর হইতেই শুভার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছিল, যদিও ঝড়ের জন্য তখন বাহিরে কোনও লোক ছিল না তথাপি শুভার মাকে তুষ্ট করিতে নির্ম্মলা কে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। রাখুর চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ, যেটা সে কাহারও কাছে বলিবেনা স্থির করিয়াছিল, আদ্যোপান্ত শুভার মাকে শুনাইতে হইয়াছে।

সে শুনানোটা হইল তার দ্বিতীয় ভুল। শুভার মা সে কথা গোপন রাখিতে পারে নাই। আপাততঃ সে কথা যখন সরি শুনিয়াছে তখন আর পাড়ার লোকের সে কথা শুনিতে বড় বিলম্ব হইবে না।

চারুর মৃত্যুতে রাখুর অগাধ সম্পত্তি প্রাপ্তির কথা তুলিয়া শুভার মাকে প্রলুব্ধ করাও তার মস্ত ভুল। সে যে মরিয়াছে, এ বিষয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা তার উচিত ছিল না। আর মরিলেও রাখুই যে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক মাত্র অধিকারী হইবে, এটাও মনে করা তার নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছিল।

আর একটা বড় ভুল হইয়াছে, শাশুড়ীর কাছে শুভার সঙ্গে এই দরিদ্র পূজারির বিবাহের কথা উত্থাপন করা। সেটা করিবার আগে স্বামীর মতামত জানা নির্ম্মলার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল। তার বুঝা উচিত ছিল, ব্রজেন্দ্র যদি এ বিবাহে অমত করে, তা হলে তার কিম্বা তার শাশুড়ীর সম্পূর্ণ মতেও এ বিবাহ হইবে না! তবে একটুকু মন্দের ভাল, রাখুর কাছে সে প্রস্তাব তুলিতে তুলিতে তার তোলা হয় নাই।

কিন্তু সবার চেয়ে বেশি ভুল করিয়াছে সে সকলের অজ্ঞাতসারে রাখুর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ পাতাইয়া। সেই জন্য বহুবার সে তাহার কাছে যাতায়াত করিয়াছে, বহুবার নির্জ্জনে আলাপ করিয়াছে। অথচ এ সম্বন্ধের কথা সাহস করিয়া, কাহারও কাছে সে প্রকাশ করে নাই। শাশুড়ী কিম্বা ঝিকে তারই মত সরল মনে করা তার বুদ্ধির কার্য্য হয় নাই। এই আলাপের জন্য সে নিজের পুত্র কন্যার যত্ন লইতে ভুলিয়াছে। শুভার আবাতেও তার যতটুকু দেখা শুনা উচিত ছিল, তার কিছুই এক রকম সে করিতে পারে নাই।

এই ভুল গুলা নির্ম্মলার আগোচরে অনেক গোলমালের সৃষ্টি করিয়া বসিল।

বেলা প্রায় পাঁচটা। পূর্ব্ব রাত্রির অনিদ্রা, আহারান্তে নির্ম্মলা কন্যাকে লইয়া একটু বিশ্রাম লইতে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত তার ঘুম ভাঙে নাই। রাখুও ঘুমাইতেছিল।

সরি ইহার মধ্যে একবার পাড়ায় ঘুরিয়া আসিল। তখনও কলিকাতায় দুই দশ ঘর বহুকালের প্রতিবেশী লইয়া এক একটি পল্লি ছিল। এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। পরস্পরে একরূপ সংলগ্ন দুই খানি বাড়ীর লোক এখন অনেক সময়েই কেহ কাহাকেও চিনে না।

বেড়াইতে গিয়া সরি দুই একটি প্রতিবেশিনীর কাছে কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। কিন্তু প্রত্যেকেই অপরের কাছে একথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিল। ঘরে ফিরিয়া দেখিল, ঠাকুর মা উপরের বারান্দার এক পার্শ্বে বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে। সে একটু আগে শুভার নাক পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিয়াছে তার জ্বর হইয়াছে, নাকও একটু ফুলিয়াছে।

তার বিমর্ষতা দেখিয়াও না দেখিয়া সরি বলিল—

"তাগা না নিয়ে, ঠাকুর মা ছাড়বো না কিন্তু।"

"নে বাপু আর জ্বালাস নি।"

"সে কিগো! ঠাকুর মশাইকে জামাই করা কি তোমার ইচ্ছা নয়?"

"আমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় আসে যায় কি সরি!"

"তা বলে তোমার অমতে কি এরা বিয়ে দিতে পারে?

"দিলে আমি কি করতে পারি!"

সরি ক্ষণেক নীরব রহিল। বুঝিল তার অনুপস্থিতি সময়ের মধ্যে কিছু না কিছু একটা গোল বাধিয়াছে।

শুভার মাও ক্ষণেক নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে বলিল—

"মেয়ের কপালে পোড়া বিধাতা যে কি লিখেছে তা বুঝতে পারছি না।"

এই কথাতেই একটু আশ্বাস পাইয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া সরি বলিল—

"তা যদি বললে ঠাকুর মা, তা হ'লে বলি, যদি অনেক বিষয় সম্পত্তি পাবার সম্ভাবনা না থাকতো—"

"তুই যেমন ক্ষেপি, বিষয় কি পাব বললেই পাওয়া হ'ল। এখন আমার মেয়ে বাঁচলে বাচি। হতভাগা বামুন কি ক'রে যে মেয়েটার নাকে মারলে!"

তার কথায় সরি একটু সাহস পাইয়া বলিল—

"তা হ'লে বলি ঠাকুর মা, ও বাড়ীর শ্যাম বাবুর মা একথা শুনে বললে, এর চেয়ে তোদের বাবু মেয়েটার গলায় একটা কলসী বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিক না কেন!"

"তাকে এখন একথা বলতে গেলি কেন?"

"তোমাদের মেয়ে দেওয়া ঠিক হয়ে গেল, বলতেই আমার যত দোষ!"

"ঠিক হয়েছে তোকে বললে কে?"

"এইত দেখছি ঠাকুর মা!"

পুঁটি কোলে এই সময় নির্ম্মলাকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া উভয়েই চুপ করিল। শুভার মা কেবল একবার অমুচ্চকণ্ঠে বলিয়া লইল—

"ব্রজেন্দ্র আসুক, এখন কোথায় কি?"

সরি তা'র ঠাকুরমা'র মত মধু ঠাকুরের পক্ষপাতী ছিল। মধুসূদনের একটু মেয়েলি স্বভাব। মেয়েদের মাঝখানে একবার বসিতে পারিলে গল্প গুজব হাস্য-পরিহাসে এমন সে মগ্ন হইত যে, সে জন্য অনেক সময় সব কর্ত্তব্যই সে ভুলিয়া যাইত। নির্ম্মলার মত মেয়ের কাছে সেটা ভাল বোধ না হইলেও সরি কিম্বা শুভার মা তাহাতে কোনও দোষ দেখিত না।

রাখুর স্বভাব তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। গম্ভীর না হইলেও নিতান্ত অল্পভাষী—সে শুধু আপনার কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়া যাইত। রাখুর বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা কহিবার না থাকিলেও, প্রগল্‌ভতা দোষের জন্য মধুকে ছাড়াইয়া দেওয়ায় সরি ও শুভার মা উভয়েই নির্ম্মলার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

তবে যে শুভাব মা রাখুকে কন্যা দিতে অমত করে নাই, সেটা কতক সহসা-জাগ্রত অর্থের প্রলোভনেও বটে, কতকটা নিম্মলার কথার প্রতিবাদে সাহসের অভাবেও বটে। সে ছিল বাল-বিধবা, এদিকে সে নির্ম্মলার একরূপ সমবয়সী, বড় জোর তিন চারি বৎসরের বড়—সকপ্রকারেই ইহাদের উপর তার নির্ভর। অল্প বয়সের বিধবা বলিয়া নির্ম্মলা সর্ব্বদাই তাহাকে চোখে চোখে রাখিত। ব্রজেন্দ্রের কাছে মায়ের সমস্ত মর্য্যাদা লাভ করিলেও, নির্ম্মলাও তাহাকে শাশুড়ীর যোগ্য ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইলেও, নিজের বয়স ও অবস্থায় সর্ব্বদাই সে অনেকটা সঙ্কুচিত থাকিত। বিশেষতঃ তার বৃদ্ধ স্বামী মৃত্যুকালে তাঁহাকে এমন কিছু অর্থ অথবা সম্পত্তির অধিকারী করিয়া যায় নাই, যাহাতে সে ব্রজেন্দ্র কিম্বা নির্ম্মলার সঙ্গে আপনাকে সমান অবস্থাপন্ন মনে করিতে পারে। স্বামী তাহাকে ব্রজেন্দ্রের মহত্ত্বের উপর নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

নির্ম্মলাকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া শুভার মা বলিয়া উঠিল—

"খা সরি, এরা যদি জলেই মেয়েটাকে ফেলে দেয়, আমি কি করতে পারি ?"

"সরি !"

নির্ম্মলা দূর হইতেই ডাকিল।

"ঠাকুর মশাই উঠেছেন কি না একবার দেখে আয়।"

"দেখে এসেছি, ওঠেননি।"

শুভার মা বলিল—

"কাল রাত্রে ঠাকুর বোধ হয় চোখের পাতা ফেলবার অবকাশ পায় নি।"

সরি একটু হাসিয়া বলিল—

"এইমাত্র নাকডাকা শুনে আসছি মা।"

"হাত-মুখ-ধোওয়া জল, তামাক—সব ঠিক ক'রে রাখ্।"

সরি চলিয়া গেল।

এইবারে শ্বাশুড়ীর কাছে আসিয়া নির্ম্মলা বলিল—

"নালু কোথায় গেল মা ?"

মনে মনে শুভার মা'র রাগ হইল। বউ বামুনের খবর লইল, ছেলের খবর লইল, কিন্তু শুভার খবর লইল না। অথচ নিজেই সে মেয়েটার দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে। সে বলিল—

"কোথায় সে আমি জানি না। আমিও তাকে খুঁজছি।"

"কেন মা ?"

"তাকে ডাক্তার ডাকতে পাঠাতুম। শুভার নাক ফুলেছে, একটু জ্বরও হয়েছে।"

কোন উত্তর না দিয়া নির্ম্মলা শুভাকে দেখিতে গেল। তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে বুঝিয়া সে মনে মনে একটু লজ্জিত হইল।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই নির্ম্মলা দেখিল, শুভা বিছানার উপর বসিয়া আছে। মুখ তার ছিল উপর দিকে।

হতভাগা মেয়ে তোমাকে উঠতে বললে কে ? ডাক্তার না তোকে নড়তে চড়তে বারণ করে গেছে ?"

পুঁটিকে শয্যায় রাখিয়া নির্ম্মলা শুভার গায়ে হাত দিয়া দেখিল।

বুঝিল গা তার সামান্য গরম হইয়াছে বটে। নাক ও অল্প ফুলিয়াছে। কিন্তু মন তার সে জন্য কিছুমাত্র ভীত হইল না। তাহার মন বলিল, হাতই লাগুক কিম্বা কনুইই লাগুক, অন্যমনস্ক ব্রাহ্মণের আঘাত কখনই এমন গুরু হইতে পারে না, যে জন্য শুভার সত্য সত্যই বাঁশির মত নাকটি জন্মের মত বিকৃত হইয়া যাইবে। তথাপি সে, পিসির সঙ্গলাভে উৎসুক, তাহার কন্যাকে আবার কোলে উঠাইয়া বলিল—

"ডাক্তার বাবু হয়ত এখনি আবার আসবে। তাঁর না আসা পর্য্যন্ত যেন উঠিস্‌নি।"

শুভা উত্তর না করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু শুইয়াও সে একটু অস্থিরতার ভাব দেখাইল।

"তোর কি যন্ত্রণা হচ্ছে শুভা?"

"মুখ না ফিরাইয়াই শুভা উত্তর করিল—

"না।"

"তবে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিস্‌ কেন?"

পুঁটি এই সময় বলিয়া উঠিল—

"আমি পিসির কাছে শোব।"

"না তোর পিসির অসুখ করেছে—তবে ছট্‌ফট্‌ করছিস্‌ কেন শুভা?"

মুখ ফিরাইয়া শুভা বলিল—

"ওকে আমার কাছে দাও বৌদি!"

"আগে বল্‌, নইলে দেবো না।"

শুভা কিছু বলিল না, বালিশে মুখ ঢাকিয়া চোখ মুদিল। পরক্ষণেই আবার চোখ মেলিয়া মুখটা তুলিয়া বৌদির পানে চাহিল।

"তোর কি গরম বোধ হচ্ছে—বাতাস করব?"

"না।"

"তবে কি হচ্ছে খুলে বল্।"

"বৌদি', দাদা আমাকে বক্‌বেন।"

"বাইরে গিছলি বলে? ভয় নেই, তোকে বক্‌তে দেব কেন—বক্‌তে হয় আমাকে বক্‌বে।"

নির্ম্মলা শুভার মুখের দিকে আর না চাহিয়া একখানা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। দুপুরের পর হইতেই ঝড়ের পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়াছে। প্রকৃতির নিস্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যৈষ্ঠ আবার তাহার প্রভাব বিস্তারের সূচনা করিয়াছে।

ক্ষণেক চুপ থাকিয়া শুভা নির্ম্মলাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল—

"হাঁ বৌদি?"—

"কি?—বৌদি ব'লেই চুপ করলি কেন? কি বলতে যাচ্ছিলি? বেশ, চুপ করেই থাক্, ডাক্তার আজ তোকে কথা কইতেও নিষেধ ক'রে গেছে।"

"দাদা কি পুরুত মশাইকে—"

শুভা আবার চুপ করিল।

"বল্‌তে ইচ্ছা হয়েছে, একেবারে ব'লে শেষ করে নে!"

তবুও শুভাকে নীরব দেখিয়া নির্ম্মলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—

"মন খুলে বল্। আমাকে বল্‌তে তোর লজ্জা কি? তুই যে আমার ননদ রে!"

"দাদা কি পুরুত মশাইকে আর পূজো করতে দেবেন না?"

"এই কথা বল্‌তে সাতটা ঢোক গিললি! আমি মনে করেছিলুম না জানি কি সুভদ্রা হরণেরই পালা বলবি।"

এ কথার গভীর অর্থ শুভা বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে পারিবে না তা নির্ম্মলাও জানিত। তবে শুভা ননদ হইলেও সে ত তাকে কন্যা পুঁটু রাণীরই মতন দেখিয়া থাকে। একটু চুপ করিয়া সে শুভাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"একথা তোকে বললে কে?"

"মধু ঠাকুর যে পূজো করে গেল বৌদি!"

"সেই ত আগে পূজো করত। পুরুত মশাই দু'দিন এসেছেন বইত নয়।"

"দাদা যে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

দাদা ছাড়ালে কি হবে, বামুনঠাকুরের পূজো তোর মা'র পছন্দ হয় না। মধুঠাকুর বিড় বিড় ক'রে যা তা মন্তর ব'লে ঠাকুরের মাথায় ফুল চাপায়, তাই তার ভাল লাগে।"

"মায়ের বুদ্ধি নেই বৌদি।"

"পুরুত মশাই কি তোকে কিছু বলেছে?—বল্।"

"বলছিলেন।"

"এর মধ্যে কখন তোকে তিনি বললেন!"

"সরিকে ডাকছিলেন। সরি ছিল না, মা ছিল না, তুমি ঘুমুচ্ছিলে। তাঁর পিপাসা পেয়েছিল।"

"কি বললেন?"

"বললেন, কলকেতা ছেড়ে চললুম শুভা দিদি! আর বোধ হয় এ দেশে আসব না। আমি বললুম কেন যাবেন? বললেন, কাজ কর্ম্ম কিছু রইল না, এখানে থেকে খাব কি?"

"তুই তাতে কি উত্তর দিলি?"

"আমি বললুম বৌদি'কে আমি বলব।"

"যাতে তাকে আর কলকেতা ছেড়ে না যেতে হয়, তার ব্যবস্থা করতে ?"

শুভা হাসিল।

"আমি আর কিছু বলিনি বৌদি !"

"না বলোছিস্ ভালই করেছিস্। কিন্তু ঠাকুর দেশে গিয়েই বা খাবে কি ?"

"কেন বৌদি ? দেশে কি পুরুত মশাইয়ের খাবার নেই।"

"থাকলে কলকেতায় চাকরি করতে আসবে কেন ? দেশে এক মামী আছে, সে ঠাকুরকে খেতে দেয় না।"

"আর কেউ নেই বৌদি ?"

এ 'আর কেউ' এর অর্থ নির্ম্মলার বুঝিতে বাকি রহিল না। সে হাসিয়া বলিল—

পুরুত ঠাকুরের বউ আছে কি না জিজ্ঞাসা করছিস্ ?"

শুভা চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণেক উত্তরের অপেক্ষা করিয়া নির্ম্মলা বলিল—

"না শুভা, পৃথিবীতে তার আপনার জন কেউ নেই।"

"দাদা তাঁকে কি জন্য ছাড়িয়ে দিলেন বৌদি ?"

"এ বলা বড় শক্ত কথা শুভা, তোর দাদাকে জিজ্ঞাসা করিস্।"

রাখু ঠাকুরের উপর শুভার অহেতুক মমতা দেখিয়া নির্ম্মলা মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইল। তবে সে বালিকা, আর নির্ম্মলা তার এই ছোট ননদিনীটিকে চিরকাল কন্যারই মত দেখিয়া আসিতেছে, আজিও পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে রহস্যের কথা কয় নাই। আর অধিক বলা উচিত নয় বুঝিয়া নির্ম্মলা বলিল—

"নে ঘুমো, এর পর আর কারও সঙ্গে কথা কস্‌নি। দেখি তোর

পুরুত মশায়ের কলকেতায় রাখবার কোনও উপায় করতে পারা যায় কি না।"

"আমার গরম করছে না বৌদি!"

"তাহলে আমি যাব?"

"পুঁটিকে আমার কাছে রেখে যাও, আমি একলা থাকতে পারি না।"

"আবার উঠবি না ত?"

"না।"

পুঁটিকে বিছানায় রাথিয়া, পাথাথানা শুভার হাতে দিতে দিতে ঈষৎ হাসিয়া একটু রহস্যের ছলে নির্ম্মলা বলিল—

"শুয়ে পড়ে পুরুত মশায়ের ভাবনায় ছট্‌ফট্ করবি নাত?"

"যাও" বলিয়া শুভা পুঁটিকে কোলে জড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল।

২১

বারান্দায় যে স্থানটিতে সে শ্বাশুড়ীকে বাহিরে দেখিয়াছিল, বাহিরে আসিয়া নির্ম্মলা দেখিল সেখানে কেহ নাই। তাহার আর অনুসন্ধান না করিয়া সে কাপড় কাচিতে চলিল।

কলতলার নিকটে উপস্থিত হইতেই সে শুনিতে পাইল, "দিদি কেলো?" একটু চিন্তান্বিতার মত বাড়ীর কোনও স্থানে কিছু লক্ষ্য না করিয়াই সে চলিয়াছিল। কথাটা শুনিতেই সে তন্দ্রা-ভাঙ্গার মত চমকিয়া উঠিল। সে কথা কাহাকে উপলক্ষ করিয়া কে বলিতেছে তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে সেই সকাল হইতে এই

অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত রাখুর প্রতি তাহার ব্যবহার সমস্ত স্মরণ করিয়া সে বুঝিল, কাজটা তার অনেকটা বোকার মত হইয়াছে।

পাছে শাশুড়ী কিম্বা সখি তাহাকে দেখিতে পায়, তাহাদের অলক্ষ্যে সে অনেক দূর সরিয়া আসিল। প্রথমে তার শাশুড়ীর উপর রাগ হইল। এতক্ষণ তার সকল কথাতেই সায় দিয়া তবেত শাশুড়ী তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে! কিন্তু ক্ষণেক দাঁড়াইয়া যখন সে মনে মনে নিজের কাজগুলার সমালোচনা করিল, তখন নিজেকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে দোষী করিতে পারিল না। শুভার উপর মমতা মায়ের অপেক্ষা বেশী দেখিয়া তার শাশুড়ী যদি তার কাজগুলা অন্যভাবে দেখিয়া থাকে, তা হইলে তাহাকে দোষী দেখিতে নির্ম্মলার অধিকার কি?

মনে মনে নির্ম্মলা বলিল—"আমি বাড়ীর বউ বইত নয়, ননদের ভাগ্য-প্রতিষ্ঠা দেখিতে আমার এত ব্যাকুল হওয়া, কাজটা একেবারেই অন্যায় হইয়াছে। তার মা আছে, ভাই আছে। উপর পড়া হইয়া শুভার কল্যাণ আমাকেই বা দেখিতে হইবে কেন? দেখিলে কল্যাণই যে হইবে একথাই বা জোর করিয়া কে বলিতে পারে? যদি ফল বিপরীত হয়?"

এক মুহূর্ত্তেই নির্ম্মলার মনের গতির পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আর কোনও অপ্রীতিকর কথা পাছে শুনিতে পায়, তাই সন্তর্পণে দূরে সরিয়া গেল। আসিয়া দাঁড়াইল সেখানে, যেখানে উপস্থিত দেখিলে তার শাশুড়ী কিম্বা সখির মনে কোনও সংশয় জাগিবে না।

সেখান হইতে যে ঘরে রাখু আছে, সেটা অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। তথাপি নির্ম্মলা কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কের মত, সেদিকে চাহিল। চাহিতেই দেখিল কারা যেন সেই ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দাঁড়াইয়া কি যেন লুকাইয়া দেখিতেছে।

তাহাদের কার্য্যটি দূর হইতে নির্ম্মলা ভালরূপ বুঝিতে পারিল না। বুঝিবার জন্য আর একটু চলিতেই সে বুঝিতে পারিল, পাড়া সম্পর্কের খুড়ী শ্যামের মা ও দুই জন প্রতিবেশিনী বাহির হইতে উঁকি দিয়া রাখু ঠাকুরকেই দেখিতেছে।

নির্ম্মলার ইচ্ছাকৃত কাশির শব্দেই তাহারা তার অস্তিত্ব বুঝিল এবং একটু অপ্রতিভের মত নিকটে আসিল।

"কি দেখছিলে খুড়ী মা ?"

প্রশ্ন অনুচ্চস্বরে, উত্তর ও হইল সেইরূপ অনুচ্চস্বরে—

"শুভার কেমন বর হবে এদের দেখাচ্ছিলুম !"

দ্বিতীয়া বলিল—"দেখতে ত দিব্যিটি !"

তৃতীয়া বলিল—"বয়স বেশী নয়।"

শুনিবা মাত্রই নির্ম্মলা বুঝিল, সবির দোষেই হ'ক কি শাশুড়ীরই দোষেই হ'ক, রাখু সংক্রান্ত কথা ইহারা জানিতে পারিয়াছে, শুধু এই বিবাহের কথা নয় হয়ত আরও অনেক।

মনের গতির সঙ্গে নির্ম্মলার কথার গতি, কার্য্যের গতি সব ফিরিয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল—

"বয়সও বেশি নয়, দেখতেও দিব্যি, প্রকৃতিটিও যতদিন ধ'রে দেখছি ভাল ব'লেই বোধ হচ্ছে—ছেলেটি আমাদের ঘরও বটে, কিন্তু হ'লে হবে কি খুড়ীমা, কিছু নেই। সামান্য পূজারিগিরি চাকরি, লেখা পড়াও বিশেষ কিছু জানে না—অমন পাত্রকে ভগিনী দিতে কি বাবুর সাহস হবে ?"

শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয়া প্রথমার পানে চাহিয়া নির্ম্মলাকে বলিল—

"আমিও তাই ভাবছিলাম মা, শুধু দেখতে সুন্দর হ'লে কি হবে,

ঘর নেই, দোর নেই, কোনদেশে বাড়ী তার ঠিক নেই, এমন লোককে তোমাদের বাবু কি করে ভগিনী দেবেন ?”

নির্ম্মলা এবারে একটু গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—

“তার উপর মায়ের সে একটিমাত্র মেয়ে, আর বাবুর সঙ্গে তার সম্পর্ক সমস্তই ত তুমি জান খুড়ীমা, ভালই হ'ক, মন্দই হ'ক, আমার পুঁটিকে দিলে তত দোষের হ'ত না।”

এরূপ উত্তরের প্রত্যাশা করিয়া খুড়ীমা আসে নাই। সে একটু অপ্রতিভের মত বলিল—

“তবে যে শুনলুম ঠাকুরের অনেক টাকা হচ্ছে।”

আরও কিছু তাহার মুখ হইতে শুনিবার জন্য নির্ম্মলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া গুছাইয়া সে-গুলার সে উত্তর দিবে।

শ্যামের মা বলিতে লাগিল—

“বাড়ী, ঘর, গহনা গাঁটি নগতে শুনলুম প্রায় লাখোটাকার সম্পত্তি।”

নির্ম্মলার উত্তর শুনিবার জন্য শ্যামের মা'র দুজন সঙ্গিনীও নেত্র বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মলা আবার হাসিতে হাসিতে বলিল—

“তুমি যখন জেনেছ খুড়ীমা, তখন তোমাকে গোপন করব কেন, আমিও তাই প্রথমে মনে করেছিলুম। মনে ক'রে ঠাকুরকে আটকে রেখেছিলুম। ভাবলুম কুলীনের ছেলেত বটে, টাকার মালিক হ'লে তাকে মেয়ে দিতে আপত্তি কি।”

“তার পর ?”

“কোথায় কি !”

“সব ভুয়ো ?”

"সব না হ'ক, প্রায় বটে।"

"সে মেয়েটা—"

"মরেছে তুমি বিশ্বাস কর ?"

তৃতীয়া একটু ব্যঙ্গভাবে প্রথমাকে শুনাইয়া বলিল—

"এই শুনলে মেজো গিন্নী ?"

নির্ম্মলা বলিল—

"আর সে আবাগী ম'লেই বা ঠাকুরের কি ?"

শ্যামের মা একটু হতাশের ভাবে বলিল—

"শুনলুম—"

"তোমাকে শুনতে হবে কেন খুড়ী মা, আমি বলছি। তুমি যা শুনেছ, আমিও তাই শুনেছিলুম। নষ্ট দুষ্ট মেয়েদের কথা—তুমি নিতান্ত ভাল মানুষ—তোমাকে কি বলব ? আর বললেই কি তুমি বুঝবে ?"

"সে মাগি তা'হলে—'

"ও ঠাকুরের কেউ নয়, কি কেউ, এ ত হঠাৎ জানবার উপায় নেই।"

দ্বিতীয়া এইবারে মুখ খুলিল—

"হ'লত শ্যামের মা, এইবারে চল।" বলিয়া সে নিজেই প্রস্থানোদ্যত হইল।

"তোমার নির্ব্বোধ ভাসুরপোকে ঠকাবার এও হয়ত একটা কৌশল।"

তৃতীয় দ্বিতীয়ার অনুসরণ করিল।

"আমিও ত তাই ভাবলুম, বৌমাকি আমার এতই নির্ব্বোধ হবে !"

তখন শ্যামের মা'র সঙ্গিনীদ্বয় অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। নির্ম্মলা এইবারে অনুচ্চকণ্ঠে তাহাকে শুনাইয়া বলিল—

"এইবারে তোমাকে বলি। এখন ও ঠিক কিছু বুঝতে পারিনি খুড়ীমা ! সত্যি সে না হ'তে পারে, এমন কথা বলতে পারি না। খুব

সম্ভব—সম্পর্ক মিছে, মরা মিছে—সমস্তই নষ্ট মেয়ের ছলনা। তবু যদিই সত্যি হয়, আর ঠাকুরের বরাতে ধন পাওনা থাকে, তখন ঠাকুরের সঙ্গে শুভার বিয়ে দিলে কি দোষের হবে ?”

“কিছু না বৌমা, কিছুনা।”

মুহূর্ত্তের জন্য আর শ্যামের মা দাঁড়াইল না।

নির্ম্মলাও তার চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া ঈষৎ দ্রুত পদে বরাবর উপরে একবারে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। ঘর প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বিলাতি ধরণে সজ্জিত হইলেও, তার এক প্রান্তে একটি গঙ্গাজলের কলসী ছিল। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া মাথায় দিয়াই দেরাজ খুলিল। বাহির করিল তার ভিতর হইতে দুই তাড়া নোট ও এক মুঠা টাকা।

টাকা অঞ্চলে লইয়া, দেরাজ বন্ধ করিয়া, কোনও দিকে দৃষ্টি না দিয়া বরাবর সে রাখুর ঘরে চলিয়া গেল।

রাখু তখন কলিকাটি মেঝেয় রাখিয়া হুঁকাটিকে দেয়ালে ঠেসিয়া রাখিতেছিল।

পেছন হইতে নির্ম্মলা বলিল—“আপনার ঘুম হয়েছিল দাদা ?”

“একটু বেশী ঘুমিয়ে পড়েছি।”

নির্ম্মলা এইবারে কি ভাবে কথাটা পাড়িবে ভাবিতে গেল। রাখুকে বিদায় দিবার কথা মুখ হইতে বাহির হইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—

“নালু কি আপনার কাছে ছিল না ?”

“ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখিনি।

“ছেলেটা কোথায় গেল। তাকে একটা কাজে পাঠাবার বিশেষ দরকার পড়েছে।”

বিশেষ কথাটায় একটু জোর দেওয়ায় রাখু একটু চিন্তিতের মত বলিল—

"তাকে খুঁজে আনবো কি ?"

"সে কোথায় গেছে, আপনি তাকে কেমন ক'রে খুঁজে পাবেন ?"

"গুভাদির বি—"

"না, না দাদা, সে দিক দিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।"

"বাবু এসেছেন কি ?"

"না, তিনি এখনও কই'ত এলেন না। কোনও খবর পর্য্যন্ত তাঁর পেলুম না। আজ আসবেন কিনা তাও বুঝতে পারছি না।"

নির্ম্মলা এইবারে কথা পাড়িবার অবকাশ পাইল। রাখু ঠাকুর তার কথায় যখন কোনও কথা কহিল না, তখন আবার সে বলিল—"আপনার কথা ভয়ে ভয়ে একটু ভাবলাম দাদা—"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে রাখু নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল। নির্ম্মলা বলিতে লাগিল—

"ভাবলুম। আপনার মনটা যখন বড়ই চঞ্চল হয়েছে—"

"বড় চঞ্চল দিদি।"

"তা আমি বুঝেছি।"

"তুমি এই স্নেহ-বন্ধনে না বাঁধলে এতক্ষণ উধাও হয়ে চলে যেতুম। এ রকম বন্ধনের ভিতর থাকা কোনও কালে আমার অভ্যাস নেই।"

"না, আপনাকে আটকে রাখা আমার এখন অন্যায় মনে হচ্ছে।"

"কলকেতার বাতাস আমার একবারেই সহ্য হচ্ছে না। তোমাকে গোপন করব কেন দিদি, এই তিন মাসেই এখানে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।"

"দেশ থেকে একবার ঘুরেই আসুন।"

রাখু আর উত্তর না দিয়া ছাতি হাতে করিল।

"কথা শেষ করতে না করতেই বুচ্‌কি হাতে করলেন যে!"

"বেলাবেলি হাওড়ায় যাই।"

"দেশে গিয়ে কি করবেন ?"

"প্রথম দু'চার দিন মামীর গাল খাব। তার পর যাত্রার দলে একটা চাকরি নেব। একটা পেট যেমন ক'রে হ'ক চলে যাবে দিদি।"

"যাত্রাব দলে কি করবেন ?"

"আমি একটু বাজাতে জানি।"

'ছি ছি, যাত্রার দলে আপনি ঢুকবেন কেন ?"

"হীন কাজ বলে এতদিন ঢুকিনি, দু'তিন জন যাত্রাদলের অধিকারী আমাকে সেধেছিল।"

"না না তা করবেন না।"

"তবে কি করব—বিদ্যেও নেই, পয়সাও নেই। অকর্ম্মণ্য পর-প্রত্যাশী হওয়ার চেয়ে সে কাজ কি ভাল নয় ?"

"পয়সা কিছু হাতে হ'লে ব্যবসা করতে পাবেন ?"

রাখু আবার বিস্মিত নেত্রে নির্ম্মলার মুখেব পানে চাহিল।

নির্ম্মলা নোট ও টাকাগুলি রাখুব পায়েব কাছে ধরিয়া বলিল—

"এই নিন্।"

"না না।"

"এদের টাকা নয় দাদা, তোমার ভগিনীর—মৃত্যুকালে আমার বাবা আমাকে দিয়ে গেছেন।"

তথাপি রাখু হাত নামাইয়া টাকা তুলিতে পারিল না।

"যদি না নাও—"

"নেবো দিদি—মাথাটা ঠিক রাখতে পারছি না।"

তার চক্ষু হতে জল ধারা পড়িতে লাগিল।

"নিয়ে যে ব্যবসা, ভাল বুঝবেন করবেন।"

তথাপি রাখু দাঁড়াইয়া রহিল। আবেগ ঈষৎ দমিত করিয়া বলিল—

"টাকা তুলে নাও। যতদিন আমি বাঁচব আমার ভগিনীপতির দোরে মাথা দিয়ে পড়ে থাকব দিদি!"

"মাথা দিলেত আর ভগ্নীপোতের কল্যাণ হবে না। যখন ইচ্ছা এর পর এ বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে আসবেন, আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করবেন। টাকা তুলে নিন্। নালুকে দিয়ে এক জোড়া কাপড় আনাব মনে করেছিলুম। ওই টাকা দিয়ে কিনে নেবেন।"

নির্ম্মলা ভূমিষ্ঠ হইয়া রাখুকে প্রণাম করিল। তারপর দাঁড়াইয়া বলিল—

"বরাবর দেশেই যাবেন?"

"আর কোথাও যাব না দিদি, দেশেই যাব।"

"পুঁটি বুঝি কাঁদছে।"

"তুমি এসো" বলিয়া রাখু টাকা তুলিয়া লইল

২২

শুভার মা যখন কলতলায় কাপড় কাচিতেছিল, সরি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাখুর পরিচয় করিয়া সে সেখানে আসিয়াছে। আসিয়াছে, ঠাকুরমা' সেখানে আছে জানিয়া, তার মায়ের অন্বেষণ করিতে। ঠাকুরমা'কে সে রাখুর সঙ্গে মা'য়ের অভিনব সম্বন্ধের কথা শুনাইবে। উভয়েই তাহারা মধু ঠাকুরের পক্ষপাতী ছিল। তার ছিল একটু মেয়েলি স্বভাব। মেয়েদের মাঝখানে একবার বসিতে পাইলে গল্পগুজবে এমন মগ্ন হইত যে কর্ত্তব্যের কথা একরূপ তার মনেই থাকিত না। সরি, শুভার মার সে সব গল্প বড় ভাল লাগিত। এমন কি সময়ে সময়ে উভয়েই তার মিথ্যা গল্প-স্রোতে ভাসিয়া যাইত। তাহারাও আপন আপন কর্ত্তব্য ভুলিত। এই দোষের জন্য নির্ম্মলা ব্রজেন্দ্রকে বলিয়া মধুঠাকুরকে ছাড়াইয়া দিয়াছিল।

মুখচোরা রাখু শুধু নিজের কর্ত্তব্যটি করিয়া যাইত। কেহ কোনও প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে দুই একটা হাঁ হুঁ ছাড়া অনেক সময়েই বেশী কোনও উত্তর পাইত না।

আজ তাহারা উভয়েই রাখুকে নির্ম্মলার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিতে দেখিয়াছে। রাখুর বিরুদ্ধে পূর্ব্বে তাহাদের বলিবার কিছু না থাকিলেও চিত্তের দুর্ব্বলতায় মধু ঠাকুরের কর্ম্মচ্যুতিতে নির্ম্মলার উপর তাহারা সন্তুষ্ট ছিল না। উভয়েই, বিশেষতঃ সরি রাখুর একটু আধটু দোষ দেখিতে পাইলেই যেন গোটা দুই নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত।

আজ যেন সে দোষ দেখিতে পাইবার মত হইয়াছে। তবে নির্ম্মলার নির্জ্জনালাপ শুভার ভবিতব্যের সঙ্গে জড়িত বুঝিয়া, শুভার মা ও সরি অনেকক্ষণ যে যার কাছে মন খুলিয়া কথা বলিবার সুবিধা পায় নাই।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক কথাতেই সরি শুভার মার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, বুঝিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সঙ্কীর্ণ মন, রাখুর সঙ্গে নির্ম্মলার এই 'বাড়াবাড়ি রকমের' আত্মীয়তা প্রদর্শন শুধু যে শুভারই কল্যাণের জন্য, এটা তাহাদের বুঝিতে দিল না।

ইহার পূর্ব্বে সরি দুই একবার ঠারে ঠোরে শুভার মাকে দুই এক কথা শুনাইয়াছে। এখন বলিবার মত কথা পাইয়া বলিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে।

শুভার মা নির্ম্মলার কার্য্যগুলা প্রথমে কুভাবে গ্রহণ করে নাই। পরে কুভাবে গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু অল্পবুদ্ধি শুভার মাকের চিন্তায় মস্তিষ্ক-চাঞ্চল্যে সরির কথার কৌশলে অল্পে অল্পে সন্দেহগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

কলতলায় প্রবেশ করিয়াই সরি চলিয়া যাইবার ভান দেখাইল।

"কিরে সরি?"

"এমন কিছু নয় ঠাকুর মা!"

"তবে হম্‌কো ধম্‌কো হয়ে এলিই বা কেন, আবার ব্যস্ত হয়ে চললিই বা কেন?"

"আমি জানতুম, এতক্ষণ তুমি কাপড় কাচা সেরে ঘরে চলে গেছ?"

"কাকে খুঁজছিস?"

"পুরুত ঠাকুরের দিদিকে।" বলিয়াই সরি মুচকিয়া হাসিল।

"দিদি কেলো?"

শুভার মাও হাসিল।

এই কথাটা শুনিয়াই নির্ম্মলা চলিয়া গিয়াছে। পাছে কোন অপ্রীতি-কর কথা শুনিতে হয়।

সরি বলিল—"কেন, মা।"

"তোর মা আবার ও বামুনের দিদি হ'ল কবে?"

"তা কেমন করে বলব ঠাকুর মা! তামাক জল দিতে গিয়েছিলুম।" ঠাকুর বললে, সরো, একবার দিদিকে ডেকে দাও। শুভাদিদি মনে করে বল্‌লুম, তার অসুখ। শুনে ঠাকুর বললে, সে নয়, গিন্নী।"

শুভার মা মুখে অসম্ভব গম্ভীরতা মাখিয়া সরির মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"ব্যাপার কি ঠাকুর মা!"

এই ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইল সে সব প্রকাশের প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে সে কথা স্বকর্ণে শুনিলে নির্ম্মলা মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারিত না। তাহাতে তাহার চরিত্রের উপর কটাক্ষ ছিল। আর শুভার

সঙ্গে রাখুর বিবাহের কথাটা একেবারেই যে শুভার কল্যাণের জন্য নয় এটা, কিছুক্ষণের কথাবার্ত্তার পরেই শুভার মা, সরি উভয়েই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল।

রাখুকে বিদায় দিয়াও যখন নির্ম্মলা দেখিল, ইহাদের গোপন কথোপকথনের নিবৃত্তি হয় নাই। তখন তাহাদের চমক ভাঙাইতে নীচের বারান্দা হইতে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"নালু।"

ইহাদের চমক ভাঙিল। দুইজনকে একত্র দেখিতে পাইবার ভয়ে সরি বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। শুভার মা চলিল, যেখান হইতে নির্ম্মলা রাখুকে ডাকিয়াছে।

নিকটে আসিতেই নির্ম্মলা শ্বাশুড়ীর মুখের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল—"নালু কি এখনও বাড়ী আসে নি মা?"

"এসেছিল, আমি তাকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছি।"

"বেশ করেছ মা, শুভার একটু জ্বর হয়েছে, নাকও একটু ফুলেছে। তবে আমার মনে কোনও ভয় হচ্ছে না! সাধু ব্রাহ্মণ, মনটা অসম্ভব চঞ্চল হয়ে পড়েছে, অন্যমনস্কের আঘাত, শুভার অকল্যাণ হ'তেই পারে না।"

"তাই বল মা, আইবড় মেয়ে, আমি ভয়েই মরছি।"

"কতক্ষণ নালু গেছে?"

"অনেকক্ষণ ত পাঠিয়েছি। এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।"

"বোধ হয় ডাক্তারবাবুকে দেখতে পায়নি।"

ঠিক এমনি সময়ে নালু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল—

"কইরে নালু, ডাক্তারবাবু?"

নালু দূর হইতে শুধু মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে ডাক্তারের না আসা

বুঝাইতে চেষ্টা করিল। পূর্ব্বে তার মা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, ডাক্তার আনার কথা পুরুত মশাই কিছুতেই যেন জানিতে না পারে। সে জানে পুরুত মশাই তার পড়িবার ঘরে তখনও অবস্থিতি করিতেছে।

নির্ম্মলা সেটা বুঝিযা হাসিয়া বলিল—

"অমন ভূতের মত ঘাড় নাড়তে হবে না, কি হয়েছে চেঁচিয়ে বল্।'

"ডাক্তার বাবু বললেন, আজ আব আসবার দরকার নেই, কা'ল যাব?"

শুভ্রার মা জিজ্ঞাসা করিল—

"জ্বরের কথা বলেছিলি ভাই?"

"বলেছিলুম।"

নির্ম্মলা বলিল—

"নাক ফোলাব কথা?"

"সব বলেছি। তিনি বল্লেন, আমি ভাল ক'রে একজামিন ক'রে দেখেছি, কোনও ভয় নেই। ওই অসুধ আর বার পাঁচ সাত লাগিয়ে দাও, জ্বরও যাবে, ফোলাও থাকবে না। যদি কাল সকালে পর্য্যন্ত জ্বর থাকে, আমাকে খবর দিয়ো?"

"ওপরে খাবার রেখেছি, খেয়ে পড়তে বস' লালুবাবু! সারাদিন পড়া শুনা হয়নি, বাবু এসে যদি শুনেন, রাগ করবেন।"

পড়িবার ব্যস্ততায় না হউক, ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থায় লালুবাবু উপরে চলিয়া গেল।

নির্ম্মলা এই বার শাশুড়ীকে বলিল—

"তুমি মা শুভার কাছে খানিকক্ষণ থাক, পুঁটিকে তার কাছে রেখে এসেছি, কিছুতেই এলো না সে, তাকে জ্বালাতন না করে।"

এমনি সময়ে সরি সেখানে উপস্থিত হইল। দূর হইতে দেখিল

দুইজনে কথা কহিতেছে। তখন, কাজে যেন কতই ব্যস্ত, নিকটে আসিয়া উভয়কেই যেন লক্ষ্য করিয়া বলিল—

"আজ রাত্রে কি আমাদের আর কারও খাওয়া দাওয়া নেই গা।"

"তাই ত বৌমা, হতভাগা মেয়েটার ভাবনা ভুলে গিয়েছিলুম, পুরুত মশাই রয়েছেন, রাঁধুনিত আজ আব এলো না, রাত্রে তার খাবার ব্যবস্থা কি করব?"

"তিনি ত চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন!"

বিস্মিতা সবি বলিয়া উঠিল—

"এই ত একটু আগে তোমাকে তিনি ডেকে দিতে বল্লেন! দেখা ক'রেই চলে গেছেন।"

শুভার মা জিজ্ঞাসা করিল—

"কোথায় গেলেন?"

"দেশে।"

"রইলেন না?"

"এই পইলেন—বাথবাব চেষ্টা কবেছিলুম! তোমরা জান না, শুভার সম্বন্ধ উপলক্ষ ক'বে, তাঁকে মায়ের পেটের ভাই পর্য্যন্ত ব'লে সম্বন্ধ পাতিয়েছিলুম– কিছুতেই রাখতে পারলুম না।"

পুঁটি উপরে কাঁদিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে শুভার ক্ষীণকণ্ঠ সকলের কাণে গেল—

"বৌদি পুঁটী থাকছে না।"

"তুমি উপরে যাওনা মা" বলিয়া নির্ম্মলা কাপড় কাচিতে চলিয়া গেল।

শুভার মা ও সরি যে যার মুখের পানে কিছুক্ষণ প্রাণহীনের মত চাহিয়া রহিল।

২৩

ইহার মধ্যে হেমচন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া কখন যে রাখুকে ঘরের মধ্যে দেখিয়া গিয়াছে, তাহা বাড়ীর ভিতরের একটি প্রাণীও জানিতে পারে নাই। হেমা শুধু রাখুকে দেখিল না, দেখিল সে সেই সঙ্গে তার প্রভু-পত্নীকে। দু'জনে নির্জ্জনে, সকলকেই লুকাইয়া কি যেন রহস্যালাপ করিতেছে। তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অসদ্‌বুদ্ধি চাকর উভয়ের এ নির্জ্জন মিলনের সদুদ্দেশ্য গ্রহণ করিতে পারিল না। পূর্ব্ব হইতে রাখুর উপর এ হতভাগ্যের কেমন করিয়া একটা বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। এই বিদ্বেষ-বশেই উভয়কে এক ঘরে দেখিবামাত্র, সে যেন তাহাদের নির্জনালাপের কথাগুলা শুনিতে পাইল। তাহাদের হাসিও তাহাদের কাণ দুটাকে ফাঁকি দিয়া ঘরের বাতাসে মিলাইতে পারিল না।

সে আসিয়াছিল, প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, প্রভুপত্নীকে দুই এক কথা বলিতে। বলিতে চারুর তখনো পর্য্যন্ত ঘরে না ফিরিয়া আসার কথা। সুতরাং বাবুর বাদ আসিতে বিলম্ব হয় অথবা রাত্রে না আসা হয়, নির্ম্মলা যেন তার জন্য চিন্তা অথবা আহারাদির অপেক্ষা না করে।

হেমার আর নির্ম্মলার সঙ্গে সাক্ষাতের ধৈর্য্য রহিল না। পা টিপিয়া টিপিয়া এমন সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেল যে, কাক পক্ষীটি পর্য্যন্ত তার আসার কথা জানিতে পারিল না।

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সদর রাস্তায় পা দিয়াই সে একরূপ ছুটিল। চারুর বাড়ীর দোরের কাছে যখন সে উপস্থিত হইল, তখন ব্রজেন্দ্র, চারু আর ফিরিবে না বুঝিয়া তাহার সম্পত্তি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যাহা করিতে হয়

করিয়া ভবিষ্যতে যাহা কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে দরজার বাহিরে সবেমাত্র দাঁড়াইয়াছে। সম্মুখে গাড়ী, উঠিবে এমন সময় সে হেমাকে দেখিতে পাইল।

হেমার মুখের ভাব ও ব্যস্ততা এবং শীঘ্র তার ফিরিয়া আসা—দেখার সঙ্গে ব্রজেন্দ্রের মনটা সহসা সন্দেহাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু বুদ্ধিমান সে—পাছে হেমা পথের মাঝে সকলের সম্মুখে এমন কোনও কথা বলিয়া ফেলে, যাহা সে ছাড়া অন্য কাহারও কর্ণগোচর হওয়া উচিত নয়, তাই একটা জিনিস ভুলিয়া আসার অছিলা করিয়া সে বাড়ীর মধ্যে আবার প্রবেশ করিল।

ব্রজেন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, বাড়ী হইতে তাহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বাহিরে কেহ চারুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে সেই অভাগিনীর পল্লাতে হঠাৎ এমন একটা গোলযোগ উপস্থিত হইবে, যে জন্য তাহার বিব্রত হইবার অনেকটা সম্ভাবনা।

উপরে ঝি, নীচে বিশু—ব্রজেন্দ্র সিঁড়ির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তার মনে হইল, আর কিছু নয়, হেমা যা করিয়াই হউক চারুর কোনও খবর পাইয়াছে।

সে সর্ব্বনিম্ন সোপানে যেমন পা দিয়াছে, অমনি ব্রজেন্দ্র ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল খবর কি?

হেমাও প্রভুর উপযুক্ত ভৃত্য, ইঙ্গিতে উত্তর দিল, উপরে ঘরে চলুন।

চারুর অদর্শনে ঝি সারাদিনটা ছটফট করিয়া কাটাইয়াছে। বেলা শেষে তার প্রত্যাগমনে হতাশ হইয়া মাসীর ঘরের দরজার সম্মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল। বাবু তাহাকে বাড়ীর বাহির হইয়া কাহাকেও কোন কথা বলিতে একবারে নিশেধ করিয়া দিয়াছিল। বলিয়া ছিল বলিলে তাহাকে ও বিশুকে খুনের দায়ে পড়িতে হইবে।

সে দেখিল বাবু হেমাকে সঙ্গে লইয়া আবার চারুর ঘরে প্রবেশ করিতেছে। এ পুনঃপ্রবেশের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অর্দ্ধনিরুদ্ধ-কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—"বাবু!"

তাহার দিকে দৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ না করিয়া শুধু বামহস্ত প্রসারণে ব্রজেন্দ্র তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিল।

সুতরাং ঝি আর কোন কথা বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল না। কিন্তু তার কৌতূহল তাহাকে সেই ঘরের দোর জুড়িয়া বসিয়া থাকিতে দিল না।

সে উঠিল এবং বাবু ও হেমা দেখিতে না পায় এমন স্থানে দাঁড়াইয়া আড়ি পাতিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিবার চেষ্টা করিল। কথা সে শুনিতে পাইল না, তবে জানালার ফাঁকে চোখ দিয়া দেখিতে পাইল, হাত, পা, মুখ নাড়িয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া হেমা বাবুকে কি বলিতেছে, আর বাবুর মুখটা দফে দফে রাঙা হয়ে উঠিতেছে। একবার দেখিল বাবু মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ফরাসের উপর আঘাত করিল। যেমনি দুজনে বাহিরে আসিবার লক্ষণ দেখাইল, অমনি ঝি পলাইবার অন্য কোনও পথ না পাইয়া সিঁড়ির নীচে নামিয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র তাহাকে ডাকিল। প্রথম ডাকে সে উত্তর দিল না। সে আর একটা সম্বোধনের অপেক্ষা করিল এবং বাবুর সন্দেহের যতটা বাহিরে পারিল আপনাকে লইয়া গেল—লইয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইল।

যা প্রত্যাশা করিতেছিল, আবার সে উপর হইতে বাবুর আহ্বান শুনিতে পাইল।

"ওরে বিশে, বাবু আমাকে ডাকে কেন শুনে আয় না।"

বিশুও নিতান্ত বুদ্ধিহীনের মত তার দোরটিতে হুঁকা হাতে বসিয়াছিল। সে সেই প্রাতঃকাল হইতে, যেখানে যেখানে চারুর সন্ধান

পাইবার কথা, খুঁজিয়া হতাশায় নিরস্ত হইয়াছে। বাবুর আসার পর হইতে সেও আর বাড়ীর বাহির হইতে পায় নাই। বাবু ভয় দেখাইয়াছে, সেই ভোর হইতে চারুর নিরুদ্দেশের কথা যদি প্রতিবেশিনীগুলো শুনিতে পায়, তাহা হইলে ঝির ও তার বিপদে পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। ঝি ইহার মধ্যে তার সঙ্গে অনেকবার গোপনে পরামর্শ করিয়াছে। তার চেয়ে ঝিয়ের বুদ্ধি অনেক বেশী, চারু না ফিরিলে তাহারা উভয়ে যে একটা বিপদে পড়িতে পারে, একথাও সে বিশুকে শুনাইতে ভুলে নাই।

বাবুর ক্রোধরঞ্জিত মুখ হইতে কি কথা বাহির হইবে, শুনিতে সাহস না করিয়া, সে বিশুকেই ব্রজেন্দ্রের কাছে পাঠাইল এবং প্রয়োজনের একটা অছিলা করিয়া, যেখান হইতে তার কথা শুনিতে না পাওয়া সম্ভব, সেইখানে চলিয়া গেল।

যখন সে অন্যদিক দিয়া উপরে উঠিল, তখন বিশু আবার নীচে চলিয়া গিয়াছে।

"আমাকে কি ডাকছিলে বাবু?"

"ডাকছিলুম—বলতে, সন্ধ্যের পর তোর দিদিমণি যদি না ফেরে, আমাকে পুলিসকে খবর দিতে হবে।"

ঝি শুধু মুখে ভীতির চিহ্ন দেখাইল, উত্তর দিল না। ব্রজেন্দ্র তাহার ভীতি লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল—"আমার মর্য্যাদা রাখতে হ'লে আর খবর না দিয়ে পারব না। পুলিশ এসে খুনের ভিতর তোরাও আছিস্ বলে' তোদের সন্দেহ করতে পারে। বুঝেছিস্?"

ঝিয়ের মুখ শাকবর্ণ হইল।

"বাবু! আমরা কি অপরাধ করেছি?"

"অপরাধ খুবই করেছিস, যখনি সে বদমাইস বামুন এখানে ঢুকেছিল,

আমাকে খবর দেওয়া তোদের উচিত ছিল। যাক্, যা ক'রেছিস, করেছিস্। এখন যদি বাচতে চাস, পুলিসকে যা বল্‌তে হবে, আমি বাড়ী থেকে ফিরে এসে শিখিয়ে দেব।"

"আমাদের বাচাও বাবু!"

"বাচাতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তবে এজেহারে গোল ক'রে তোমরা যদি নিজের গলায় ফাঁসি দাও, আমাকে দোষী করতে পারবে না। বিশেকে আমি বলেছি, সে বলবে—তুমিও বলবার জন্য প্রস্তুত থাক।"

ব্রজেন্দ্র নামিতে গেল। এক সিঁড়ি নামিয়াই, মুখ ফিরাইয়া তখনও পর্য্যন্ত ভীতিগ্রস্ত ঝিকে একটু দৃঢ়তার ভাষায় শুনাইয়া বলিল—

"যদি ধর্ম্ম দেখাতে যাও, মরবে।"

"বাবু কি ঠাকুর মশায়ের সন্ধান পেয়েছেন?"

ব্রজেন্দ্র একথা শুনিয়াও শুনিল না, মুখে বিরক্তির ভাব মাখিয়া ত্বরিত পদে নামিয়া গেল।

হেমা বিশুর সঙ্গে আগেই উপর হইতে চলিয়া গিয়াছে। প্রথমটা ভয়, তারপর চিন্তা, তারপর আশঙ্কা। ঝি বুঝিল ধর্ম্ম দেখাইতে গেলে সত্যই উভয়ে বিপদে পড়িবে, পুলিস তাহাদের টানাটানি না করিয়া ছাড়িবে না। কিন্তু যদি ধর্ম্ম না রাখে, তা হইলে? প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের সঙ্গে দুই একটা কথাতেই সে তার প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছে। সে বেশ্যার আবর্জনাময় গৃহে একটা সুগন্ধ কুসুম দেখিতে পাইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে সে সেরূপ মূর্ত্তি দেখে নাই! যদি ধর্ম্ম দেখাইতে যাই, আমি মরিব। ধর্ম্মের মাথা ত অনেক কালই খাইয়াছি, একটু নামমাত্র মাথার যা অবশেষ আছে, সেইটুকু পেটে পুরিলে আমি বাঁচিয়া যাইব, কিন্তু ফাঁসি কাঠে ঝুলিবে—

মনেও ঝি ব্রাহ্মণকে নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। সে শিহরিয়া উঠিল।

"বিশে!"

বাবুর প্রস্থানের সঙ্গেই দরজা বন্ধ করিয়া বিশু উপরেই আসিয়াছিল:

"বাবু কি তোকে কিছু বলে গেল?"

বিশু বলিল—"হাঁ।"

ঝির দ্বিতীয় প্রশ্নে বাবু কি বলিয়াছে বিশু সমস্তই ঝিকে শুনাইয়া দিল।—মাতাল চারুকে সঙ্গে লইয়া এক বামুন রাত্রির সেই ঘন দুর্যোগে বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছে। আরও দু'চারদিন এ বাড়ীতে সে তাহাকে আসিতে দেখিয়াছে।

"এই ডাহা মিথ্যেটা তুই বল্‌বি?"

"কি কোরবো, আমাকেও ত বাচতে হবে।"

ঝি বুঝিল, বাঁচিতে হইলে তাহাকেও ওইরূপ একটা মিথ্যা কথা কহিতে হইবে।

হঠাৎ একটা জ্বালা তার সর্ব্বশরীরকে আক্রমণ করিয়া বসিল।

"বিশু! দোর বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ একলা বসে থাকতে পারবি?"

"তুমি কোথা যাবে?"

"আমি আর একবার খুঁজে আসি। পেটের দায়ে আমাদের চাকরি করতে আসা।"

"তাতো ঠিক কথা।"

"তোর 'মা' যদি না ফেরে আমাদের এখানকার চাকরি গয়ে গেল।"

বিশু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

"আর যদি ফেরে, ফিরে শোনে বামুনকে ফাঁসাতে বাবুর কথায়

পুলিসের কাছে আমরা মিথ্যা বলেছি, তাহলে শুধু এখানকার চাকরি যাবেনা, এরকম বাড়ীতে আমাদের আর কেউ ঠাঁই দেবে না।"

এই কথাতেই বিশু বুঝি ভবিষ্যতের চাকরির অবস্থা একবারে বুঝিয়া ফেলিল! এরূপ উপরি রোজগারের চাকরি আর সে কোথায় পাইবে? সে বলিল—

"যা ঝিনা, খুঁজে আয়।"

কোথায় যাইবে, কেন যাইবে, তার মস্তিষ্ক যাতনার উষ্ণতায় ক্ষণমাত্রের জন্যও তাহাকে ভাবিতে অবসর দিল না। ঝি বাহিরে চলিয়া গেল; বিশু দ্বার বন্ধ করিল কিনা, সে ফিরিয়াও দেখিল না।

২৪

যখন ব্রজেন্দ্র বাড়ীতে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে ঢুকিয়াই সে দেখিল নালুর পড়িবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সে-ঘরে কেহ যে আছে, দূর হইতে সে বুঝিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, রাখুকে দেখিলেই এমন দুই চারিটি তীব্র ভাষায় আপ্যায়িত করিবে যে, তাহার অসভ্য জঙ্গুলে দেশেও রাখু জীবনে কখন সেরূপ ভাষার আপ্যায়ন লাভ করে নাই।

কিন্তু যেই দেখা করিবার সময় আসিল, অমনি তার সমস্ত সাহস সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কল্পনারচিত মূর্তির সম্মুখ হইতেও যেন অপসৃত হইয়া গেল। হেমা সঙ্গে ছিল। সেও তীব্রদৃষ্টিতে ঘরের পানে চাহিল। বুঝিতে পারিল না ঘরে কে আছে, তবে দেখিতে পাইল ঘরের দেওয়ালে একটা ছায়া যেন চলা ফেরা করিতেছে।

"বামুন ঘরে পায়চারি করছে বাবু!"

"দেখে আয়। সাবধান, সন্দেহ জাগে এমন কোনও কথা যেন তাকে

ক'স্নি। সন্দেহ করলেই পালাবে।"

হেমা ঘরের দ্বারের কাছে যাইয়াই ফিরিল।

"আছে সে হেমা ?"

"দেখতে ত পেলুম না বাবু, শুধু নালু বাবু রয়েছেন।"

সেদিক দিয়া যাইতে ব্রজেন্দ্রের আর কোনও এখন আপত্তি রহিল না। হেমাকে সঙ্গের জিনিষপত্রগুলা উপরে লইতে আদেশ করিয়া সে নালুব ঘরের মধ্য দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চলিল।

সত্যই নালু বাবু তখন একখানা বই হাতে ঘরের মধ্যে বেড়াইতেছিল। ব্রজেন্দ্র যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তার মুখ ছিল অন্যদিকে।

"ওখানে হুঁকো কেন নালু বাবু ?"

পিতার আহ্বানে চমকিতের মত বালক মুখ ফিরাইল। একবার সে হুঁকার পানে চাহিল মাত্র—উত্তর দিতে পারিল না।

"মাষ্টার কি তামাক খায় ?"

"না।"

"ও হুঁকো তবে কার ?—আরে গেল চুপ ক'রে রইলি কেন ?"

"মাষ্টার মশাই আসেন নি।"

"তা হলে কে এ ঘরে ছিল ?"

"পূজুরি ঠাকুর।"

"কে এ ঘরে তাকে ঢুকতে দিলে ?"

নালু উত্তর দিতে পারিল না। রাগের সঙ্গে ব্রজেন্দ্র প্রশ্নের পুনরুক্তি করিল। নালু উত্তর দিল না।

"কখন সে এসেছিল ?"

"সকালে।"

"সমস্ত দিন ছিল ?"

"মা তাঁকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন।"

"তোমার তা হলে আজ পড়াশুনা হয় নি?"

"উপরে বসে পড়েছি।"

"বামুন গেল কোথা?"

নালু বলিতে পারিল না।

"আবার আসবে সে?"

নালু বলিতে পারিল না।

অনেক কষ্টে পুঁটিকে ঘুম পাড়াইয়া নির্ম্মলা সবে মাত্র রান্নাঘরের চৌকাটে পা দিয়াছে। দিনমানে স্বামীর আহারের সে যে সকল উদ্যোগ করিয়াছিল, যদি স্বামী রাত্রিতে বাড়ী আসে যে সকল সামগ্রী আর তার মুখের কাছে ধরা চলে না। বাধুনি আসে নাই, তাই শাশুড়ীকে শুভার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া নিজেই সে রাঁধিতে আসিয়াছে।

দোরে পা দিতেই সে শুনিতে পাইল স্বামীর কথা। একবার সে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইল। শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাখু-ঠাকুর সম্বন্ধে স্বামীর চিত্তের অবস্থা সে বুঝিয়া লইল। পাছে ব্রজেন্দ্র দেখিতে পায় তার আর কোনও কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

ব্রজেন্দ্র কিন্তু শঙ্কিত নিরীহ পুত্রকে আর প্রশ্নের উপর প্রশ্নে বিপদগ্রস্ত করা যুক্তি-সঙ্গত মনে করিল না।

"বুঝতে পারছ সারাদিন তুমি পড়ার নাম পর্য্যন্ত করতে পারনি নালুবাবু। সাবধান, এরকম পড়ায় অবহেলা আর কখন না শুনতে হয়। মনোযোগ দিয়ে পড়, এক মাষ্টার ছাড়া অন্য যে কেউ এ ঘরে কতে আসবে, নিষেধ করবে।"

ব্রজেন্দ্র আবার বাহিরের সিঁড়ির পথ ধরিয়াই উপরে চলিয়া গেল।

"পুঁটি!"

ঠাকুর ঘরে শুভার মা, শুভার ঘরে সরি—উভয়েই বুঝিলেন, ব্রজেন্দ্র আসিয়াছে। আসিয়াই কন্যার নামের সাহায্যে গৃহিণীকে অন্বেষণ করিতেছে।

তখন মধুঠাকুরের আসিবার সময় হইয়াছিল। সেইজন্য সে আবার সরিকে শুভার কাছে রাখিয়া আরতির আয়োজন করিতে ঠাকুর ঘরে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার প্রতীক্ষার অছিলায় শুভার মা বসিয়া রহিল। চারু সম্বন্ধে ব্যাপার জানিতে যদিও তাহার বিশেষ কৌতূহল হইয়াছিল, তবুও সপত্নী-পুত্রবধূর কাছে কেমন যেন একটা অপরাধ করিয়াছে বুঝিয়া হঠাৎ উঠিয়া আসিতে সে সাহস করিল না।

সরিও আসিতে আসিতে কেমন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। শুভার তন্দ্রা আসিয়াছিল। পুঁটির নামে তার চটকা ভাঙিল, ভীতবৎ শয্যায় বসিতে গিয়া সে সরিকে দেখিল।

"দাদা কথা কইলেন না ঝি ?"

"শুভা !"—শুভার প্রশ্নে সরির আর উত্তর দিবার প্রয়োজন হইল না।

"বৌদি কি ঘরে নেই ?"

"থাকলে কি তোমার দাদা অত পুঁটি, শুভা করে !"

"তবে তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন, যা।"

"ডাকছে তোমাকে, আমি গিয়ে কি করব !"

"মা !—আরে গেল, এরা বাড়ীতে কেউ নাই নাকি !"

শুনিয়া শুভা মুখ ঢাকিতে ঢাকিতে শুইয়া পড়িল।

"সরি !"

অগত্যা সরিকে যাইতে হইল।

নির্ম্মলাও রান্নাঘর হইতে ব্রজেন্দ্রের কথা শুনিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, পুঁটি, শুভার নাম লইয়া স্বামী কাহাকে ডাকিতেছে।

কিন্তু সে উপরে গেল না। স্বামী এখন আর নীচে আসিতেছে না বুঝিয়া সে একবার নালুর কাছে গেল।

মাকে দেখিয়াই নালু বলিল—"মা! বাবা এসেছেন।"

"আমি জেনেছি। তিনি তোমাকে বকছিলেন কেন নালু? ভট্‌চাজ্জি মশাই এ ঘরে ছিলেন ব'লে? তা বোকা ছেলে, চুপ ক'রে বকুনি খেলে, আমার নাম করলে না কেন? ছি নালুবাবু, লেখাপড়া মিছে শিখেছ, সত্য কইতে তোমার এত ভয়!"

"বাবা বড় রেগে কথা কইছিলেন মা!"

"সত্যিই তোমার আজ পড়া হয়নি। ব'সে মন দিয়ে পড় নালুবাবু!"

২৫

সকলের জন্য খাবার প্রস্তুত করা নির্ম্মলার শেষ হয় হয় হইয়াছে। গুতা, পুঁটি, মা—নির্ম্মলার উদ্দেশে সকল প্রকারের সম্বোধন করিয়া ব্রজেন্দ্রও ডাকা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। সমস্ত বাড়ীটা এখন একরূপ নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে নালুবাবুর পড়ার গুন্ গুন্ শব্দ নির্ম্মলার কানে পশিতেছিল। নির্ম্মলা বাঁধিতেছিল আর ভাবিতেছিল, কি মূর্ত্তি লইয়া সে আজ স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে। সাধ্বীর মর্য্যাদায় আজ আঘাত লাগিয়াছে। সে সব সহ্য করিতে পারে, শ্বশুরগৃহে শত প্রকারের লাঞ্ছনা—কিন্তু ওই আঘাতের এতটুকুও তার অসহ্য। মনের মলিনতা লক্ষ্য করিয়া এক মুহূর্ত্তেই সংশ্বাশুড়ীর উপর তার অশ্রদ্ধা হইয়াছে। এখন আবার স্বামী। তাহাকে নির্ম্মলা কি পণ্ডিত বলিবে? সে যে তার ছেলের কাছেই তাকে অপদস্ত করিল! ক্ষুদ্র বালক কি বুঝিয়াছে, না বুঝিলেও, স্বামীর উপরে নির্ম্মলার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা হইল। বুঝিল, চরিত্রের কলুষতা যদি একবার কাহারও হৃদয়ের কোন অংশ অন্ধকারে

ঢাকিয়া দেয়, শিক্ষার দীপ্তালোক সে স্থানটাকে আর দ্রষ্টব্য করিতে পারে না।

কিন্তু কি মূর্ত্তি লইয়া নির্ম্মলা স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে? অভিমান-বঞ্জিত মুখ লইয়া? কোথায় পাইবে সে অভিমান? প্রাণের যে অংশ লইয়া সে অভিমান দেখাইবে, নিরুদ্ধ নিশ্বাসের চাপে সে অংশ বিলীন প্রায় হইয়াছে। চিরশান্ত, সদানন্দময়ী—উগ্রমূর্ত্তিও ত কখন সে দেখাইতে পারে নাই। নির্ম্মলা বাঁধিতেছিল, আর ভাবিতেছিল। যে মূর্ত্তিতে সে শ্বাশুড়ী ও সবির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই জানিয়াও কিছু-না-জানা ভাবময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মলা কি ধরিতে ভুলিয়া গিয়াছে? সে মূর্ত্তি একবার দেখিয়া, যে যার নিজের কাছে অপরাধী শাশুড়ী কিম্বা সরি, কেহই যে আর তাহার কাছে উপস্থিত হইতে পারিতেছে না!

রন্ধন কার্য্য তার শেষ হয় হয় হইয়াছে, নালু দ্বারদেশে আসিয়া নিম্নস্বরে ডাকিল—

"মা"!

নির্ম্মলা মুখ ফিরাইতেই সে বলিয়া উঠিল—

"একটি স্ত্রীলোক তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাচ্ছে।"

"কোথা থেকে এসেছে সে জিজ্ঞাসা ক'রে এস।"

"জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বলে গিন্নি মা'র কাছে বলব।"

"আসতে বল।"

নালুকে আর বলিতে হইল না। মুখ ফিরাইতেই সে দেখিল সেই স্ত্রীলোক একেবারে রন্ধনশালার দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছে।

মায়ের আদেশে নালু আবার পাঠের ঘরে চলিয়া গেল।

"তুমিই কি মা গিন্নী?"

"কোথা থেকে আসছ তুমি?"

ঝি বলিতে লাগিল। দু'টা কথা বলিতে না বলিতে নির্ম্মলা তার কথায় বাধা দিয়া বলিল—

"আমি বুঝেছি। তা আমার কাছে কেন এসেছ ?"

ঝি রাত্রির ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিল। নির্ম্মলা আবার বাধা দিয়া বলিল— "আমি জানি। কি বলতে এসেছ শীগ্‌গির বল—আমার অপেক্ষা করবার সময় নাই।"

পুলিশ আসিলে বিশু ও তাহাকে রাখু সম্বন্ধে যে কথা বলিতে ব্রজেন্দ্র আদেশ করিয়াছিল, সেই কথা বলিয়া ঝি বাবুর মতি ফিরাইতে নির্ম্মলাকে অনুরোধ করিল।

"সে মরে গেছে বুঝলে কি ক'রে ?"

"তা না ব'লে কি বলব মা ? সেই ভোরে বেরিয়ে গেছে, এখনও ফিরলো না, ঘরের জিনিষ পত্র চারিদিকে ছড়ানো, গহনা পর্য্যন্ত সাবধান ক'রে যায় নি।"

"তা আমি কেমন ক'রে বাবুর মতি ফেরাব ?"

"সে ঠাকুরের যে কোনও অপরাধ নেই মা !"

"সে তোরা বল্‌ছিস্, লোকে বিশ্বাস করবে কেন ?"

নির্ম্মলার কথার ভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া ঝি নীরবে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত সময় ওই ভাবে থাকিয়া সে বলিল—

"তাইত মা ব্রহ্মহত্যা হবে, একটা বেউশ্যের খুনের দায়ে ?"

"তোরা যা জানিস্ ঠিক বললে ব্রহ্মহত্যা হবে কেন !"

"আপনি ওই যে কি বললে মা ! আমাদের কথায় লোকে বিশ্বাস করবে কেন ?"

"করে না করে বামুনের অদৃষ্ট, যে যা কর্ম্ম করেছে তার ফল পাবে।

আমার কাছে কেন এলে বাছা! ওসব নোংরা কথা শুনতে আমার ভালই লাগছে না।"

ঝি হেঁটমাথা বার দুই নাড়িয়া আপনার মনে কি বলিল। তারপর নির্ম্মলাকে একটা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া চলিল। কিছু দূর চলিয়াই মুখ ফিরাইয়া বলিল—

"তবে আমার আসার কথা—"

কথা তার শেষ না হইতেই শুভার মা পিছন হইতে ডাকিল—

"বৌমা!"

ঝির আর কথা শেষ করা হইল না। দ্রুত পদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

"ও কে এসেছিল বৌমা?"

"এই ত শুনলে মা, কে ও কাউকে বলতে নিষেধ করছিল। তোমাকে দেখেই পালিয়ে গেল।"

"আমাকে বলতে দোষ আছে?"

নির্ম্মলা উত্তর দিল না।

"তুমি না বল্‌লেও আমি বুঝতে পেরেছি।"

তবু নির্ম্মলা উত্তর দিল না।

"আমাকেও তুমি যেন কেমন সন্দেহ করছ।"

"বললে ওর মনে হয়েছে ক্ষতি হবে। তবে শোনবারই এখন প্রয়োজন কি মা।"

"কেন গো, আমি কি পেটের কথা রাখতে পারব না? পাড়ায় পাড়ায় বলতে যাব নাকি?"

"রাখতে কি পেরেছ মা?"

বিস্মিতনেত্রে নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিয়া শুভার মা বলিয়া উঠিল—

"কই মা, কবে, কার কাছে তোমার কি গোপন কথা বলেছি ?"

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল—"ভেবে দেখ মা ।"

"তুমিই বল না ।"

"শুভার সঙ্গে ওই ঠাকুরের বিয়ের কথা কয়েছি, ও বাড়ীর গিন্নী জান্‌লে কি ক'রে ?"

"একটু লজ্জিতার ভাবে শুভার মা উত্তর করিল—

"তা হ'লে আবাগী সরি বলেছে ।"

"সরিকে বললে কে ? আমি ত তাকে বলিনি মা !"

মুখের ভাবে নিজের অপরাধটা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া শুভার মা বলিল—

"তুমিই কি তবে তাকে বিদেয় ক'রে দিয়েছ ?"

"বিদেয় আমি করি নি । তবে তাঁর চলে যাবার একান্ত জেদ দেখে নিষেধ করিনি । ধরে রাখলে কি সর্ব্বনাশই না হত মা !"

"সর্ব্বনাশ কি বৌমা ?"

"আমাকে ব্রহ্মহত্যার উপলক্ষ হ'তে হ'ত ।"

"কি বলছ গো ?"

"ও কে তুমি বুঝেছ বলেছিলে, কি বুঝেছ বল দেখি ?"

"বুঝেছি বলে অপরাধ করেছি মা ।"

"অপরাধ কিসের মা ? নিশ্চয় কিছু মনে করেছিলে । বল্‌তে তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে ।"

"আমি মনে করেছিলুম—"

বাস্তবিকই অতি সঙ্কোচে শুভার মা আর বলিতে পারিল না ।

"তুমি মনে করেছিলে, ভট্টাচাজ্জি ম'শায় ওকে গোপনে আমার কাছে পাঠিয়েছেন ।"

"ওকি বলছ মা, এ রকম আমি মনে করতে যাব কেন !"

শুভার মা বলিল বটে, কিন্তু তার মাথা কথাগুলায় সায় দিতে অপারগ হইয়া আপনা আপনি নত হইয়া গেল। আর দু' একটা সত্য কথা, সে কি বুঝিয়াছিল, বলিবাব বৃথা চেষ্টায় নির্ম্মলা বাধা দিয়া বলিল—

"ও সেই মাগীর বাড়ীর ঝি। বলতে এসেছিল, তোমার ছেলে ওই গরীব ব্রাহ্মণকে খুনের অ।সামী ক'রে পুলিশে ধরিয়ে দেবার মতলব করেছে।"

"তা হ'লে ত ছেলের বড় অন্যায় !"

"পুলিশেব কাছে ওদের কি বলতে হবে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে। তাই ও বেটী কাঁদতে কাঁদতে আমাব কাছে ছুটে এসেছিল, যাতে আমি তোমার ছেলেকে সে কাজ করতে নিষেধ করি।"

"পণ্ডিত হ'য়ে তার এ রকম দুর্ব্বুদ্ধি ! তুমি তা হ'লে এখনি গিয়ে নিষেধ ক'রে এস মা ! ছি ছি, ব্রজেন্দ্রের এ ত বাড়াবাড়ি ! নাও এস—তোমাকে সে কি বলবে বলে ব্যস্ত হয়েছে।"

"তোমার কি মত ? আমার কি এসব কথায় থাকা উচিত ?'

"মতামত নেই বৌমা, ব্রজেন্দ্রকে এ মহাপাপের কাজ থেকে যে কোনও উপায়ে ফিরিয়ে আন। ও মা একি কথা ! ছেলেপুলে নিয়ে ঘর—"

উপর হইতে এই সময় ব্রজেন্দ্রের কথা উভয়েরই কাণে গেল। কথায় বিরক্তি, হতাশ, অভিমান—সব যেন একসঙ্গে জড়ানো।

"মা আমি চললুম—আর বিলম্ব করতে পারি না। পুঁটি উঠেছে—তাকে তুলে নিয়ে যাও।"

শুনিয়াই শুভার মা বলিয়া উঠিল—

"আর দেরি করছ কেন বৌমা ? সত্যি সত্যি চলে যাবে !"

"তুমিও যেমন, কোথায় যাবে ? খাবে কোথায় ? আর কি সে আবাগী আছে ! তুমি আগে যাও, ঠাঁইটা কর গিয়ে, আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি।"

ব্রজেন্দ্রের বালকত্বের উপর সমালোচনা করিতে করিতে শুভার মা চলিয়া গেল। আর দেখা না করিলে চলে না বুঝিয়া নির্ম্মলাও রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। মূর্খ স্বামী সত্যই কি এক নিরীহ ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে ?

২৬

ব্রজেন্দ্রের পরিচর্য্যা করিতে আসিয়া, বলিব না বলিব না করিয়া, এটর্ণী প্রভুর জেরায় সরি একরূপ সব কথাই বলিয়া ফেলিল, রাখুর পূজা করিতে আসার কথা, আসিতে আসিতে মধু ঠাকুরকে দেখিয়া পথ হইতে ফিরিয়া যাওয়ার কথা, নির্ম্মলার আদেশে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে শুভার নাকে আঘাত লাগার কথা, তারপর রাখুকে যত্ন করিয়া বসানো, তাহাকে আহার করানো,—ইত্যাদি ইত্যাদি এমন কি রাখুর সঙ্গে নির্ম্মলার ভাই সম্বন্ধ পাতানো—সমস্ত কথা জেরার কৌশলে ব্রজেন্দ্র সরির মুখ হইতে বাহির করিয়া লইল।

সরি বলিতেছিল, শুনিতে শুনিতে ব্রজেন্দ্র উত্তরোত্তর অধিকতর উত্তেজিত হইতেছিল। শিক্ষার সংযম সরির চোখে তার মুখটাকে অরঞ্জিত রাখিলেও ভিতরের উত্তাপটা ক্রমে এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, দেহটাকে আর সে স্থির রাখিতে পারিল না। সে বসিয়াছিল, উঠিল। একটা হাত তার, বিদ্রোহীর মত একটা ঘ্যান ঘ্যান করা মশাকে শাস্তি দিতে তারই পিঠে বেশ একটু জোরে আঘাত করিল। আঘাতের সঙ্গে

সঙ্গেই চৈতন্য। ব্রজেন্দ্র বুঝিল, তাহার উদ্দেশে প্রযুক্ত রাখুর এই রকম একটা ঘুসির সঞ্চালনেও ত শুভার নাকে আঘাত লাগিতে পারে।

"পূজারি ঠাকুর আজ আর আসবে না?"

"মা'ত তাই বললে।"

"সে কোথায় গেছে বলতে পারিস্?"

"দেশে চলে গেছে।"

সরির নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত উত্তর ব্রজেন্দ্রের ঈর্ষা-প্রজ্বলিত বক্ষে এক মুহূর্ত্তে একটা যেন হিমনদীর প্রবল প্রবাহ ঢালিয়া দিল।

মুখের ভাব লুকাইতে সরির কাছে থাকাও তার সম্ভবপর হইল না।

"পুঁটির কাছে থাক্ সরি, আমি একবার শুভাকে দেখে আসি।"

ভাবগোপনের শত চেষ্টাতেও সরি প্রভুর মনের অবস্থা বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, মা'র মুখে রাখুর প্রস্থানের কথা শুনিয়া তার ও ঠাকুরমার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, প্রভুরও ঠিক তাই হইয়াছে। সমা-পরাধের আর একটি সঙ্গী জুটিল দেখিয়া সরি বেশ সন্তুষ্টই হইল। সে এক-বার বিছানায় ঝুঁকিয়া পুঁটিকে দেখিয়া লইল, অঘোরে বালিকা ঘুমাই-তেছে বুঝিয়া ঠাকুরমার কাছে চলিয়া গেল।

শুভার ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রজেন্দ্র দেখিল, শুভা বালিশে মুখ লুকাইয়া নিস্পন্দের মত পড়িয়া আছে। তাহার বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। সে বুঝিল শুভা ঘুমায় নাই, পদশব্দে তার আগমন অনুমান করিয়া বালিকা মুখ ঢাকিয়াছে।

ব্রজেন্দ্র শুভাকে ভাল বাসিত। ভালবাসিত শুভা তার একটি মাত্র ভগিনী বলিয়া, তার উপর বালিকা তার বিমাতার কন্যা, অল্পবয়সী বিধবার মমতার একমাত্র অবলম্বন। সেই জন্য স্নেহটা তার একরূপ পবিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়িয়াছিল। প্রথম প্রথম ব্রজেন্দ্র এই স্নেহ অভিনয়ের

আকারেই ব্যবহার করিত। করিত অতি সঙ্কোচের সহিত, কোনও সময়ে তাহাতে সামান্য মাত্র ত্রুটী দেখিয়া যাহাতে তার মা ক্ষুণ্ণ না হয়। ক্রমে সে অভিনয় এত সত্যে পরিণত হইয়াছিল যে, দেখিয়া শুভার মাকেও সময়ে সময়ে মনে করিতে হইত, সেও বুঝি কন্যাকে ব্রজেন্দ্রের মত ভালবাসে না। অনেকবার সাংসারিক ব্যাপারে সামান্য মাত্র ত্রুটীতে বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী নির্ম্মলাকেও তার কাছে তিরস্কৃতা হইতে হইয়াছে।

তবু অতি ধীরে ব্রজেন্দ্র ডাকিল—

"শুভা!"

শুভা বালিশের ভিতর আরও খানিকটা মুখ ঢুকাইয়া দিল।

"ভয় করতে হবে না তোকে। অন্যমনস্কে একজনের হাত তোর নাকে লেগে গেছে, এতে তোর ভয় কিম্বা লজ্জা করবার কি আছে? যন্ত্রণা কিছু নেই ত?"

শুভা কোন উত্তর দিল না।

"তবে চুপটি ক'রে শুয়ে থাক্, যেন উঠা নামা করিস নি।" উত্তর পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া ব্রজেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, ঈর্ষার নেশায় কিছুক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার মনে যে সকল অসচ্চিন্তার উদয় হইয়াছিল, সহসা প্রতিক্রিয়ায় সে গুলা তাহাকে এমন উত্যক্ত করিয়া তুলিল যে, আপাততঃ নির্ম্মলার সঙ্গে দেখা করিতে তার মন কিছুতেই সম্মতি দিতে সাহস করিল না।

ইহার পরেই মায়ের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহার যাইবার ব্যস্ততা দেখিয়া শুভার মা নির্ম্মলাকে ডাকিতে গিয়াছে।

খাবারের পাত্র হাতে লইয়া নিজের ঘরের দ্বারমুখে প্রবেশ করিয়াই নির্ম্মলা দেখিতে পাইল, স্বামী চলিয়া গিয়াছে, আর তার জন্য রচিত

আহারের স্থানটির পার্শ্বে চুপটি করিয়া মাটীতে হাত রাখিয়া তাহার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী বসিয়া আছে।

"পুঁটিকে নিয়ে গেল কে মা ?"

"শুভাকে বললুম, সে এসে নিয়ে গেল।"

"তোমরা সকলে মিলে তার নাকটাকে আর সারতে দিলে না দেখছি।"

ঠাঁইটির উপর পাত্রটি রাখিয়া নির্ম্মলা আবার বলিল—

"সব্‌পোষ দিয়ে ঢেকে রাখ মা, আমি একবার শুভাকে দেখে আসি।"

২৭

চিত্ত স্থির রাখিবার শত চেষ্টাতেও নির্ম্মলা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চোখে নিদ্রা আনিতে পারিল না। সে বুঝিয়াছে, তার বোকা শ্বাশুড়ী পেটে কথা চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। তাহার খাবার লইয়া আসিবার পূর্ব্বে যেটুকু সময় পাইয়াছে, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই শ্বাশুড়ী স্বামীকে ঝির কথা বলিয়া দিয়াছে, আর তাই শুনিয়া স্বামী চলিয়া গিয়াছে। আহার করিবার অপেক্ষা করিতে পারে নাই।

স্বামীর উপর অভিমান করিবার শত কারণ থাকিলেও সে যে মুখের অন্ন ফেলিয়া চলিয়া গেল, এটা নির্ম্মলা সহ্য করিতে পারিল না। সমস্ত দিনের ভিতরে সে মুখে কিছু তুলিতে পারিয়াছে কিনা তাহাও ত নির্ম্মলা বুঝিতে পারিল না। বাহিরে তাহাদের যেরূপ নিষ্ঠা, তাহাতে স্বামীর কিছু আহার না করাই সম্ভব। সুতরাং নির্ম্মলার মনোবেদনার সীমা রহিল না।

শ্বাশুড়ী বলায় ভাল কি মন্দ হইয়াছে, এ বিষয় ভাবিবারও নির্ম্মলা

অবকাশ পায় নাই। সে যাহা ঘটিবার ঘটুক, সে শয্যায় শুইয়া চক্ষু মুদিয়া কেবল স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

প্রতীক্ষা করিতেছিল নীরবে। তার শয্যা পর্য্যন্ত তার চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিতে পারে নাই। দেহ তার এত স্থির। দীপালোক পর্য্যন্ত তার মর্ম্মব্যথা বুঝিতে পারে নাই, চক্ষু তার মুদ্রিত। একটি দীর্ঘশ্বাস পর্য্যন্ত, বায়ুকে চঞ্চল করিতে, তার নাসিকা পথ হইতে বাহির হয় নাই।

নির্ম্মলা ঘরে আজ সরিকে রাখিয়াছে। যাহাতে উহাদিগের ভিতরে আর সন্দেহের কণামাত্র প্রবেশ কবিবার সুবিধা না পায়। মায়ের জাগরণের কোনও নিদর্শন দেখিতে না পাইয়া সেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রাত্রি একটা। দেউড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ যেন নির্ম্মলা শুনিতে পাইল।

"সরি—সরি—ও সরি।"

ধড় মড়িয়া সরি উঠিয়া বসিল।

"দেখ্ দেখি, বাবু বুঝি আসছেন।"

নির্ম্মলার কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা কবাট খোলার শব্দ শুনিতে পাইল।

আর কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না। সরি দোর খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

২৮

শরীর ও মন উভয়েরই দারুণ অবসাদে, ব্রজেন্দ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে গিয়াও, নির্ম্মলা বেশ একটু ঘুমাইয়া পড়িল।

অতিধীরে কবাট খুলিয়া ব্রজেন্দ্র যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন

সে বুঝিতে পারিল না, নির্ম্মলা ঘুমাইয়াছে কি অভিমানে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া আছে। নিঃশব্দে পা ফেলিয়া যখন সে তার শয্যার পার্শ্বে আসিল, তখনও সে কিছু বুঝিতে পারিল না। অভিমানের গভীরতা পরীক্ষা করিতে হস্ত দিয়া যখন সে তার গণ্ড স্পর্শ করিল, তখনও নিম্মলা জাগরিতার কোনও নিদর্শন দেখাইল না। অথচ ব্রজেন্দ্র তার নিশ্বাসের এমন একটা শব্দ ও শুনিতে পাইল না, যাহাতে সে মনে করিতে পারে নির্ম্মলা ঘুমাইয়াছে। সে স্মরণে আনিতে পারিল না, আর কবে নির্ম্মলাকে এরূপভাবে ঘুমাইতে দেখিয়াছে।

পৃষ্ঠদেশ তার উন্মুক্ত ছিল। অবেণী-সংবদ্ধ কেশগুলা অযতনে বিক্ষিপ্তের মত দেহের উভয় পার্শ্বে শয্যায় লুটাইতেছিল। অঞ্চলাগ্রভাগ তার দেহ হইতে অনেকটা দূরে পালঙ্কের প্রান্তে ঝুলিতেছিল।

ব্রজেন্দ্র চুলগুলাকে সন্তর্পণে দুই হাতে জড় করিয়া যখন তার পৃষ্ঠের উপর গুছাইয়া রাখিল, তখনও নিম্মলা নড়িল না। কিন্তু যেই অঞ্চলটা বক্ষের তলদেশ হইতে ঈষৎ আকর্ষণে বাহির করিয়া ব্রজেন্দ্র নির্ম্মলার পিঠ ঢাকিতে গেল, অমনি সে বিশেষ ভীতার মত একটা শব্দ করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

"তোমাকে জাগাবার উদ্দেশ্যে নয়, সঙ্গে আমার একটি ভদ্রলোক আছে।"

স্বামীর মুখে শুনিয়াই নির্ম্মলা বুঝিতে পারিল সে ভদ্রলোকটি কে। বুঝিল রাখু ঠাকুর বরাবর হাওড়ার ষ্টেশনে উপস্থিত হয় নাই। পথে যাইতে যাইতে পূর্ব্বপত্নীর মমতার তীব্র আকর্ষণে পথ ভুলিয়া তার বাড়ীতে গিয়া স্বামীর কাছে ধরা দিয়াছে।

কিন্তু স্বামীকে সে কিছু বুঝিতে দিল না। রাখুর ফিরিয়া আসা, সংশয়ের ভিতর দিয়াও তাহকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে। তবু সে,

"ভদ্রলোকের" আগমন সংবাদটা বেশ উপেক্ষার ভাবে গ্রহণ করিয়া, দেহ আবৃত করিতে করিতে ব্রজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—

"খাওয়া কি হয়েছে তোমার?"

"তা আর হয়নি, সেখানে তোমার মত মমতাময়ীর কি অভাব আছে? তারা সব যত্ন ক'রে পঞ্চাশ রকমের খাবার আমাকে খাইয়েছে।"

"হাত পা ধুয়ে ফেল।"

"আমি একা ধুলে ত হবে না।"

"সে ঠাকুর কোথায়?"

"কই হে চাটুজ্জে, এস। তোমার বোন তোমাকে খুঁজছে।"

সরিকে সম্মুখে করিয়া রাখু গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়াই নির্ম্মলা শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মস্তক অবগুণ্ঠিত করিতে করিতে স্বামীর রহস্যের সঙ্গে স্বীকার করা সম্পর্কটাকে অবলম্বন করিয়া ঈষৎ হাসির সহিত বলিল—

"ছি দাদা, তুমি কথা রাখতে পারলে না। সেটার উপর মমতায় বাবুর কাছে কি না ধরা দিলে! তোমার মনের এ অবস্থা জানলে, কেউ তোমাকে এরপর মেয়ে দেবে কেন!"

দুই চারিবার কাশিয়া গলাটা কথা বাহির করিবার যোগ্য করিয়া রাখু উত্তর করিল—

"আমার সমস্ত কথা বাবুকে বলেছি দিদি। ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।"

"আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। সরি! আমাদের হাত পা ধোবার জল ঠিক কর্," বলিয়াই ব্রজেন্দ্র নির্ম্মলাকে রাখুর হাতে দেওয়া সমস্ত টাকা ফিরাইয়া দিল।

"দেখছ কি, তুমিই ওকে ধরিয়ে দিয়েছ নির্ম্মলা।"

নির্ম্মলা টাকার পুঁটলিটি হাতে লইল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত স্বামীর মুখের পানে চাহিল।

বুঝতে পারলে না ? তোমার ঐ ক'টি টাকাই ওকে ফিরিয়ে এনেছে। হাওড়ায় গিয়ে দেখে ট্রেন চলে গেছে। সকাল ভিন্ন যাবার আর কোনও উপায় নাই। এত টাকা নিয়ে কোন্ সাহসে সেখানে থাকে! অথচ কলকেতায় এমন চেনা শোনা কেউ নাই, সেখানে আশ্রয় নেয়। ফিরে আসতে হ'লে হয় তোমার বাড়ী, না হয় হালদার বাড়ী। তবে এ দু' জায়গায় না ফিরে সেখানে কেন যে গেছলো, সেটা তোমার ভাইটিকেই জিজ্ঞাসা কর।"

"আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। সে ফিরেছে ?"

গম্ভীরভাবে ব্রজেন্দ্র উত্তর করিল--

"না।"

রাখু এই বারে উভয়কেই অর্দ্ধ বিজড়িতস্বরে শুনাইয়া বলিল—"বাবুর বাড়ী, হালদার বাড়ীতে ফিরতে আমার ভরসা হয়নি। নানা রকম ভেবে কি করব ঠিক করতে না পেরে গিয়েছিলুম। যাব বলে যাইনি, তবুও গিয়েছিলুম দিদি!"

"থাক্ আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।"

তবু রাখু বলিল—"সে ফিরুক না ফিরুক, সত্যি বলছি আর তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই। বিবাহ ? তাও করা আমার মত দরিদ্রের উচিত হয় না। তবে তোমাদের দয়া—"

রাখু বিপুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিল।

"আমর্ তুই দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্ সরি, জল দে।" বলিয়া নির্ম্মলা ব্রজেন্দ্রের জন্য রাখা খাবার দুইভাগ করিতে চলিল।

"তোমাদের সম্পর্ক"—

এ বহু বচন কোন্ একের উদ্দেশে রাখু বলিতেছে বেশ বুঝিয়া ব্রজেন্দ্র বলিয়া উঠিল—

"থাক্ বক্তৃতা রেখে হাত পা মুখ ধুয়ে ফেল। পেট জ্বলে থাক্ হয়ে যাচ্ছে। যা আছে দু'জনে বখরা ক'রে খাই এস।"

"হাঁ বৌমা, ব্রজেন্দ্র নাকি এসেছে?"

"এসেছি মা!"

ব্রজেন্দ্রের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে শুভার মা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে ব্রজেন্দ্রের পশ্চাতে যেমন রাখুকে দেখিতে পাইল, অমনি সলাজে আবার সে বাহিরে চলিয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র রাখুকে লইয়া দোরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে গিয়া বারান্দায় কার যেন ছুটিয়া পলাইবার শব্দ শুনিতে পাইল। বাহিরে আসিয়া বুঝিল, যে পলাইল সে মা নয়।

* * * *

পরদিন প্রভাতে সমস্ত সংবাদ পত্রে বাহির হইল, সাত শত যাত্রী সমেত সেণ্ট লরেন্স জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।

উক্ত সংবাদ বাহির হইবার পনেরো দিন পরে প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র সকলের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটা নোটিশ বাহির হইল:—

বর্দ্ধমান জেলার—থানার অন্তর্গত—গ্রামনিবাসী মৃত হারাধন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রাখহরি, ওরফে চারুলতা দেবী বঙ্গোপসাগরে সম্ভবতঃ মগ্ন হইয়াছেন। তাঁর কলিকাতা নগরস্থিত সুতানুটি পরগণার অন্তর্গত স্ত্রীধন সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীহরিপ্রসাদ চট্টপাধ্যায় উক্ত চারুলতা দেবীর অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের অধিকার পাইবার জন্য মহামান্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তিতে যদি আর কাহারো কোন দাবী দাওয়া থাকে, কিম্বা উক্ত

দরখাস্তকারী হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দরখাস্তে আপত্তি করিবার কিছু থাকে, তাহা হইলে নোটিশ জারির দিবস হইতে পোনেরো দিনের ভিতরে উক্ত মহামান্য হাইকোর্টে দরখাস্ত পেশ করিবেন।

বিজ্ঞাপনের নিম্নে স্বাক্ষর ছিল—ব্রজেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলি, উক্ত দরখাস্ত-কারীর পক্ষে এটর্ণি।

তৃতীয় খণ্ড

সরস্বতী

১

গোঁসাইজিকে খুঁজিতে বাহির হইয়া, নানাস্থান অন্বেষণের পর ভৃত্য দামো'দর বাড়ীতে ফিরিয়া যখন প্রভু-পত্নীর পার্শ্বে চারুকে বসিয়া থাকিতে দেখিল, তখন প্রথমটা সে বোবার মত হইয়া গেল।

ক্ষণেক পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে দু'টি বৃদ্ধার মুখে সে শুনিয়া আসিয়াছে, একটি মেয়েকে তাহারা ঘাটের উপরে পাগলিনীর মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। তারপর স্নান করিতে করিতে তাহারা দেখিতে পাইল, ঘাট হইতে অনেকটা দূরে আঘাটায় সে জলে নামিতেছে। আর তাহারা তাহাকে উপরে উঠিতে দেখে নাই।

তাহাদের কথার সত্যতা নির্ণয়ের জন্য কৌতূহল বশে দামু সেই স্থানে যাইয়া দেখিল, একখানা ডল্ ডলে নূতন লাল কস্তাপেড়ে কাপড়—অর্দ্ধাংশ গঙ্গাজলে অর্দ্ধাংশ কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইতেছে।

কোনও অভাগিনীর ডুবিয়া আত্মহত্যা করা নির্দ্ধারণ করিয়া দামু ঘরে আসিয়া ঐ ছবি দেখিল। দেখিয়া প্রথমটা বাস্তবিকই সে বোবার মত হইয়া গেল।

চারুকে গোঁসাইজির বাড়ীতে অনেকবার সে দেখিয়াছে। শুধু দেখা কেন, প্রভুর ঘরের দুয়ারে বসিয়া মুগ্ধের মত, দুই চারি বার তার গানও সে শুনিয়াছে। কিন্তু এমন দেখা আর সে কখনও দেখে নাই।

চারুর হাতে শুধু শাঁখা, বাম হস্তে শাঁখার পার্শ্বে লোহা, পরণে এক খানা সাধারণ লালপেড়ে কাপড়। গোঁসাইজির বাড়ীতে যখনই চারু আসিত, আসিত বটে সে গৃহস্থকন্যার মত, তথাপি দুই চারি খানা মূল্যবান অলঙ্কার এমনভাবে তার অঙ্গশোভা সম্পাদন করিত যে, সরমের শত চেষ্টাও তাহার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার লুকাইতে পারিত না। শাঁখা লোহা দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্কে চারুর মুখের দিকে চোখ তুলিতে গিয়া তার বাঁশির মত নাকের পার্শ্বে সেই কখনো-না-দেখা অলঙ্কারে বস্তুটি যদি সে না দেখিতে পাইত, তা হইলে দামু বেশ বলিতে পারিত, এমন দীনতা তার আর কখনও সে দেখে নাই।

তবে কি যে মেয়েটা বুড়ী দু'টার হিসাবে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে, সেই কি গোঁসাইজির কৃপায় গঙ্গার গর্ভ হইতে ফিরিয়া-আসা এই পাগলিনী-মূর্ত্তি চারু? এই বেশ্যা মেয়েটাই কি তবে মাথার গোলমালে এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের রাত্রিতে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে আসিয়াছিল?

মনে মনে চারুকে সে পাগল বলিলেও তার চোখ দু'টা কিন্তু তাহাকে ছবির মত দেখিল। দামু কথা কহিবার চেষ্টা করিল, পারিল না।

আর একটু থাকিলে বোধ হয় সে কথা কহিতে পারিত; পিছন দিক হইতে গোঁসাইজির ডাক তাকে কথা কহিতে অবসর দিল না।

"দামোদর!"

দামু প্রভুর দিকে মুখ ফিরাইল।

গোঁসাইজি কিন্তু তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—

"মেয়েকে ধ'রে বসে থাকলে চলবে না গিন্নী, তোমার অনেক কাজ করবার আছে। আর সে সকল কাজ তুমি না হ'লে অন্য কেউ করতে পারবে না। সরস্বতি!"

সরস্বতী মুখ তুলিল। দামুও চমকিতের মত প্রভুর মুখের পানে

চাহিল। সরস্বতী কে ?

"ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে পারবি ?"

সরস্বতীর মুখ রক্তিমাভ হইল।

"আজ এই শুভদিনে নিজহাতেই ভগবানের সেবা করলে ভাল হয়।

গোঁসাই-গৃহিণী বলিলেন—"ভাল হয় ত ওই করবে।"

পার্শ্বে পাথরের মত দাঁড়িয়ে-থাকা দামোদরের দিকে এই বারে ফিরিয়া গোঁসাইজি বলিলেন—"যখন আমার জন্য ভিজেছিস্ দামু, তখন তোর দিদি-গোঁসায়ের জন্য আর একটু ভিজতে হবে। বসাকদের বাড়ী থেকে কিছু ফুল আনা চাই। চাই-ই চাই। সেখানে না থাকে অন্য কারও ফুল বাগান থেকে। নিয়ে এসে, আমার সঙ্গে দেখা করবি। তুই এলে এই ঝড় জলে আমাকেও একবার বেরুতে হবে। তিনটি ব্রাহ্মণ চাই।"

গোঁসাইজি দামুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। দামুর বোবাত্বটা আরও ঘনীভূত হইয়া গেল। তবে কি এ মেয়েটি সে চারু নয় ? তাহাকে আবার একবার দেখিবার জন্য চলিতে চলিতে দামু একবার মুখ ফিরাইল। দেখিল,মা-গোঁসাই, দিদি-গোঁসাই দু'জনেই উঠিয়া গিয়াছে।

দিনের একরূপ শেষে সারাদিনের অবিরাম পরিশ্রম, যাতায়াত ও উপবাসে ক্লান্ত দামোদর একটু ঘুমাইতে গিয়া গোঁসাইজির এক অতি মধুর গম্ভীর স্বর-ঝঙ্কার শুনিয়া উঠিয়া পড়িল। এ বুঝি গোঁসাইজির সঙ্গীতকেও মধুরতায় পরাস্ত করিয়াছে ! ইহার পূর্ব্বে তাহার প্রভু-কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনটি বৈষ্ণব সাধু তাঁহার গৃহে আসিয়াছেন। আসিয়াই তাঁহারা চারুর শুদ্ধিকার্য্যে মহানন্দে গোঁসাইজির সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। দামু ঠাকুর-ঘরের দ্বারে এক একবার বসিয়া তাঁহাদের গীতা ভাগবতাদির পাঠ শুনিয়াছে। সে সকল শ্লোকের উচ্চারণই না কত মধুর ! কিন্তু এরূপ

শব্দ-মধুরতা—দামু উঠিয়া, ছুটিয়া আবার সে পূজাগৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল।

দীক্ষানুষ্ঠানের শেষে গোঁসাইজি চারুকে দিয়া অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দেওয়াইতেছিলেন। তামার কুশীতে ঘৃত ভরিয়া গুরুর দু'টি হাতে-ধরা হাত গুরুর মুখ হইতে শুনিয়া পুনরুচ্চারিত-করা মন্ত্র করুণার তারে তারে গাঁথা শ্রেষ্ঠগায়কের স্বরের সঙ্গে শুদ্ধ হইবার বিপুল ব্যাকুলতায় নাচিয়া-উঠা শ্রেষ্ঠ গায়িকার কণ্ঠ—উভয়ে মিলিয়া পূজাগৃহে এমন এক মোহকর মধুরতার সৃষ্টি করিল যে, শুধু দামু কেন, সে ঘরের ভিতর যে যে ছিল, সকলেই কিছুক্ষণের জন্য যেন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িল।

"ইতঃপূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু কায়েন মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্‌ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পিতমস্তু। মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীমন্নারায়ণচরণে সমর্পিত-মস্তু।"

অগ্নিতে ঘৃত পড়িতেই পূর্ণোজ্জ্বল শিখায় যখন সে জ্বলিয়া উঠিল, তখন গোঁসাইজি মন্ত্রার্থ চারুকে বুঝাইয়া দিলেন—"ইহার পূর্ব্বে প্রাণ, বুদ্ধি ও দেহের ধর্ম্মবশে জাগরণে স্বপ্নে অথবা গাঢ় নিদ্রায়, কায়, মন, বাক্যে অথবা হস্ত পদ উদরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যা করেছি, স্মরণে এনেছি, বলেছি—সে সমস্তই ব্রহ্মে অর্পণ করিলাম। আজ হ'তে আমি ও আমার বলিতে যা কিছু সমস্ত শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিলাম।"

বিস্ময়ের সহিত দামু দেখিল মন্ত্রার্থ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি-শিখার সমস্ত ঔজ্জ্বল্য মেয়েটার সুন্দর মুখখানায় যেন মাখিয়া গিয়াছে। সে জ্যোতির কাছে তার নাকের ওই জ্বল-জ্বলে বস্তুটাও আজ নিষ্প্রভ।

শান্তি, শান্তি, শান্তি!

সমস্ত অনুষ্ঠান শেষে, শান্তিজল মাথায় লইয়া, গুরুর আদেশে, সে-ঘরের

গুরুজনদিগকে প্রণাম করিতে গিয়া যখন চারু তাঁহাদের প্রতিপ্রণাম লাভ করিল, তখন তারও বুঝি মনে হইল চারু মরিয়াছে। আর তার আবর্জ্জনাময় জীবনের উপর, পঙ্কিল পল্বলের মাথায় যেমন পদ্ম "সরস্বতী" ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মায়ের হাত ধরিয়া যখন সরস্বতী পূজাগৃহের বাহিরে আসিল, দামু এই গোস্বামি-কন্যার পদধূলি মস্তকে ধরিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিল।

২

সাত বৎসরের দীর্ঘ সময় দেখিতে দেখিতে যেন কোথায় চলিয়া গেল। স্বেচ্ছায় আপনাকে পিঞ্জরে আবদ্ধ-করা বিহঙ্গিনী বন্দী অবস্থার সঙ্গে তার চিত্তের এমন সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছে যে, তার গুরু পর্য্যন্ত সেরূপ সংযম কল্পনাতেও আশা করিতে পারেন নাই। দামুও তার পূর্ব্বের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে।

চারু—আর কেন, এখন হইতে তাকে সরস্বতীই বলিব—এই সাত বৎসরের ভিতর একটি দিনও বাহিরের দোর খুলিয়া বাহিরের পথটা পর্য্যন্ত দেখে নাই। মায়ের একান্ত অনুরোধে তাঁর সঙ্গে যদি কখন কোনও দিন সে ছাদে উঠিত, বন্দিত্বের কঠোর অভ্যাসে মুক্ত আকাশকে দেখিয়াও সে যেন ভীত হইত, অধিকক্ষণ ছাদে থাকিতে পারিত না। মাকে নামিয়া আসিতে অনুরোধ করিত। মা না আসিলে, তাহাকে ফেলিয়া নীচে চলিয়া আসিত। গোঁসাই-গৃহিণীর এক একবার মনে হইত, সত্যই বুঝি গঙ্গা জ্যৈষ্ঠের সেই ভীষণ ঝড়ের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া কূল ছাড়িয়া তার কোল আশ্রয় করিয়াছে। এখানে সে নিস্তরঙ্গ—কি নির্ম্মল, কি শীতল!

এখানে আসিবার পর হইতে এই সাতবৎসরের মধ্যে একটি দিনের জন্য ভুলেও তার মুখ হইতে তার পরিত্যক্ত বিষয়ের কথা কি স্বামীর কথা বাহির হয় নাই। কেমন করিয়া হইবে? মৃত্যুর পরে কেহ কি বিষয় কিম্বা আত্মীয়-স্বজনের কি হইল জানিতে ফিরিয়া আসে? চারু ত মরিয়াছে।

দ্বিতীয় জন্মের দিবস হইতে সরস্বতীর দিন দিন চিত্তের অপূর্ব্ব উন্নতি গোঁসাইজিকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছে যে, কোনও দিন লোকের নিতান্ত আগ্রহ ও অনুরোধে বাড়ীর বাহির হইলেও অল্পক্ষণ পরেই আবার তিনি ঘরে ফিরিয়া আসিতেন। লোকে দেখিত যে, সিদ্ধ সঙ্গীতগুরুর মাঝে মাঝে সুরলয়েরও এক আধটু গোলমাল হইয়া যায়। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ গায়কের অধিকাংশই গোঁসাইজির শিষ্য। সুরলয়ের ভুল শুনিয়া তাহারা তাঁহার বার্দ্ধক্যকেই দোষী করিত।

ইদানীং গোঁসাইজি দেহ-দৌর্ব্বল্যের অছিলায় বাড়ীর বাহিরে যাওয়া একরূপ বন্ধই করিয়া দিয়াছেন। গান এখন তিনি বাড়ীতেই করিতে থাকেন। যাঁহাদের তাহা শুনিবার আগ্রহ থাকে, রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত, তাঁর বাড়ীতে আসিয়াই শুনিয়া যান। সঙ্গত করিতে অনেক বাদক-শ্রেষ্ঠও তাঁহার গৃহে আগমন করিতেছে।

সকলেই কিন্তু দেখে নিজের ঘরে এই অশীতিপর বৃদ্ধ সিংহের শক্তি লইয়া যেন কণ্ঠ হইতে ধ্বনি বাহির করেন। আর তাঁর লয় জ্ঞান! তাঁহার সে গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত স্বর-লহরীতে শ্রেষ্ঠ বাদককেও শঙ্কিত ভাবে সঙ্গত করিতে হয়।

তাহারা ত জানে না, তাহাদিগকে শুনাইবার অছিলায়, গোঁসাইজি তাঁর বাড়ীর ভিতরে ঠাকুরঘরের দোরটিতে মালাহাতে বসিয়া-থাকা ত্যাগ-মূর্ত্তি কন্যাটির কর্ণে রাগরাগিণীর উপহার দিতেছেন।

কিন্তু বড়ই তাঁর আক্ষেপ, যে অপূর্ব্ব রাগরাগিণীর আলাপ শুনিয়া শ্রোতৃগণের মুক্ত কণ্ঠ হইতে অজস্র প্রশংসাধ্বনি বাহির হয়, তাঁর সরস্বতী নাম সার্থক-করা কন্যা একদিনের জন্যও কি সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিল না। শুধুই তাই, একদিন যার বীণার সুর-মাতানো কণ্ঠে পুরুষ-নারীর চোখ মুদিয়া যাইত, যার গানে মুগ্ধ হইয়া একদিন এক মহারাজার গৃহিণী আপনার নাসিকা হইতে খুলিয়া, ওই অপূর্ব্ব হীরার নাকছাবি তার নাকে নিজহাতে পরাইয়া দিয়াছিল, সে কি না এত কালের মধ্যে একটি দিনের জন্যও দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়াও একটু সুর শুনাইয়া তার শ্রবণ-পিপাসু বাপকে কৃতার্থ করিল না!

এই সাত বৎসরের মধ্যে দুই একদিন গোঁসাইজির ইচ্ছা হইয়াছিল, সরস্বতী তাঁহাকে, সম্পত্তির কথা না হউক, অন্ততঃ স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু এ দুষ্ট-সরস্বতীর মুখ হইতে একদিনের জন্য ভুলেও কি তার নাম বাহির হইল না।

পিতা গুরু, ইষ্ট, গঙ্গানারায়ণ—কন্যা, শিষ্যা, সাধনা-মূর্ত্তি সরস্বতীর এই অদ্ভুত তিতিক্ষাকে সাতবৎসরের শেষে একদিন করযোড়ে প্রণাম করিলেন।

৩

বাঙ্গালা তেরোশো সালের মাঘ মাস। চারুর অজ্ঞাতবাসের সাত বৎসর পূর্ণ হইতে মাত্র তিনটি মাস বাকি। শনিবার, পরদিন আফিস নাই বলিয়া বৈকাল হইতেই গোঁসাইজির গৃহে অনেক গুলি গায়ক ও বাদকের সমাগম হইয়াছে।

নিত্য যেমন বসিয়া থাকে, সরস্বতী, ঠাকুরের ঘরের দ্বারদেশটিতে আজও বসিয়া ভগবানের নাম জপিতে জপিতে গান বাজনা শুনিতেছিল।

গায়কের পর গায়ক গাহিল, বাদকের পর বাদক বাজাইল। সরস্বতী শুনিতেছে। মাঝে মাঝে পিতার চিরপরিচিত মধুর কণ্ঠও তার কাণে আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সরস্বতী চমকিয়া উঠিল। গুরুর গান, আর তার সঙ্গে বেদমন্ত্রের ন্যায় মধুর গম্ভীর ধ্বনি লইয়া বাদ্য। জপ করিতে করিতে সে একবার উঠিয়া পড়িল। তার যেন ইচ্ছা হইল, নীচে নামিয়া বৈঠকখানা ঘরের কাছে যাইয়া বাদককে একবার দেখিয়া আসে। পরক্ষণেই যেন নিজের কাছেই লজ্জিত হইয়া আবার বসিল।

রাত্রি তখন দশটা। গোঁসাই গৃহিণী ঘুমাইয়াছেন। আপনাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য সরস্বতী ডাকিল—"মা।"

তিন ডাকে মা একবারে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মেয়েটা এখনো দোর আগলাইয়া বসিয়া আছে। সে দিন শীতটাও ছিল তীব্র।

মা বেশ একটু ক্রোধ দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"হতভাগা মেয়ে, শীতে জমে গেলি যে! আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা হয়েছে নাকি?"

সরস্বতী হাসিয়া বলিল—"একটু ইচ্ছা হয়েছে বইকি!"

"হাসছিস্ কি, তাইতো দেখছি। নে উঠে পড়্! সারারাত ধ'রে ওরা যদি গান বাজনা করে, তুই কি এমন ক'রে বসে থাকবি!"

"তুমি একবার দামু দা'কে ডেকে দাও।"

উভয়ের কথাবার্ত্তা শেষ হইতে না হইতে গান বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া এই বারে সরস্বতী যেন নিশ্চিন্ত হইল।

"থাক্, দামু দাকে আর ডাকতে হবে না। তুমি আবার শোওগে।"

কন্যার দু'তিনবারের অনুরোধে বাধ্য হইয়া গোঁসাই-গৃহিণী আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। বুঝিলেন, গান যখন শেষ হইয়াছে, আর কন্যাকে বেশীক্ষণ তার বাপের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না।

মা চলিয়া গেলে, সরস্বতী একটু হাসিল। মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্কতায় সেই অজ্ঞাত বাদকের খাম্বা হইতে তার কর্ণকে সে বধির করিতে পারিয়াছে কি ?

হাসিকে উপেক্ষা করিয়া এক বিন্দু অশ্রু তার চোখের কোণে উপস্থিত হইল।

সাত বৎসরের ভিতর আজ সর্ব্বপ্রথম গুরু-সেবার জন্য নিযুক্ত দেহে অবসাদ আসিল। সরস্বতী মনে মনে বলিল, "একটু গড়িয়ে নি ! বাবা আসিলে উঠিব। আর না হয় মাকে বলি, বাবার আহারের সময় তুমিই আজ একটু পরিচর্য্যা কর।"

ইতস্ততঃ করিয়া সত্যই সরস্বতী উঠিল, তার দেহ মনের অবসাদটা ক্রমে যেন বাড়িয়া যাইতেছে।

উঠিয়া মা আবার পাছে ঘুমাইয়া পড়ে, তাহাকে ডাকিবার জন্য যেই ঘরের দোরটিতে পা দিয়াছে, অমনি নীচে হইতে বাপের ডাক শুনিল "সরস্বতি !"

নামের একটা ঝঙ্কারেই সরস্বতীর সমস্ত অবসাদ চলিয়া গেল। চিত্ত এক মুহূর্ত্তেই তার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের হারাণো স্থিরতা ফিরিয়া পাইল।

"যাই বাবা !"

কন্যার কথা কি তার বাপ শুনিতে পাইল না ? একান্ত অশক্ত না হইলেও গোঁসাইজি উপরে উঠিতে হইলে, ইদানীং কন্যার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। উত্তর দিয়াই সরস্বতী তাঁহাকে উপরে আনিতে সিঁড়ির মাথায় আসিয়া দেখিল, একটি ভদ্রলোক তাহার বাবাকে উপরে উঠিবার সাহায্য করিতেছে।

উপস্থিত হইতেই যে যাকে দেখিতে পাইল। উভয়েরই হাতে একটা

করিয়া আলো ছিল। সাত বৎসর পরে সরস্বতী আজ প্রথম অপরিচিতকে মুখ দেখাইল, শুধু দেখাইল না দেখিল।

অনর্থক সরমের ব্যস্ততা না দেখাইয়া, লণ্ঠন সিঁড়ির উপর রাখিয়া সরস্বতী মাথায় কাপড় দিতে দিতে বলিল—"আমাকে কি আর যেতে হবে বাবা ?"

"আর তোমাকে কষ্ট করতে হবে না বাবু, আমার কন্যা এসেছে।"

গোঁসাইজি বলিলেন, কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, তাঁর বলিবার আগেই 'বাবু' তাঁর হাত ছাড়িয়া দিয়াছে।

সরস্বতীর চোখে 'বাবু' অপরিচিতই রহিয়া গেল, কিন্তু বাবু সরস্বতীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ রকম মুখের মিল আর সে কখনও দেখে নাই। তবুও সে বুঝি এতটা বিস্মিত হইত না, যদি সে সরস্বতীর নাসিকায় সেই পূর্ব্বের দেখার মত নাকছাবিটি দেখিতে না পাইত।

সরস্বতী রাখুকে চিনিতে পারিল না। রাখু এত অদ্ভুত মিল দেখিয়াও গোঁসাইজির কন্যাকে মনে মনেও চারু ভাবিতে সাহস করিল না।

পিতার আহারের ব্যবস্থা করিয়া কন্যা যখন তার আসনটির পাশটিতে আসিয়া বসিল, তখন রাত্রি এগারোটা।

অত রাত্রি ধরিয়া গান বাজনা, সেই দুরন্ত শীত, সেটা যে মেয়েটাকে মারিয়া ফেলার উদ্দেশ্য, গোঁসাই-গৃহিণী স্বামীকে বেশ তীব্র ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। গোঁসাইজিকে সে জন্য কিছু অপ্রতিভের মত হইতে হইয়াছে, তাঁর উপরে আসিবার অপেক্ষায় অত রাত্রি পর্য্যন্ত যে সরস্বতী হিমে বসিয়া থাকিবে, এটা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

"আমি মনে করেছিলুম, তুই ঘুমিয়েছিস্।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া সরস্বতী বলিল—

"এত যদি রাত্তির হবে জানতে, তাদের জলখাবারের ব্যবস্থা করলে না কেন বাবা ?"

"এত রাত্তির হবে কে জানতো, হয়ে গেল। জলযোগের কথাও বলেছিলুম, কেউ রাজি হল না। সকলেই বললে আর এক দিন আমরা প্রসাদ পাব। আমিও মনে করলুম, বেশ, আর একদিন।"

অন্যদিন হইলে পিতার এ কৈফিয়তে সরস্বতী তুষ্ট হইত না, আজ কিন্তু সে আর কিছু বলিল না।

বসিয়া বসিয়া সে কৌতূহলের সঙ্গে লড়াই করিতেছিল। সেই মেঘের জলদের মত বাজনার কৌশল কে দেখাইল জানিবার ইচ্ছা প্রবল চেষ্টায় সে রোধ করিতেছিল। লড়ায়ে সরস্বতী হারিল। আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রামগ্রহণ-মুখে যখন ব্রাহ্মণ কন্যার হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র আহার সারিতে আদেশ করিলেন, তখন তার মুখ হইতে প্রশ্ন বাহির হইয়া পড়িল—

"হাঁ বাবা, শেষে যিনি বাজালেন, উনি কে ?"

বিস্মিতের মত গোঁসাইজি বলিয়া উঠিলেন—"বলিস্ কি রে! এতকাল ধ'রে কত ওস্তাদ বাজিয়ে আমার গানে সঙ্গত ক'রে গেল, একজনেরও বাজনার কথা তুই ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিস্‌নি!"

সরস্বতী উত্তর করিল না। জিজ্ঞাসা করিয়া যেন সে অপরাধ করিয়াছে।

উত্তর না পাইয়া গোঁসাইজি বলিতে লাগিলেন—

"আজও যারা বাজালে তারা কেউ ত কম ওস্তাদ নয়! তাদের বাজনা কি তোর পছন্দ হ'ল না ?"

করযোড়ে সেই সকল ওস্তাদদের প্রণাম করিতে করিতে সরস্বতী বলিল—

"তা কেন বাবা, তাঁদের বাজনাও চমৎকার। তবে আমার মনে হ'ল, তাঁরা বাজনায় যে যার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, আর শেষের যিনি, তিনি বাজনা দিয়ে যেন আপনার গানের সেবা করেছেন।"

"সেবা করেছে? বড় নতুন কথা ত আজ আমাকে শোনালি মা! ছোকরা প্রথম আজ আমার গানে বাজালে। সে দিন একটা বড় মজলিসে সে গোপনে আমার গানে সঙ্গত করবার প্রার্থনা করেছিল।"

"আপনি তাঁকে বাড়ীতে আসতে বলেছিলেন।"

"কেন, বল্ দেখি সরস্বতী?"

"সেখানে ভুল করলে, পাঁচজনে তাঁকে তামাসা করতে পারত। এখানে ত তা করতে কারো সাহস হবে না!"

"করবার হ'লে তারা ঠাবে-ঠোবেও কিছু না ক'রে ছাড়তো না।"

"তোমার কৃপায় তারা ভুল ধরতে পারে নি।"

"বুঝতে পেরেছিস্?"

সরস্বতী হাসিল।

"পাখীতে যেমন ছানা আগলায়, তেমনি তুমি তাকে আগলে আগলে গান করেছ।"

"করতে গিয়া গানটা কিন্তু বড় জমে গেলরে সরস্বতী। গান ক'রে এমন আনন্দ অনেক কাল পাই নি।"

"তাঁর ভাগ্য ভাল, বাবা।"

"কিন্তু সকলকে একবাক্যে তার হাতের প্রশংসা করতে হয়েছে।"

"বাড়ী কোথায় তাঁর?

"কুমোরটুলি।"

সরস্বতী একটু চমকিতের মত হইল।

"বিষয় আশায় বেশ আছে। আগে বাজাবার সখ ছিল, অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছে।"

"যাক্, তাঁর শেখা সার্থক হয়ে গেছে।"

সরস্বতী পিতাকে বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিয়া তাঁর প্রসাদের থালা হাতে তুলিয়া লইল।

গোঁসাইজির কিন্তু সেই 'ছোক্‌রা' সম্বন্ধে বলা এখনও শেষ হয় নাই—

"বাংলার ভিতরে একজন শ্রেষ্ঠ বাজিয়ের কাছে শেখা বিদ্যে, সেটা বৃথা যাবে, আমি ছোক্‌রাকে সুবিধামত, আমার কাছে মাঝে মাঝে আসতে বলেছি। আমার গানে বাজাবার জন্যে ওর গুরু বিষ্ণুপুর থেকে কলকেতায় এসেছিলেন।"

সরস্বতীর দেহটা দুলিয়া উঠিল।

"সিঁড়িতে যিনি আপনাকে হাত ধ'রে তুলছিলেন, উনিই কি?"

"হাঁ হাঁ, তুইও ত তাকে দেখেছিল্, ওই বাবুটি। নাম হচ্ছে ওর হরিপ্রসাদ।"

সরস্বতী মানসনেত্রে আর একবার বেশ করিয়া হরিপ্রসাদকে দেখিবার চেষ্টা করিল—আর কখনো দেখিয়াছে কি না বুঝিতে পারিল না।

নিশ্চিন্ত হইতে গিয়াও কিন্তু সে রাত্রি সরস্বতীর ভাল রকম নিদ্রা হইল না।

৪

রাখু ওরফে হরিপ্রসাদ আবার গোঁসাইজির গানে বাজাইবার জন্য আসিল। একদিন, দুইদিন, তিনদিন—বাজনার সুবিধা হইল না। মাঝে মাঝে তাল কাটিবার মত হইল, স্নেহবশে গোঁসাইজি তালের

ইঙ্গিত করিয়া এই কয়দিন তাহার মান রক্ষা করিলেন। হাতের মিষ্টতাও সে ভাল দেখাইতে পারিল না।

এ কয়টা দিন শুধু তার হাত বাজাইয়াছে; কিন্তু চোক দুটা তার, সেই নাকছাবি-সাজানো মুখখানিকে, কেবল দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছে। দেখিতে পায় নাই, এই জন্য মাঝে মাঝে গোল বাধাইয়া তার হাত দু'টাকে লোকের কাছে অপ্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এ কয় দিন চারুকে দেখা দূরে থাক্, হরিবাবু সে বাড়ীতে তার অস্তিত্বের আভাস পর্য্যন্ত পায় নাই।

চতুর্থ দিন। হরিবাবু সে দিন প্রথমটা ভাল বাজাইবার লক্ষণ দেখাইল। যাহারা শুনিতেছিল, তাহাদের মুখ হইতে মাঝে মাঝে প্রশংসার ধ্বনি উঠিতেছিল।

বাজাইতে বাজাইতে হঠাৎ তাহার কাণে গেল—"একটু পা চালিয়ে যাবে দামুদা।"

বিষমভাবে হরির তাল কাটিয়া গেল।

গোঁসাইজি তীব্র তিরস্কার করিয়া উঠিলেন—"আর বাজাতে হবে না। এ রকম ক'রে মৃদঙ্গে হাত দিয়ে একজন শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের সাকরেত ব'লে আর কখন কারও কাছে পরিচয় দিয়ো না।"

রাখুর চৈতন্য হইল। অনেক লোকের সাক্ষাতে তিরস্কারটায় লজ্জাও তার কম হইল না।

গোঁসাইজির পা দু'টি ধরিয়া সে আর একবার তাঁহাকে গাহিতে অনুরোধ করিল—"আর একবার বাজাতে অনুমতি দিন।"

"তাই ত ছোকরা, প্রথম দিন তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছিলে। নইলে তোমাকে আমি আসতে বলতুম না।"

সে দিনের শ্রোতাদিগের মধ্যে দু'চারিজন আজিও ছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল—"আমরাও মুগ্ধ হয়েছিলুম গোঁসাইজি!"

"শুধু তোমরা কেন বাবা"—বলিয়াই গোঁসাইজি রাখুকে স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"তোমার মনে অহঙ্কার জাগবে ব'লে বলিনি হরিপ্রসাদ, এতদিন অনেক ভাল ভাল বাজিয়ে আমার গানে বাজিয়েছে, কিন্তু কেউ আজও পর্য্যন্ত আমার কন্ঠার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি, তুমি করেছ।"

রাখু গোঁসাইজির চরণ আবার করদ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিল—"আর একটি বারের জন্য অনুমতি করুন।"

গোঁসাইজি আবার গান ধরিলেন। রাখু বাজাইল।

গাহিতে গাহিতে গোঁসাইজির মনে হইল, যে বাদক শ্রেষ্ঠ তাঁর গানে সঙ্গত করিবার জন্য বৃদ্ধবয়সে বিষ্ণুপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, শিষ্যের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য তাঁর আত্মা যেন আজ তার হাতে ভর দিয়াছেন। গীতশেষে হরিপ্রসাদকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি বলিলেন—"বহুকাল এরূপ আনন্দ আমার লাভ হয় নাই, হরিপ্রসাদ!"

শ্রোতৃবর্গও সেই কথা পুনরুচ্চারিত করিল। রাখু গোঁসাইজির পায়ে মাথা নোয়াইল।

এমন যদি শক্তিমান সে, তবে কয়দিন হরিপ্রসাদ এমনটা করিল কেন?

শ্রোতৃবর্গ চলিয়া গেলে, গোঁসাইজি রাখুকে ওই কথাটাই জানিবার ইচ্ছায় বলিলেন—"তাই ত বাবা, এমন তোমার বাজাবার ক্ষমতা—"

"আপনি কি জিজ্ঞাসা করবেন, আমি বুঝতে পেরেছি প্রভু!"

"আমাকে বলতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

রাখু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। মাথা হেঁট করিয়া গোঁসাইজির

সম্মুখে শুধু বসিয়া রহিল। মুখ তুলিলে, গোঁসাইজি দেখিতেন তার চোখ জলে ভরিয়াছে।

গোঁসাইজি বুঝিলেন, এমন একটা কঠিন প্রশ্ন হরিপ্রসাদকে তিনি করিয়াছেন, যার উত্তর দিতে তার যেন মর্ম্ম কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

উত্তর দেওয়া হইতে গোঁসাইজি বাখুকে নিষ্কৃতি দিলেন।

"বলতে যদি বাধা থাকে বলবার প্রয়োজন নেই।"

বাধা আছে, কি না আছে, এ কথাটাও বাখুর মুখ হইতে বাহির হইল না।

বাখু বিদায় চাহিল।

"আমার উপর অভিমান হ'ল নাকি?"

ভূমিতে মাথা নোয়াইয়া বার বার প্রণাম করিতে করিতে বাখু উত্তর করিল—"শুকদেব যার গানে সঙ্গত ক'রে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেছিলেন, আমি সেই মহাপুরুষের গানে মৃদঙ্গ ধরতে যে অধিকার পাব, এরূপ ভাগ্য স্বপ্নেও যে মনে করতে পারিনি দয়াময়।'

'আবার কবে আসছ?"

"আমাদের বাড়ীতে আপনাকে একবার পায়ের ধূলো দিতে হবে যে। আমার সঙ্গিনী, তাদের মেয়েছেলে সকলেই আপনার এ দেব-কণ্ঠের গান শুনতে ব্যাকুল হয়েছে।"

"তাদেরই সকলকে একদিন এখানে নিয়ে এসো না কেন?"

"সে আসা ত তাদের সৌভাগ্য। একদিন আপনার পায়ের ধূলো পড়বে না?"

"সন্ধ্যের পর বাড়ী ছেড়ে আমার কোথাও থাকা চলে না।"

"দিনমানেই আয়োজন করব।"

"বেশ, কাল এসো কাল তোমাকে বলব।"

রাখু উঠিল। সদর দোরের কাছে উপস্থিত হইতেই সে শুনিতে পাইল—"আমি যে বাবুর জন্য জলখাবার আনতে দামুকে দোকানে পাঠিয়েছি বাবা!"

"চলে গেলে না কি হে বাবাজি—হরিপ্রসাদ?"

হরিপ্রসাদের স্বর স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া গোঁসাইজীর কাছে আসিয়া দেখিল, দণ্ডায়মান বৃদ্ধের পার্শ্বে এক অবগুণ্ঠনবতী দাঁড়াইয়া আছে।

রাখুর ফিরিবার মুখে চারু স্বামীকে চিনিতে পারিয়াছে। চিনিবার সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়াছে।

গোঁসাইজি বলিলেন—"ক'দিন ধ'রে আসছ, একদিনও মিষ্টি মুখ করলে না, মেয়ে তাই তোমাকে জল খেতে অনুরোধ করছে।"

কম্পিত কর জোড় করিয়া রাখু উত্তর করিল—"একদিন প্রসাদ পেয়ে যাব প্রভু।"

"কি বলিস্ সরস্বতী?"

প্রথমটা সরস্বতী কোনও উত্তর দিতে পারিল না। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া প্রাণপণে সে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিতে লাগিল।

গোঁসাইজী মনে করিলেন, রাখুর এ উত্তর বুঝি কন্যার মনোমত হইল না, তাই তার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই বলিলেন—"ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে, আজ যখন আমার কাছে তুমি বকুনি খেয়েছ, তখন আমারও ইচ্ছা তুমি কিছু আজ মিষ্টি মুখে দিয়ে যাও।"

"আপনি যখন আজ্ঞা করছেন—"

"যাগো মা, বাবাজির সেবার ব্যবস্থা কর্।"

৫

রাখুকে চিনিবার পূর্ব্বে তাহার বাজানো মাত্র শুনিয়া চারুর যে চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, কি আশ্চর্য্য, চিনিবার পর কিন্তু তার সেরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য রহিল না। জ্যৈষ্ঠের সেই রাত্রিতে, পরিত্যক্ত দরিদ্র স্বামীকে বহুকালের পর দেখিয়া, চিনিয়া, তাহার মনে যে অনুতাপের জ্বালা তীব্রতার সহিত জাগিয়া উঠিয়াছিল, মনের ভাব এখন সে অবস্থা আর নাই। নিরাশাকে সম্মুখে রাখিয়া, সাত বৎসরের সাধন-ভজনে চিত্ত এখন তার শান্ত হইয়াছে।

তবু স্বামীকে চিনিবার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা তার বেশ একটু জোরেই কাঁপিয়া উঠিল। উপরে উঠিয়া বরাবর সে ঠাকুরঘরে চলিয়া গেল। দেবতাকে বার বার প্রণাম করিতে করিতে সে মনটাকে ঠিক রাখিবার শক্তি প্রার্থনা করিল। স্বামীকে, অন্ততঃ আর একটিবারের জন্য, দেখার বাসনা সে বুঝি একবারে মন হইতে মুছিতে পারে নাই। তাই দেবতা দয়া করিয়া তাহাকে দেখাইতে আনিয়াছেন। না জানিয়া, সে আবার তাকে অতিথি করিয়া বসিয়াছে। স্বামীকে চিনিতে তাহার বিলম্ব হউক, কিন্তু স্বামী কি তাহাকে চিনিতে পারে নাই? সরস্বতী সেটা একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তবে তার গুরু যে তাদের সম্বন্ধ জানিয়াছেন, এটা সে মনের কোণেও স্থান দিতে পারিল না। জানিলে, এরূপ মিলনের সাহায্য ওরূপ মহা-পুরুষের দ্বারা সম্ভবপর হইত না। তিনি ত আর কন্যার সঙ্গে ছলনা করিতে পারেন না!

করজোড়ে চারু ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিল—ব্যাকুলতার প্রার্থনায় তার চোখ দু'টা দিয়া স্রোতের মত জল বাহির হইল।

"হে ঠাকুর, হে দয়াময়, শাস্তি শরণ যখন দিয়েছ, তখন সে বেশ্যাটার মরামুখ আর সমাজের চোখের উপর তুলে ধ'র না। আর আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না প্রভু!"

বার বার নারায়ণকে ডাকিতে ডাকিতে যখন তার হৃদয়ে আবার তপঃ-সঞ্চিত বল ফিরিয়া আসিল, তখন সরস্বতী স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কোমর বাধিল।

লোক দেখানো আহ্নিক কার্য্য সারিয়া হরিপ্রসাদ দামুর সঙ্গে উপরে উঠিতেই দেখিল, গোঁসাইজী একটি হুঁকা হাতে দাঁড়াইয়া আছেন। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সরস্বতী। তার সেই, যেন চির পরিচিত মুখ, আর নাকে সেই স্বপ্নে পর্য্যন্ত দেখা নাকছাবি। মাথার কাপড়ের সামান্য মাত্র রাখিয়া মুক্ত মুখেই সে দাঁড়াইয়া আছে।

দূর হইতেই উভয়ের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য একবার চোখাচোখি হইয়া গেল। "দে সরস্বতী, বাবাজিকে পা ধোয়ার জল।"—উঠে এস হরিপ্রসাদ।"

হরিপ্রসাদ উঠিল। যেটা পাগলেও কল্পনায় আনিতে পারে না, সে সম্বন্ধে মনকে আর উত্যক্ত না করিয়া অসঙ্কোচেই সে উপরে চলিয়া গেল। তাহাকে উঠাইয়া দামু আবার যখন নীচে যাইবার জন্য মুখ ফিরাইল, দিদি-মণির অনুচ্চকণ্ঠের আদেশ তার কাণে গেল—

"হাত মুখ ধোবার জল, আর তামাক সমস্ত ঠিক ক'রে রাখ দামুদা।"

জল, তামাক ঠিক রাখিতে দামু নীচে চলিয়া গেল, মাথা ঠিক করিতে করিতে অবনত মস্তকে রাখু যে ঘরে তার খাবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তার দ্বারের সমীপে উপস্থিত হইল।

উপস্থিত হইতেই দেখে সরস্বতী গলায় অঞ্চল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামোদ্যোগ করিতেছে।

"করেন কি, করেন কি।" সঙ্কোচের সহিত রাখু এক পা পিছাইল।

"সে কিহে, তুমি শ্রেষ্ঠ কুলীন ও তোমার ছোট বোনটি। জন্মান্তরের ওর কত সৌভাগ্য তোমার পায়ের ধূলো পাবে।"

অতি সন্তর্পণে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাখু আর একবার সেই জ্যেষ্ঠের অন্ধকারময়ী রাত্রির মত, অতি কোমল করাঙ্গুলির স্পর্শানুভব করিল।

"দে নিজহাতে বাবাজির পা ধুইয়ে।"

সরস্বতীর ভক্তির অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া যখন রাখু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তার জলযোগের ব্যবস্থা দেখিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। সে তাহার পূর্ব্বসাগের বাঁকুড়ি ক্ষুধা লইয়াও সে সমস্ত খাদ্য-সামগ্রীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিত বিনা সন্দেহ। এখন ত সে কলি-কাতার আহারী—এক প্রকার বুভুক্ষু।

সেই সমস্ত খাদ্য-সামগ্রী আগুলিয়া গৃহ-মধ্যে সরস্বতীর মা বসিয়াছিল। রাখুকে বসিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা, ব'স!"

"এ করেছেন কি মা, একি জলযোগের আয়োজন?"

"এ আর কি আয়োজন। সরস্বতী কর্ত্তার উপর রাগ করছিল। দামুকে আটকে রাখলেন, ইচ্ছামত কোনও জিনিস সে আনাতে পারলে না।"

"তা তিনি যা আনিয়েছেন, দয়া করে' তারই পনেরো আনা অংশ তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে বলুন।"

"ওরে সরস্বতী, সরস্বতী!"

দ্বারের সমীপে আসিয়া সরস্বতী উত্তর দিল—"ডাকছ কেন?"

"একবার ভিতরে আয়।"

"বাবা যে এখনি আসবেন, তাঁর হাতে পায়ে জল দিতে হবে যে!"

"সে আমি দিচ্ছি, তুই আয়।"

সরস্বতী ভিতরে প্রবেশ করিল।

"এত উদ্যোগ আয়োজন করলি ছেলে যে কিছু খাবে না বলছে।"

রাখু তখনও আসন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। সরস্বতীর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তবে ত স্বামী তাকে চিনিতে পারিয়াছে। পতিতার হাতের রান্না খাইতে সে ইতস্ততঃ করিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য একবার সাজানো খাবারের পাত্রের দিকে চাহিয়া রাখুর দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ না করিয়া সে বলিল—"তা সরস্বতী কি করবে?"

রাখু বলিল—"কিছু খাব না, একথা কখন বললুম মা!"

সরস্বতী অনেকটা আশ্বস্তের মত হইয়া বলিল—"এ সমস্তই ঠাকুরের প্রসাদ।"

"তা আমি বুঝেছি, দি—দিদি! কিন্তু প্রসাদ হ'লেই আমাকেও যে রাক্ষস হ'তে হবে তার ত মনে নাই।"

শুনিবামাত্র সরস্বতীর বিষণ্ণতা দূর হইয়া গেল। সে বলিল, "যা পার-বেন, খাবেন।"

এই সময় বাহিরের বারান্দায় গোঁসাইজির গলার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

"মা! বাবা এসেছেন।"

"তুই থাক্, আমিই যাচ্ছি। যা পারবে তাই খাবে বাবা, তাতে লজ্জা করবার কি আছে?" বলিয়া গোঁসাই-গৃহিনী বাহিরে চলিয়া গেলেন।

"বসুন।"

"আগে, কতক গুলো জিনিষ সরিয়ে নাও।"

"নাই বা নিলুম।"

"এত সামগ্রীর অপচয় হবে? আমি এর এক আনা খেতে পারি কিনা সন্দেহ।"

"বেশ, এক আনাই খান্।"

অগত্যা রাখুকে বসিতে হইল। সরস্বতীও আসন হইতে একটু দূরে এক পার্শ্বে মেজের উপর উপবিষ্ট হইল।

রাখুর মস্তক এ যাবৎ অবনত করাই ছিল। আসনে বসিয়া একবার সে মাথা তুলিল—"তাইত দিদি মনটা যে এখনো 'কিন্তু' করতে লাগল!"

"এত আয়োজন"—বলিতে বলিতে তার স্বর অবরুদ্ধ—সেই সাত বৎসর আগের ছবিটা উড়িয়া আসিয়া আবার তার সুমুখে বসিয়াছে। একি অদ্ভুত সাদৃশ্য! সাদৃশ্যই বটে! সরস্বতীকে চারু মনে করিতে রাখুর কল্পনাও ভয়গ্রস্ত হইয়া উঠিল।

সরস্বতী কোনও উত্তর দিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া রাখুকে আচমন করিতে হইল।

কিছুক্ষণ কেহ আর কোনও কথা কহিল না। উভয় দিকেই দীর্ঘশ্বাস রোধের বিপুল চেষ্টা। রাখু হেঁট মাথায় খাবারের এটা সেটায় হাত দিতেছে, কখন হাত তার মুখে উঠিতেছে, কখন থালা অথবা বাটির উপর নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিতেছে। সরস্বতী নিস্পন্দের মত বসিয়া দেখিতেছে। রাত্রি তখন প্রায় নয়টা। রাখু যে ক্ষুধিত হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। সুতরাং সে সময় পেট ভরিয়া খাওয়ায় তাহার আপত্তি করিবার কিছুই ছিল না। তবু কতকগুলা খাদ্যের আস্বাদ মাত্র লইয়া, কতকগুলা একবারে স্পর্শমাত্র না করিয়াই সে উঠিবার উদ্যোগ করিল।

আর কথা না কহিলে সরস্বতীর চলেনা। সে এইবারে বলিল—"বাড়ীতে না খেলে কি বউঠাকরুণ রাগ করবেন।"

"বাড়ীতে খাবো, এটা কেমন করে বুঝলেন দিদি?"

রাক্ষস না হতে পারেন, পাঁচবছরের ছেলেটিত ন'ন আপনি! পাঁচ বছরের ছেলেও এর চেয়ে বেশী খায়।"

এ কথায় আর রাখুর উত্তর দেওয়া চলেনা। যে সব সামগ্রীতে সে একবারেই হাত দেয় নাই, এইবারে তার একটাতে সে হাত দিল।

"ওটায় পরে হাত দেবেন, আগে এই একটু মুখে দিয়ে দেখুন দেখি।" বলিয়া সরস্বতী রাখুর সন্নিকটে উঠিয়া আসিল এবং একটা ব্যঞ্জন দেখাইয়া সেটাকে পুনর্নির্দ্দেশ করিতে করিতে বলিল—"এই তরকারিটা। শুধু শাক পাতি দিয়ে তইরি, বাবা রাঁধতে হুকুম করেছেন। নুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললুম কিনা বুঝতে পারছিনা। একখানা রাধাবল্লভীও ওই সঙ্গে তুলে নিন্।"

দেবাদিষ্টবৎ রাখু রাধাবল্লভী ব্যঞ্জন-সংযুক্ত করিয়া মুখে তুলিল।

"বাবার প্রিয় তরকারি, যদি খারাপ হয়, তাহলে আমার মাথা আস্ত থাকবেনা! কি রকম? নুন ঝাল সব ঠিক হয়েছে?"

"চমৎকার!"

"বলেন কি! তা হ'লে ত আমার উপর ঠাকুর আজ খুব সুপ্রসন্ন দেখ্‌ছি। অন্যমনস্কে রেঁধেছি, কি যে করেছি কিছুই বুঝতে পারিনি—এটা-ওত কই মুখে তোলেন নি!"—আর একটা ব্যঞ্জন সরস্বতী রাখুকে দেখাইল।

"আর অনুরোধ করবেন না।"

"অনুরোধ করবার বস্তুই বা এতে কি আছে? তবে এক রসগোল্লা আর রাতাবি বাদে অপর সমস্তই বাড়ীতে তইরি।"

"এ সমস্তই আপনি করেছেন?"

"বাবা ত বাজারের কোনও সামগ্রী খান না।" তার উপর ঠাকুর, গাওয়া ঘি ছাড়া অন্য ঘি ব্যবহার করিবারও যো নেই।"

তখন আর এটা, ওটা, সেটা নয়—রাখু আবার এক রকম গোড়া হইতেই খাওয়া আরম্ভ করিল। সরস্বতীর আর বড় বেশি অনুরোধের প্রয়োজন হইতেছে না। শুধু একটু নির্দ্দেশ—আর রাখু তার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে।

"আপনার ছেলে পুলে কি ভাই ?"

অনেক দিন কলিকাতায় থাকিলেও এবং বেশ সাবধানে কথা কওয়া-টায় অভ্যস্ত হইলেও মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার ফাঁকে দু'একটা দেশের কথা মুখ হইতে তাহার বাহির হইয়া পড়িত। সে উত্তর দিল—"ছেলে-দু'টা। একটি বেটা ছেলে, একটি বিটি ছেলে।"

"বড় কোন্‌টি ?"

বলিয়াই কিন্তু রাখু বুঝিতে পারিল। তবে সরস্বতী সেটা বুঝিতে পারে নাই অনুমান করিয়া কথা শোধরাইয়া বলিল—"ছেলেটি চার বছরের, মেয়েটির বয়স এক বৎসর।

"মা আছেন ?"

"না, মা বাপ—কেউ নেই।"

"তা হলে বাড়ীতে অভিভাবক কে আছে ?"

"আমি শ্বশুর বাড়ীতে বাস করি।"

"বাঃ! পান্তুয়াটা রেখে দিচ্ছেন কেন ?"

ইতিমধ্যে কথার অন্যমনস্কতায় রাখু দু'একটা জিনিষের মর্য্যাদাই রাখিয়াছে। ওই ক্ষীরের পানতুয়া তাহার মধ্যে একটি। নিষেধ করিতে গিয়া তাহার জ্ঞান ফিরিল। দেখিল একবাটি পান্তুয়ার একটি মাত্র অবশিষ্ট। মুখের কাছে তুলিতে গিয়া সলজ্জভাবে সেটিকে আবার সে বাটিতে রাখিল।

"আমার জন্যে প্রসাদ রাখছেন নাকি ? ওটা খেয়ে ফেলুন।"

"মাফ করুন, কথায় কথায় অতিরিক্ত আহার করে ফেলেছি।"

"তা হ'ক ওটি রাখতে পারবেন না।"

"আমি ত আপনার সব অনুরোধই রাখলুম।"

"উটির পর আর অনুরোধ করব না।"

দেহ কৃশ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিত্যবর্দ্ধনশীল সাধন-জনিত জ্যোতি তাহার মুখ, বিশেষতঃ তার চোখ দু'টিকে বড়ই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

সরস্বতীর মুহূর্ত্তের অন্যমনস্কতায় সেই উজ্জ্বল মুখ উজ্জ্বল চোখ রাগ একবারে পূর্ণমাত্রায় দেখিয়া ফেলিল। তার চক্ষু নিষ্পন্দবৎ হইল।

অন্যমনস্কতায় সরস্বতী প্রথমে সেটা বুঝিতে পারে নাই। বুঝিবামাত্র তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

তবে সে এটা বেশ বুঝিল, স্বামী তাহাকে চিনিয়াও চিনিতে সাহস করিতেছে না। করিতে পারিবেও না। সমাজে পূজনীয় গঙ্গানারায়ণ গোস্বামীর প্রিয় কন্যাকে কেমন করিয়া সে সেই হীন-ব্যবসায়িনী চারু মনে করিবে!

স্বামীকে লইয়া তার আমোদ করিবার বড়ই ইচ্ছা হইল। সাত বৎসরের কঠোর সাধনার সংযম ও এ ইচ্ছা রোধ করিতে পারিল না।

"কর্ম্মদোষে এ জনমের মত স্বামীর সঙ্গ সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছি বলিয়া তাহাকে লইয়া কথাবার্ত্তারও কি একটু আমোদ করিতে পাইব না?" সে ঈষৎ হাসির সহিত বলিল—"আপনাকে, ভাই, যেন কোথায় দেখেছি!"

"আমিও যেন আপনাকে কোথাও দেখেছি।"

"কোথায় দেখেছেন বলুন ত!"

"চোখ মুদিয়া রাখু ভাবিতে লাগিল।"

"আপনি কি আমার শ্বশুরের দেশে কখনো গিয়েছিলেন?"

"কোথায় আপনার শ্বশুরের দেশ ?"

"বিক্রমপুর।"

মাথা নাড়িয়া বন্ধু বলিল—"না।"

"এখানেও ত পূর্ব্বে আর কখন আপনাকে দেখিনি।"

"দিন দশ পোনেরো আগে থেকে আমি আসা যাওয়া করছি।"

"তবে—তবে—কোনও তীর্থে কখন গিছলেন ?"

"তীর্থের মধ্যে এক কালীঘাটে গিয়েছি।"

"সে ত ঘরের তীর্থ। কোন দূর—দূর দেশে কামরূপে কখন গিছলেন ?"

"সে আবার কোথায় ?"

"যেখানে কামরূপা থাকেন—আসামীদের দেশ ?"

"ওঃ! কামাক্ষা!"

"এই—সেখানে কি আপনার যাওয়া হয়েছিল ?"

"না!"

"মনে করে দেখুন না।"

"কি বিপদ! কামাক্ষাতেই যদি গিয়ে থাকি, তাও কি আমি ভুলে যাব!"

"তাইত, তবে কি আপনাকে দেখিনি! মনেরই কি ভুল? কিন্তু এখনো আমার মন বলতে চাচ্ছে না, আপনাকে দেখিনি।

"কামাক্ষায় আপনি গিছলেন ?"

"মা আমায় নিয়ে গিছলেন।'

"স্বামীর সঙ্গে ?"

"সঙ্গে না হ'ক, তিনিও গিছলেন।"

"একটা কথা আপনাকে বলতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে।"

"ক্ষণেকের জন্য নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সরস্বতী বলিল—"বলুন।"

"যদি তুচ্ছ মনে না করেন।"

"আমার স্বামীর কথা?"

"সে কথাও বটে। এই ক'দিন এলুম, এক দিনও ত তাঁকে দেখতে পেলুম না।"

"কেন, আঁচ করুন দেখি।"

"কিছুই জানি না, কেমন করে' বলব।"

"সেটি, আপনি শুনলুম ভালো কুলীন, আপনি বলতে পারেন না?"

"ওঃ! বুঝেছি তিনি কুলীন—ওঁর অনেক বিবাহ।"

"আপনার বিবাহ ক'টি?"

"দু'টি।"

"কুলে দুটি! বলেন কি, আপনি যে অবাক করে' দিলেন।"

"তাও, প্রথম স্ত্রী আমার যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন বিবাহ করিনি। আর বিবাহ করবই না মনে করেছিলুম—"

"তাঁর কি কোনও ছেলে পুলে আছে?"

"না।"

"তবে ও রকম মনে করা আপনার খুব অন্যায় হয়েছিল। আপনার আজ সোণার চাঁদ বংশধর, সোণার কমল মেয়ে—হাইত ভাই, বড় ভাগ্যবতী ছিল সে। ছেলে মেয়েতেও আপনাকে তার শোক ভুলতে পারেনি! সে স্বামীকে রেখে তার আয়তি নিয়ে চলে গেছে, ছি ছিঃ তার জন্য কি কাঁদতে আছে।

বলিতে বলিতে সরস্বতীর—উভয় গণ্ডেই টপ্ টপ্ করিয়া দু' ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া গেল।

ধরা পড়িবার মত হইয়াছে বুঝিতেই সে দাঁড়াইয়া উঠিল।

"উঠুন।"

"যেটা বলব মনে করে'ছিলুম—"

রাখুর কথা শেষ করিতে না দিয়া, সরস্বতী বলিল—"পারেনত খোকাকে একদিন সঙ্গে আনবেন। তার নাম রেখেছেন কি?"

"চারু-কুমার।"

সরস্বতী টলিয়া পড়িবার মত হইল।

ঠিক এমনি সময়ে গোসাইজি বাহির হইতে তাহাকে ডাকিলেন—"সরস্বতী।"

"এবারে যে দিন আসবেন, সেটিকে আনতে ভুলবেন না।"

সরস্বতী আর রাখুকে বলিতে দিলনা, বাহিরে চলিয়া গেল।

রাখু উঠিল, আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, কিন্তু তথাপি চারুকে দেখিয়াছি বলিয়া সে মনকে প্রবোধ দিতে পারিল না।

৬

চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে রাখুর সহিত গোঁসাইজির সাক্ষাত হইল। রাখুদের বাড়ীতে তাঁহার যাইবার কথায় কন্যার মত আছে। তবে বৃদ্ধ বলিয়া বাবাকে সে যে কোথাও পাঠাইতে নারাজ, এইটি কেবল রাখুকে বিশেষভাবে মনে রাখিতে সে অনুরোধ করিয়াছে।

রাখু প্রতিশ্রুত হইল, খুব সম্ভব নিজে আসিয়া বাড়ীর গাড়ী করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবে। নিজে একান্ত আসিতে না পারিলে তাহার শ্যালক-পুত্র লইয়া যাইবে।

যাইবার সময় চারিদিকে চাহিয়াও রাখু সরস্বতীকে দেখিতে পাইল না। এ দিকে সরস্বতী কিন্তু সে দিন কতকগুলা ভুল করিয়া ফেলিল।

নিত্য আহারান্তে গোঁসাইজি হাত পা মুখ ধুইয়া একটি চৌকিতে

বসিয়া তামাক সেবন করিতেন। তাওয়া-দেওয়া তামাক, অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁর সেবা চলিত। তারপর রাত্রির মত বিশ্রাম।

এ সেবাকার্য্য সরস্বতীই করিত। আজ সে গোঁসাইজির পা ধুইবার জল রাখিতে ভুলিয়া গেল। তাঁহার আদেশে জল যদিও আনিল ত গামছাটা সঙ্গে আনা তার মনে পড়িল না। আবার গামছা আনিয়া গোঁসা-জির এক পা মাত্র মুছাইয়াই সে তামাক সাজিতে গেল। সে পা'টি গোঁসাইজি নিজেই মুছিয়া লইলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভুল হইল তাহার ওই তামাক সাজায়। চৌকিতে গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া অবিরাম টানিয়াও যখন নল হইতে ধুম বাহির হইল না, তখন বাধ্য হইয়া গোঁসাইজি ডাকিলেন—"সরস্বতী।"

সরস্বতী তখন স্বামীর পাতে প্রসাদ পাইবার উপক্রম করিতেছিল। দুই একটি জিনিষ মুখে দিয়াছে, অমনি গোঁসাইজির সম্বোধনে স্বরের একটু বিশেষত্ব অনুভব করিয়া সে ছুটিয়া আসিল।

"কলকে থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না কেনরে?"

হাত ধুইয়া, সরস্বতী কলকে তুলিয়া ফুঁ দিল, ধূম নির্গত হইল না।

"ঢেলে ফেল্।"

ধূম বাহির করিবার জন্য সরস্বতী এবার প্রাণপণ চেষ্টায় ফুঁ দিল। ধূম বাহির হইল না। সে বিস্মিত হইল। শুধু বিস্মিত নয়, ভীত হইল। সমস্ত ভুলগুলা স্মরণ করিতে বুঝিল, তামাক সাজাতেও সে ভুল করিয়াছে। কলকে উপুড় করিতে দেখা গেল, সে তামাকই তাহাতে দেয় নাই, শুধু তাওয়ার উপর আগুন দিয়াছে।

"ব্যাপারটা কি সরস্বতী? হাসির কথা নয়—ব্যাপারটি আমাকে বলতে হচ্ছে।"

"ভুল হয়ে গেছে বাবা!"

"একটি ত ভুল নয়—একবারে এত ভুল! অতিমাত্র মস্তিষ্কের গোল-মাল না হ'লে শুধু শুধু ত এত ভুল হয় না।"

কোনও উত্তর না দিয়া সরস্বতী আবার তামাক সাজিতে বসিল।

"আর তোমাকে তামাক সাজতে হবে না।"

সরস্বতী নিবৃত্ত হইল না।

"উঠলি?"

তবু সরস্বতী উঠিল না। তামাক সাজিয়া ফুঁ দিতে দিতে কলিকা হইতে আগে ধুম বাহির করিল। তারপর গুড়গুড়ির উপর রাখিয়া নলটা গোঁসাইজির হাতের কাছে লইয়া বলিল—এইবার দেখ, আবার ভুল করলুম কিনা।"

গোসাইজি কোনও উত্তর দিলেন না। ইহারই মধ্যে তিনি অতীতের চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন। সরস্বতী যে চারু ইদানীং তিনি একবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সরস্বতীর সেই একটি দিনের ভুল উপলক্ষ করিয়া তাঁহার ভ্রমটা আজ এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই যেন দূর হইয়া গেল। আহারের পরিচর্য্যার উপলক্ষ করিয়া একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে সরস্বতীর অনেকক্ষণ ধরিয়া নির্জনালাপ তাঁর ভাল লাগে নাই। তবে তার এই কয় বৎসরের অপূর্ব্ব সংযম দেখিয়া তিনি সেটা একরূপ উপেক্ষাই করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক'টা বিষম ভুল সহসা ব্রাহ্মণের অন্তর বিক্ষুব্ধ করিয়া দিল। তাঁর বোধ হইল, এত দিনের জপতপ, পূজায় নিষ্ঠা অভাগিনীর হীনপ্রবৃত্তিকে দমিত করিতে পারে নাই। একটিমাত্র দিনের অবকাশ পাইয়া আবার তাহা পূর্ব্বভাবেই জাগিয়াছে।

"রাগ করছ কেন বাবা, তামাক খাও।"

গোসাইজি মাথা তুলিয়া সরস্বতীর মুখের পানে চাহিলেন। দেখিলেন সে নির্লজ্জার মত হাসিতেছে। তাঁর ক্রোধ বেশ প্রজ্বলিতই হইল।

কিন্তু অতটা ক্রোধে কথাটা কওয়ায় স্থিরতার হানি হইবার সম্ভাবনা। কি বলিতে হয়ত মুখ হইতে কি কথা বাহির হইবে, ভাবিয়া বৃদ্ধ কেবল রাগ-কুঞ্চিত নেত্রে সরস্বতীর মুখের পানে চাহিলেন।

সরস্বতী বলিল—"আর ভুল হবে না বাবা, আজকের মতন মাপ করুন।"

"চারু!"

"চারু? চারু কে বাবা?"

এই এক কথাতেই গোঁসাইজির সমস্ত ক্রোধ মিলাইয়া গেল। লজ্জিত অপ্রতিভ—তবু নিজের মুখ রক্ষা করিতে তিনি বলিলেন—

"গঙ্গাতীরে কি প্রতিজ্ঞা করে' তুমি আমার ঘরে প্রবেশ করেছিলে, তোমার মনে আছে কি?"

"আপনি মনে করেছেন কি?" সরস্বতীর মুখে সেই রূপই হাসি।

গোঁসাইজি আরও অপ্রতিভ হইয়া গেলেন।

"ঠিক থাকতে পারব কিনা আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলুম, পারবো। আজ—" বলিতে বলিতে সরস্বতীর কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল—"আজ—পারলুম না। ঠিক থাকবার ঢের চেষ্টা করলুম—পারলুম না। কেন পারলুম না, অন্তর্যামী গুরু, আপনি কি সেটা বলতে পারেন না?"

"ওটি কি—"

"আপনার জামাই।"

"সরস্বতী, মা!"

"সাত বৎসর পরে—দেখা—" বলিতে বলিতে তার হাত হইতে নল খসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সরস্বতী মাটিতে পড়িয়া গেল।

"সরস্বতী, সরস্বতী—মা আমার !"

সরস্বতী সংজ্ঞা হারাইয়াছে। ব্যাকুল হইয়া গোঁসাইজি দামু ও স্ত্রীকে ডাকিলেন।

গোঁসাই-গৃহিণী বাহিরে আসিয়া কন্যাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন—

"ওগো, এ কি গো !"

"আর কি গো ! গিন্নী, আমি নিজে কন্যাকে হত্যা করেছি।"

দামুও প্রভুর আকুল আহ্বানে একটা কিছু বিষম ঘটিয়াছে বুঝিয়া উপরে ছুটিয়া আসিল। আসিয়া সে ও ওই দেখিল। সেও চিৎকার করিয়া একটা গোলমালের উদ্যোগ করিতেছিল। গোঁসাইজি তাহাকে নিরস্ত করিয়া সরস্বতীর শুশ্রূষার আদেশ করিলেন।

সকলের শুশ্রূষাতেও যখন সরস্বতীর সংজ্ঞা ফিরিল না, তখন তাহারা ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গেল।

৭

"ব্যাপারটা কি ঠাকুর জামাই ?"

পরদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া যখন রাখু বহির্ব্বাটিতে যাইতেছিল, যাইবার পথে নির্ম্মলা উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল। রাখুর আজ উঠিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে। নির্ম্মলা দেখিল তার চোখ দু'টা লাল। নিশ্চয় ঠাকুর জামাই রাত্রিতে ঘুমায় নাই।

"কিসের ব্যাপার বৌদি ?"

"ভাই ও ভগিনীর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিলেও শুভার বিবাহের পর হইতে উভয়েই শ্বশুরের সম্বন্ধ বলবৎ করিয়াছে।

"গোঁসাইজির বাড়ী থেকে এসে সে দিন কিছু খেলে না, কালও এসে কিছু খেলে না।"

"সে দিন ক্ষিদে ছিল না, তাই খাইনি। কাল এক পেট খেয়ে এসেছি বলে খাইনি।"

"আর কিছু নয় ত?"

"আর কিছু কি বল।"

"দেখো ভাই সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে' ওই বোকা ননদটিকে তোমার হাতে দিয়েছি।"

"আমাকে নিয়ে যার ভয় ছিল তিনি ত আর নাই!"

বছর দুই হইল শুভার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বলাতে নির্ম্মলার রাগ হইল। সে বলিল—"তিনি নেই, আমি ত আছি। আমিই এখন ওর মা।"

"হঠাৎ এ রকম সন্দেহটা জাগলো, এমন কাজ কি করেছি?"

"কাল আসতে অত রাত করলে কেন?"

"এই যে বললুম।"

"তাতো শুনলুম। গেলে বাজাতে, হঠাৎ এক পেট খাবার ব্যবস্থা কে করলে? তার আগে জানা নেই শোনা নেই—মিনি নেমন্তনে কেমন ক'রে খেলে?"

"গুরুর বাড়ীতে আবার নেমন্তন্ন কি? বাজাতে প্রথমটা তাল কেটে গিছলো, তাই পাঁচ জনের সুমুখে তিনি তিরস্কার করে ছিলেন। তারপর খুব ভাল বাজিয়ে ছিলুম, গোঁসাইজির গানও অদ্ভুত জমে গিছলো। সেইজন্য তিনি আমাকে মিষ্টি মুখ করিয়ে ছেড়ে দিলেন।"

"তাতো বুঝলুম, কিন্তু তাতে চোখ লাল হ'ল কেন?"

"নিজের চোখ ত দেখতে পাচ্ছি না। আর্শিতে আগে দেখে তারপর এর জবাব দেব।" বলিয়া রাখু বাহির বাড়ীতে চলিয়া গেল।

ইহার পর যখন সে শুভার মুখে শুনিল, তার স্বামী সারারাত ঘুমায়

নাই, আর বিছানায় উপুড় হইয়া এমন কাঁদিয়াছে যে, মাথার বালিশটা চোখের জলে ভিজিয়া সপ্ সপ্ করিতেছে, তখন সে নিজেই লজ্জিত হইল। বুঝিল ঠাকুর জামাইয়ের সঙ্গে একবারেই ওরূপ ভাবে কথাটা কওয়া তার ভালো হয় নাই।

অবশ্য, বলিতে হইবেনা, এই সাত বৎসরের একদিন, নির্ম্মলারই একান্ত আগ্রহে, শুভার সঙ্গে রাখুর শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিবাহের পর হইতে আজিও পর্য্যন্ত বাড়ীর কাহাকেও অসুখী হইতে হয়, এমন কাজ রাখু করে নাই। বরং তাহাকে সহায় পাইয়া ব্রজেন্দ্র সংসার সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছে। বলিতে গেলে সংসারের প্রকৃত কর্ত্তাই এখন রাখু। ব্রজেন্দ্র শুধু উপার্জ্জন করে, হরিপ্রসাদ সেই টাকা দিয়া তার সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি করে ব্রজেন্দ্রের কল্যাণে হরিপ্রসাদও এখন চারুর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। সাতটা বৎসর পূর্ণ হইলে যখন চারুর মৃত্যু আইনানুযায়ী স্থির হইয়া যাইবে, তখন সে স্বতন্ত্র বাটিতে সপরিবারে চলিয়া যাইবে। সে বাড়ী ব্রজেন্দ্র নিজেরই টাকায় ভগিনীপতির বাসের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। সেখানে যাইতেও তার বড় বিলম্ব নাই। দুই এক মাসের মধ্যে পুঁটুরাণীর বিবাহ হইবে। এখন শুধু সেই বিবাহের অপেক্ষা।

সুতরাং এইরূপ সময়ে রাখুর সঙ্গে ওই রূঢ়ভাবের কথা কহিয়া নির্ম্মলা একটু অপ্রতিভের মত হইয়াছে। এ সাত বৎসরে রাখু চারুর জন্য একটি দিনও বিশেষ কোনও শোকের ভাব দেখায় নাই। বরং শুভাকে বিবাহ করিবার পর হইতে বরাবরই সে প্রফুল্লতা দেখাইয়াছে।

আজ প্রথম নির্ম্মলা তার কাঁদিবার কথা শুনিল। সে বুঝিল, নূতন সংসার পাতিয়া ছেলেমেয়ের বাপ হইয়াও রাখু তার পূর্ব্বপত্নীর শোক ভুলিতে পারে নাই—ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল মাত্র। সাত বৎসর

পরে পত্নীর সমস্ত সম্পত্তিতে অধিকারী হইবার মুখে সেই প্রচ্ছন্ন শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মলা তাহাতে রাগ করিবার ত কিছু দেখিল না। হউক না সে নারী অপরাধী, যাকে এক দিন রাখু প্রাণের তুল্য ভালবাসিয়াছিল, এক দিনও তার স্মরণে যদি সে এক ফোঁটাও চোখের জল না ফেলিল, তা হ'লে তার মনুষ্যত্ব রহিল কই!

কিন্তু—নিম্মলা মনে মনে বলিল,—কিন্তু ঠাকুরজামাই গোঁসাইজির বাড়ী হইতে ফিরিবার পরই ওইরূপ বিকল হয় কেন? তবে, সে বিষয়টা জানিতে তার উৎসাহ রহিল না।

৮

ব্রজেন্দ্র ও রাখু উভয়েই স্থির করিয়াছিল, পরদিন গোঁসাইজিকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া আসিবে। সেই উপলক্ষে আরও দুই চারিজন কালোয়াতকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। তার পূর্ব্বে গোঁসাইজির আগমনটা স্থির হইবার প্রয়োজন। ব্রজেন্দ্র নালুকে আদেশ করিল, কলেজ হইতে ফিরিবার সময় সে যেন গোঁসাইজির বাড়াতে গিয়া তাঁহার আসার কথাটা জানিয়া আসে। তার পিশেমশায়ের যাইবার অবকাশ থাকিবে না। পুঁটুরাণীর পাত্রের ঠিকুজি মিলাইতে তাহাকে জ্যোতিষীর বাড়ী যাইতে হইবে। নালু প্রবেশিকা পাশ করিয়া এখন কলেজে পড়িতেছে। বিকালে নালুবাবু নির্ম্মলার কাছে এক অদ্ভুত সংবাদ লইয়া উপস্থিত করিল।

তখন ব্রজেন্দ্র রাখু উভয়েই বাড়ীতে ছিল না। সুতরাং মাকেই নালুর জানাইতে হইল, গোঁসাইজি আসিতে পারিবে না, তাঁর কন্যার বড় অসুখ। কিন্তু সেই সঙ্গে সে বলিল—"মা, গোঁসাইজির মেয়ের চেহারার সঙ্গে বড় পিসিমার ছবির মিল দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি।"

"বলিস কিরে !"

"সত্যি বলছি মা, এমন মুখের মিল—যে না দেখেছে, সে শুনলেও বুঝতে পারবে না ।"

নির্ম্মলা স্তম্ভিতের মত চুপ করিয়া রহিল।

নালু বলিতে লাগিল—"আর একটা আশ্চর্য্য—ছবিতে পিসীমার যেমন নাক ছাবি তাঁরও ঠিক সেই রকম একটি নাকে আছে।"

নির্ম্মলা এখনও কোন কথা কহিতে পারিল না।

নালু বলিতে লাগিল—"তবে তাঁর শরীরে কিছু আছে ব'লে মনে হ'ল না—শয্যাগত।"

এইবারে নির্ম্মলা বলিল—"তুমি কি ভিতরে গিয়েছিলে দেখতে ?"

"গোসাইজি ডাকিয়ে নিয়ে গেলেন। দেখিয়ে বললেন, মেয়ের এই অবস্থায় ভাই, কেমন ক'রে যাই ! তোমার পিসেমশাইকে ব'ল।"

"গোসাইজির মেয়ে কিছু বললেন ?"

"তাঁর কথা কইবার শক্তি নেই। আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। দেখে মনে হ'ল, বলবার তাঁর কিছু ইচ্ছা ছিল।"

"অসুখটা তাঁর কি ?"

"তা আমি জিজ্ঞাসা করিনি।"

"দূর বোকা, জিজ্ঞেস করতে হয় না কি অসুখ ?"

"আমি ত আর ডাক্তার নই, জিজ্ঞাসা ক'রে কি করব ? শুনলুম রোগ কঠিন, বাঁচবার আশা খুব কম।"

নির্ম্মলার চোখের উপর আলোক যেন লুকাইয়া লুকাইয়া ফুটিতে লাগিল। নালু চলিয়া গেলে সে কিয়ৎক্ষণের জন্য কেমন যেন অস্থির হইয়া পড়িল। তারপর কি জানি তার অজ্ঞাতসারেই যেন কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহার চোখ হইতে কতকগুলা অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া গেল। তথাপি সেও

ত মনে মনেও বলিতে পারিল না এই গোঁসাইজির কন্যাই তার বঠ্‌ঠাক্রুরঝি!

সন্ধ্যায় যখন রাখু ফিরিয়া নির্ম্মলাকে জানাইল, পাত্রটির ঠিকুজির সঙ্গে পুঁটুরাণীর ঠিকুজির অদ্ভুত মিল হইয়াছে, তখন সে সম্বন্ধে কোনও কথা না বলিয়া নির্ম্মলা গোঁসাইজির কন্যার অসুখের কথা তাহাকে শুনাইয়া দিল এবং শুনাইবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া বলিল—"শালাজ মনে ক'রে তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা গোপন করতে পার, কিন্তু আমি ত তোমার শুধু শালাজ নই, দাদা, আমি যে তোমার বোন্।"

"নালু কি তোমাকে কিছু বলেছে?"

"সে বললে, দেয়ালে বড় পিসীমার দাঁড়া ছবি দেখেছি, সেখানে জীবন্ত বড় পিসীমাকে শয্যাশায়িনী দেখে এলুম।"

রাখুর চোখে জল আসিল।

"ব্যাপারটা কি বল দেখি ভাই।"

"নালু যা বলেছে ঠিক, এমন অপূর্ব্ব সাদৃশ্য আমি কখন দেখিনি।"

"সাদৃশ্য বলছ কেন, বলনা কেন সেই।"

"কি সাহসে বলব?"

"তা বটে, সে নিজে না ধরা দিলে ত ধরবার উপায় নেই।"

"কোথায় সে চারু, আর কোথায় মহাত্মা গঙ্গানারাণ গোস্বামীর কন্যা সরস্বতী!"

"কার সাধ্য সেখানে এ কথা মুখে আনতে পারে—শুধু দেখেছ, না দু'একটা কথাও তার সঙ্গে কয়েছ?"

"কাল অনেক কথা, খেতে খেতে—তাইতেই ত অনেক রাত হয়ে

গেল। কিন্তু তাতেও ত তাকে ধরতে পারলুম না। কথায় সে ধরা দেবার এতটুকু ও আঁচ দিলে না।"

"যদি ঠাকুরঝিই হয়, ধরা দেবে ব'লে ত সে এই ক বছর অজ্ঞাত বাস করেনি। তবে আমার যেন মনে হচ্ছে ভগবান তাকে ধরিয়ে দিয়েছেন।—ভাল কথা, তুমি একবার যাওনা কেন!"

"কেমন ক'রে যাব?"

"কেন, এই যে তার অসুখের কথা শুনলে!"

"কই, গোঁসাইজি ত নালুকে দিয়ে আমার যাবার কথা ব'লে পাঠালেন না।"

"আমার বড় যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"কিন্তু আমার খোকাকে সে একবার দেখতে চেয়েছে।"

"খোকাকে নিয়ে আমিই যাই না কেন?"

"সে দাদা বাবুকে জিজ্ঞাসা কর, আমি বলতে পারব না।"

সন্ধ্যার পর ব্রজেন্দ্র যখন আফিস হইতে ফিরিল, তখন নির্ম্মলা তাহাকে সমস্ত কথা শুনাইল। শুনিয়া ব্রজেন্দ্র ও বিশ্বাস করিতে পারিল না, সেই চারুই এই গোস্বামি কন্যা সরস্বতী। সে দু'টি রূপের অপূর্ব্ব সাদৃশ্য বুঝিল মাত্র।

সুতরাং নির্ম্মলা যখন তাহাকে দেখিবার অনুমতি চাহিল, তখন সে নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য স্বামীর কাছে কেবল তিরস্কৃত হইল। নির্ম্মলা ত অনুমতি পাইলই না, হরিপ্রসাদের ও সেখানে আর যাওয়া ব্রজেন্দ্র যুক্তিযুক্ত মনে করিল না।

৯

এক মাসের উপর অতীত হইয়া গিয়াছে। সরস্বতী সেই পড়ার পর হইতে পীড়িত। দেহ তার দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল।

গোঁসাইজি বুঝিয়াছেন, আর কন্যা বাচিবে না। রোগ মারাত্মক না হইলেও ইচ্ছাপূর্ব্বক সে তাহাকে মারাত্মক করিয়া তুলিয়াছে। কবিরাজকে তিনি আনাইয়াছিলেন, সরস্বতী তার ঔষধ খায় নাই। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া বৃদ্ধ তার ভবরোগের ঔষধেরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সারা বৈশাখ তাঁহার বাটীতে ভাগবত পাঠ চলিতেছে। তবে বাড়ীটি তাঁর ছোট বলিয়া বহু লোকের স্থান হইবার উপায় ছিল না। পাড়ার দুই চারিজন বৃদ্ধ, বালক এবং কতকগুলি মহিলা, যাহাদের গোঁসাই-জির বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের কোনও আপত্তি ছিল না তাহারাই, এই পাঠ শুনিতে আসিত।

যেখানে পাঠ হইত সেটি বাড়ীর একরূপ ভিতর বলিলেই হয়—ঠাকুর-ঘরের একটি অপরিসর বারান্দা। তাহারই একপ্রান্তে মায়ের পার্শ্বে বসিয়া অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে সরস্বতী ভাগবত শুনিত।

বৈশাখ শেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই, সপ্তাহ খানেক বাকি। সরস্বতী, নিত্য যেমন করে,—মায়ের পার্শ্বে বসিয়া পাঠ শুনিতেছিল।

পাঠক পড়িতেছিলেন :—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
ইতি বুদ্ধ্যা সমালোচ্য ততঃ সুস্বাপ পিঙ্গলা॥

পাঠক শ্লোকের অর্থ করিয়া সকলকে বুঝাইলেন। দরিদ্র গণিকা পিঙ্গলা দেহ বেচিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য প্রতিদিনই বেশ ভূষা করিয়া পথের ধারে ভাড়া-করা কুটীরটির দুয়ারে দাঁড়াইয়া থাকিত।

এক দিন তার অন্নের অভাব ঘটিল, পূর্ব্বের দুই চারি দিন তার ভাল উপার্জ্জন হয় নাই। পিঙ্গলার ঋণ হইয়াছে, বাড়ীওয়ালি ঘরের ভাড়ার তাগাদা করিতেছে।

পরদিন সমস্ত দেনা পরিশোধের আশ্বাস দিয়া পিঙ্গলা আজ পূর্ব্বমত বেশ ভূষা করিয়া কুটীর দুয়ারটিতে দাড়াইয়াছে।

সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর—লোকের পর লোক পিঙ্গলার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, কেহ অভাগিনীর বেশ-করা সৌন্দর্য্যের দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

রাত্রি যতই অধিক হইতে লাগিল, সে পথের লোকও তত বিরল হইতে লাগিল। ক্রমে পথ জনশূন্য। ভগবান একজন না একজন এখনও পাঠাইয়া দিতে পারে। প্রতীক্ষার পিঙ্গলা এইরূপে দ্বিতীয় প্রহর অতীত করিল।

আর একটা জন্তু পর্য্যন্ত সে পথে আসিল না। এইবারে পিঙ্গলা হতাশ হইল। প্রচণ্ড ক্ষুধানলে তার চোখের জল পর্য্যন্ত শুকাইয়াছে।

ঘরে যা আছে আহার করিয়া সে রাত্রির মত বিশ্রাম লইতে অভাগিনী কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। তবু যাইবার মুখে সে একবার পথের পানে চাহিল। দেখিল, দূরে একটা লোক টলিতে টলিতে সেই পথে আসিতেছে।

যোগ্য লোক আসিতেছে বুঝিয়া পিঙ্গলার প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নিকটে আসিতেই সে বুঝিল, লোকটা খুবই মাতাল হইয়াছে। মাথা তুলিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার তাহার শক্তি নাই। চলিয়া যায় দেখিয়া পিঙ্গলা তাহাকে সোহাগজড়ানো কণ্ঠে ডাকিল—"এস।"

লোকটা চমকিতের ন্যায় মাথা তুলিয়া বলিল—"কি মা, আমাকে তুমি ডাকছ?"

পিঙ্গলা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

"আমাকে তা হ'লে মা, তুমি কিছু খেতে দেবে?"

পিঙ্গলা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"দেব বাবা!"

"দু'দিন আমি ভিক্ষে ক'রেও একমুঠো অন্ন পাইনি, দয়াময়ী মা, তুমি আমাকে ডেকে খাওয়াবে!"

পিঙ্গলা এই নবাগত সন্তানরূপী ভগবানের হাত ধরিল। সহসা বাৎসল্যে তার প্রাণ পূরিয়া গেল।

বুভুক্ষু সন্তানকে আহার করাইয়া, ক্ষুদ্র কুটীরটির ভিতর তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া যখন পিঙ্গলা নিজে শয়ন করিল, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কিছু খাইলে না?"

"সারাজীবনে খাইনি, আমি আজ এত খেয়েছি বাবা!"

পরম সুখিনী পিঙ্গলা আজ জীবনে সর্ব্বপ্রথম সুষুপ্তির কোলে মাথা রাখিল।

কথকের কথা শেষ হইতেই সরস্বতী মাকে বলিল—"মা, তোমার কন্যা পিঙ্গলার মত এবার পরম সুখে ঘুমাইবে।"

দিন দিন কন্যাকে দুর্ব্বল হইতে দেখিয়া গোঁসাইজি তার সেবার জন্য মালতী বলিয়া এক শিষ্যকন্যাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কথা শেষে সে যখন তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন সরস্বতী দেখিল, একটি ছেলের হাত ধরিয়া এক অপরিচিতা পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

"আপনি কি কথা শুনতে এসেছিলেন?"

"এসেছিলুম আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে, এসে দেখলুম আপনি কথা শুনছেন। আপনাকে বিরক্ত করলুম না। আমিও শুনতে এক পাশে ব'সে গেলুম।"

"আমার ঘরে চলুন।"

"আর যাব না। আমাকে এখনও চার পাঁচ বাড়ী যেতে হবে।"

"কি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ?"

"আমার কন্যার বিবাহ, পরশু তার আইবড় ভাত।"

সরস্বতী কথাটা বেশ বুঝিতে পারিল না। সে অপরিচিতার মুখের দিকে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া চাহিল মাত্র।

"আপনি আমায় চিনবেন না। আমি এখানে আর কখন আসিনি। আমার নন্দাই আপনার বাবার কাছে বাজাতে আসেন।"

সরস্বতী বুঝিল। বুঝিয়াই বলিল—"অনুগ্রহ ক'রে একবার ঘরে পা য়ের ধুলো দিন।"

"আপনার দেখছি দাড়াতে কষ্ট হচ্ছে। আপনি ঘরে যান।"

আপনি আসতে পারবেন না?'

"এই ত আপনাকে বললুম। পারিতো আর এক দিন আসবো।"

সরস্বতী নমস্কার করিয়া বলিল—"তবে আর কি বলিব। আমার শরীরের অবস্থা ত দেখছেন। যাবার শক্তি থাকলে আনন্দের সহিত যেতুম। সঙ্গের ছেলেটি?"

"ওটি আমার নন্দায়েরই ছেলে। তাঁর কাছে শুনলুম, আপনি দেখতে চেয়েছিলেন।"

একটুখানি অপেক্ষা—মালতি, শীগ্‌গির ক'রে মায়ের কাছ থেকে একটু মিষ্টি নিয়ে আয় ত।"

মালতী বলিল—"তুমি যে কাঁপছ।"

"আমি একটু বাস, তুই ছুটে যা।"

"আজ মাফ করুন দিদি, আপনি সুস্থ হ'ন, আমি আর এক দিন আসব।"

ঈষৎ হাসিয়া আবার একটা নমস্কার করিয়া সরস্বতী বলিল—"তবে আসুন।"

নির্ম্মলা আজ একটা অসম সাহসিকার কাজ করিয়াছিল। পুঁটুর বিবাহে মেয়ে নিমন্ত্রণে বাহির হইয়া আহিরিটোলায় সে আসিল। যে বাড়ীতে আসিল, সেখানে শুনিল, গোঁসাইজির বাড়ী অতি নিকটে। সে সরস্বতীকে দেখিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারিল না, নিমন্ত্রণের ছল করিয়া গোঁসাইজির বাড়ী প্রবেশ করিল।

প্রবেশ করিয়া সরস্বতীকে দেখিয়াই বুঝিল সাদৃশ্যই বটে। তাই সে সাদৃশ্য এমনই বা কি বেশী! এক মাসের ভিতর তার মুখের এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নাকছাবিও সরস্বতী খুলিয়া ফেলিয়াছে।

বুদ্ধিমতী নির্ম্মলা বুঝিল না, রোগ মানুষকে আরশির সম্মুখে তার নিজেরই কাছে অপরিচিত করিতে পারে।

নির্ম্মলা চলিয়া যাইতেই গোঁসাইজি সরস্বতীর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন এখন আছ মা?"

মালতী তখন সরস্বতীকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিয়াছে। অতি দৌর্ব্বল্যে সে মাথা তুলিতে পারিল না। বালিশের উপর মুখ রাখিয়াই সে বলিল—"আজ সব দিনের চেয়ে ভাল আছি বাবা!"

গোঁসাইজি বুঝিলেন, কন্যার দিন শেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। বিজ্ঞ গম্ভীর বৃদ্ধের চোখেও জল আসিল। গোঁসাই-গৃহিণীও কয়দিন ধরিয়া কাঁদিতেছেন। কিন্তু উভয়েই বুঝিয়াছেন, মর্য্যাদা লইয়া যদি সরস্বতীকে মরিতে হয় তাহা হইলে তাঁহারা থাকিতে থাকিতেই তার চলিয়া যাওয়াই ভাল। গোঁসাই-গৃহিণী, একদিন কন্যার কাছে জামাইকে আনাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহাতে সরস্বতী বলিয়াছিল, "মা তোমরা কি আমাকে পরিত্যাগ করিতে চাও? তা হ'লে

বাবাকে বল, যেখান হইতে তিনি আমাকে তুলিয়া আনিয়াছেন, আবার আমাকে সেখানে ছাড়িয়া দিতে।" সেই অবধি আর তিনি বাখুক্‌কথা তুলিয়া কন্যাকে উত্যক্ত করিতে সাহসী হইতেন না। অথচ নারী প্রাণ, তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল, মরিবার পূর্ব্বে মেয়েটার সঙ্গে তাহার স্বামীর দুই চারিটা কথাবার্ত্তা হয়।

গোঁসাইজি কিন্তু কন্যাকে চারু বলিয়া অপ্রতিভ হইবার পর হইতে অতি সাবধানেই তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করেন। সরস্বতীর কথা শুনিয়া তিনি চোখের জল মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেছিলেন। একটু খানি যাইতে যেন তার কথা শুনিতে পাইলেন। অতি ক্ষীণকণ্ঠে সে যেন বাবা বলিয়া ডাকিতেছে।

"তুমি কি আমাকে ডাকলে মা?"

"হাঁ বাবা, যাব?"

"গোঁসাইজি মনে করিলেন, সে যেন গুরুর কাছে পরপারে যাইবার অনুমতি চাহিতেছে। বলিলেন—"ভগবান ত তোমায় এ পারেই আশ্রয় দিয়েছেন মা, তবে ও পারে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

"ও পারে নয়।"

"তবে কোথায়?"

"আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল।"

"কে? যে মেয়েটি ওই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল?"

"ওটি আমার ছেলে। যিনি এসেছিলেন, সেটি স্বামীর শালাজ। তার কন্যার বিয়ে।"

"তা হ'লে তারা তোমাকে জেনেছে?"

"কি জানি বুঝতে পারলুম না—যাব?"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া গোঁসাইজি বলিলেন—"যদি তোমাকে কেউ কিছু বলে ?"

"আমার আর মান অপমান কি ?"

"তোমার না থাকতে পারে, আমার আছে। তুমি তার পায়ে গিয়েছ, আমি ত এখনো যেতে পারি নি, মা !"

"কিছু পাঠিয়ে দেওয়া—আইবড় ভাতের জন্য ?"

"অবশ্য দেব, সরস্বতী।"

১১

বাড়ী ফিরিয়া নির্ম্মলা সরস্বতীকে দেখিবার কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না। তবে আহিরিটোলার আরও দুই চারি বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া সরস্বতীর কিছু পরিচয় লইয়া আসিল। শুনিয়া আসিল, সেরূপ সাধ্বী, সুশীলা পবিত্রতাময়ী মেয়ে আজ কাল কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তার স্বামীর কথা কেহ বলিতে পারিল না। কুলীন স্বামী, তার অনেক দেশেই শ্বশুর ঘর, সে বাড়ীতে কখন কখন হয় ত আসিতে পারে। ইদানীং তার আসিবার কথা দুই একজন শুনিয়াছে, কিন্তু কেহ তাহাকে দেখে নাই।

নির্ম্মলা মনে স্থির করিল, মেয়েটার বিবাহের হাঙ্গাম চুকিয়া গেলেই তার সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ করিতে যাইবে। তবে তার শরীর সে যেরূপ দুর্ব্বল দেখিয়া আসিয়াছে, ততদিন কি সে বাচিবে !

তৃতীয় দিবসে আইবড় ভাতের উৎসব। একমাত্র কন্যা, ব্রজেন্দ্রের পয়সাও যথেষ্ট, উৎসবে তার অবস্থানুযায়ী সমারোহ। বহু মহিলা আজ বাড়ীতে সমবেত হইয়াছে। অনেক বাড়ী হইতে পুঁটুরাণীর তত্ত্ব আসিতেছে ব্রজেন্দ্রের অনেক ধনী মক্কেল। অনেকেই বহুমূল্যবান উপহার পাঠাইয়াছে।

রাখুর উপরেই ছিল সমস্ত উপহারের হিসাব রাখিবার ভার। সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে সে দেখিল দামু ও একটি স্ত্রীলোক উপহার বহিয়া আনিতেছে। স্ত্রীলোকটি মালতী।

তাহাদের আসিতে দেখিয়া রাখু বড়ই বিস্মিত হইল। তাহার নিকটে নিমন্ত্রণের যে ফর্দ্দ ছিল, বহু তার ভিতরে গোসাইজির ত নাম নাই। তবে কে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল।

দামু তাহাকে এক পত্র দিল। পত্র গোঁসাইজির লেখা। "বাবাজি আমার কন্যার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শক্তি নাই। এই উপহার পাঠাইলাম। লইয়াই পত্র পাঠ এদু'টিকে বিদায় করিবে, ইহাদিগকে আবদ্ধ করিবে না। কেন না ঘরে কেবলমাত্র আমরা দু'টি বুড়োবুড়ি, আর আমার শয্যাগত মৃত্যুমুখী কন্যা।

রাখু উপহার দেখিল। অতি অপূর্ব্ব বারানসী সাড়ী আর কৌটার ভিতরে পুরা সেই সকল গণ্ডগোলের মূল নাকছাবি। যত উপহার পুঁটুরাণীর জন্য এখনো পর্য্যন্ত আসিয়াছে, সকলের অপেক্ষা অনেকগুণে মূল্যবান। সমস্ত উপহার গুলা একত্র করিলেও বুঝি এ উপহারের তুল্য হইবে না। বাড়ীর ভিতর উপহার পৌঁছিতেই মহিলামণ্ডলীর মধ্যে দোলন পড়িয়া গেল।

দেখিল, শুনা দেখিল। নির্ম্মলা একবারেই বুঝিল, তার দেখিবার জন্য উৎসুক দৃষ্টি দেবীর কাছে অন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধান করিল। শুনিল ঠাকুর জামাই হিসাব নিকাশ নব উপর দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

১২

"সরস্বতী, মা।" "মা"

বুড়াবুড়িতে ধবাধরি করিয়া কন্যাকে তুলসীতলায় নামাইয়াছি। বৃদ্ধা মাথার শিয়রে বসিয়া তার মুখে গঙ্গাজল দিতেছেন, এমন গোঁসাইজি মমূর্ষু কন্যাকে সম্বোধন করিলেন। সরস্বতী সংজ্ঞার দেখাইল না। তখন তার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে বলি —"মা সরস্বতী, তোমার স্বামী এসেছেন।"

মৃত্যুর আলিঙ্গন ছিঁড়িয়া যেন সরস্বতী, বিস্ফারিত নেত্রে তার স্বামী দেখিতে ফিরিয়া আসিল।

"চিনতে পারছ মা আমার?"

দূর দিগন্তের বিদ্যুদ্দীপ্তির মত অতি মৃদুহাসি তার মরণ-ছায়াছন্ন মুখটির উপর ভাসিয়া উঠিল—যেন বলিল, বাবা,—চিনিয়াছি।

"ঠাকুর ঝি!"

"দিদি!"

"পিসিমা!"

আর সেই চার বছর বয়সের বালকের কণ্ঠ,—

"বড় মা—বড় মা!"

সরস্বতীর শেষ নিশ্বাস এক মুহূর্তে সকলের হৃদয় একবার আলোড়িত করিয়া অনন্তের গায়ে মিলাইয়া গেল।

পর

বাড়ীতে

ব্রজেন্দ্রে

সমাপ্ত।